শ্রীগীত-গোবিন্দ

॥ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

দুই টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হিজ্ হাইনেস্

মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সিংহ বাহাদুর

কে, সি, আই, ই

(ছতরপুর, মধ্যভারত)

করকমলেষু

छतरपुराधिपति

श्रीश्रीमद् बिश्वनाथ सिंह

महाराजाधिराजेषु

स्वशक्तिनिर्व्वर्त्तितराज्यश्रीको
यश्छत्रशालो भुवनैक वीरः ।
कुलं गुणै र्यः समलञ्चकार
भूपस्य तस्यान्वयवर्द्धन स्त्वम् ॥

सतां त्वमाश्रयो नित्यं विदुषां धुरिवर्त्तसे ।
राजर्षि-चरितश्चासि रसिको वैष्णवाग्रणीः ॥

चैतन्यपादार्पितचित्तपद्म
अद्वैतसूनुप्रतिपन्नदीक्ष ।
काव्यं महत् पीतरसं हि मञ्जु
समर्पते ते परया मुदेदम् ॥

श्रीहरेकृष्ण साहित्यरत्नस्य ॥

নিবেদন

জয়দেবের কেন্দুবিল্ব এখন 'জয়দেব-কেন্দুলী' নামে পরিচিত। অনেকে কেন্দুলীও বলেনা,—বলে 'জয়দেব'। দেশের লোকের নিকট কেন্দুলী তীর্থক্ষেত্র; জয়দেব-পদ্মাবতী ভগবানের আপনার জন, অনুগৃহীত ভক্ত। আমাদের গ্রাম হইতে কেন্দুলীর দূরত্ব বেশী নহে। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই জয়দেবের মেলায় যাইতাম, জয়দেব-পদ্মাবতীর গল্প, ছড়া শুনিতাম, মুখস্থ করিতাম। এমনি শ্রদ্ধার মাঝখানে প্রথম-যৌবনে একদিন স্বর্গগত সাহিত্যাচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী হস্তগত হয়, এবং তাঁহার অমর-লেখনী-প্রসূত জয়দেবের সমালোচনা পাঠের সুযোগ প্রাপ্ত হই। জয়দেবের যে একটা উল্টা দিক্ আছে, এ কথা সেই প্রথম শুনি; মনে বেশ একটু আঘাত লাগে, আর তাহার পর হইতেই জয়দেব-সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করি। কেন্দুলীর মেলায় কোনো ভাল লোক পাইলে, ভক্ত-বৈরাগী দেখিলে তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিতাম, পুঁথি-পাতার খোঁজ লইতাম, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করিতাম; তাহারই ফলে ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিকপত্রে জয়দেব সম্বন্ধে আমার কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতঃপর গতবর্ষে জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানপ্রচার সমিতির আহ্বানে কলিকাতার থিওজফিক্যাল হলে জয়দেবের সম্বন্ধে চারিটী বক্তৃতা দেই। আমার এই গ্রন্থের ভূমিকা সেই বক্তৃতা চারিটীর পরিবর্ত্তিত রূপ।

আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার কোনো বক্তব্য নাই। কারণ তিনি যাহা বলিয়াছিলেন,—সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই বলিয়াছিলেন; তাঁহার সময়ে যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমনি বলিয়াছিলেন। কিন্তু আজিকার

দিনে—অনুসন্ধানের বিশেষ সুযোগ সত্ত্বেও সবদিক্ না দেখিয়া যাঁহারা তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিতে পারি না। ভূমিকায় এই কথাই বলিয়াছি।

দেশ-বিদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত-ব্যক্তির নিকট গীতগোবিন্দ একখানি কাব্য মাত্র। তাঁহারা কাব্য হিসাবেই ইহাঁর বিচার করিয়া থাকেন, এবং কেহ ভাল বলেন, কেহ নিন্দা করেন; ইহাই স্বাভাবিক। তবে মাত্র অশ্লীলতার দোহাই দিয়া গীতগোবিন্দের উপর যাঁহারা খড়্গহস্ত, রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়, এবং শিশুপালবধ প্রভৃতি কাব্যের কয়েকটী সর্গের প্রতি আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের মনে হয়, জয়দেব কামের আবরণে প্রেমের কথাই বলিয়াছেন।

গীতগোবিন্দের সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের—বিশেষ শ্রীরাধার প্রেমতন্ময়তার যে চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে (তৃতীয়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সর্গ)—তাহার মাধুর্য্য, মহিমা ও পবিত্রতা বিতর্কের অতীত। সুতরাং গ্রন্থখানি সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সহৃদয় পাঠকের আলোচনারও অনুপযুক্ত নহে।

ভূমিকায় বৈষ্ণবধর্ম্মের যে ইতিহাস আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাই—উত্তর ভারতে (কাশ্মীরে) আনন্দবর্দ্ধন যখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমগাথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই মধ্যভারতের ও বঙ্গদেশের মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র ক্ষোদিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে যখন বিল্বমঙ্গল ও নিম্বার্কের আবির্ভাব ঘটে, তাহারই কাছাকাছি সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে পূর্ব্বভারতে (বঙ্গে) বর্ম্ম ও সেনরাজ বংশের অভ্যুদয় হয়। সারা ভারত ব্যাপী এইরূপ একটী ধর্ম্ম-প্রবাহের মূল উৎসের সন্ধান আজিও পাওয়া যায় নাই। এদিকে পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনায় লোকমান্য তিলকের গীতার ভূমিকা

হইতে সাহায্য পাইয়াছি। ইহা স্বীকার করিয়া সেই স্বর্গগত মহাপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। মানসোল্লাসের দশাবতার স্তোত্রের বুদ্ধ সম্বন্ধীয় শ্লোক ও গ্রন্থ সাহেব ধৃত জয়দেবের ভণিতাযুক্ত দুইটী পদ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি, লিট্ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত। বৃহদারণ্যক এবং হাল-সপ্তশতীর শ্লোক অধ্যাপক শ্রীমান্ অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য বেদান্ততীর্থ এম, এ (কলিকাতা) এবং সদুক্তি কর্ণামৃতের জয়দেব ও শরণ রচিত কবিতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ (চট্টগ্রাম) সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত বংশীধর ঠাকুর বি, এল (বীরভূম) আমাকে দুই একটী বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। সুহৃদ্‌গণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন না থাকিলেও এখানে ইহাঁদের নাম উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

সুহৃদ্বর শ্রীমান্ সুকুমার সেন এম, এ, পি, আর, এস, পুস্তকখানির প্রুফ আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন। তিনি এই ভার গ্রহণ না করিলে অসুস্থাবস্থায় আমাকে অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইত। পূজার পূর্ব্বেই বহিখানি প্রকাশিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে মুদ্রিত হওয়ায় স্থানে স্থানে ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, পাঠকগণ দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সাবধান হইবার সুযোগ প্রার্থনা করি। পরিশিষ্টে 'রামগীত-গোবিন্দের' রচয়িতা রূপে 'গয়াদীনের' নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম, এ মহাশয় বলেন, এই গ্রন্থও জয়দেবের রচিত। তবে এ জয়দেবের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

গীতগোবিন্দের অনুবাদকগণের মধ্যে রসময় দাস, গিরিধর দাস এবং পীতাম্বর দাসের নাম বিশেষ পরিচিত। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের "বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক" গ্রন্থে অপর দুইজন অনুবাদক প্রাণকৃষ্ণ দাস,

ও জগৎ সিংহের নাম পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই বাঙ্গালা কবিতা গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়াছেন। গীতগোবিন্দ বিদেশের ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে।

গ্রন্থের মূল ও টীকার পাঠ প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথির সঙ্গে মিলাই দিয়াছি। অনুবাদে যথাসম্ভব মূলের অনুসরণ করিয়াছি। শ্রীমান্ রামপ চট্টোপাধ্যায় বি, এ অনুবাদের কাজে মাঝে মাঝে সাহায্য করিয়াছেন।

আমার সোদর-প্রতিম সাহিত্যানুরাগী সুহৃদ শ্রীমান্ কামাখ্যাকিঙ্ক চট্টোপাধ্যায় বি, এ (ডাক-বিভাগের পরিদর্শক, বিহার-ও-উড়িষ্যা) এ অধ্যাপক শ্রীমান্ শিবশরণ চৌধুরী এম, এ, বি, এল (কৃষ্ণচন্দ্র কলে হেতমপুর), এই দুইজনের বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা ভিন্ন 'কবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দ' প্রকাশে সাহস করিতাম কি না সন্দেহ। উভয়কে আমার প্রীতি-আশীস্ জ্ঞাপন করিয়া এই বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট কিয়ৎ পরিমাণে সমাদৃত হইলেও কৃতার্থ হইব

'সারদা-কুটীর'
কুড়মিঠা (বীরভূম)
সন ১৩৩৬ সাল,
জন্মাষ্টমী

বিনয়াবনত
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যা

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	
বীরভূমি	১
কবিসাময়িকী	৫
জীবন-কথা	২১
কাব্য-কথা	৩৭
সর্গবন্ধ	৪৬
প্রথম শ্লোক	৫৬
বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস ও রাধানাম	৬৭
কবি জয়দেবের বৈশিষ্ট্য	৭৬
রাধাতত্ত্ব	৮০
শৃঙ্গাররস	৯৫
যোগমায়া	১০৪
প্রকৃতিভাবে উপাসনা	১১১
রসোপাসনা	১১৭
পরিশিষ্ট	১২৪
(বিবিধ প্রবাদ, গীতগোবিন্দের টীকা এবং অনুকরণে রচিত গ্রন্থের তালিকাদি)	

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীগীতগোবিন্দ	
(মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	
প্রথম সর্গ	১৩৩
শ্লোকে জয়দেবের সম-সাময়িক কবিদের নাম	১৩৮
দশাবতার স্তোত্র	১৩৯
শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল	১৪৬
ললিত লবঙ্গলতা	১৫২
চন্দনচর্চ্চিত	১৫৯
দ্বিতীয় সর্গ	১৬৫
সঞ্চরদধরসুধা	১৬৬
নিভৃত নিকুঞ্জগৃহং	১৭০
তৃতীয় সর্গ	১৭৭
মামিয়ং চলিতা	১৭৮
চতুর্থ সর্গ	১৮৬
নিন্দতি চন্দন	”
স্তনবিনিহিত	১৯১
পঞ্চম সর্গ	১৯৮
বহতি মলয় সমীরে	”

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রতিসুখসারে	২০১	হরিরভিসরতি	২৪
ষষ্ঠ সর্গ	২১০	**দশম সর্গ**	২৪
পশ্যতি দিশিদিশি	”	বদসি যদি	”
সপ্তম সর্গ	২১৬	**একাদশ সর্গ**	২৫৮
কথিত সময়েঽপি	২১৭	বিরচিত চাটুবচন	”
স্মর-সমরোচিত	২২১	মঞ্জুতর কুঞ্জতল	২৬৫
সমুদিত মদনে	২২৪	রাধাবদনবিলোকন	২৬৯
অনিল তরল	২২৮	**দ্বাদশ সর্গ**	২৭৫
অষ্টম সর্গ	২৩৫	কিশলয় শয়নতলে	”
রজনীজনিত	২৩৬	কুরু যদুনন্দন	২৮৪
[illegible]	২৪২	কবির পরিচয় শ্লোক	২৯২

কবি জয়দেব

ও

গোবিন্দ

ভূমিকা

বীরভূমি

"বীরাভূঃ কামকোটী স্যাৎ প্রাচ্যাং গঙ্গাজয়ান্বিতা।
আরণ্যকং প্রতীচ্যন্তু দেশো দার্ষদ উত্তরে।
বিন্ধ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ দক্ষিণে বহ্ব্যঃ সংস্থিতাঃ"॥

বীরভূমির পূর্ব্ব নাম ছিল "কামকোটী"। সেকালে—পূর্ব্বে অজয় সম্মিলিতা গঙ্গা, পশ্চিমে আরণ্যভূমি, (ঝাড়খণ্ডের ঘন অরণ্য) উত্তরে পাথরের দেশ (রাজমহলের পর্ব্বতশ্রেণী), এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পাদোদ্ভবা বহু নদ-নদী (দামোদর প্রভৃতি) এই ভূমিখণ্ডের চতুঃসীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকায় পাই—"কামকোটী বীরভূম জানিবে নির্য্যাস"। কিন্তু বর্ত্তমানে এই কামকোটী নামে স্থান বীরভূমে অথবা তাহার আসে-

পাশে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন্ সময় বীরভূমি কামকোটী নামে পরিচিত এবং পূর্ব্বোক্ত চতুঃসীমায় চিহ্নিত ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন। সম্রাট সের শাহ বা আকবরের সময়ও ইহার এত বিস্তৃতি ছিল কি না সন্দেহ। ইংরাজ রাজত্বে বীরভূমি বর্দ্ধমান বিভাগের একটী ক্ষুদ্র জেলা, লোকসংখ্যা প্রায় আট লক্ষ।

অতি পূর্ব্বকালে এই স্থান সুহ্ম দেশের অন্তর্গত ছিল। দণ্ডীর 'দশকুমার-চরিতে', কালিদাসের 'রঘুবংশে', বাণভট্টের 'হর্ষ-চরিতে' এবং ধোয়ী কবির 'পবনদূত' প্রভৃতি গ্রন্থে সুহ্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহা কর্ণ-সুবর্ণের অধিকারভুক্ত হয়। অতঃপর ইহা পাল-রাজগণের 'সামন্ত শাসন' রূপে পরিচিত হইত। সে সময় 'শূর' বংশীয়গণ ইহার অধীশ্বর ছিলেন। পরে সেনবংশীয়গণ এই দেশ অধিকার করেন।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন "সুহ্মা রাঢ়াঃ"। 'রাঢ়' নাম কত দিনের পুরাতন জানা যায় না। মধ্যভারতের খাজরাহো লিপি বলিয়া পরিচিত ধঙ্গের লিপিতে রাঢ়ের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক মতে ধঙ্গ ১০০২ খৃষ্টাব্দে রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসনে রাঢ়ের নাম পাওয়া যায়। এই লিপিতে সেন-বংশের পূর্ব্বপুরুষ বীরসেনের নাম আছে এবং বিজয়সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী বহু রাজকুমার যে সদাচার-চর্য্যার খ্যাতি গৌরবে প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে গর্ব্বান্বিত করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে। অনুমান হয় সেন-রাজকুমারগণই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বীরসেনের নামানুসারে এই স্থানের 'বীরভূমি' নামকরণ করেন। আইন-ই আকবরীর মতে বীরভূমের 'লক্ষ্মুর' (অধুনা নগর নামে পরিচিত) বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্মুরের হিন্দু শাসনকর্ত্তাগণের সেকালে 'বীর' উপাধি ছিল। ইতিহাসে উড়িষ্যার রাজগণের রাঢ় আক্রমণের পরিচয় পাওয়া যায়। একবার লক্ষ্মুরও

তাঁহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। নবদ্বীপ বিজয়ের কিছুদিন পরে বীরভূমি মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয়।

বাঙ্গালার সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতির ইতিহাসে রাঢ়দেশ অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু সে শুধু বাঙ্গালারই ইতিহাসে,—ভারতের ইতিহাসে তাহার কোনো চিহ্নিত আসন আছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালার ইতিহাসেও একমাত্র সাহিত্য ভিন্ন অন্যান্য বিভাগে রাঢ় দেশ এমন কোনো স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই, যাহা আজিকার দিনে সগৌরবে উল্লিখিত হইতে পারে। সমাজ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা চলে যে বাহির হইতে যত জাতি বা সম্প্রদায় রাঢ়ে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, রাঢ়ীয় সমাজ কাহাকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। একটা আদর্শের ঐক্যে সমগ্রের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলেও সে বিরোধকে দূরে পরিহার করিয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে সমাজ যেমন জাতি গঠনে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তেমনি বহির্জগতকেও বঞ্চিত করিয়াছে। পরন্তু নিন্দার ভাগী হইয়াছে।

রাঢ়ের সাহিত্য ও ধর্ম্ম প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের মনে হয় বৈষ্ণবধর্ম্মই এদেশের নিজস্ব ধর্ম্ম, এবং সে ধর্ম্ম এদেশে বাহির হইতে আসে নাই। হয়তো বা এমন কোনো অজ্ঞাত উৎস হইতে উত্থিত হইয়াছিল; যাহার সন্ধান আজিও পাওয়া যায় নাই। এমনও হইতে পারে যে একই উৎস হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিভিন্ন ধারা ভারতের নানা দেশে প্রবাহিত হইয়াছিল। আমরা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিয়াছি।

গুপ্তসম্রাটগণের সময় হইতেই এদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু গুপ্তগণ যে এদেশে সে ধর্ম্ম বহন করিয়া আনেন নাই, "শুশুনিয়া" লিপিই তাহার প্রবলতম প্রমাণ। এই ধর্ম্ম নানা সমন্বয়ের

মধ্য দিয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দের আশ্রয়ে এক অভিনব ধারায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যের সহায়তা না পাইলে এই ধর্ম্ম উত্তরকালে এদেশে একটী শক্তিশালী সম্প্রদায় গঠনে সমর্থ হইত কি না সন্দেহ। জয়দেবের প্রভাব সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী কর্ত্তৃক বিভিন্ন ভাষায় গীতগোবিন্দের প্রায় চল্লিশখানি টীকা প্রণীত হইয়াছিল, এবং (এই কাব্যের) অনুকরণে প্রায় আট দশ খানি কাব্য রচিত হইয়াছিল। এদেশে সেকালে জৈন, বৌদ্ধ, সহজিয়া, নাথপন্থী, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, আজিও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের যেন মনে হয় নানা ধর্ম্মের পীঠ-ভূমি পরিক্রমণ করিয়া বর্ম্ম ও সেনরাজগণের সময় হইতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বাঙ্গালায় এক উদারতর পথে অগ্রসর হইতেছিল। জয়দেবের মোহিনী সঙ্গীতের তরঙ্গ বাহিয়া চণ্ডীদাসের মধ্য দিয়া সেই ধর্ম্মপ্রবাহ মহাপ্রভুর জীবন বন্যায় আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে, এবং এই বন্যা পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের পীঠক্ষেত্রগুলিকেও পরিপ্লাবিত করিয়াছে।

রাঢ়ের ধর্ম্ম ও সাহিত্য যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শিবায়ন, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু সে সমস্ত বিষয় আমাদের অদ্যকার আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

ভূমিকায় আমরা কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না। তবে এই আলোচনা দিক্‌-দর্শন হিসাবেও যদি সাধারণের গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব, শ্রম সার্থক মনে করিব।

২

কবি-সাময়িকী

বাঙ্গালার অদ্বিতীয় বৈষ্ণব কবি জয়দেব যখন জন্মগ্রহণ করেন,—এ দেশের সে এক সঙ্কটময় সময়। অনুমান বঙ্গাব্দ সন ছয়শত সাল—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ—সমাজ ব্যভিচারে পূর্ণ, প্রকৃতিপুঞ্জ মোহগ্রস্ত, রাজশক্তি অবসন্ন, রাজ্যেশ্বর প্রতীকারে অসমর্থ। যে বাঙ্গালী প্রজা একদিন নিজেদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে সিংহাসনে বসাইয়া দেশে মাৎস্য ন্যায় প্রশমিত করিয়া ছিল, আজ তাহারা পাশব ব্যসনে উন্মত্ত, বৈদেশিক আক্রমণের আসন্ন সম্ভাবনায়ও অনুদ্বিগ্ন। যে রাজ্যের পরাক্রান্ত নৌবাহিনী ক্ষেপণী-উৎক্ষিপ্ত জলধারায় একদিন চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ক প্রক্ষালনের স্পর্দ্ধা রাখিত, আজ প্রমোদ-তরণীতে প্রমদাগণের নয়ন কজ্জলে তাহাদেরই গণ্ড কালিমা মণ্ডিত—তাহারা সেই সোহাগেই অচৈতন্য। ভারতের বাহিরে কোথায় কি ঘটিতেছে, ভারতের ভিতর কোথায় কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে সে সব সংবাদ লওয়া তো দূরের কথা,—নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবনাও কাহারো মনে স্থান পায় না। দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, সর্ব্বনাশ সমীপবর্ত্তী, কিন্তু রাজ্যে নিত্য উৎসব লাগিয়াই আছে। কবিরা কাব্য রচনা করিতেছেন, সুরচিত বিস্তৃত প্রশস্তি গাথায় নৃপতির যশের কাহিনী কীর্ত্তিত হইতেছে, সমগ্র দেশ এক কল্পিত শান্তির মৃত-কল্প জড়তায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্য সূর্য্য তখন ধীরে অস্তাচল মূলে ঢলিয়া পড়িতেছিল, আর তাহার শেষ রশ্মিটুকু গ্রাস করিবার জন্য এক রণদুর্ম্মদ জাতির বিজয় বৈজয়ন্তী আপন

গৌরবোজ্জ্বল অৰ্দ্ধচন্দ্র প্রভায় অলক্ষ্যে বাঙ্গালার সান্ধ্য-গগনে অভ্যুত্থিত হইতেছিল। এমনি দিনেই জয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাব, এমনি এক দিনেই সংস্কৃত গীতিকাব্যের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি বীরভূমের অজয়-তীরবর্ত্তী কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

কথিত আছে কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব,—বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাসদ—সম্রাটের পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। অনেকে বলেন শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নাকি নবদ্বীপের নৃপ-সভাদ্বারে নিম্নোক্ত শ্লোকটী ক্ষোদিত দেখিয়াছিলেন—

"গোবৰ্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥"

এই শ্লোকে কবি ধোয়ী কবিরাজ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। সম্রাট-সভার অপর চারিটী রত্ন—উমাপতি ধর, গোবৰ্দ্ধন, শরণ এবং ধোয়ী।

প্রত্যুম্নেশ্বর-মন্দির প্রশস্তিতে উমাপতি ধরের নাম পাওয়া যায়,—ইনি লক্ষ্মণসেনের সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় উল্লিখিত আছে,—'শ্রীজয়দেব সহচরেণ মহারাজ-লক্ষ্মণসেন মন্ত্রীবরেণ উমাপতি-ধরেণ' ইত্যাদি। গোবৰ্দ্ধনাচাৰ্য্য তাঁহার আৰ্য্যা-সপ্তশতীর একটী শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"সকল কলা কল্পয়িতুং প্রভোঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ। সেনকুলতিলক ভূপতি রেকো রাকাপ্রদোষশ্চ"।—প্রবন্ধের (নৃত্য গীতাদি চতুঃষষ্ঠী কলা) এবং কুমুদ বন্ধুর (ষোল কলা) সকল কলার সম্পূর্ণতা সাধনে একমাত্র সেন কুলতিলক ভূপতি বা পূর্ণিমার সন্ধ্যাই সমর্থ। অর্থাৎ পূর্ণিমা প্রদোষে যেমন কুমুদবন্ধু পূর্ণতা সংপ্রাপ্ত হন, সেনরাজের সময় তেমনি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ সকল সংরচিত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের মতে এই সেন-

কুলতিলক ভূপতি লক্ষ্মণসেন। সর্ব্বানন্দ সরস্বতীর 'টীকা-সর্ব্বস্বে' এই গোবর্দ্ধনের নাম পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণের মতে সম্রাট বল্লালসেনের সময় ১০৮১ শকাব্দায় (১১৫৯ খৃঃ) এই গ্রন্থ রচিত হয়। লক্ষ্মণসেন তখন যুবরাজ।

ধোয়ী কবি স্বরচিত পবনদূত কাব্যে যুবরাজ লক্ষ্মণসেনকেই নায়ক কল্পনা করিয়াছেন।

যথা :—

তস্মিন্নেকা কুবলয়বতী নাম গন্ধর্ব্বকন্যা
মন্যে জৈত্রং মৃদুকুসুমতোঽপ্যায়ুধং যা স্মরস্য।
দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং
বালা সদ্যঃ কুসুমধনুষঃ সন্বিধেয়ী বভূব॥ ২॥ (পবনদূত)

জহ্লন-দেবের সুভাষিতাবলীর মধ্যে ধোয়ীর নাম আছে। জহ্লন খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের সদূক্তি-কর্ণামৃত গ্রন্থে 'শরণের' এই শ্লোকটী পাওয়া যায়—

দেবঃ কুপ্যতু বা বিচিন্ত্য বিনয়ং প্রীতোঽস্তু বামাদৃশৈঃ
বাগ্‌ভিঃ প্রভুকীর্ত্তিম প্রতিহতাং বক্তব্য মেবোচিতং।
সেবাভি র্যদি সেনবংশতিলকাদাশাসনীয়াঃ শ্রিয়ঃ
সংকল্পানুবিধায়িনাং সুরতরস্তৎ কেন হার্য্যো মদঃ॥

(৩—৫৪—৫) 'শরণ'।

সদূক্তিকর্ণামৃত লক্ষ্মণসেনের সময়েই রচিত হয়, সুতরাং অনুমিত হয় (কবি শরণ সম্রাটের সমসাময়িক এবং) শ্লোকে সেনবংশতিলক বলিতে লক্ষ্মণসেনকেই বুঝাইতেছে।

উপরে উদ্ধৃত সমস্ত প্রমাণের সঙ্গে গীতগোবিন্দের—

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈঃ রাচার্য্য-গোবর্দ্ধন
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥”

এই শ্লোকটী মিলাইয়া লইলে সনাতন গোস্বামীর সাক্ষ্যবাক্যে অবিশ্বাসের কোনো হেতু পাওয়া যায় না।

কেন্দুবিল্বের অনতিদূরে অজয়ের দক্ষিণ তীরে শ্যামারূপার গড় বা সেন পাহাড়ী নামে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। জনশ্রুতি শুনিয়াছি—তান্ত্রিক সাধনার জন্য বল্লাল সেন নাকি এক নীচ জাতীয়া পদ্মিনী রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই লইয়া পিতা-পুত্রে মনোমালিন্য ঘটে এবং লক্ষ্মণ সেন কিছু দিনের জন্য সেন-পাহাড়ীতে আসিয়া বাস করেন। কুল-পঞ্জিকায় দেখিতে পাই এই মনোবিবাদ উপলক্ষে পিতা-পুত্রে কয়েকখানি পত্র বিনিময় হইয়াছিল। সংস্কৃতের আড়াল থাকিলেও পিতা-পুত্রের মধ্যে যে এ হেন পত্রের আদান প্রদান চলিতে পারে আজিকার দিনে এরূপ বিশ্বাস করিতে কাহারো প্রবৃত্তি হইবে কি না সন্দেহ। কুল গ্রন্থের এই সমস্ত কাহিনীর সত্যতাও বিতর্কের বিষয়। তবে যে কোনো কারণেই হউক যুবরাজের পক্ষে আপন সামন্ত রাজ্যে শুভাগমন এবং সেই সূত্রে নিকটবর্ত্তী কেন্দুবিল্ব-বাসী কবির সঙ্গে পরিচয় এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। রাঢ়ে সেন-রাজত্বের বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে। ধোয়ী কবির পবন দূতে যুবরাজের প্রবাস-বাসের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সে আবাস ভূমির নাম বিজয়পুর জয়স্কন্ধাবার। বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় ত্রিবেণীর অনতিদূরস্থিত কোনো স্থানের নামই পূর্ব্বে বিজয়পুর ছিল। এইরূপ কোনো প্রবাস-বাসে অথব

নবদ্বীপে যুবরাজের সঙ্গে কোথায় কবির প্রথম পরিচয় সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রবাদ কথিত যুবরাজের সেন-পাহাড়ীতে আগমনের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। সাধারণের কৌতূহল নিবারণের জন্য নিম্নে বল্লালও লক্ষ্মণ-সেনের পরস্পরকে লিখিত শ্লোক কয়েকটী উদ্ধৃত করিতেছি। লক্ষ্মণসেন লিখিতেছেন—

"শৈত্যং নাম গুণ স্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ক্রমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
তঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্তং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥"

বল্লালের প্রত্যুত্তর—

"তাপো নাপগতস্তৃষা নচ কৃশা ধৌতা ন ধূলিস্তনো
র্ন স্বচ্ছন্দ মকারি কন্দকবলং কা নাম কেলি কথা।
দূরোৎক্ষিপ্ত করেণ হস্তকরিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈ রকারণ মহো ঝঙ্কার কোলাহলঃ॥"

লক্ষ্মণ সেন পুনরায় লিখিলেন—

"পরীবাদ স্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং
তথাপ্যেষ * * হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটনিহতাশেষতমসো
রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ॥"

বল্লাল পুনরুত্তর দিলেন—

"সুধাংশো র্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা
বিধাতু র্দোষোহয়ং নচ গুণনিধেস্তস্য কিমপি।

চন্দ্রো নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণি
র্ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিম্বা ন বসতি ॥"

ঐতিহাসিকগণের মতে সম্রাট লক্ষ্মণ সেন খৃষ্টীয় ১১৬৯ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, সুতরাং বলিতে পারা যায় কবি জয়দেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

কাহারো কাহারো মতে পৃথ্বীরাজ রাসোর মধ্যে জয়দেবের নাম পাওয়া যায়। যথা—

"জয়দেব অঠ্ঠং কবী কব্বিরায়ং
জিনৈ কেবলং কিত্তি গোবিন্দ গায়ং"

পৃথ্বীরাজ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীন ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সুতরাং জয়দেবকে পৃথ্বীরাজ সভাসদ রাসৌ প্রণেতা চাঁদ কবির সমসাময়িক বলিতে হয়। কিন্তু অনেকে বলেন ঐ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত।

পূর্ব্বে 'সদুক্তিকর্ণামৃতের' উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থে গীতগোবিন্দের ৬ষ্ঠ সর্গোক্ত "অঙ্গেষ্বাভরণং" শ্লোক এবং ১১শ সর্গোক্ত "জয় শ্রীবিন্যস্তৈ" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই শ্লোক দুইটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন সদুক্তিকর্ণামৃতের 'চাটুপ্রবাহে' (৩য় প্রবাহ ১১শ ভাগ ৫ম শ্লোক) জয়দেব রচিত অপর একটী শ্লোকেও পাওয়া যায়। শ্লোকটী এই—

"লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গজঙ্গমহরে সংকল্পকল্পদ্রুম
শ্রেয়ঃসাধক সঙ্গসঙ্গরকলাগাঙ্গেয় রঙ্গপ্রিয়।
গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজকসভালঙ্কার কারার্পিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপালপালক সতাং দৃষ্টোঽসি তুষ্টা বয়ং ॥"

গীতগোবিন্দে লক্ষ্মণ সেনের নাম পাওয়া যায় না বলিয়া অনেকে অনুযোগ করেন। কিন্তু বুলার (Buehler) সাহেব নাকি কাশ্মীরের একখানি

গীতগোবিন্দের পুঁথিতে লক্ষ্মণ সেনের নাম দেখিয়াছিলেন। বুলার সাহেবের পুঁথিকেও যদি প্রক্ষিপ্ততা বাদে কেহ অবিশ্বাস করেন, উপরের শ্লোকের 'গৌড়েন্দ্রে'র প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহার সন্দেহভঞ্জন হইবে। জয়দেবের সময়ে কে গৌড়েন্দ্র ছিলেন, জয়দেব কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, সব দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় উক্ত গৌড়েন্দ্র লক্ষ্মণসেন ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারেন না। সদুক্তিকর্ণামৃতে জয়দেব রচিত এইরূপ শ্লোক অনেক আছে। সেখশুভোদয়ার মধ্যেও লক্ষ্মণসেনের সম-সাময়িকরূপে জয়দেব ও তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

সাহিত্যদর্পণের দশম পরিচ্ছেদে বৃত্ত্যনুপ্রাসের উদাহরণে গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গোক্ত 'উন্মীলন্মধু-গন্ধ-লুব্ধ-মধুপ-ব্যাধূত-চূতাঙ্কুর' ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ঐ পরিচ্ছেদেই নিশ্চয়ালঙ্কারের উদাহরণে গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের "হৃদিবিলসতা হারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ" এই শ্লোকের উল্লেখ আছে। দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং বলিতে হয় জয়দেব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু অনেকে এই শ্লোক দুইটী পরবর্ত্তী কালের যোজনা বলিয়া মনে করেন। কারণ দর্পণের সকল পুঁথিতে ঐ ঐ শ্লোক পাওয়া যায় না। উত্তরে বলিতে হয় যে পুঁথিতে পাওয়া যায় না, সে পুঁথির লিপিকর বোধ হয় ভ্রমক্রমে শ্লোক দুইটী উদ্ধার করেন নাই। বাস্তবিক এইরূপ প্রক্ষিপ্ততাবাদের কোনো অর্থ হয় না।

বৈষ্ণব সহজিয়াগণ জয়দেবকে আপনাদের আদি গুরু এবং নবরসিকের একজন রসিক বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। সহজযানের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি, আই, ই, মহোদয় বলেন—বুদ্ধদেবের তিরোধানের অত্যল্প দিন মধ্যেই তাঁহার শিষ্য

প্রশিষ্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন ; তাহারই এক ভাগ নানা শাখা প্রশাখায় রূপান্তরিত হইয়া কালে সহজযানে পরিণতি লাভ করে। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধদের মধ্যে যে দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার একটীর নাম মহাস্থবির এবং অপরটীর নাম মহাসাঙ্ঘিক। থের-বাদিগণ বলেন বুদ্ধ আগে তাহার পরে ধর্ম্ম এবং সংঘ, সাঙ্ঘিক দল বলেন,—না, ধর্ম্ম আগে, বুদ্ধ এবং সংঘের স্থান তাহার পরে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বৌদ্ধগণ ধর্ম্মকে নারীরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নাগার্জ্জুনের নেতৃত্বে মহাসাঙ্ঘিক দলের একাংশ লইয়া মহাযান সম্প্রদায় গঠিত হয়, ইঁহারা প্রজ্ঞা (ধর্ম্ম) উপায় (বুদ্ধ) এবং বোধিসত্ত্বের (সংঘ) উপাসক। খৃষ্টীয় ছয় কি সাত শতাব্দীতে এই ত্রিদেব তারা, নিত্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব রূপে কল্পিত হন। ইহার পর বজ্রযান নামে অন্য এক সম্প্রদয়ের সৃষ্টি হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি —স্বীয় পুত্র পদ্মসম্ভব, কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা এবং জামাতা শান্ত রক্ষিতের সহযোগীতায় এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহাদের উপাস্য পদ্ম, বজ্র এবং বোধিসত্ত্ব। ইহারই অন্যতম শাখার নাম সহজ-যান। রাঢ় দেশের আচার্য্য নাড় পণ্ডিত, পণ্ডিত পত্নী নিগু বা জ্ঞান ডাকিনী, এবং সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ ও দারিক প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। শূন্য, বজ্র ও বোধিসত্ত্ব ইহাদের উপাস্য। খৃষ্টীয় দশম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। নরনারীর মিলন সুখই ইহাদের মতে চরম ও পরম সুখ। এই সুখ-সম্ভোগের জন্য দেহতত্ত্ব লইয়া সাধনা করিয়া ইঁহারা বহুবিধ উপায়ে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে জয়দেব এই সহজিয়াগণের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। সহজিয়াগণ নরনারীর যে মিলন-সুখকে একমাত্র কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, জয়দেব শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনকে সেই সুখের আশ্রয় রূপে

বর্ণনাপূর্ব্বক নিজেকে তাহার দর্শক স্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং দেখিয়াই যেন পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। এক হিসাবে এই মতবাদে উপেক্ষা করা চলে না। কারণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধুর ভজনে সখীভাবের উপাসনা অনেকটা এই ভাবেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। প্রভেদ এইটুকু যে সখীগণ শুধু দেখিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন না। অন্তরঙ্গা সেবিকারূপে যুগলের মিলনানন্দের অংশভাগিনী হইয়া থাকেন। সখীগণ কর্ম্মহীনা উদাসিনী দর্শিকামাত্র নহেন, তাঁহারাই এ মিলনের সাধিকা এবং সাহায্য-কারিণী, গীতগোবিন্দে এই শেষোক্ত ভাবই পরিস্ফুট।)

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় এই যে সংস্কার বা সমন্বয়ের কথা বলিয়াছেন, সম্রাট লক্ষ্মণসেনের সময় যে বাস্তবিকই সেইরূপ একটা চেষ্টা হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার ইঙ্গিত আছে। রাজনীতি জ্ঞানে অদূরদর্শী হইলেও লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রিগণ সমাজনীতিতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সমাজের দুর্দ্দশা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ভবদেব ভট্টের অনুকরণে স্মৃতির অনুশাসনে তাঁহারা তাহার প্রয়োজনানুরূপ প্রতীকার বা সংস্কার সাধনেও বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

মৎস্যসূক্ত নামক গ্রন্থখানিতে আমরা এই ভাবের আভাস পাই। কেহ কেহ এই গ্রন্থখানিকে লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধের প্রণীত বলিয়া মনে করেন, অপর কাহারো কাহারো মতে ইহা একখানি প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থ। মৎস্যসূক্ত প্রাচীন গ্রন্থই হউক আর মন্ত্রী হলায়ুধেরই প্রণীত হউক এই গ্রন্থখানি যে সেনরাজত্বে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। এই গ্রন্থে একদিকে যেমন বেদের প্রশংসা আছে, তেমনি অন্যদিকে আবার বীরাচারের অভিমত একজটা, উগ্রতারা, ত্রিপুরা প্রভৃতি পূজাক্রম এবং মন্ত্রোদ্ধার আদিও গৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থে বেদের প্রশংসা আছে, কিন্তু যেন অতি সন্তর্পণে। বৌদ্ধ তন্ত্রানুমোদিত মহাচীনক্রমের তারা সাধন, এবং নীলসারস্বত ক্রমের মাঝে সে প্রশংসা যেন একটা সমন্বয়ের ইঙ্গিত করে। মৎস্যসূক্তের তারাস্তব পাঠ করিলে এই বিশ্বাসই দৃঢ়ীভূত হয়।

"জয় জয় তারে দেবী নমস্তে।
প্রভবতি ভবতি যদিহ সমস্তে॥
প্রজ্ঞাপারমিতা মিতচরিতে।
প্রণতজনানাং দুরিতক্ষয়িতে॥"

এই প্রজ্ঞাই যে বৌদ্ধদের সম্প্রদায় ভেদে তারা, পদ্ম, ও শূন্য নামে অভিহিতা হইয়াছেন, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রজ্ঞা লোকেশ্বর বুদ্ধের সুতারূপেও কথিতা হইয়াছেন।

সম্রাটের অনুমোদিত এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়া সংস্কারের প্রচেষ্টা হয় তো জয়দেবও অনুসরণ করিয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রের বুদ্ধস্তব উল্লিখিত হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে বুদ্ধদেব অবতাররূপে গৃহীত হইয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিক মতে তিনি যেন সুর এবং অসুরগণের মোহনার্থেই চীবর ধারণ ও বেদনিন্দা করিয়াছিলেন। এক সময় প্রায় সারা ভারতের হিন্দুগণের এইরূপই বিশ্বাস ছিল। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় চালুক্য বংশের রাজা সোমেশ্বরের আদেশে ১১২৯ খৃঃ 'মানসোল্লাস' নামে একখানি অভিধান সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থে বুদ্ধের স্তব এইরূপ—'বুদ্ধরূপেঁ জো দানব সুরা বঞ্চউনি বেদ দুসণ বোল্লউনি মায়া মোহিয়া দেউ মাঝি পসাউ করু।' বুদ্ধরূপে যিনি দানব ও সুরগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য বেদ দূষণ বাক্য বলিয়া (বেদ নিন্দা করিয়া) মায়ায় মোহিত করিয়াছিলেন, সেই দেবতা আমায় প্রসাদিত করুন।

একটী প্রাচীন স্তোত্রেও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"পুরা সুরাংশ্চাসুরান্ বিজেতুং
সন্ধারয়ংশ্চীবরচিহ্নবেশং।
নিনিন্দ বেদং পশুঘাতনং যো
তং বুদ্ধরূপং প্রণতোঽস্মি বিষ্ণোঃ॥"

কিন্তু জয়দেব লিখিয়াছেন—

"নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥"

ইহাতে সুর অসুর বা দানব, মোহনের কোনো কথা নাই। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সার্দ্ধ সহস্রাধিক বৎসরের পরে এমন ভক্তিপূর্ণ ভাষায় বুদ্ধাবতারের যথার্থ তত্ত্ব কেহ ব্যক্ত করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের দিক্ হইতে এই প্রসঙ্গে আরো কিছু বলা যাইতে পারে। প্রতিবেশ প্রভাব হইতে পরিত্রাণ লাভ আমরা প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে করি। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জয়দেবের জীবনে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজ এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাঢ় দেশ যদিও চিরস্বাধীন, চিরস্বাতন্ত্র্য প্রয়াসী, তথাপি দেশবাসীর ধাতু প্রকৃতির অনুকূলে অবশেষে হিন্দুধর্ম্মই তথা বৈষ্ণব ধর্ম্মই এদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের পাশাপাশি হিন্দুধর্ম্মও এদেশে প্রসার লাভ করিতেছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণ যখন মহোদধির উপকণ্ঠস্থিত এই তালীবনশ্যামল দেশ জয় করেন, তাহার পূর্ব্বেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম এদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তখন লোকে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসনা করিত। গুপ্তরাজগণের সম-সময়ে এদেশে একজন

পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, তাঁহার নাম চন্দ্র-বর্ম্মা। বাঁকুড়ায় শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপিতে তিনি আপনাকে চক্রস্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসকরূপে পরিচিত করিয়াছেন। তিনি বাঁকুড়ার পোকর্ণা বা পুষ্কর্ণার অধিপতি ছিলেন, এই স্থান এখনো 'পখরণা' নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ইহাকে নিহত করিয়া মগধের প্রান্তবর্ত্তী এই প্রদেশ অধিকার করেন। পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাঢ়ে আর একজন বৈষ্ণব নরপতির নাম পাওয়া যায়, তিনি পরম ভাগবত মহা-রাজাধিরাজ বিজয়নাগদেব। কর্ণ-সুবর্ণে তাঁহার রাজধানী ছিল। কালক্রমে কৃষ্ণলীলা যে সারা ভারতের অন্যতম আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সংস্কৃত ও নানা প্রাদেশিক ভাষায় রচিত বৈষ্ণব কবিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। জয়দেবের পূর্ব্বেই বহু বাঙ্গালী নর-নারী যে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং একসময় বাঙ্গালার একাংশে এই ধর্ম্ম রাজধর্ম্মরূপে সম্মানিত হইত, বর্ম্ম-বংশীয়গণের রাজত্বকাল তাহার সুস্পষ্ট পরিচয়। ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব লিপির একটী শ্লোক :—

"সোপীহ গোপীশতকেলীকারঃ
কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
আদ্যঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ
প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃতভূমিভারঃ॥"

গোপী-শত-কেলিকার (ভাগবতোক্ত) শ্রীকৃষ্ণই মহাভারতের সূত্রধার। তিনিই আদি পুরুষ এবং অংশরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া ভূমির ভার হরণের জন্য প্রাদুর্ভূত হন। শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যায়—কবি জয়দেবের পূর্ব্বেই এদেশে এই তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্য যখন লক্ষ্মী-নারায়ণ উপাসনায় উন্মত্ত বাঙ্গলায় এই গোপীকথা তখন কে বহন

করিয়া আনিয়াছিল, কে ইহার প্রবর্ত্তক, তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। গৌড়েশ্বর পালরাজগণ যদিও বৌদ্ধ ছিলেন, তথাপি হিন্দুগণের উপরে তাঁহাদের কোনো বিদ্বেষ ভাব ছিল না। অপিচ বৃহস্পতি তুল্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণের যজ্ঞশালায় যজ্ঞশেষ শান্তি বারি সেচনে বার বার তাঁহাদের মুকুটহীন মস্তক অভিষিঞ্চিত হইয়াছিল, ইতিহাসে এইরূপই দেখিতে পাই। পালরাজগণের রাজত্বকালে বৈষ্ণব-ধর্ম্মও অপ্রচলিত ছিল না। সম্রাট ১ম মহীপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে লোকদত্ত নামক একজন বণিক সমতটে একটী নারায়ণ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। যদিও পালরাজগণের আশ্রয়েই আচার্য্য নাড় পণ্ডিত এবং লুইপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধপণ্ডিতগণ সহজ মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তথাপি সম-সাময়িক দুইজন হিন্দুপ্রধানের প্রভাবে তাহা যেন কিছু বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাদের একজন ছিলেন বৌদ্ধ বিদ্বেষী, আর একজন ছিলেন হিন্দু বৌদ্ধে মিলন প্রয়াসী। ইহাঁদের একজন রাঢ়ের দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধবালবলভী-ভুজঙ্গ ভবদেব ভট্ট। আর একজন স্বনামধন্য দিগ্বিজয়ী ভূমিপাল চেদীপতি কর্ণদেব। বৈষ্ণব বর্ম্মরাজগণের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ভবদেব ভট্ট ছিলেন সেই বর্ম্মবংশীয়, বঙ্গেশ্বর হরিবর্ম্মদেবের সান্ধি-বিগ্রহিক। শস্ত্র ও শাস্ত্রে তাঁহার সমান দক্ষতা ছিল। ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মূর্ত্তি ও মন্দির আজিও তাঁহার গৌরব-কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। রাঢ়ের অধিকাংশ উচ্চ বর্ণের হিন্দুর জন্ম হইতে মরণোত্তর কর্ত্তব্য বিধান আজিও ইহাঁরই সঙ্কলিত দশকর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসারে নির্ব্বাহিত হয়। ইনি অনন্ত-বাসুদেব মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা, সুতরাং ধর্ম্মমতে ইহাঁকে বৈষ্ণব বলিয়াই মনে করি। কর্ণদেবের কথাও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বীরভূমের পাইকোড় গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং রাঢ়দেশ

কিছু দিন তাঁহার অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল। যুবরাজ বিগ্রহ পালের করে স্বীয় কন্যা যৌবনশ্রীকে সমর্পণ করিয়া ইনি পাল সম্রাট নরপালের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পাইকোড়ে ইহাঁর অবস্থিতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন এই হিন্দু বৌদ্ধ মিলনের ফলে ধর্ম্মের মধ্যেও একটা সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। পাইকোড় গ্রামে মৎস্য মাংস দিয়া গোপালকে ভোগ নিবেদিত হয়, এবং শিব পূজায় তুলসী-পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হয় তো ইহা ঐরূপ সমন্বয়েরই শেষ নিদর্শন। খুঁজিলে রাঢ় দেশে হিন্দু বৌদ্ধ মিলনের এমন বহু নিদর্শন মিলিতে পারে। কিন্তু কবি জয়দেবের প্রসঙ্গে এইরূপ সমন্বয়ের উপর খুব বেশী জোর দেওয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ ভোজ বর্ম্মদেবের বেলাব লিপির পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক এবং খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রচিত আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বন্যালোকে সংগৃহীত রাধাকৃষ্ণ লীলার শ্লোক দেখিয়া অনুমিত হয় যে বাঙ্গালায় তথা ভারতের অপর কোনো কোনো প্রদেশে জয়দেবের বহু পূর্ব্বেই রাধাকৃষ্ণের মধুর রসাত্মক প্রেমলীলার কথা প্রচারিত হইয়াছিল। তবে ইহা অসম্ভব নহে যে চেদীরাজ কর্ণদেবের সংশ্রবে কর্ণাটকগণের সঙ্গে রামানুজ প্রবর্ত্তিত ভক্তিবাদ পরবর্ত্তী কালে রাঢ়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া (জয়দেবের পূর্ব্বেই) দেশে আর একটী নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল। মালবরাজ উদয়াদিত্য এবং তৎপুত্র লক্ষদেবের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি—"কর্ণাটকগণ চেদী বংশীয় গাঙ্গেয়দেব এবং তৎপুত্র কর্ণদেবের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন।" সুতরাং কর্ণাটকগণের রাঢ়ে অভিযান অনৈতিহাসিক ব্যাপার নহে। সেনরাজগণও যে কর্ণাটকদিগের অনুরক্ত ছিলেন ইতিহাসে তাহার প্রমাণ—"কর্ণাটলক্ষ্মী লুণ্ঠনকারীর দণ্ডবিধান করিয়া হেমন্ত সেন একাঙ্গ বীররূপে খ্যাত হইয়াছিলেন"। খুব সম্ভব সেনরাজগণও কর্ণাটবংশীয়।

কর্ণাট ভূমি যে ভক্তিবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্র নিম্নোক্ত শ্লোকেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়—

"উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তি র্বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে বিলয়ং গতা॥"

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মনে হয় রাঢ়ে হিন্দু তথা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাবও সেকালে বিশেষ নিষ্প্রভ ছিল না, এবং জয়দেবের জীবন সে প্রভায় যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে রামানুজ লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক এবং জয়দেব রাধাকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে দাক্ষিণাত্যে রাধানামও অপরিচিত ছিল না। দাক্ষিণাত্য বিল্বমঙ্গলের লীলাভূমি—"শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের" জন্মভূমি। রাধাকৃষ্ণের উপাসক নিম্বার্কও দাক্ষিণাত্যবাসী। ইনি প্রায় জয়দেবেরই সম-সাময়িক। নিম্বার্ক স্বকীয়াবাদী, কিন্তু জয়দেব পরকীয়াবাদী।

প্রবাদ অনুসারে কবি জয়দেব দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রবাদ বলে—শ্রীজগন্নাথদেবের নামে উৎসর্গীকৃতা কবি পত্নী পদ্মাবতীর পিত্রালয় ছিল দক্ষিণ দেশে। নৃত্যগীতে নিপুণা এই নারী কি ভগদ্ভক্তিতে আর কি পাতিব্রত্যে উভয়তঃই আদর্শ স্থানীয়া ছিলেন। কবি তাঁহাকে জীবনাধিক ভালবাসিতেন। সংস্কৃত ভক্তমালে বর্ণিত আছে—

"উভৌ তৌ দম্পতীতত্র একপ্রাণৌ বভূবতুঃ।
নৃত্যন্তৌ চাপি গায়ন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনতৎপরৌ॥"

প্রবাদ বর্ণিত 'স্মরগরলখণ্ডনং' কবিতার পাদপূরণ-প্রসঙ্গে পদ্মাবতীর সৌভাগ্যকাহিনী আজিও ভক্তের চক্ষে আনন্দাশ্রুর সঞ্চার করে।

উড়িষ্যার সঙ্গেও কবির সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। সভ্যতার আদান

প্রদানে উড়িষ্যা ও রাঢ় এই দুইটী প্রতিবেশী প্রদেশ চিরকালই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বিশেষ কবির সম-সময়েই উড়িষ্যায় একটী অভিনব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নব আন্দোলনে উড়িষ্যা তখন টলমল করিতেছে, দেশ বিদেশের তীর্থযাত্রী উড়িষ্যার পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে। উড়িষ্যার সে এক নূতন অভ্যুদয়! শৌর্য্যে বীর্য্যে স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে উড়িষ্যা তখন সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পুরীর ভারত-বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির এই সময়েই নির্ম্মিত হয়, মহারাজ অনঙ্গ-ভীমদেব ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা-কার্য্য শেষ করেন। সম্রাট লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের সঙ্গে উড়িষ্যাপতি চোড় গঙ্গদেবের বিশেষ সৌখ্য ছিল। সম্রাট বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেনের সহিত উড়িষ্যার সম্বন্ধের কথাও ইতিহাস স্বীকৃত সত্য।

পুণ্যতীর্থ পুরীধামের সঙ্গে কবিজীবনের অনেক কাহিনী ওত-প্রোত ভাবে জড়াইয়া আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী আজিও ত্রিসন্ধ্যা গীত হইয়া থাকে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা বলিতেছি না, সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করিতেছি না,—কিন্তু জয়দেবের জীবনী লইয়া নীলাচলের দারুব্রহ্ম বিগ্রহের অনুগ্রহ উপলক্ষে ভক্ত ও ভগবানের রহস্যলীলার যে প্রবাদ রচিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় দেশবাসীর দৃষ্টিতে জয়দেব কেবল কবি বলিয়াই নহেন পরন্তু ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত, ভক্ত ও সাধক, ভাবুক ও প্রেমিক বলিয়া তিনি চির পূজ্যরূপে বরণীয় হইয়া আছেন। যতকাল বাঙ্গালী বাঁচিবে, কবি জয়দেব এই পূজার আসনে বাঙ্গালার হৃদয়-মন্দিরে চির প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

৩

জীবন কথা

বীরভূমে কেন্দুবিল্ব গ্রাম (১) আজিও বর্ত্তমান আছে। আজিও অজয়ের জল-কলস্বনে শ্রীরাধাগোবিন্দ গাথার বিজয়গীতি প্রতিধ্বনিত হয়। আজিও প্রতি পৌষ-সংক্রান্তিতে প্রায় অর্দ্ধলক্ষাধিক নরনারী কেন্দ্‌বিল্বে সমবেত হইয়া কবির পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে অন্তরের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে। বনমালী দাস লিখিয়াছেন—(জয়দেব)

"ভিক্ষা মেগে খায় সদা হরিনাম জপে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় শিবের মণ্ডপে॥"

কেন্দ্‌বিল্বে সেই কুশেশ্বর শিব আজিও কোনোরূপে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন। এই মন্দিরে অষ্টদল পদ্মাঙ্কিত এক পাষাণ খণ্ড আছে;

---

(১) কেন্দুবিল্বের বর্ত্তমান নাম জয়দেব কেন্দুলী। বর্ত্তমানে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী, কায়স্থ, সৎগোপ, তাম্বুলী, কামার, নাপিত, ছত্রি, বৈরাগী, শুঁড়ি, কলু, ধোপা, যুগী, বাগ্‌দী, হাড়ি, বাউড়ি প্রভৃতি জাতি বাস করে। লোক সংখ্যা খুবই কম। গদীর মোহন্ত আছেন, জমিদারী ও অন্যান্য দেবত্র সম্পত্তির আয় মন্দ হইবে না। প্রায় আড়াইশত কি তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রাধারমণ ব্রজবাসী নামক জনৈক সাধু শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে তীর্থ দর্শনে আসিয়া এখানেই অবস্থিতি করেন। কেন্দুবিল্বের "গদি" তাহারই প্রতিষ্ঠিত। তিনি বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেন্দুবিল্বের শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জীউর বর্ত্তমান মন্দির বর্দ্ধমান রাজবাটীর ব্যয়েই ১৬১৪ শকাব্দায় নির্ম্মিত হয়। রাধারমণের পরবর্ত্তী মোহান্ত গণের নাম (২) ভরত দাস, (৩) প্যারীলাল, (৪) হীরালাল, (৫) ফুলচাঁদ, (৬) রামগোপাল, (৭) সর্ব্বেশ্বর, (৮) দামোদর। দামোদর ব্রজবাসী আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে তাঁহার চেলা বর্ত্তমান গদির অধিকার প্রাপ্ত

অনেকে বলেন এই যন্ত্রে ভুবনেশ্বরী-মন্ত্র জপ করিয়া জয়দেব সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অজয়ের একটী 'ঘাট'কে লোকে আজিও কদম্বখণ্ডীর ঘাট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই ঘাটের বর্ণনায় বনমালী দাস লিখিয়াছেন:—

"অজয়ে তরঙ্গ বহে অতি সুশোভন।
কিনারে পুষ্পের শোভা গন্ধে হরে মন॥"

জয়দেব এই ঘাটেই রাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কবি অনেক সময় এই ঘাটে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। প্রবাদ আছে—জয়দেব কেন্দুবিল্বে শ্রীরাধামাধব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং বৃন্দাবন যাত্রাকালে সেই বিগ্রহযুগল সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। এখন সেখানে যে বিগ্রহের পূজা হয় তিনি শ্রীরাধাবিনোদ নামে পরিচিত। এই বিগ্রহ পূর্ব্বে শ্যামারূপার গড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিনোদ নামে কোনো রাজা এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। কেন্দুবিল্বের নিকটবর্ত্তী সুগড় গ্রামে এই রাজার পরিখা প্রাকার পরিবেষ্টিত একটী ক্ষুদ্রদুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে।

হইয়াছেন। কেন্দুবিল্বের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে সেখানে স্বচ্ছন্দে একটী চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতে পারে। জয়দেবের কেন্দুবিল্বে শ্রীগীত গোবিন্দের পঠন পাঠনের কোনো ব্যবস্থা নাই, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? বীরভূমের শাসক পুরুষ অথবা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যে এ বিষয়ে কোনো চেষ্টা করেন না, ইহাই আরো দুঃখের বিষয়।

ফরিদপুর জেলায় পিঙ্গলা নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে বাৎস্য গোত্রিয় কাঞ্জিলাল উপাধিধারি অনেক সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণের বাস। ইহাঁদের পারিবারিক কিম্বদন্তী কবি জয়দেব এই বংশেরই লোক। পূর্ব্বে রাঢ়দেশে বীরভুম জেলায় কেন্দুবিল্ব গ্রামে ইহাঁদের বাস ছিল। নবদ্বীপ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে ইহাঁদের পূর্ব্ব পুরুষ পূর্ব্ববঙ্গে পলাইয়া আসেন। (বীরভূমি জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।)

শ্যামারূপার গড় জন-বসতিহীন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গেলে এবং অজয় পার হইয়া সেবাইৎগণ নিত্য পূজার জন্য প্রত্যহ শ্যামারূপার গড়ে যাতায়াতে অস্বীকৃত হইলে বর্দ্ধমানের রাজা এই যুগলবিগ্রহ কেন্দুবিল্বের শূন্য মন্দিরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। বিগ্রহের বর্ত্তমান মন্দির বর্দ্ধমানের মহারাণী নৈরাণী দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ১৬১৪ শকাব্দায় এই প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হয়। কেন্দুবিল্বে প্রতিষ্ঠার পর নূতন লোক বিগ্রহের সেবাইৎ নিযুক্ত হন ও সেই সেবাইতের বংশধরেরাই আজিও এই বিগ্রহের সেবা করিতেছেন। উপাধি অধিকারী, ইহাঁরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ার পর ভরসা করি জয়দেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আর কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিবেন না। কবি ধোয়ী তাঁহার পবন দূতে গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসর সুহ্মদেশের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"তস্মিন্ সেনান্বয় নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সুহ্মে বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ"

সুতরাং জয়দেবের সময়ে গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাঢ়ের কোনো স্থানে সেনান্বয় নৃপতির দেবরাজ্যে যে যুগল ভগদ্বিগ্রহ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে ধোয়ী জয়দেব প্রতিষ্ঠিত যুগল বিগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন কি না কে বলিবে?

দুঃখের বিষয় কেন্দুবিল্ব গ্রামে আধুনিক শিক্ষিত জন সাধারণের কৌতুহল পরিতৃপ্তির তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উপাদান পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যেও কবি-জীবনের যে যৎসামান্য উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিনে তাহারও কোনো মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। চক্রদত্ত প্রণীত সংস্কৃত ভক্তমাল, নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমাল এবং বীরভূমের কবি বনমালী দাসের জয়দেব-চরিত্র প্রভৃতি

গ্রন্থে জয়দেবের জীবন কাহিনী বর্ণিত আছে। জয়দেব-চরিত্র গ্রন্থখানি প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভক্তবৃন্দ ভক্তচূড়ামণি জয়দেবকে যে ভাবে দেখিতেন উহাতে তাহার পূর্ণ চিত্র আছে। সে চিত্র ইতিহাস না হইলেও মনোহর, জীবন চরিত না হইলেও উপদেশ পূর্ণ, ধর্ম্মগ্রন্থ না হইলেও ভক্তিভাবে ভোর।" কিন্তু এ কালের লোক এই সমস্ত আলোচনায় পরিতৃপ্ত হইবেন কি না সন্দেহের বিষয়।

কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে। যে রসে কবির প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, যে ভাবে কবির হৃদয় উদ্বেলিত হয়, ভাষায় ও ছন্দে তাহার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি অসম্ভব হইলেও কাব্য সেই রস-ভাবেরই দ্যোতনা মাত্র। মানুষের অন্তরে যে রস-স্বরূপ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, কাব্য সেই অন্তর দেবতার স্বতস্ফূর্ত্ত লীলাবিলাস। সুতরাং কবিকে সত্য করিয়া জানিবার পক্ষে তাহার কাব্য পরিচয়ই যথেষ্ট। রসের বিষয় এবং আশ্রয়, ভাবো-দ্দীপনের জন্য পরিকল্পিত দেশ কাল ও ঘটনাবলীর সংস্থান এবং সন্নিবেশ, তদনুসারী ছন্দে গ্রথিত বাগর্থ-পরম্পরার বিন্যাসভঙ্গী ইত্যাদি বহুবিধ বিচারে নানা দিক্ দিয়া কবির রুচি এবং প্রকৃতির গতি নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু জন সাধারণের কৌতূহলের সীমা নাই, তাঁহারা কেবল কাব্য আলোচনা করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে চাহেন না অথবা পারেন না। তাঁহারা যেন চাহেন অন্তরে বাহিরে সমগ্র মানুষটীকে জানিতে। অন্তর দেবতা যাহার কাব্যে ধরা দিয়াছেন, সাংসারিক জীবনে, ব্যক্তিগত চরিত্রে মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন, না জানিতে পারিলে সাধারণের যেন সোয়াস্তি হয় না। আবার উপযুক্ত উপকরণ না পাওয়া গেলেও তাঁহারা

ক্ষতি বোধ করেন না। নিজেদের বিশ্বাসের অনুরূপ একটা মনগড়া ছবি খাড়া করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন। এ কৌতূহল ভাল কি মন্দ সে কথা বলিতেছিনা, ইহা কবির কাব্যখানিকে বুঝিবার পক্ষে কোনোরূপ সহায়তা করে কি না, সে কথারও আলোচনা করিতেছি না, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এ দেশের ইহাই ছিল সেকালের স্বভাবজাত অভ্যাস।

অবশ্য ইহাও সত্য যে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের মিলন সংসারে ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই আদর্শ যাঁহার বাস্তব-জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, আমরা তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিনন্দিত করি। কবিদের এ সম্বন্ধে বিশেষ সুনাম আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং কাব্য ও জীবন মিলাইতে গেলে প্রায়শই হতাশ হইতে হয়। কিন্তু জীবনের সমগ্রতা কাব্যে সুপরিস্ফুট হইয়াছে, আবার সারা কাব্যখানি জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, এ হেন কবি জীবন সংসারে সর্ব্বত্র সুলভ না হইলেও আমাদের মনে হয় বাঙ্গালায় তাহা দুর্লভ নহে। বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিদের অনেকের জীবন এই ভাবের সুন্দরতর উদাহরণ। কবি জয়দেবের জীবনও ইহার একটী সুন্দরতম দৃষ্টান্তস্থল। যদিও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত কবি জীবনের কোনো ইতিহাস নাই তথাপি মনে হয় আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত প্রবাদ পরম্পরায় কবি জীবনের যে একটী সুস্পষ্ট আলেখ্য চিত্রিত রহিয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—দেশবাসী তাঁহার জীবন এবং কাব্যকে একরূপ অভিন্ন ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই ভারতের এক অনতিবৃহৎ সম্প্রদায় কবির শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যখানিকে যেমন প্রেমধর্ম্মের সূত্র গ্রন্থরূপে পূজা করিয়া থাকেন, কবি জীবনকেও তেমনি সেই সূত্রেরই এক মধুরোজ্জ্বল ভাষ্যস্বরূপে পূজা দান করিতে কুণ্ঠিত হন না। আমরা এই সূত্রানুসরণে দেশপ্রচলিত তথা জয়দেব চরিত্রে বর্ণিত দুই একটী প্রবাদের উল্লেখে তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিতেছি।

কবি বিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে জানিতে পারা যায়, তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী, পত্নীর নাম পদ্মাবতী এবং জন্মভূমির নাম কেন্দুবিল্ব। কবি পরাশরাদি প্রিয়বন্ধু-কণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দের কবিত্ব উপহার অর্পণ করিয়াছেন। কবিতায় "কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভব রোহিণী-রমণ" এই বিশেষণ দেখিয়া কেহ কেহ বলেন কবির অপর এক পত্নী ছিলেন, তাঁহার নাম রোহিণী, কিন্তু প্রবাদ তাহার সমর্থন করে না। অন্যত্র আছে 'জয়তু পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবি', সুতরাং পূর্ব্বোক্ত রোহিণী রমণ নাম কেন্দুবিল্ব সমুদ্রের সঙ্গে উপমার সাদৃশ্য মাত্র বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ বলেন রোহিণী পদ্মাবতীরই অপর নাম। সহজিয়াগণ বলেন রোহিণী কবির পরকীয়া, কিন্তু তাহার কোনো প্রমাণ নাই।

সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেবের অভাব নাই। শৃঙ্গারমাধবীয়চম্পূ প্রণেতা একজন কবির নাম জয়দেব,—ইহার উপনাম কৃষ্ণদাস। আর একজন কবির (বোধহয় পক্ষধর মিশ্রের) উপনাম ছিল জয়দেব। ইঁহার উপাধি পীযূষবর্ষ। 'চন্দ্রালোক-অলঙ্কার' এবং প্রসন্নরাঘব নাটক ইঁহারই প্রণীত। ইনি কৌণ্ডিন্যগোত্র সম্ভূত, ইহার পিতার নাম মহাদেব, মাতার নাম সুমিত্রা। 'চন্দ্রালোক-অলঙ্কারে' ইনি নিজেই পরিচয় দিয়াছেন—

"পীযূষবর্ষপ্রভবং চন্দ্রালোকমনোহরং।
সদানিধানমাসাদ্য শ্রদ্ধয়াবিবুধামুদাং ॥
জয়তি যাজকশ্রীমন্মহাদেবাঙ্গজন্মনঃ।
সূক্তপীযূষবর্ষস্য জয়দেবকবের্গিরঃ ॥"

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে শিখগুরু অর্জ্জুন সংকলিত গ্রন্থসাহেবে জয়দেব ভণিতাযুক্ত দুইটী কবিতা পাওয়া যায়। এ জয়দেবের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিতা দুইটী উদ্ধৃত হইল।

(১) পরমাদি পুরুষ মনোপি মংসতি আদি ভাবরতং
পরমং দ্রুতং পরকৃতি পরং যদি চিংন্তি সর্ব্বগতং
কেবল রাম নাম মনোরমং
বদি অমৃত তত্ত্বময়ং
নদনোতি যস-মরণেন জন্ম জরাধি মরণ ভয়ং
ইচ্ছসি যমাদি পরাভয়ং যশস্বস্তি সুকৃত কৃতং
ভবভূত ভাব সমবৃয়ং পরমং প্রসন্ন মিদং
লোভাদি দৃষ্টি পর গৃহং যদি বিদ্ধি আচরণং
ত্যজি সকল দুহকৃত দুর্ম্মতী ভজু চক্রধরং শরণং
হরি ভগত নিজ নিহ কেবলারিদ কর্ম্মনা বচসা
যোগেন কিং যজ্ঞেন কিং দানেন কিং তপসা
গোবিংদ গোবিংদে তিজপি নরসকল সিদ্ধিপদং
জয়দেব আই উতস স্ফুটং ভবভূত সর্ব্বগতং ॥

(২) চংদসত ভেদি যানাদ সত পূরিয়া স্বর সত
ষোড়সাদ ত্তকিয়া
অবল বল তোড়িয়া অচল চল থপ্পিয়া
অধড় ধড়িয়া তহা আপি উচ্চিয়া
মন আদি গুণ আদি বথানিয়া
তেরীদু বিধা দৃষ্টি সম্মানিয়া
অদ্ধকৌ অরধিয়া সরধিকৌ সরধিয়া
সলল কৌশল লি সম্মানি আয়া
বদতি জয়দেব কৌ রম্মিয়া ব্রহ্ম নিব্বাণ
লি বলি ন পায়া ॥

এইবার প্রবাদের উল্লেখ করিতেছি। ১ম প্রবাদ—দক্ষিণ দেশীয় এক ব্রাহ্মণদম্পতী বহুদিন অনপত্য থাকিয়া নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে শ্রীধাম পুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট প্রার্থনা করেন যে আমাদের পুত্র জন্মিলে তাহাকে আপনার সেবকরূপে এবং কন্যা জন্মিলে আপনার সেবিকারূপে চিরতরে দান করিব। এই ঘটনার দ্বাদশ বৎসর পরে কন্যা পদ্মাবতীকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের করে সমর্পণ মানসে ব্রাহ্মণ দম্পতী পুরীধামে উপস্থিত হন। নীলাচলনাথ তাহাদিগকে স্বপ্নাদেশ দেন, তোমরা কেন্দুবিল্বে গিয়া আমার অংশ স্বরূপ ব্রাহ্মণ জয়দেবের করে কন্যাসম্প্রদান কর। বনমালী দাস লিখিয়াছেন—

জগন্নাথ বলিলেন—

"তাহারে দেখিয়া মনে ঘৃণা না করিবে।
যেমত আমাকে জান তেমতি জানিবে॥"

"সে দান আমিই গ্রহণ করিব, তোমরাও অঋণী হইবে।" ব্রাহ্মণদম্পতী এই আদেশ পাইয়া কেন্দুবিল্বে আসেন এবং জয়দেবের সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ হয়।

২য় প্রবাদ—কবির নিত্যকার্য্য ছিল—শ্রীরাধামাধবের পূজার জন্য—

"রাত্রি শেষে উঠি মঙ্গল আরতি করিয়া।
প্রাতঃকালে সুকুসুম আনেন তুলিয়া॥
পদ্মাবতী নানারঙ্গে গাঁথে ফুলহার।
গীতগোবিন্দ রচে প্রভু কৃষ্ণলীলাসার॥

* * * *

প্রহরেক পর্য্যন্ত যায় গ্রন্থের বর্ণনে।
তারপর গঙ্গাতীরে যান গঙ্গাস্নানে॥"

স্নানের পর দেব সেবা ও ভোগ সমাপনান্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং আবার গীতগোবিন্দ লিখিতে বসেন। এইরূপে 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং' পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখনী থামিয়া গেল। কবির সংশয়—

"কৃষ্ণ চাহে পাদপদ্ম মস্তকে ধরিতে।
কেমনে লিখিব ইহা বিস্ময় এই চিতে॥"

গ্রন্থে ডোর পড়িল, কবি গঙ্গাস্নানে গেলেন। এদিকে ভক্তবৎসল ভগবান স্বয়ং জয়দেব রূপে আসিয়া নিজের হাতে কবির অভিপ্রেত "দেহি পদপল্লব মুদারম্" লিখিয়া কবিতার পাদপূরণ করিয়া দিলেন। শুধু তাই নয়, পদ্মাবতীর বিশ্বাসের জন্য নিত্য অনুষ্ঠিত দেব সেবাদি নিয়মিত কার্য্য সমাপন-পূর্ব্বক ভোজনান্তে শয়ন-গৃহে গিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। পদ্মাবতী প্রভুর পাদ সম্বাহনান্তে রন্ধনশালায় আসিয়া প্রসাদান্ন লইয়া আহারে বসিয়াছেন এমন সময় কবি স্নানের পর গৃহে ফিরিলেন। উভয়েরই বিস্ময়ের অবধি নাই; কথায় কথায় সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন—

"এক চিত্তে গ্রন্থপাত খুলিলা ঠাকুর।
অর্দ্ধ কলি ছিল পদ হইয়াছে পূর॥
অর্দ্ধ কলি কৈলা পদ জয়দেব সার।
কৃষ্ণ হস্তে দেহি পদ পল্লব মুদার॥
পাদপূর্ণ দেখি মনে হইলা প্রত্যয়।
কৃষ্ণ পূর্ণ কৈলা মোর মনের আশয়॥

* * * *

শয়নে আছেন প্রভু মনে অভিপ্রায়।
মন্দির ভিতর শীঘ্র দেখিবারে যায়॥
কৃষ্ণ অঙ্গ পরিমলে পালঙ্ক পূরিল।
মনোহর সুগন্ধেতে নাসিকা মাতিল॥

শয়নের চিহ্ন সব দেখিল শয্যাতে।
শয্যামাত্র আছে কৃষ্ণ না পায় দেখিতে॥”

কবি তখন আনন্দে পদ্মাবতীর ভোজ্যাবশিষ্ট লইয়া কৃতার্থ হইলেন।

আর প্রবাদের উল্লেখ করিয়া পুঁথি বাড়াইব না। সংস্কৃত এবং হিন্দী ভক্তমালে এইরূপ প্রবাদই সংগৃহীত আছে। সুদূর রাজপুতানায় বসিয়া নাভাজীও এই ভাবেরই কথা লিখিয়াছেন। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী নাভাজীর অনুবাদে লিখিতেছেন—

“এবে কহি শ্রীল জয়দেবের চরিত্র।
শ্রবণসুখদ আর পরমপবিত্র॥
কেন্দুবিল্ব নামে গ্রাম সাগর হইতে।
শ্রীমান জয়দেব দ্বিজ হইলা বিদিতে॥
শ্রীল পুরুষোত্তম মহাকাশ গিয়া।
বন্ধুত্ব করিলা অন্য পূর্ণচন্দ্র পায়্যা॥
উভয় প্রণয় রসে ভেট দোঁহে করে।
পুরুষোত্তমচন্দ্র দিলা স্ত্রীরত্ন সাদরে॥
জয়দেবচন্দ্র নিজ বন্ধুর চরিত।
বর্ণন করিলা করিয়া মোহিত॥”

এই কবিতাও প্রায় প্রথমোক্ত প্রবাদেরই সমর্থন করিতেছে। এইবার দেখিব এই সমস্ত প্রবাদের কোনোরূপ অর্থ-সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না। প্রবাদে জয়দেবকে জগন্নাথদেবের অংশ বলা হইয়াছে, এখন দেখিতে হইবে জগন্নাথকে বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের কোন্ ভাবের প্রতীক রূপে গ্রহণ করিয়াছেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের শ্রীমুখ-বাক্য—

“যবে দেখি জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
তবে জানি আইনু কুরুক্ষেত্র।

হেরি পদ্মলোচন সফল হইল জীবন
জুড়াইল তনু মন নেত্র॥”

শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিলে বৈষ্ণব হৃদয়ে ভগবদৈশ্বর্য্যের স্মৃতিই জাগরিত হয়। জগন্নাথকে দেখিয়া মনে পড়ে, শ্রীমন্মহাপ্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেছেন—

“যঃ কৌমারহরঃ সঃ এবহি বরস্তাএব চৈত্র ক্ষপা
স্তেচোন্মীলিতমালতীস্থরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র স্থরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসি তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥”

মনে পড়ে অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছিলেন—

“প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃসঙ্গমস্থখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্ মধুরমুরলী-পঞ্চমযুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে এই কুরুক্ষেত্র মিলনের বর্ণনা আছে—“সূর্য্যগ্রহণ; তাই তীর্থ স্নানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। সঙ্গে উগ্রসেন বস্থদেব বলদেব সনাথ পরাক্রান্ত যদুবীরগণ আছেন, জননী দেবকী এবং মহিষী রুক্মিন্যাদি সহ পুরনারীগণ আছেন। এতদ্ভিন্ন অগণিত করি তুরগ পদাতি পরিবেষ্টিত সংখ্যাভূয়িষ্ঠ স্থসজ্জিত স্যন্দন প্রভৃতি লইয়া তিনি রাজোচিত আড়ম্বরেই আসিয়াছেন। আবার সাক্ষাৎ প্রার্থনায় সমাগত ভোজ, মৎস্য, কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি নরনাথবৃন্দ,—তাঁহাদের সঙ্গেও মর্য্যাদার অনুরূপ সৈন্যবাহিনী। স্থবিস্তীর্ণ স্যমন্ত-পঞ্চকে যেন তিলধারণের স্থান নাই। সংবাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছে, হৃদয়েশ্বরকে দেখিবার জন্য গোপী যূথপরিবৃতা শ্রীমতী ভানুনন্দিনী, প্রাণ কানাইকে দেখিবার জন্য শ্রীদামাদি

রাখালগণ এবং নয়নপুত্তলী ননীচোরকে দেখিবার জন্য গোপরাজ নন্দ ও জননী যশোমতী কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোথায়,—ব্রজের সেই নয়নানন্দ! "ইহ হাতী ঘোড়া রথ মনুষ্য গহন" এখানে তো শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। শ্রীমতীর মনে পড়িয়া গেল আনন্দের শতস্মৃতি বিজড়িত যমুনার কাল জল, আর তারই তীরে সেই—পুষ্পিত নিকুঞ্জবন নীপতরুতল! রাখালগণের নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল,—উন্মুক্ত আকাশ তলে প্রকৃতির সেই আনন্দ কানন, দিগন্তবিস্তৃত শ্যাম-শষ্পক্ষেত্র,—গোষ্ঠভূমি! আর জননী যশোমতীর অশ্রুসিক্ত আঁখি খুঁজিতে লাগিল,—ব্রজভূমির সেই নিরালা নিকেতনের কক্ষ কুট্টিম! সেই কৃষ্ণ, সেই সাক্ষাৎ, সেই মিলন। কিন্তু দর্শনে সে তৃপ্তি কই, মিলনে সে আনন্দ কই? দেখা হইল, কিন্তু সে দেখায় এ দেখায় পার্থক্য কত! মাধুর্য্যের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত অমৃত প্রবাহ,—প্রকৃতির আনন্দ নির্ঝর,—গিরিবক্ষ বহিয়া বনপথ ধরিয়া সাবলীল স্বচ্ছন্দ ধারায় যে অবাধমুক্ত গতিতে ছুটিয়া যায়, কৃত্রিম উদ্যানের মণিমণ্ডিত অববাহিকায় তাহার সে আবেগ, সে উচ্ছ্বাস, সে লীলায়িত ভঙ্গিমার স্থান কোথায়"? তাই মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"যবে দেখি জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
তবে জানি আইনু কুরুক্ষেত্র"

অর্থাৎ ভগবদুপাসনার দুইটী দিক্ আছে—একটী ঐশ্বর্য্যের অপরটী মাধুর্য্যের। উল্লিখিত প্রথম প্রবাদ আলোচনা করিলে মনে হয়—কবি জয়দেব প্রথম জীবনে ঐশ্বর্য্যের—বিধিমার্গের উপাসক ছিলেন, এবং সেই ভাব হইতে সাধনার ক্রম বিকাশে রাগের পথে তিনি মাধুর্য্যের ব্রজকুঞ্জে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ কবির কাব্য পাঠে তো এইরূপই উপলব্ধি হয়। শ্রীগীতগোবিন্দে ঐশ্বর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া রসের ক্রম পরিপুষ্টিতে

কি রূপে মাধুর্য্যের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে এবং সে রস পরিপুষ্টি যে কবি—হৃদয়ের অনুভূতি-প্রত্যক্ষ পরম সত্যের কবিত্বময় বিকাশ, রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। শ্রীগীতগোবিন্দের আরম্ভ ভাগে দশাবতার স্তোত্রে এবং 'শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল' সঙ্গীতটীতে শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য্য স্বরূপই প্রকাশিত হইয়াছে। দশাবতার স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবতারের কেন্দ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কবি বন্দনা করিতেছেন "দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নম।" টীকাকার পূজারী গোস্বামী বলিতেছেন—এই দশটী অবতার দশটী রসের অধিষ্ঠাতা, আর সর্ব্ব অবতারের অবতরী শ্রীকৃষ্ণ,—তিনিই সকল রসের আদি অথবা আদিরসের আকর। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের মতে মধুর রস বা আদিরস সকল রসের শ্রেষ্ঠ, এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই আদিরসের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। টীকাকারের মতে মৎস্য অবতার বীভৎস্য রসের, কূর্ম্ম অদ্ভুত রসের, বরাহ ভয়ানক রসের, নৃসিংহ বৎসল রসের, বামন সখ্য রসের, পরশুরাম রৌদ্র রসের, শ্রীরাম করুণ রসের, বলরাম হাস্য রসের, বুদ্ধ শান্ত রসের এবং কল্কি বীররসের অধিষ্ঠাতা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল সঙ্গীতটীও ঐশ্বর্য্য দ্যোতক, কারণ তাহার মধ্যে একবারও শ্রীরাধার নাম উল্লিখিত হয় নাই, আদ্যবন্তে শ্রীর নামই কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুত্র, ভ্রাতা, পতি, বন্ধু প্রভৃতি রূপে মানবের আদর্শ-বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্রের এবং তৎপরেই লক্ষ্মীপতির বর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

"জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর"

হে জানকীকৃত ভূষণ, দূষণ-বিজয়ী, তুমি সমরে দশাননকে শাসন করিয়াছিলে! হে সুন্দর, সমুদ্র মন্থন কালে মন্দর ধারণ করিয়া তুমিই অমৃতের হেতু হইয়াছিলে। কিন্তু দেবগণকে অমৃত দান করিয়া নিজে

সমুদ্র-সম্ভবা লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছ। এবং রমার মুখচন্দ্রেই সেই অমৃতের সন্ধান পাইয়া অই মুখামৃতই পান করিতেছ, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া সেই অমৃতায়মান মুখচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এখন অভিনব জলধররূপে শোভা পাইতেছ।

কবি শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য শ্রী ও সীতার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নায়কত্বের দুইটী দিক্ প্রদর্শন করিয়াছেন। সীতারামের প্রণয় দাম্পত্য-প্রণয়ের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল, লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রণয় কাহিনীও পুরাণ প্রসিদ্ধ। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রণয় আরো গুরু, আরো গাঢ়, আরো মধুর—তাহার তুলনা হয় না। টীকাকার বলিতেছেন—এই সঙ্গীতে ধীর ললিত, ধীর শান্ত, ধীরোদ্ধত এবং ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ধীর ললিত নায়ক শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদি ও অন্তে তিনি শ্রীপতিরূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীগীতগোবিন্দের বর্ণিত বিষয় বাসন্ত রাসের সঙ্গে ইহার পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি হয়। লক্ষ্মীর রাসে অধিকার ছিল না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—সৌন্দর্য্য সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীদেবীও গোপী প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করিতেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে কবি এই দুইটি সঙ্গীতে ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণ বর্ণনায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন—এইবার ধীরে মাধুর্য্যের রাজ্যে অগ্রসর হইবেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল ধীর ললিতই নহেন, তাঁহাতে নায়কত্বের সকল গুণই বর্ত্তমান আছে, তিনিই সকল নায়কের শিরোভূষণ, শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী নায়িকাকুলশিরোমণি।

২য় প্রবাদ হইতেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানই সমর্থিত হয়। *কবি 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' লিখিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতীর পাদপদ্মে তিনি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক স্পর্শ করাইবেন এই সঙ্কোচে* তাহার হৃদয় দ্বিধা দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের

ভাব তিনি তখনো ভুলিতে পারেন নাই, পারিলে তাঁহার মনে এরূপ সন্দেহের অবকাশই আসিত না। সংশয় জাগিয়াছিল—কারণ জীবন ও কাব্য তাঁহার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। সাধনার পথে তিনি যেমন কুঞ্জের পর কুঞ্জ অতিক্রম করিতেছিলেন, সাধনা লব্ধ সত্যগুলিও তেমনি তাহার কাব্যে অভিব্যক্ত হইতেছিল। অবশেষে তাঁহার গভীরতর আর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সাধনার ধন একদিন স্বয়ং আসিয়া জীবনের সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছিলেন।

কবি জয়দেব আপন দাম্পত্য প্রেমের মধ্য দিয়া মানব-ভালবাসার শ্রেষ্ঠ, সার্থক ও সুন্দরতম পরিণতিরূপেই ভগবৎ প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতীর প্রেমই তাঁহাকে অপ্রাকৃত কান্তপ্রেমের প্রকৃত আস্বাদ দান করিয়াছিল। প্রবাদের মতে সাক্ষাদ্দর্শনের পরিবর্ত্তে তাই পদ্মাবতীর মধ্য দিয়াই তিনি সেই চির-রসময় পরম প্রেম স্বরূপের দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। আবার পদ্মাবতীয় পতিপ্রেম এমনি প্রগাঢ়, এতই পবিত্র, এমনি নিষ্ঠাপূর্ণ যে ভগবান তাঁহাকে জয়দেব রূপেই দর্শন দিয়া তাঁহার নারীত্বের সাধনাকে সার্থক করিয়াছিলেন। পতি পরায়ণা পতিরূপেই জগৎ-পতিকে লাভ করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। কবি জীবনের এই সাধনার ইতিহাস তাঁহার দেশবাসী জানিতেন, বুঝিতেন বলিয়াই কবি তাঁহাদের নিকট শ্রীজগন্নাথ দেবের অংশ স্বরূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজিও বাঙ্গালার বহু নরনারী কবিকে সেই চক্ষেই দেখিয়া থাকেন।

শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচনা করিয়া পরকীয়া ভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠে একটী আপন ভোলা প্রণয়িদম্পতীর মধুময় চিত্র। সে চিত্র মর্ত্ত্যের নহে, সে চিত্র জীবনের নিবিড়তর অনুভূতির সুন্দরতম বর্ণবিন্যাসে কবি-কল্পলোকের কান্ত-আলোকে সদা-সমুজ্জ্বল।

কবিবিরচিত এই গোবিন্দ-সঙ্গীত পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে অজয় তীরবর্ত্তী একটী নিরালা নিকুঞ্জের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হইয়া উঠে। কুঞ্জের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মাঝে দেখিতে পাই প্রেম-মাতোয়ারা কবি দম্পতি—জয়দেব ও পদ্মাবতী। অনুরাগ অভিমান বিরহ মিলনের অপরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে দম্পতীজীবন প্রণয়লীলার মধুময় ভঙ্গিমায় নিত্য নবরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে, আর সেই লহরীমালা শ্রীগীতগোবিন্দের ছন্দে শ্লোকে লীলায়িত হইতেছে, আকার পরিগ্রহ করিতেছে।

কিন্তু পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি কোথায় অজয়—এ যে কালিন্দী! পদ্মাবতীর নয়ন কজ্জলে জল কখন কাল হইয়া গিয়াছে। কেন্দুবিল্ব কোথায়—এতো বৃন্দাবন! জয়দেব-সরস্বতীর মধুর কোমলকান্ত পদাবলী এতো নয়,—এ যে সেই ভুবন মোহন শ্রবণ মনো রসায়ন সুধা সুমধুর মুরলী নিঃস্বন! কবি-দম্পতীকে কোথায় হারাইয়া ফেলি—দেখি কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাভিনয়! দেখিতে দেখিতে অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া উঠে, দৃষ্টি নিষ্প্রভ হইয়া যায়। মনে হয় মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, তমাল তরুনিকরে শ্যামায়মান বনভূমি ধীরে ধীরে গাঢ় হইতে গাঢ়তর এক স্নিগ্ধকৃষ্ণতায় আত্মগোপন করিতেছে,—আর সেই গন্ধে ভরা অন্ধকার বনপথে কে যেন গাহিয়া গাহিয়া ফিরিতেছে—

*   *   *   *   *

"* * নন্দ নিদেশতশ্চলিতয়ো প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়ো র্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃকেলয়ঃ"

৪

কাব্য কথা

অমানুষী প্রতিভা, অসাধারণ শাস্ত্রার্থজ্ঞান, অমায়িক চরিত্র মাধুর্য্য, অপরিসীম করুণা, অলৌকিক রূপ,—অপরূপ লাবণ্যবল্লরীর লীলায়িত বন্ধনে বন্দী হইয়া একদিন বাঙ্গালায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বসন্তের এক পূর্ণিমাপ্রদোষে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনকে ধন্য করিয়া তাহার ভাগ্যাকাশে মূর্ত্ত প্রেম বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন। সে প্রেম, সে করুণা, সে বিনয়, সে তেজ, সে কোমলতা, সে দার্ঢ্য, যে কোনো জাতির সহস্রাব্দের ইতিহাসে বারেকের জন্যও একাধারে সম্মিলিত হইলে জাতি কৃতার্থ হইয়া যায়। চৈতন্যচন্দ্রের পবিত্র জীবনকথা—বাঙ্গালীর এই দিব্যাবদান—জগতের ইতিহাসে সগৌরবে উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

স্নেহময়ী স্থবিরা জননী, প্রেমময়ী যুবতী ভার্য্যা, অনুরক্ত নবদ্বীপবাসী স্বজন,—সকলের মায়াডোর ছিন্ন করিয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ছয় বৎসরকাল তীর্থ পর্য্যটনাদিতে অতিবাহিত হয়, অবশিষ্ট দ্বাদশ বৎসরকাল তিনি পুরীধামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমে রাজগুরু কাশীমিশ্রের আবাস বাটীর যে ক্ষুদ্র কক্ষ তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সাধারণতঃ তাহা গম্ভীরা নামে পরিচিত। এই আদর্শ সন্ন্যাসীর নীলাচলবাসের প্রাত্যহিক জীবনের অন্যতম নিত্যকর্ম্ম ছিল—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটক, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত এবং কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পাঠ্য ছিল। তিনি শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর এবং রায় রামানন্দের সঙ্গে গম্ভীরার গুপ্তকক্ষে এই গ্রন্থগুলির আলোচনা করিতেন—আস্বাদন করিতেন। শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের রসজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি দেখিয়া না দিলে, অনুমোদন না করিলে মহাপ্রভু কোনো গ্রন্থ পাঠ করিতেন না। রামানন্দ রায়ও বৈষ্ণব জগতে তত্ত্বজ্ঞানী নিষ্ঠাবান সুরসিক ভক্ত বলিয়া পরিচিত। শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচনার পূর্ব্বে আমাদের এই কথা কয়টী মনে রাখা আবশ্যক।

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীযুত রামানন্দ রায়ের দোহাই পাড়িয়া কাহারো মুখ বন্ধ করিতে চাহিতেছি না। মাত্র স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি—যে এ জগতে অধিকার ভেদ বলিয়া একটা কথা আছে, অধিকারী না হইলে কাহারো কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। আবার অধিকার জন্মিলেই যে হঠাৎ একটা কিছু করিয়া বসিতে হইবে এমনও কোনো কথা নাই। অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তিগণ কোনো পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন কি না অনুসন্ধান লওয়া উচিত। আমাদের বিশ্বাস কাব্যালোচনারও অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়। বিশেষতঃ শ্রীগীতগোবিন্দের ন্যায় কাব্যের—ভারতের এক সুবৃহৎ সম্প্রদায় যে কাব্যকে প্রেমধর্ম্মের সূত্র গ্রন্থরূপে পূজা করেন—এ হেন কাব্যের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার অতীতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া নিতান্ত

আবশ্যক। অন্ততঃ মত প্রকাশের পূর্ব্বে এই সম্বন্ধীয় দায়িত্বের কথাটাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম কখনো মিথ্যাকে ধরিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাহার দুই চারিটা বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের কথা অবশ্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কিন্তু মূলে প্রত্যেক ধর্ম্মই সত্যোপেত, সে সত্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে—আদি-দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীকে এবং তাহার পরবর্ত্তী আচার্য্য-গণের অনুভূতির ধারাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সত্য যাহা তাহা চিরন্তন, তাহা বিশ্বজনীন, কিন্তু দেশ কাল পাত্র ভেদে তাহার প্রকাশের ভঙ্গী ও বিকাশের ধারা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রহস্যময়। সে রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে হইলে তত্ত্বান্বেষীকে সম্প্রদায়ের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ভাবেও কি প্রাচীন কি আধুনিক যে কোনো কাব্য-আলোচনার জন্য সাধনা ও শক্তির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। নূতন কিছু বলার একটা মোহ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নূতনত্ব কয়দিন থাকে তাহাই ভাবিবার কথা। হৃদয় এবং মনের যে বিশেষ অবস্থা কাব্য-আলোচনার পক্ষে অনুকূল, সমালোচক হইলেই তাহার অধিকারী হওয়া যায় না। রস এবং ভাব আস্বাদনের বস্তু, অনুভব গম্য। সকলের সে সৌভাগ্য ঘটে না। দাক্ষিণাত্যের গোদাবরীতীরে সাধ্যসাধন নির্ণয়ে রসজ্ঞতা ও দার্শনিকতার, কবিত্ব ও ভাবুকতার অপূর্ব্ব নিকষে শ্রীগীতগোবিন্দের যে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে ইহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণে আমরা তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি।

জয়দেব গোস্বামী নিজেও এই অধিকারবাদের কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।

মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥"

অর্থাৎ যদি হরিস্মরণে মন সরস করিতে চাও, যদি তাঁহার বিলাসকলা জানিবার কৌতূহল থাকে, তবে জয়দেব-সরস্বতীর মধুর কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ কর।

অনেকে বলেন কাব্য কোনো উদ্দেশ্য মূলক হইতেই পারে না। আমরা এই মতবাদ ঠিক্‌মত বুঝিতে পারি না। আনন্দ দান কবির মুখ্য উদ্দেশ্য ইহা নিশ্চিত, কিন্তু সেই আনন্দ দানের জন্য কবি যে পথ গ্রহণ করিবেন তাহা যে কোনো উদ্দেশ্য মূলক হইতে পারিবে না এমন কিছু নিশ্চয়তা আছে কি? কবি যে দেশে এবং সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই দেশের এবং সমাজের লোককে আনন্দ দানই তাঁহার কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য নিরবধিকাল এবং বিপুলা পৃথিবীর আনুগত্যও যে তাঁহার স্মরণে রাখেন না এমন কথা আমরা বলি না। আমাদের বলিবার কথা এই যে বর্ত্তমানও কবির উপেক্ষার বস্তু নহে। যাঁহারা ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়াই কাব্য লিখিয়া থাকেন বর্ত্তমানে তাঁহাদেরও উৎসাহদাতা অন্ততঃ দুই চারি জনেরও অভাব হয় না, কালের অগ্রবর্ত্তী এইরূপ অতি অল্প সংখ্যক লোকও না থাকিলে আলোকলতার মত কোনো কাব্যেরই সৃষ্টি হইতে পারে না। দাতা আছেন অথচ দানের লোক নাই এমন অবস্থা কল্পনা করা যায় না। এইজন্যই কোনো কাব্যের বিচার করিতে হইলে কবির কাল অর্থাৎ তাঁহার পারিপার্শ্বিককে উপেক্ষা করা চলে না। অতীতের ঐতিহ্য এবং বর্ত্তমান প্রতিবেশের আবেষ্টন দুই-ই কবির উপর সমান প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং তিনি কোন্ শ্রেণীর লোককে আনন্দ দিবার জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহারও বিচার করিতে হয়। জাতির জীবন

সঙ্গীতের ঐক্যতানে কণ্ঠ মিলাইয়া কোনো উচ্চতর গ্রামে সুর বাঁধিয়া দেওয়াও কবির কার্য্য। সাময়িক ভাবের উপর কাব্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যে কবি সমাজকে উচ্চতম আদর্শ দান করেন তিনিও পূজা পাইবার যোগ্য। জয়দেবকে আমরা এই শ্রেণীর কবি বলিয়াই মনে করি। কেন করি তাহাই বলিতেছি।

ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অপ্পয় দীক্ষিত রামায়ণের টীকায় বাল্মীকি শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে বৃহদ্দেবতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের নবাভ্যুদয়কালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি শ্রীরাধাকে গ্রহণ করেন নাই। আচার্য্য রামানুজ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে লক্ষ্মীনারায়ণকেই উপাস্যরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। আচার্য্য মধ্বও উপাসনা কাণ্ডে রামানুজের পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সময়েরই একজন আচার্য্য শ্রীরাধাকৃষ্ণকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম নিম্বার্ক। ইহাঁর বেদান্তদশকে এই শ্লোকটী পাওয়া যায়—

অথেতু বামে বৃষভানুজাং মুদা
বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্।
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা
স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্॥

নিম্বার্ক প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিম্বার্ক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ইহাঁরা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক। ইনি ১০৮৪ শকাব্দায় অর্থাৎ ১১৬২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ইহাঁকেও প্রায় কবির সম সাময়িকরূপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। নিম্বার্ক স্বকীয়াবাদী। কবি জয়দেব ও আচার্য্য নিম্বার্কের কাল এক হইলেও দেশ এক ছিল না। এতদ্ভিন্ন জয়দেব প্রায় পরকীয়াবাদী। কারণ পরকীয়া নায়িকা না হইলে অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা প্রভৃতি অবস্থা স্বকীয়ার আরোপ করা যায় না। প্রায় বলিলাম এই জন্য যে গীতগোবিন্দে স্পষ্টতঃ পতি শব্দও পাওয়া যায়। এখন কথা এই যে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কেবল কাব্যের নায়িকা ও নায়করূপেই নহে, নিজের উপাস্য ও পরদেবতারূপে গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি এই যে এক নূতন পথের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইহার প্রেরণা তিনি যেখান হইতে বা যাহার নিকট হইতেই পাইয়া থাকুন, মূলে নিশ্চিত ইহার একটা উদ্দেশ্য ছিল। কবির সময়ে দেশের অধিকাংশ নরনারীর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সেখশুভোদয়া প্রভৃতি হইতে জানিতে পারি—প্রকাশ্য দিবালোকে নদীয়ার রাজপথ তখন বারাঙ্গনাগণের নূপুরনিক্কণে ধ্বনিত হইত। সুরধুনীর পুলিন-পরিসর নাগরনাগরীগণের কামকথা সংলাপে মুখরিত থাকিত। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় ইন্দ্রিয়বিলাসের এই সর্ব্বনাশী আসক্তি হইতে, অতি ইহসর্ব্বস্ববাদের এই ক্লেদসিক্ত ভাবভুজগীর বিষ নিঃশ্বাস হইতে মুক্তি দানের আশাতেই দেশে তিনি ঐ নূতন সঙ্গীতের ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন নাগিনী তাহার গানে ভুলিয়া ফণা গুটাইয়া আপন পাতাল পুরীতে প্রস্থান করিবে, আর তাহার কলুষিত বিষ দংশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া এই কান্ত কোমল মধুর পদাবলীর অমৃত ধারা পানে বাঙ্গালী নর-নারী চির অমরতা লাভে ধন্য হইবে। শ্রীগীত-গোবিন্দে প্রত্যেক গানের শেষে কবি এই উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রথম সর্গেই কবি বলিতেছেন—শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণ স্মৃতিসারং। সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারং। কবি সরস বসন্তে বনানীসৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন, অনুগত মদন বিকারের কথাও বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু সে সমস্তই "উদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারং"—তাঁহাকেই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য যিনি বিশ্বশরণ! অখিলের নিখিল সৌন্দর্য্য যাহার অঙ্গদ্যুতি, প্রকৃতির রূপে যদি তাঁহারই স্মৃতি জাগ্রত করিয়া না দিবে, বিশ্বের মাঝে বিশ্বেশ্বরের অনুভূতি ফুটাইয়া না তুলিবে, তবে সে সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কোথায়? সৌন্দর্য্যে হৃদয় উল্লসিত হইয়াছে, মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে বিকার বলিতে পার, ভাবমাত্রেই তো বিকার,—নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া—কিন্তু এ বিকার তাঁহারই জন্য যিনি "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ।" কামনা বটে, তবে রূপে রসে গানে গন্ধে বিশ্বে বিলসিত বিশ্বেশ্বরেরই সেবা করিবার কামনা। ইহাই রস-স্বরূপের উপাসনা, আনন্দময়ের আরাধনা, ভাবগ্রাহীর ভাবনা। গীতগোবিন্দকে যাঁহারা অশ্লীল বলেন তাঁহাদিগকে কবির সময়ের দেশের পূর্ব্বোক্ত অবস্থা স্মরণ করিতে বলি। আরো বলি যে তাঁহাদের কাছে যাহা অশ্লীল, অপর বহু জনের কাছে তাহাই পরম পবিত্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন শ্লীল-অশ্লীলতার বিচার করিতে হইলে একথাটাও মনে রাখা আবশ্যক যে অশ্লীলতাই এ কাব্যের প্রেরণা আনে নাই। যে বিশিষ্ট প্রেরণা কবিকে কাব্য প্রণয়নে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার প্রকাশ ভঙ্গীকে যদিই বা কোনো স্থানে অশ্লীল বলিয়া মনে হয়, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কেহ কেহ সম্ভোগের কথা তুলিয়া বলেন ভগবানের আবার সম্ভোগ বর্ণনা কেন? আমরা বলি এটা একটা প্রাচীন প্রথা। কালিদাস হরপার্ব্বতীকে জগতের জনক জননী রূপে বন্দনা করিয়া তাঁহাদেরও তো সম্ভোগের বর্ণনা দিয়াছেন। প্রাকৃত হউক আর অপ্রাকৃত

হউক নায়ক নায়িকার কথা বলিতে হইলেই সে কালের অনেক কবি সম্ভোগ বর্ণনা না করাকে কাব্যের একটা অঙ্গহানি বলিয়াই মনে করিতেন। আমাদের মনে হয় কবির উদ্দেশ্য যদি মন্দ না হয় তাহা হইলে এই সম্ভোগ বর্ণনাকেও দূষণীয় বলা শুধু অসঙ্গত নহে অন্যায়। কবি জয়দেবের উদ্দেশ্য যে সৎ ও মহৎ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। সঙ্গীতের শেষ চরণে ভণিতায় তাঁহার ব্যাকুল প্রার্থনা এবং সর্গশেষে আশীর্ব্বচনে মানব সমাজের কল্যাণ কামনায় তাঁহার আকুল আগ্রহ,—দেখিয়াও কি অনুমান করা যায় না যে এই সৌন্দর্য্যোপাসক কবি কত বড় উচ্চ মন এবং কত পবিত্র উদার হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি ভণিতা দিতেছেন—

"শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্।
কলিকলুষং জনয়তু পরিণমিতং ॥"

অন্যত্র—

"শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃতহারমুদাসিতবামং।
হরিবিনিহিতমনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামং ॥"

কবি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—

"রাধা মুগ্ধমুখারবিন্দমধুপস্ত্রৈলোক্য-মৌলিস্থলী
নেপথ্যোচিতনীলরত্নমবনিভারাবতারান্তকঃ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীজনমনস্তোষপ্রদোষশ্চিরং
কংসধ্বংসনধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥"

অনেকে বলেন শ্রীগীতগোবিন্দের গান কয়েকটী মাত্র জয়দেব রচনা করিয়াছিলেন, অপরাপর শ্লোকগুলি পরে কেহ যোগ করিয়া দিয়াছে। এ অনুমানের কারণ শ্লোকগুলি কটমট এবং কয়েকটী পুনরুক্তি দোষদুষ্ট। কিন্তু ইহারই উপর নির্ভর করিয়া এতবড় কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা

পণ্ডিত হইলেও আমরা তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। আমাদের অবিশ্বাসের প্রথম কারণ প্রত্যেক টীকাকারই সমস্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ শ্লোকগুলি কটমট নহে। কবি জয়দেব প্রস্তাবনায় যে সন্দর্ভ-শুদ্ধির কথা বলিয়াছেন, শ্লোকগুলির রচনায় তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তিনি অতি কৌশলে শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, উপেন্দ্রবজ্রা, শিখরিণী, পুষ্পিতাগ্রা ইত্যাদি ছন্দে নানাবিধ শ্লোক রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে কোনো রীতির রচনাতেই তিনি অসমর্থ নহেন।

তৃতীয় কারণ গানগুলির যোগসূত্র হিসাবে বর্ণিত বিষয়কে পরিস্ফুট করিবার জন্য এই সমস্ত শ্লোকের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা ছিল। সে কালের গানের পদ্ধতির সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন এই ধরণের শ্লোকে বক্তব্য বিষয়ের বিবৃতি এবং পারম্পর্য্য রক্ষা তখনকার দিনের গানের একটা প্রধান অঙ্গ। আজিও কবি, মনসামঙ্গল, রামায়ণ, ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কীর্ত্তন, শিবায়ন প্রভৃতি গানে এই প্রথাই প্রচলিত আছে। পুনরুক্তি দোষ দুই একটী শ্লোকে আছে বটে কিন্তু তাহা অতি সামান্য। চতুর্থ কারণ এই সমস্ত শ্লোকে সে কালের বিশ্বাস অনুযায়ী শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে কবি আপন মত অতি সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এ কালের সুপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবমতবাদের সঙ্গে কবির কোনো কোনো সিদ্ধান্তের মিল দেখিয়া তাঁহার গৌরব লাঘবের জন্য শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলায় বক্তার বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হয় না। অনেকেই জানেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের কয়েকটী সিদ্ধান্ত শ্রীজয়দেব হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং বৈষ্ণবগণ শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানিকে শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য বলিয়াই মনে করেন।

পঞ্চম কারণ যে কোনো গ্রন্থকার গীতগোবিন্দ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ

করিয়াছেন, তিনি এই শ্লোকগুলিই উদ্ধৃত করিয়াছেন, কোনো গ্রন্থেই গানগুলি উদ্ধৃত হয় নাই। সদুক্তিকর্ণামৃতে গীতগোবিন্দের যে দুইটী শ্লোক পাওয়া যায় পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সদুক্তিকর্ণামৃত লক্ষ্মণসেনের সময়েই সংকলিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন জয়দেবের গানগুলি প্রথমে দেশীয় ভাষায় রচিত হয়, পরে কেহ সংস্কৃত করিয়া লইয়াছে। এই সন্দেহের কারণ "পদাবলী" শব্দটী সংস্কৃত নহে। এই শব্দটী কবি যদি দেশী ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহার জন্য সমগ্র গানগুলি কেন দেশীয় হইবে, এ যুক্তি বুঝিতে পারা যায় না। হইতে পারে কবি দেশীয় ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার রচিত সংস্কৃত গানে দেশীয় ভাষার কিছু প্রভাব পড়িয়াছে। মোটের উপর এই সমস্ত মত অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের নেতিবাদের ঔদ্ধত্য ভিন্ন অপর কিছু নহে।

৪

সর্গবন্ধ

বৈষ্ণবগণ বলেন শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্য, কারণ ইহার নায়ক নায়িকা স্বয়ং ঈশ্বর এবং ঈশ্বরী। এই কাব্য দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গের নাম 'সামোদ দামোদর'। প্রত্যেক সর্গেরই এইরূপ এক একটী নাম আছে এবং সর্গবর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে ইহার যেমন সঙ্গতি আছে, তেমনি এই নামগুলির এক একটি উদ্দেশ্যমূলক অর্থ আছে। জয়দেব বাসন্ত-রাসের বর্ণনা করিয়াছেন, এই লীলা কখন ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বৈষ্ণব-

গণের সিদ্ধান্ত টীকাকার পূজারী গোস্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে লিপিবদ্ধ করিতেছি। এ সম্বন্ধে দুইটী মত প্রচলিত আছে। প্রথম মত এইরূপ—শারদীয় মহারাস সমাপ্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছেন মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার রূপ এবং গুণের তুলনা নাই। কিন্তু তথাপি অপর কাহারো সহিত তাঁহার রূপগুণাবলী উপমিত হইতে পারে কি না জানিবার জন্য তিনি বাসন্ত মহারাসের অনুষ্ঠান করিলেন। জয়দেব সেই লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় মত—দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময়েই এই বাসন্ত মহারাস অনুষ্ঠিত হয়, গীতগোবিন্দে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে আসিয়াছিলেন পদ্মপুরাণে তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার ইঙ্গিত আছে—দন্তবক্রকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে দ্বারকাবাসিগণ বলিয়াছিলেন তুমি যখন কুরু ও মধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে আমরা প্রতি পল-কে যুগ বলিয়া মনে করিতাম। স্পষ্টই লেখা আছে—

"কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।"

মধুপুরী তখন জনশূন্য, সুতরাং এখানে মধূন্ বলিতে মথুরা মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসিদেরই বুঝাইতেছে। বৃন্দাবন অর্থে মধুপুরী ইত্যাদি শব্দ অনেক স্থানেই অনেক বারই ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী-পাদের গোপালচম্পূ হইতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনিও দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন ও এই লীলাবিলাসের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় জয়দেব এই লীলা স্মরণেই গীত-গোবিন্দ লিখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা দ্বারকা যেখানেই গিয়াছেন—দেখিয়াছেন ব্রজে যে ভালবাসা তিনি পাইয়াছিলেন, কোথাও তাহার তুলনা মিলিল না। তেমন করিয়া ভালবাসিতে কেহ পারে না, জানেও

না। তাই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ব্রজে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই লীলার রহস্য বর্ণিত আছে বলিয়াই গীতগোবিন্দ প্রেমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পূজা প্রাপ্ত হয়। আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

সামোদ-দামোদরের কথা বলিতেছিলাম। জয়দেব বর্ণনা করিয়াছেন —বসন্তকাল, নিখিল প্রকৃতি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাসন্তীকুসুমসুকুমারঅবয়বা শ্রীরাধা অমন্দ কন্দর্পজ্বরে চিন্তাকুলা হইয়া বৃন্দাবনের বনে বনে কৃষ্ণানুসরণে ফিরিতেছিলেন। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিকেতনে সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী আজ বিশ্বসুন্দরকে—তাঁহার প্রিয়দয়িত চিরসুন্দরকে খুঁজিতেছেন। কিন্তু সখী তাহাকে দেখাইয়া দিলেন শ্রীকৃষ্ণ অন্য নায়িকার সঙ্গে বিলাসে মত্ত। শ্রীমতীর অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়িয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের সেই স্নেহ, সেই প্রীতি, কত রজনীর শত মধুময়ী-স্মৃতি। এক দিন রসনাদামে যাহাকে বাঁধিয়াছিলাম, হাসিমুখে তিনি সহিয়াছিলেন, সেই আমার আপনার দামোদর আজ আমাকে ছাড়িয়া অন্যাকে লইয়া আমোদে মাতিয়াছেন! সামোদ-দামোদর নাম এই স্মৃতিরই অভিব্যক্তি। ভবিষ্যপুরাণে এই দাম বন্ধনের উল্লেখ আছে—

"সঙ্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংরজ্জয়া রাধয়া
প্রারভ্য ভ্রূকুটীং হিরণ্যরসনাদাম্না নিবদ্ধোদরং।
কার্ত্তিক্যাং জননীকৃতোৎসববরে প্রস্তাবনাপূর্ব্বকং
চাটুনি প্রথয়ন্তমাত্মপুলকং ধ্যায়েম দামোদরং॥"

এই স্মৃতির অনুসরণেই এই সর্গর নাম সামোদদামোদর হইয়াছে।

দ্বিতীয় সর্গের নাম 'অক্লেশকেশব'। (প্রথম সর্গে) শ্রীকৃষ্ণকে অন্যা নায়িকার সঙ্গে বিলাসমত্ত দেখিয়া শ্রীমতী অন্য এক লতাকুঞ্জে গিয়া সখীর নিকট যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহাই এই সর্গের বর্ণিতব্য বিষয়। সখী

কি রূপে মাধুর্য্যের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে এবং সে রস পরিপুষ্টি যে কবি—হৃদয়ের অনুভূতি-প্রত্যক্ষ পরম সত্যের কবিত্বময় বিকাশ, রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। শ্রীগীতগোবিন্দের আরম্ভ ভাগে দশাবতার স্তোত্রে এবং 'শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল' সঙ্গীতটীতে শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য্য স্বরূপই প্রকাশিত হইয়াছে। দশাবতার স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবতারের কেন্দ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কবি বন্দনা করিতেছেন "দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নম।" টীকাকার পূজারী গোস্বামী বলিতেছেন—এই দশটী অবতার দশটী রসের অধিষ্ঠাতা, আর সর্ব্ব অবতারের অবতরী শ্রীকৃষ্ণ,—তিনিই সকল রসের আদি অথবা আদিরসের আকর। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের মতে মধুর রস বা আদিরস সকল রসের শ্রেষ্ঠ, এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই আদিরসের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। টীকাকারের মতে মৎস্য অবতার বীভৎস্য রসের, কূর্ম্ম অদ্ভুত রসের, বরাহ ভয়ানক রসের, নৃসিংহ বৎসল রসের, বামন সখ্য রসের, পরশুরাম রৌদ্র রসের, শ্রীরাম করুণ রসের, বলরাম হাস্য রসের, বুদ্ধ শান্ত রসের এবং কল্কি বীররসের অধিষ্ঠাতা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল সঙ্গীতটীও ঐশ্বর্য্য দ্যোতক, কারণ তাহার মধ্যে একবারও শ্রীরাধার নাম উল্লিখিত হয় নাই, আদাবন্তে শ্রীর নামই কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুত্র, ভ্রাতা, পতি, বন্ধু প্রভৃতি রূপে মানবের আদর্শ-বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্রের এবং তৎপরেই লক্ষ্মীপতির বর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

"জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর"

হে জানকীকৃত ভূষণ, দূষণ-বিজয়ী, তুমি সমরে দশাননকে শাসন করিয়াছিলে! হে সুন্দর, সমুদ্র মন্থন কালে মন্দর ধারণ করিয়া তুমিই অমৃতের হেতু হইয়াছিলে। কিন্তু দেবগণকে অমৃত দান করিয়া নিজে

সমুদ্র-সম্ভবা লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছ। এবং রমার মুখচন্দ্রেই সেই অমৃতের সন্ধান পাইয়া অই মুখামৃতই পান করিতেছ, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া সেই অমৃতায়মান মুখচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এখন অভিনব জলধররূপে শোভা পাইতেছ।

কবি শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য শ্রী ও সীতার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নায়কত্বের দুইটী দিক্ প্রদর্শন করিয়াছেন। সীতারামের প্রণয় দাম্পত্য-প্রণয়ের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল, লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রণয় কাহিনীও পুরাণ প্রসিদ্ধ। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রণয় আরো গুরু, আরো গাঢ়, আরো মধুর—তাহার তুলনা হয় না। টীকাকার বলিতেছেন—এই সঙ্গীতে ধীর ললিত, ধীর শান্ত, ধীরোদ্ধত এবং ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ধীর ললিত নায়ক শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদি ও অন্তে তিনি শ্রীপতিরূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীগীতগোবিন্দের বর্ণিত বিষয় বাসন্ত রাসের সঙ্গে ইহার পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি হয়। লক্ষ্মীর রাসে অধিকার ছিল না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—সৌন্দর্য্য সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীদেবীও গোপী প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করিতেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে কবি এই দুইটি সঙ্গীতে ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণ বর্ণনায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন—এইবার ধীরে মাধুর্য্যের রাজ্যে অগ্রসর হইবেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল ধীর ললিতই নহেন, তাঁহাতে নায়কত্বের সকল গুণই বর্ত্তমান আছে, তিনিই সকল নায়কের শিরোভূষণ, শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী নায়িকাকুলশিরোমণি।

২য় প্রবাদ হইতেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানই সমর্থিত হয়। কবি 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' লিখিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতীর পাদপদ্মে তিনি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক স্পর্শ করাইবেন এই সঙ্কোচে তাহার হৃদয় দ্বিধা দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের

ভাব তিনি তখনো ভুলিতে পারেন নাই, পারিলে তাঁহার মনে এরূপ সন্দেহের অবকাশই আসিত না। সংশয় জাগিয়াছিল—কারণ জীবন ও কাব্য তাঁহার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। সাধনার পথে তিনি যেমন কুঞ্জের পর কুঞ্জ অতিক্রম করিতেছিলেন, সাধনা লব্ধ সত্যগুলিও তেমনি তাহার কাব্যে অভিব্যক্ত হইতেছিল। অবশেষে তাঁহার গভীরতর আর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সাধনার ধন একদিন স্বয়ং আসিয়া জীবনের সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছিলেন।

কবি জয়দেব আপন দাম্পত্য প্রেমের মধ্য দিয়া মানব-ভালবাসার শ্রেষ্ঠ, সার্থক ও সুন্দরতম পরিণতিরূপেই ভগবৎ প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতীর প্রেমই তাঁহাকে অপ্রাকৃত কান্তপ্রেমের প্রকৃত আস্বাদ দান করিয়াছিল। প্রবাদের মতে সাক্ষাদ্দর্শনের পরিবর্ত্তে তাই পদ্মাবতীর মধ্য দিয়াই তিনি সেই চির-রসময় পরম প্রেম স্বরূপের দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। আবার পদ্মাবতীর পতিপ্রেম এমনি প্রগাঢ়, এতই পবিত্র, এমনি নিষ্ঠাপূর্ণ যে ভগবান তাঁহাকে জয়দেব রূপেই দর্শন দিয়া তাঁহার নারীত্বের সাধনাকে সার্থক করিয়াছিলেন। পতি পরায়ণা পতিরূপেই জগৎ-পতিকে লাভ করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। কবি জীবনের এই সাধনার ইতিহাস তাঁহার দেশবাসী জানিতেন, বুঝিতেন বলিয়াই কবি তাঁহাদের নিকট শ্রীজগন্নাথ দেবের অংশ স্বরূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজিও বাঙ্গালার বহু নরনারী কবিকে সেই চক্ষেই দেখিয়া থাকেন।

শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচনা করিয়া পরকীয়া ভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠে একটী আপন ভোলা প্রণয়িদম্পতীর মধুময় চিত্র। সে চিত্র মর্ত্ত্যের নহে, সে চিত্র জীবনের নিবিড়তর অনুভূতির সুন্দরতম বর্ণবিন্যাসে কবি-কল্পলোকের কান্ত-আলোকে সদা-সমুজ্জ্বল।

কবিবিরচিত এই গোবিন্দ-সঙ্গীত পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে অজয় তীরবর্ত্তী একটী নিরালা নিকুঞ্জের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হইয়া উঠে। কুঞ্জের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মাঝে দেখিতে পাই প্রেম-মাতোয়ারা কবি দম্পতি—জয়দেব ও পদ্মাবতী। অনুরাগ অভিমান বিরহ মিলনের অপরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে দম্পতীজীবন প্রণয়লীলার মধুময় ভঙ্গিমায় নিত্য নবরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে, আর সেই লহরীমালা শ্রীগীতগোবিন্দের ছন্দে শ্লোকে লীলায়িত হইতেছে, আকার পরিগ্রহ করিতেছে।

কিন্তু পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি কোথায় অজয়—এ যে কালিন্দী! পদ্মাবতীর নয়ন কজ্জলে জল কখন কাল হইয়া গিয়াছে। কেন্দুবিল্ব কোথায়—এতো বৃন্দাবন! জয়দেব-সরস্বতীর মধুর কোমলকান্ত পদাবলী এতো নয়,—এ যে সেই ভুবন মোহন শ্রবণ মনো রসায়ন সুধা সুমধুর মুরলী নিঃস্বন! কবি-দম্পতীকে কোথায় হারাইয়া ফেলি—দেখি কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাভিনয়! দেখিতে দেখিতে অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া উঠে, দৃষ্টি নিষ্প্রভ হইয়া যায়। মনে হয় মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, তমাল তরুনিকরে শ্যামায়মান বনভূমি ধীরে ধীরে গাঢ় হইতে গাঢ়তর এক স্নিগ্ধকৃষ্ণতায় আত্মগোপন করিতেছে,—আর সেই গন্ধে ভরা অন্ধকার বনপথে কে যেন গাহিয়া গাহিয়া ফিরিতেছে—

* * * * *

"* * নন্দ নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃকেলয়ঃ"

৪

কাব্য কথা

অমানুষী প্রতিভা, অসাধারণ শাস্ত্রার্থজ্ঞান, অমায়িক চরিত্র মাধুর্য্য, অপরিসীম করুণা, অলৌকিক রূপ,—অপরূপ লাবণ্যবল্লরীর লীলায়িত বন্ধনে বন্দী হইয়া একদিন বাঙ্গালায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বসন্তের এক পূর্ণিমাপ্রদোষে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনকে ধন্য করিয়া তাহার ভাগ্যাকাশে মূর্ত্ত প্রেম বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন। সে প্রেম, সে করুণা, সে বিনয়, সে তেজ, সে কোমলতা, সে দার্ঢ্য, যে কোনো জাতির সহস্রাব্দের ইতিহাসে বারেকের জন্যও একাধারে সম্মিলিত হইলে জাতি কৃতার্থ হইয়া যায়। চৈতন্যচন্দ্রের পবিত্র জীবনকথা—বাঙ্গালীর এই দিব্যাবদান—জগতের ইতিহাসে সগৌরবে উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

স্নেহময়ী স্থবিরা জননী, প্রেমময়ী যুবতী ভার্য্যা, অনুরক্ত নবদ্বীপবাসী স্বজন,—সকলের মায়াডোর ছিন্ন করিয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ছয় বৎসরকাল তীর্থ পর্য্যটনাদিতে অতিবাহিত হয়, অবশিষ্ট দ্বাদশ বৎসরকাল তিনি পুরীধামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমে রাজগুরু কাশীমিশ্রের আবাস বাটীর যে ক্ষুদ্র কক্ষ তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সাধারণতঃ তাহা গম্ভীরা নামে পরিচিত। এই আদর্শ সন্ন্যাসীর নীলাচলবাসের প্রাত্যহিক জীবনের অন্যতম নিত্যকর্ম্ম ছিল—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটক, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত এবং কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পাঠ্য ছিল। তিনি শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর এবং রায় রামানন্দের সঙ্গে গম্ভীরার গুপ্তকক্ষে এই গ্রন্থগুলির আলোচনা করিতেন—আস্বাদন করিতেন। শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের রসজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি দেখিয়া না দিলে, অনুমোদন না করিলে মহাপ্রভু কোনো গ্রন্থ পাঠ করিতেন না। রামানন্দ রায়ও বৈষ্ণব জগতে তত্ত্বজ্ঞানী নিষ্ঠাবান সুরসিক ভক্ত বলিয়া পরিচিত। শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচনার পূর্ব্বে আমাদের এই কথা কয়টী মনে রাখা আবশ্যক।

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীযুত রামানন্দ রায়ের দোহাই পাড়িয়া কাহারো মুখ বন্ধ করিতে চাহিতেছি না। মাত্র স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি—যে এ জগতে অধিকার ভেদ বলিয়া একটা কথা আছে, অধিকারী না হইলে কাহারো কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। আবার অধিকার জন্মিলেই যে হঠাৎ একটা কিছু করিয়া বসিতে হইবে এমনও কোনো কথা নাই। অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তিগণ কোনো পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন কি না অনুসন্ধান লওয়া উচিত। আমাদের বিশ্বাস কাব্যালোচনারও অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়। বিশেষতঃ শ্রীগীতগোবিন্দের ন্যায় কাব্যের—ভারতের এক সুবৃহৎ সম্প্রদায় যে কাব্যকে প্রেমধর্ম্মের সূত্র গ্রন্থরূপে পূজা করেন—এ হেন কাব্যের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার অতীতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া নিতান্ত

আবশ্যক। অন্ততঃ মত প্রকাশের পূর্ব্বে এই সম্বন্ধীয় দায়িত্বের কথাটাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম কখনো মিথ্যাকে ধরিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাহার দুই চারিটা বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের কথা অবশ্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কিন্তু মূলে প্রত্যেক ধর্ম্মই সত্যোপেত, সে সত্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে—আদি-দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীকে এবং তাহার পরবর্ত্তী আচার্য্য-গণের অনুভূতির ধারাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সত্য যাহা তাহা চিরন্তন, তাহা বিশ্বজনীন, কিন্তু দেশ কাল পাত্র ভেদে তাহার প্রকাশের ভঙ্গী ও বিকাশের ধারা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রহস্যময়। সে রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে হইলে তত্ত্বান্বেষীকে সম্প্রদায়ের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ভাবেও কি প্রাচীন কি আধুনিক যে কোনো কাব্য-আলোচনার জন্য সাধনা ও শক্তির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। নূতন কিছু বলার একটা মোহ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নূতনত্ব কয়দিন থাকে তাহাই ভাবিবার কথা। হৃদয় এবং মনের যে বিশেষ অবস্থা কাব্য-আলোচনার পক্ষে অনুকূল, সমালোচক হইলেই তাহার অধিকারী হওয়া যায় না। রস এবং ভাব আস্বাদনের বস্তু, অনুভব গম্য। সকলের সে সৌভাগ্য ঘটে না। দাক্ষিণাত্যের গোদাবরীতীরে সাধ্যসাধন নির্ণয়ে রসজ্ঞতা ও দার্শনিকতার, কবিত্ব ও ভাবুকতার অপূর্ব্ব নিকষে শ্রীগীতগোবিন্দের যে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে ইহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণে আমরা তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি।

জয়দেব গোস্বামী নিজেও এই অধিকারবাদের কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।

মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥"

অর্থাৎ যদি হরিস্মরণে মন সরস করিতে চাও, যদি তাঁহার বিলাসকলা জানিবার কৌতূহল থাকে, তবে জয়দেব-সরস্বতীর মধুর কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ কর।

অনেকে বলেন কাব্য কোনো উদ্দেশ্য মূলক হইতেই পারে না। আমরা এই মতবাদ ঠিক্‌মত বুঝিতে পারি না। আনন্দ দান কবির মুখ্য উদ্দেশ্য ইহা নিশ্চিত, কিন্তু সেই আনন্দ দানের জন্য কবি যে পথ গ্রহণ করিবেন তাহা যে কোনো উদ্দেশ্য মূলক হইতে পারিবে না এমন কিছু নিশ্চয়তা আছে কি? কবি যে দেশে এবং সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই দেশের এবং সমাজের লোককে আনন্দ দানই তাঁহার কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য নিরবধিকাল এবং বিপুলা পৃথিবীর আনুগত্যও যে তাঁহার স্মরণে রাখেন না এমন কথা আমরা বলি না। আমাদের বলিবার কথা এই যে বর্ত্তমানও কবির উপেক্ষার বস্তু নহে। যাঁহারা ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়াই কাব্য লিখিয়া থাকেন বর্ত্তমানে তাঁহাদেরও উৎসাহদাতা অন্ততঃ দুই চারি জনেরও অভাব হয় না, কালের অগ্রবর্ত্তী এইরূপ অতি অল্প সংখ্যক লোকও না থাকিলে আলোকলতার মত কোনো কাব্যেরই সৃষ্টি হইতে পারে না। দাতা আছেন অথচ দানের লোক নাই এমন অবস্থা কল্পনা করা যায় না। এইজন্যই কোনো কাব্যের বিচার করিতে হইলে কবির কাল অর্থাৎ তাঁহার পারিপার্শ্বিককে উপেক্ষা করা চলে না। অতীতের ঐতিহ্য এবং বর্ত্তমান প্রতিবেশের আবেষ্টন দুই-ই কবির উপর সমান প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং তিনি কোন্ শ্রেণীর লোককে আনন্দ দিবার জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহারও বিচার করিতে হয়। জাতির জীবন

সঙ্গীতের ঐক্যতানে কণ্ঠ মিলাইয়া কোনো উচ্চতর গ্রামে সুর বাঁধিয়া দেওয়াও কবির কার্য্য। সাময়িক ভাবের উপর কাব্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যে কবি সমাজকে উচ্চতম আদর্শ দান করেন তিনিও পূজা পাইবার যোগ্য। জয়দেবকে আমরা এই শ্রেণীর কবি বলিয়াই মনে করি। কেন করি তাহাই বলিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রাচীন হইলেও সে গ্রন্থে রাধার নাম পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ যে আকারে পাওয়া যায়, সে আকার প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে একখানি পুরাণ যে পূর্ব্বে ছিল এবং এই পুরাণে শ্রীরাধার উপাখ্যান বর্ণিত ছিল, ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আচার্য্য রামানুজের সময় যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আচার্য্য স্বপ্রণীত রামায়ণের টীকায় বাল্মীকি শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের নবাভ্যুদয়কালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি শ্রীরাধাকে গ্রহণ করেন নাই। আচার্য্য রামানুজ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে লক্ষ্মীনারায়ণকেই উপাস্যরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। আচার্য্য মধ্বও উপাসনা কাণ্ডে রামানুজের পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সময়েরই একজন আচার্য্য শ্রীরাধাকৃষ্ণকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম নিম্বার্ক। ইঁহার বেদান্তদশকে এই শ্লোকটী পাওয়া যায়—

অথেতু বামে বৃষভানুজাং মুদা
বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্।
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা
স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্॥

নিম্বার্ক প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিম্বার্ক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ইহাঁরা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক। ইনি ১০৮৪ শকাব্দায় অর্থাৎ ১১৬২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ইহাঁকেও প্রায় কবির সম সাময়িকরূপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। নিম্বার্ক স্বকীয়াবাদী। কবি জয়দেব ও আচার্য্য নিম্বার্কের কাল এক হইলেও দেশ এক ছিল না। এতদ্ভিন্ন জয়দেব প্রায় পরকীয়াবাদী। কারণ পরকীয়া নায়িকা না হইলে অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা প্রভৃতি অবস্থা স্বকীয়ায় আরোপ করা যায় না। প্রায় বলিলাম এই জন্য যে গীতগোবিন্দে স্পষ্টতঃ পতি শব্দও পাওয়া যায়। এখন কথা এই যে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কেবল কাব্যের নায়িকা ও নায়করূপেই নহে, নিজের উপাস্য ও পরদেবতারূপে গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি এই যে এক নূতন পথের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইহার প্রেরণা তিনি যেখান হইতে বা যাহার নিকট হইতেই পাইয়া থাকুন, মূলে নিশ্চিত ইহার একটা উদ্দেশ্য ছিল। কবির সময়ে দেশের অধিকাংশ নরনারীর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সেখশুভোদয়া প্রভৃতি হইতে জানিতে পারি—প্রকাশ্য দিবালোকে নদীয়ার রাজপথ তখন বারাঙ্গনাগণের নূপুরনিক্কণে ধ্বনিত হইত। সুরধুনীর পুলিন-পরিসর নাগরনাগরাগণের কামকথা সংলাপে মুখরিত থাকিত। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় ইন্দ্রিয়বিলাসের এই সর্ব্বনাশা আসক্তি হইতে, অতি ইহসর্ব্বস্ববাদের এই ক্লেদসিক্ত ভাবভুজগীর বিষ নিঃশ্বাস হইতে মুক্তি দানের আশাতেই দেশে তিনি ঐ নূতন সঙ্গীতের ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন নাগিনী তাহার গানে ভুলিয়া ফণা গুটাইয়া আপন পাতাল পুরীতে প্রস্থান করিবে, আর তাহার কলুষিত বিষ দংশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া এই কান্ত কোমল মধুর পদাবলীর অমৃত ধারা পানে বাঙ্গালী নর-নারী চির অমরতা লাভে ধন্য হইবে। শ্রীগীত-গোবিন্দে প্রত্যেক গানের শেষে কবি এই উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রথম সর্গেই কবি বলিতেছেন—শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণ স্মৃতিসারং। সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারং। কবি সরস বসন্তে বনানীসৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন, অনুগত মদন বিকারের কথাও বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু সে সমস্তই "উদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারং"—তাঁহাকেই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য যিনি বিশ্বশরণ! অখিলের নিখিল সৌন্দর্য্য যাহার অঙ্গদ্যুতি, প্রকৃতির রূপে যদি তাঁহারই স্মৃতি জাগ্রত করিয়া না দিবে, বিশ্বের মাঝে বিশ্বেশ্বরের অনুভূতি ফুটাইয়া না তুলিবে, তবে সে সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কোথায়? সৌন্দর্য্যে হৃদয় উল্লসিত হইয়াছে, মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে বিকার বলিতে পার, ভাব-মাত্রেই তো বিকার,—নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া—কিন্তু এ বিকার তাঁহারই জন্য যিনি "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ।" কামনা বটে, তবে রূপে রসে গানে গন্ধে বিশ্বে বিলসিত বিশ্বেশ্বরেরই সেবা করিবার কামনা। ইহাই রস-স্বরূপের উপাসনা, আনন্দময়ের আরাধনা, ভাবগ্রাহীর ভাবনা। গীতগোবিন্দকে যাহারা অশ্লীল বলেন তাঁহাদিগকে কবির সময়ের দেশের পূর্ব্বোক্ত অবস্থা স্মরণ করিতে বলি। আরো বলি যে তাঁহাদের কাছে যাহা অশ্লীল, অপর বহু জনের কাছে তাহাই পরম পবিত্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন শ্লীল-অশ্লীলতার বিচার করিতে হইলে একথাটাও মনে রাখা আবশ্যক যে অশ্লীলতাই এ কাব্যের প্রেরণা আনে নাই। যে বিশিষ্ট প্রেরণা কবিকে কাব্য প্রণয়নে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার প্রকাশ ভঙ্গীকে যদিই বা কোনো স্থানে অশ্লীল বলিয়া মনে হয়, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কেহ কেহ সম্ভোগের কথা তুলিয়া বলেন ভগবানের আবার সম্ভোগ বর্ণনা কেন? আমরা বলি এটা একটা প্রাচীন প্রথা। কালিদাস হরপার্ব্বতীকে জগতের জনক জননী রূপে বন্দনা করিয়া তাঁহাদেরও তো সম্ভোগের বর্ণনা দিয়াছেন। প্রাকৃত হউক আর অপ্রাকৃত

হউক নায়ক নায়িকার কথা বলিতে হইলেই সে কালের অনেক কবি সম্ভোগ বর্ণনা না করাকে কাব্যের একটা অঙ্গহানি বলিয়াই মনে করিতেন। আমাদের মনে হয় কবির উদ্দেশ্য যদি মন্দ না হয় তাহা হইলে এই সম্ভোগ বর্ণনাকেও দূষণীয় বলা শুধু অসঙ্গত নহে অন্যায়। কবি জয়দেবের উদ্দেশ্য যে সৎ ও মহৎ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। সঙ্গীতের শেষ চরণে ভণিতায় তাঁহার ব্যাকুল প্রার্থনা এবং সর্গশেষে আশীর্ব্বচনে মানব সমাজের কল্যাণ কামনায় তাঁহার আকুল আগ্রহ,—দেখিয়াও কি অনুমান করা যায় না যে এই সৌন্দর্য্যোপাসক কবি কত বড় উচ্চ মন এবং কত পবিত্র উদার হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি ভণিতা দিতেছেন—

"শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্।
কলিকলুষং জনয়তু পরিণমিতং॥"

অন্যত্র—

"শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃতহারমুদাসিতবামং।
হরিবিনিহিতমনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামং॥"

কবি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—

"রাধা মুগ্ধমুখারবিন্দমধুপস্ত্রৈলোক্য-মৌলিস্থলী
নেপথ্যোচিতনীলরত্নমবনিভারাবতারান্তকঃ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীজনমনস্তোষপ্রদোষশ্চিরং
কংসধ্বংসনধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ॥"

অনেকে বলেন শ্রীগীতগোবিন্দের গান কয়েকটী মাত্র জয়দেব রচনা করিয়াছিলেন, অপরাপর শ্লোকগুলি পরে কেহ যোগ করিয়া দিয়াছে। এ অনুমানের কারণ শ্লোকগুলি কটমট এবং কয়েকটী পুনরুক্তি দোষদুষ্ট। কিন্তু ইহারই উপর নির্ভর করিয়া এতবড় কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা

পণ্ডিত হইলেও আমরা তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। আমাদের অবিশ্বাসের প্রথম কারণ প্রত্যেক টীকাকারই সমস্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ শ্লোকগুলি কটমট নহে। কবি জয়দেব প্রস্তাবনায় যে সন্দর্ভ-শুদ্ধির কথা বলিয়াছেন, শ্লোকগুলির রচনায় তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তিনি অতি কৌশলে শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, উপেন্দ্রবজ্রা, শিখরিণী, পুষ্পিতাগ্রা ইত্যাদি ছন্দে নানাবিধ শ্লোক রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে কোনো রীতির রচনাতেই তিনি অসমর্থ নহেন।

তৃতীয় কারণ গানগুলির যোগসূত্র হিসাবে বর্ণিত বিষয়কে পরিস্ফুট করিবার জন্য এই সমস্ত শ্লোকের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা ছিল। সে কালের গানের পদ্ধতির সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন এই ধরণের শ্লোকে বক্তব্য বিষয়ের বিবৃতি এবং পারম্পর্য্য রক্ষা তখনকার দিনের গানের একটা প্রধান অঙ্গ। আজিও কবি, মনসামঙ্গল, রামায়ণ, ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কীর্ত্তন, শিবায়ন প্রভৃতি গানে এই প্রথাই প্রচলিত আছে। পুনরুক্তি দোষ দুই একটী শ্লোকে আছে বটে কিন্তু তাহা অতি সামান্য। চতুর্থ কারণ এই সমস্ত শ্লোকে সে কালের বিশ্বাস অনুযায়ী শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে কবি আপন মত অতি সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এ কালের সুপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবমতবাদের সঙ্গে কবির কোনো কোনো সিদ্ধান্তের মিল দেখিয়া তাঁহার গৌরব লাঘবের জন্য শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলায় বক্তার বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হয় না। অনেকেই জানেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের কয়েকটী সিদ্ধান্ত শ্রীজয়দেব হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং বৈষ্ণবগণ শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানিকে শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য বলিয়াই মনে করেন।

পঞ্চম কারণ যে কোনো গ্রন্থকার গীতগোবিন্দ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ

করিয়াছেন, তিনি এই শ্লোকগুলিই উদ্ধৃত করিয়াছেন, কোনো গ্রন্থেই গানগুলি উদ্ধৃত হয় নাই। সদুক্তিকর্ণামৃতে গীতগোবিন্দের যে দুইটী শ্লোক পাওয়া যায় পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সদুক্তিকর্ণামৃত লক্ষ্মণসেনের সময়েই সংকলিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন জয়দেবের গানগুলি প্রথমে দেশীয় ভাষায় রচিত হয়, পরে কেহ সংস্কৃত করিয়া লইয়াছে। এই সন্দেহের কারণ "পদাবলী" শব্দটী সংস্কৃত নহে। এই শব্দটী কবি যদি দেশী ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহার জন্য সমগ্র গানগুলি কেন দেশীয় হইবে, এ যুক্তি বুঝিতে পারা যায় না। হইতে পারে কবি দেশীয় ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার রচিত সংস্কৃত গানে দেশীয় ভাষার কিছু প্রভাব পড়িয়াছে। মোটের উপর এই সমস্ত মত অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের নেতিবাদের ঔদ্ধত্য ভিন্ন অপর কিছু নহে।

৪

সর্গবন্ধ

বৈষ্ণবগণ বলেন শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্য, কারণ ইহার নায়ক নায়িকা স্বয়ং ঈশ্বর এবং ঈশ্বরী। এই কাব্য দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গের নাম 'সামোদ দামোদর'। প্রত্যেক সর্গেরই এইরূপ এক একটী নাম আছে এবং সর্গবর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে ইহার যেমন সঙ্গতি আছে, তেমনি এই নামগুলির এক একটি উদ্দেশ্যমূলক অর্থ আছে। জয়দেব বাসন্ত-রাসের বর্ণনা করিয়াছেন, এই লীলা কখন ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বৈষ্ণব-

গণের সিদ্ধান্ত টীকাকার পূজারী গোস্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে লিপিবদ্ধ করিতেছি। এ সম্বন্ধে দুইটী মত প্রচলিত আছে। প্রথম মত এইরূপ—শারদীয় মহারাস সমাপ্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছেন মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার রূপ এবং গুণের তুলনা নাই। কিন্তু তথাপি অপর কাহারো সহিত তাঁহার রূপগুণাবলী উপমিত হইতে পারে কি না জানিবার জন্য তিনি বাসন্ত মহারাসের অনুষ্ঠান করিলেন। জয়দেব সেই লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় মত—দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময়েই এই বাসন্ত মহারাস অনুষ্ঠিত হয়, গীতগোবিন্দে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে আসিয়াছিলেন পদ্মপুরাণে তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার ইঙ্গিত আছে—দন্তবক্রকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে দ্বারকাবাসিগণ বলিয়াছিলেন তুমি যখন কুরু ও মধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে আমরা প্রতি পল-কে যুগ বলিয়া মনে করিতাম। স্পষ্টই লেখা আছে—

"কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।"

মধুপুরী তখন জনশূন্য, সুতরাং এখানে মধূন্ বলিতে মথুরা মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসিদেরই বুঝাইতেছে। বৃন্দাবন অর্থে মধুপুরী ইত্যাদি শব্দ অনেক স্থানেই অনেক বারই ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী-পাদের গোপালচম্পূ হইতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনিও দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন ও এই লীলাবিলাসের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় জয়দেব এই লীলা স্মরণেই গীত-গোবিন্দ লিখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা দ্বারকা যেখানেই গিয়াছেন—দেখিয়াছেন ব্রজে যে ভালবাসা তিনি পাইয়াছিলেন, কোথাও তাহার তুলনা মিলিল না। তেমন করিয়া ভালবাসিতে কেহ পারে না, জানেও

না। তাই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ব্রজে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই লীলার রহস্য বর্ণিত আছে বলিয়াই গীতগোবিন্দ প্রেমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পূজা প্রাপ্ত হয়। আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

সামোদ-দামোদরের কথা বলিতেছিলাম। জয়দেব বর্ণনা করিয়াছেন—বসন্তকাল, নিখিল প্রকৃতি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাসন্তীকুসুমসুকুমারঅবয়বা শ্রীরাধা অমন্দ কন্দর্পজ্বরে চিন্তাকুলা হইয়া বৃন্দাবনের বনে বনে কৃষ্ণানুসরণে ফিরিতেছিলেন। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিকেতনে সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী আজ বিশ্বসুন্দরকে—তাঁহার প্রিয়দয়িত চিরসুন্দরকে খুঁজিতেছেন। কিন্তু সখী তাহাকে দেখাইয়া দিলেন শ্রীকৃষ্ণ অন্য নায়িকার সঙ্গে বিলাসে মত্ত। শ্রীমতীর অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়িয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের সেই স্নেহ, সেই প্রীতি, কত রজনীর শত মধুময়ী-স্মৃতি। এক দিন রসনাদামে যাহাকে বাঁধিয়াছিলাম, হাসিমুখে তিনি সহিয়াছিলেন, সেই আমার আপনার দামোদর আজ আমাকে ছাড়িয়া অন্যাকে লইয়া আমোদে মাতিয়াছেন! সামোদ-দামোদর নাম এই স্মৃতিরই অভিব্যক্তি। ভবিষ্যপুরাণে এই দাম বন্ধনের উল্লেখ আছে—

> "সঙ্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংরজ্জয়া রাধয়া
> প্রারভ্য ভ্রূকুটীং হিরণ্যরসনাদাম্না নিবদ্ধোদরং।
> কার্ত্তিক্যাং জননীকৃতোৎসববরে প্রস্তাবনাপূর্ব্বকং
> চাটুনি প্রথয়ন্তমাত্মপুলকং ধ্যায়েম দামোদরং॥"

এই স্মৃতির অনুসরণেই এই সর্গর নাম সামোদদামোদর হইয়াছে।

দ্বিতীয় সর্গের নাম 'অক্লেশকেশব'। (প্রথম সর্গে) শ্রীকৃষ্ণকে অন্যা নায়িকার সঙ্গে বিলাসমত্ত দেখিয়া শ্রীমতী অন্য এক লতাকুঞ্জে গিয়া সখীর নিকট যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহাই এই সর্গের বর্ণিতব্য বিষয়। সখী

কবি জয়দেবেরও এইরূপ একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি-মাধুর্য্যের দেশ শ্রীবৃন্দাবন। দেশের নায়ক চিরকিশোর, নায়িকা চিরকিশোরী, সখীগণও তাঁহাদেরই অনুরূপা। এ দেশেও জরামৃত্যু নাই, এ দেশের লোকও ঈর্ষা দ্বেষ জানে না। অধিকন্তু সুখ-দুঃখাদি নিজেদের ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম বলিতেও তাহাদের কিছু নাই,—ইহাই এ দেশের অসমানোর্দ্ধ বিশেষত্ব। এখানে নায়ক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, সখীগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয় বাঞ্ছাপূরণের জন্যই সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের রসস্বরূপ, শ্রীমতী রাধিকা মহাভাবময়ী,—এই রসরাজ মহাভাবের খেলাতেই তাঁহারা ভোর হইয়া আছেন। কৃষ্ণসেবাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত—একমাত্র কাম্য, কৃষ্ণ দর্শনই তাঁহাদের জীবন, কৃষ্ণ বিরহই তাঁহাদের মরণাধিক। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া রসভাবের বিভূতি বিলাসই তাঁহাদের জীবনীশক্তির অফুরন্ত প্রস্রবণ। এ দেশেও কলহ আছে,—প্রণয় কলহ, কিন্তু বড় গুরুতর, আরম্ভ হইলে সে কলহ শীঘ্র শেষ হইতে চাহে না। ‘দেহি পদপল্লবমুদারম্’ বলিয়া পায়ে ধরিয়াও নায়ক সে কলহে কূল-কিনারা পান না। এ দেশের লোকও বসিয়া থাকে না, তাঁহাদেরও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটা প্রণালী আছে। তবে সম্পূর্ণ নূতন রকমের। বৃন্দাবনে নায়ক নায়িকার নিত্য কার্য্য মধুর লীলাবিলাস। সখীগণের আর পৃথক্ কোনো কাজ নাই, তাঁহারা সেই লীলারই পুষ্টি সাধন করেন। কেবল মিলনে লীলার পুষ্টি হয় না, তাই অভিসারে, বাসক সজ্জায়, উৎকণ্ঠিতা-বিপ্রলব্ধায়, খণ্ডিতায়, মানে, কলহান্তরিতায় দিনরাত্রি অবিচ্ছেদে এই লীলা চলিতেছে। সে লীলা নিত্য নূতন।

আমাদের মনে হয় লীলার এই নিত্যতা এই ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যই সূচনা শ্লোকে কবিকে বর্ষার অবতারণা করিতে হইয়াছে। লৌকিক জগতে প্রচলিত কতকগুলি লীলা-পর্ব্বের মধ্যে শয়ন উত্থান ও পার্শ্ব-

পরিবর্ত্তন যাত্রা অন্যতম। ভবিষ্যপুরাণ বলেন—“নিশি স্বপ্নো দিবোত্থানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্ত্তনং”। নিশায় শয়ন, দিবায় উত্থান ও সন্ধ্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন যাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু নিত্য লীলায় এ সব থাকিবার কথা নহে। তাই কবি পুরাণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া ঐ সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বাধা নিরসন জন্যই প্রথম শ্লোকে বর্ষায় আভাস দিতে বাধ্য হইয়াছেন। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশীতে শয়ন যাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং শারদীয় মহারাস পৌর্ণমাসীর পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশীতে উত্থানযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই কয় মাস সাধারণতঃ হরি-শয়নের কাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। হরি-শয়ন স্বীকার করিয়া লইলে নিত্য লীলা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কবি সুকৌশলে সেই বাধার নিরসন করিয়াছেন। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশীতে স্মৃতি যখন নিবেদন করিতেছেন—

“পশ্যন্তু মেঘান্যপি মেঘশ্যামং
হ্যুপাগতং সিচ্যমানাং মহীমিমাং।
নিদ্রাং ভগবান্ গৃহ্ণাতু লোকনাথঃ
বর্ষা মিমাং পশ্যতু মেঘবৃন্দং ॥”

কবি তখন বলিছেন—“মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়”। কবি এখানে বরষার শ্যামল মেঘকে উদ্দীপন রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মেঘ এখানে লীলার সহায় হইয়াছে, রসকে পুষ্ট করিয়াছে। তাই ‘নিদ্রাং ভগবান্ গৃহ্ণাতু’ না বলিয়া তিনি বলিয়াছেন—‘রাধে গৃহং প্রাপয়’। আসুন কবি বাক্যের প্রতিধ্বনি তুলিয়া আমরাও বলি,—হে রাধামাধব পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের হৃদয়-বৃন্দাবনে তোমাদের নিত্য-লীলাই চিরজয়যুক্ত হউক।

৬

রাধা নাম

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একখানি সর্ব্বজন সম্মানিত গ্রন্থ। অনেকে এই গ্রন্থখানিকে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করেন না, আবার এই গ্রন্থে শ্রীরাধার নাম পাওয়া যায় না বলিয়া—রাধানামও অনেকে আধুনিক কালের আমদানী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাই বলিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আধুনিক ধর্ম্মও নহে এবং তথাকথিত অনার্য্য ধর্ম্মও নহে। ইহার শাস্ত্রও যে পুরাতন সে প্রমাণেরও অভাব নাই। আশা করি শ্রীরাধার কথা বলিবার পূর্ব্বে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তাঁহাদের অনুকরণে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ বেদ-উপনিষদাদির একটা কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে স্বর্গগত লোকমান্য তিলকের মতে খৃষ্টজন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মৈত্র্যুপনিষদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। এই উপনিষদে বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ এবং রুদ্র ইহাঁরা ব্রহ্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে—ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান বা ইহাদের উপাসনা সেকালে বহুলরূপে প্রচলিত ছিল। কতকাল পূর্ব্বে নারায়ণ বা অচ্যুত বা বিষ্ণু ব্রহ্মরূপে প্রথম পূজিত হইয়াছিলেন পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করেন নাই। অনুমান করিতে পারি অদ্য হইতে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নারায়ণোপাসনা ভারতবর্ষে সম্প্রদায় বিশেষের অজ্ঞাত ছিল না। মৈত্র্যুপনিষদে বৃহদারণ্যক-

কঠ, কেন, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ হইতে শ্লোক উদ্ধার করা আছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ভক্তি শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ পাই—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

ভক্তিবাদ যে ব্রহ্মজ্ঞানিগণের প্রবর্ত্তিত নহে, ইহা সগুণোপাসক বৈষ্ণবগণেরই প্রবর্ত্তিত, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে 'পাঞ্চরাত্র' ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। উল্লিখিত আছে যে "চারি বেদ এবং সাংখ্যযোগ একত্রীভূত হইয়াছে বলিয়া এই ধর্ম্মের নাম পাঞ্চরাত্র ধর্ম্ম"। গীতাকে তো ভক্তিবাদের বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় তিনি বহুবার নিজেকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। এই কৃষ্ণকে লইয়াই ভাগবত পুরাণ, এই কৃষ্ণকে লইয়াই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, এই কৃষ্ণেরই শ্রেষ্ঠতমা প্রেয়সী শ্রীরাধা। গীতা ও মহাভারতের কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

রামায়ণ গ্রন্থখানি কত দিনের পুরাতন কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামায়ণকে বৈদিকযুগের সম-সাময়িক বলিয়া মনে করেন। রামায়ণে বর্ণিত আছে রাবণবধের পূর্ব্বে রামচন্দ্র আদিত্যহৃদয়-স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যেরই একজন, আদিত্যহৃদয় মধ্যে বিষ্ণু নামের উল্লেখ পাই। দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ত্রিবিক্রম বামন যে এক সময় এ দেশে উপাস্যরূপে পূজিত হইতেন, এবং ইহাঁর পূজায় লোকে বিষ্ণুপদের পূজা করিতেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সোয়াল নিরুক্তকার যাস্কের উদ্ধৃত ঔর্ণবাভের একটী সূত্র হইতে তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। সূত্রটী এই—"সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ"। গয়ার বিষ্ণুপদের

পূজা যে বৌদ্ধযুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা হইতেই তাহা সপ্রমাণ হয়, নিরুক্তকারের বয়স সাতাইশ শত বৎসরেরও বেশী হইবে। সুতরাং ঔর্ণবাভের বয়স প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি।

মহাভারতের নারায়ণীয় উপাখ্যানে বিষ্ণু সহস্র নামের বর্ণনা আছে। গৃহ্যসূত্রকার বৌধায়ন বিষ্ণু সহস্রনামের উল্লেখ করিয়াছেন। বৌধায়ন আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাঁরই কিছু পরের সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে এক সূত্র করিয়াছেন "ভক্তিঃ" (৪।৩।৯৫)। অন্যত্র পাণিনি বলিতেছেন "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাংবুঞ্"—অর্থাৎ 'বাসুদেব ভক্ত বাসুদেবক' এবং 'অর্জ্জুন ভক্ত অর্জ্জুনক' হইবে। খৃষ্টপূর্ব্ব আড়াইশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বাসুদেব উপাস্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

ভক্তিবাদের অন্যতম সূত্রগ্রন্থ শাণ্ডিল্যসূত্র এবং নারদপঞ্চরাত্র কতদিনের প্রাচীন বলা যায় না। শাণ্ডিল্য-সূত্রে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। নারদসূত্রে গীতা মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ ভাগবত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব গ্রন্থের সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের আধুনিক রূপ অর্ব্বাচীন হইতে পারে, কিন্তু ইহার যে একটা প্রাচীন রূপ ছিল অর্থাৎ এই নামে একখানি প্রাচীন পুরাণ ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই।

শিলালিপি হইতে এবং প্রাচীন মন্দির-গাত্রে খোদিত মূর্ত্তি আদি হইতেও বিষ্ণু উপাসনার কিছু কিছু প্রমাণ মিলিতে পারে। খৃষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যে ভারতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচলন ছিল "বেশনগর" ও "নানাঘাটের" শিলালিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বেশনগর লিপি হইতে জানিতে পারি যবন রাজদূত হেলিওডোরস্ মালবের ভাগভদ্র

নরপতির রাজ্যকালে বাসুদেব মন্দিরের অগ্রভাগে গরুড়ধ্বজ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি নিজেকে ভাগবত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। হোলিওডোরস্ জাতিতে যবন, ইহাঁর পিতার নাম দিয়া। মধ্যভারতের খাজরাহোতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত লক্ষ্মণজীর মন্দিরে অবতার চিত্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পূতনামোক্ষণ লীলার চিত্র আছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় কৃষ্ণকথা সে দেশে তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল।

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বৃহৎ বামন পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে বৃন্দাবন লীলার উল্লেখ আছে। ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণে রাধা নামের উল্লেখ নাই। এতদ্ভিন্ন অপরাপর গ্রন্থগুলিতে আছে। হরিবংশে—"গোপীগণকে লইয়া ক্রীড়া করিবার সময় দামোদর যৎকালে হা রাধে, হা চন্দ্রমুখি ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বিরহ প্রকাশ করিতেন, তখন সেই বরাঙ্গনাগণ প্রহৃষ্ট হইয়া সাদরে তদীয় মুখনিঃসৃত বাণীপ্রতিগ্রহ করিত" এইরূপ উল্লেখ পাই। (বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদ, বঙ্গবাসী সং ১২১ পৃঃ)

সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির যত টুকু অনুসন্ধান হইয়াছে তাহার ফলে কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীরাধার নাম এবং বৃন্দাবন লীলার কথা পাওয়া গিয়াছে। ভারতের কত গ্রন্থ যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। বেদের সমস্ত অংশ পাওয়া যায় না, সমগ্র বৈদিক সাহিত্য যে কোনো কালে আবিষ্কৃত হইবে সে ভরসাও খুব কম। ছয়টী অঙ্গে সম্পূর্ণ বেদের আলোচনাই বা কয়জন করিয়াছেন? কাব্যনাটকাদিও যে কয়খানি পাওয়া গিয়াছে, কে না স্বীকার করিবে যে ভারতীয় সাহিত্য-সমুদ্রের তাহা যথার্থই কয়েকটী বুদ্‌বুদ মাত্র। কোন্ স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতে কত কবি জন্মিয়াছেন, কত কাব্য নাটকাদি লিখিয়াছেন, অনেকের নাম পর্য্যন্ত

বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়াছে। অত্যাচারীর বহ্নি কবলে কত কত গ্রন্থশালা যে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে কে তাহার সংখ্যা রাখে? বিরাট বৌদ্ধ সাহিত্যের কয়খানা গ্রন্থই বা আবিষ্কৃত হইয়াছে? কিন্তু এ সব কথায় আমার মত অক্ষমেরই বা আক্ষেপ করিয়া ফল কি?

কোনো প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যাউক আর নাই যাউক রাধা নাম আমাদের অবৈদিক বলিয়া মনে হয় না। বেদের ষড়ঙ্গের মধ্যে জ্যোতিষ অন্যতম, সেই জ্যোতিষের গ্রন্থে 'অনুরাধা' নক্ষত্রের নাম আছে। বিশাখা নক্ষত্রের অপর নাম 'রাধা'। এই নাম "অমর কোষে" পাওয়া যায়। অমরসিংহের বয়স খুব কম করিয়া ধরিলেও দেড় হাজার বৎসরের উপর হইবে। ভারতে কতকাল পূর্ব্বে নক্ষত্রমালার নামকরণ হইয়াছিল? বেদের বয়স যত কম করিয়া ধরা যাউক বিশেষজ্ঞেরা দশ বার হাজার বৎসরের নীচে নামিতে চাহেন না? জ্যোতিষের সৃষ্টি তাহা হইলে কতদিন হইয়াছে? সিংহলে বাঙ্গালীর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় সেখানে নগরাদির প্রতিষ্ঠাও বাঙ্গালী করিয়াছিল। সিংহলে অনুরাধাপুর নামে একটী নগর ছিল, এই নগর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ধ্বংস হইয়া যায়। খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাঙ্গালী সিংহলে গিয়াছে। এই নাম সিংহলবাসীরা কোথা হইতে পাইয়াছিল? দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য যামুন প্রভৃতির জীবনকথা হইতে তাহা জানিতে পারি। রামানুজ বৈষ্ণবধর্ম্মের যে নব কলেবর দান করেন তাহাতে মাধুর্য্যের স্থান ছিল না। তবে রাধার নাম সে দেশে কে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল? আচার্য্য নিম্বার্ক কাহার নিকট শ্রীরাধার উপাসনা পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন? বিল্বমঙ্গল কোন্ দেশের লোক, কোন্ সময়ের লোক? তিনি যে রাধাকৃষ্ণের কথা লইয়া কৃষ্ণকর্ণামৃত রচনা

করিয়াছেন, কোথা হইতে তাহার মূল সংগ্রহ করিয়াছিলেন? মাধুর্য্য মন্ত্রের এই সুমধুর দীক্ষা কি তিনি সোমগিরির নিকট পাইয়াছিলেন? সোমগিরির গুরু কে? গিরি উপাধি হইতেই বুঝা যায় ইহাঁরা শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী। কিন্তু বিল্বমঙ্গল যে জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইহাই সুদৃঢ় বিশ্বাস। মহাপ্রভু কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ এবং ব্রহ্ম সংহিতা গ্রন্থ দাক্ষিণাত্য হইতেই নকল করাইয়া আনিয়াছিলেন। চরিতামৃতে বর্ণনা আছে—

"* * পাণ্ডুপুরে আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ॥
* * * *
দিন চারি তথা প্রভুকে রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথী স্নান করেন বিঠ্ঠল দর্শন॥
তবে প্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বাতীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতা মন্দিরে॥
ব্রাহ্মণ সকল দেখি বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকলে পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥"

কৃষ্ণবেণ্বাতীরবর্ত্তী কোন তীর্থ হইতে তিনি এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন, এই স্থান পাণ্ডুপুরের নিকটবর্ত্তী। কৃষ্ণকর্ণামৃতের উৎস অনুসন্ধানের বিষয়। কৃষ্ণকর্ণামৃত যেন রসমাধুর্য্যের পীযূষপ্রবাহিনী। কবি বলিতেছেন—

যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনা লেহ্যানি ধন্যাত্মনাং।
যেবা শৈশব-চাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।
যা বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলামুখাম্ভোরুহে।
ধারাবাহিকয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে॥

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে ভাস কবির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকেই ইহাঁকে খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের একজন খ্যাতনামা নাট্যকার বলিয়া সমাদর করেন। সম্প্রতি ইহার কয়েকখানি নাটক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বালচরিত নাটকে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে। এই নাটকে শ্রীরাধার নাম না পাওয়া গেলেও গোপীগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাটকে ঘোষসুন্দরি, বনমালে, চন্দ্ররেখে, মৃগাক্ষি, এইরূপ কয়েকটী সম্বোধন পাই।

হাল সপ্তশতীর একটী শ্লোকে রাধার নাম আছে। কেহ বলেন এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে সংকলিত হইয়াছিল, কেহ বলেন দ্বিতীয় শতকে কেহ কেহ আবার ইহাকে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত টানিয়া আনেন। আমরা হাল নরপতিকে কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করি, কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সপ্তশতীর শ্লোকটী এই—

"মুহমারুএণ তং কহ্ণ গোরঅং রাহিআএঁ অবণেন্তো।
এতাণঁ বল্লবীণং অন্নাণঁ বি গোরঅং হরসি॥" (১-৮৯)

বলা বাহুল্য গ্রন্থখানি প্রাকৃত কবিতার সংকলন, এইরূপ প্রাকৃত গাথা সাত শত আছে বলিয়া ইহাকে গাথা সপ্তশতীও বলে। শ্লোকটী সংস্কৃত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

"মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন্।
এতানাং বল্লবীনামন্যাসামপি গৌরবং হরসি॥"

কালিদাস "বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ" বলিয়া মেঘদূতের পূর্ব্বমেঘে বিষ্ণুর যে গোপবেশের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যে বৃন্দাবনলীলার ইঙ্গিত করিতেছে ইহা সুস্পষ্ট। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট এবং মধুরভাবে তিনি বৃন্দাবনের বর্ণনা করিয়াছেন ইন্দুমতী

স্বয়ম্বরে। মথুরার রাজা স্বয়ম্বর সভায় আসিয়াছেন, সুনন্দা তাহাকে দেখাইয়া ইন্দুমতীকে বলিতেছেন—

“সম্ভাব্য ভর্ত্তারমমুং যুবানং
মৃদুপ্রবালোত্তরপুষ্পশয্যে।
বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে
নির্ব্বিশ্যতাং সুন্দরি যৌবনশ্রীঃ॥ (৫০)
অথাস্যচাম্ভঃপৃষতোক্ষিতানি
শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি।
কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং
কান্তাসু গোবর্দ্ধন কন্দরাসু॥” (৫১)

যদিও শ্রীরাধার নাম এই শ্লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না—কিন্তু শ্লোক পড়িয়া কি এ কথা মনে হয় না যে শ্লোক লিখিবার সময় বৃন্দাবনের মধুর স্মৃতি কবি-চিত্তকে চঞ্চল করিয়াছিল? আর অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এই সব কবিতায় রাধা নাম আসিবেই বা কোথা হইতে? উদ্ধৃত শ্লোক দুইটী হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে কবি বৃন্দাবনের কথা গোবর্দ্ধনের কথা বেশ ভাল করিয়াই জানিতেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্থলী—বাল্য নিকেতনের সৌন্দর্য্য কবি-হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছিল। পুষ্পবাণবিলাস যদি এই মহাকবিরই রচনা হয় তবে তিনি যে গোপীকথারও অনুরক্ত ছিলেন তাহাও বুঝিতে পারা যায়। পুষ্পবাণবিলাসের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটীই ইহার প্রমাণ,—

শ্রীমদ্গোপবধূস্বয়ংগ্রহ পরিষঙ্গেষু তুঙ্গস্তনং
ব্যামর্দ্দাদ্ গলিতোঽপি চন্দনরজস্যঙ্গে বহন্ সৌরভম্॥
কশ্চিদ্ জাগরজাতরাগনয়নদ্বন্দ্বঃ প্রভাতে শ্রিয়ং
বিভ্রৎ কামপি বেণুনাদরসিকো জারাগ্রণীঃ পাতুবঃ॥

আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধনকে পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করেন। অর্থাৎ তিনি ন্যূনপক্ষে জয়দেবের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার ধ্বন্যালোকে পূর্ব্ববর্ত্তিগণের গ্রন্থ হইতে বহু শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। ধ্বন্যালোকের দ্বিতীয় উদ্যোতে এইরূপ একটী উদ্ধৃত শ্লোকে শ্রীরাধার নাম পাওয়া যায়।

তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃ সাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনমৃদুচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তেজানে জরঠী ভবন্তী বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ ॥

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—আনন্দবর্দ্ধনেরও পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণের লীলা কথা দেশমধ্যে বহুল রূপে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল এবং তাহা লইয়া সংস্কৃতে কবিতাদি রচিত হইয়াছিল। এই লীলা কথা যে দেশে ভগবল্লীলা-প্রসঙ্গরূপেই আলোচিত হইত, ধ্বন্যালোকের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

দুরারাধ্যা রাধা সুভগ যদনেনাপি মৃজত
স্তবৈতৎ প্রাণেশাজঘনবসনেনাশ্রু পতিতম্।
কঠোরস্ত্রীচেতস্তদল মুপচারৈ র্বিরমহে
ক্রিয়াৎ কল্যাণং বো হরি রনুনয়েষ্বেব মুদিতঃ ॥”

সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে জয়দেবের বহু পূর্ব্বেই এই কল্যাণদাত্রী লীলা কবিগণের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল। উদ্ধৃত শ্লোকের সঙ্গে জয়দেবের সর্গসমাপ্তিসূচক শ্লোকগুলির বিশেষরূপ ঐক্য পাওয়া যায়। উপরের শ্লোকে মানিনী রাধার যে চিত্র দেখিতে পাই, জয়দেবের রাধাকে ইহারই সমুজ্জ্বল রূপান্তর বই আর কি বলিব? এই সমস্ত আলোচনায়ও মনে হয় যাহারা বলেন জয়দেব কেবল গানগুলিই রচনা করিয়াছিলেন, শ্লোক সমস্ত

তাঁহার রচিত নহে, তাঁহাদের কথা ঠিক্ নহে। জয়দেব যে খেয়ালের বশে শৃঙ্গাররসাত্মক কতকগুলি গান মাত্র রচনা করেন নাই,—অপিচ তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীভগবানের লীলাকথা হিসাবেই স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাস মতে বাখ্যানসমন্বিত সমগ্র গীতগোবিন্দ কাব্যখানাই রচনা করিয়াছিলেন এ কথা অবিশ্বাস করা আর কুতর্কের প্রশ্রয় দেওয়া একই কথা।

ধোয়ী কবির পবনদূত কাব্যের সমাপ্তিভাগে এই শ্লোকটী পাওয়া যায়—

যাবচ্ছম্ভুর্ব্বহতি গিরিজাসম্বিভক্তং শরীরং
যাবন্নৈত্রং কলয়তি ধনুঃ কৌতুকং পুষ্পকেতুঃ।
যাবদ্রাধারমণতরণীকেলিসাক্ষী কদম্ব
স্তাবজ্জীয়াৎ কবিনরপতে রেষ বাচাবিলাসঃ॥ (১০৩)

বাঙ্গলায় রাধাকৃষ্ণ কথা কি ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল এই কবিতাটী তাহার উদাহরণ। আমরা ধোয়ীকে জয়দেবের সমসাময়িক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। মনে হয় ধোয়ীর এই শ্লোক লিখিবার পূর্ব্বে গীতগোবিন্দ রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল।

৭

কবি জয়দেবের বৈশিষ্ট্য

শ্রীগীতগোবিন্দের রাধাতত্ত্ব সত্যই কবি জয়দেবের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এই তত্ত্বের উপরই শ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই গীতগোবিন্দ গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সূত্র গ্রন্থরূপে পূজিত হইয়া থাকে। এই বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে রায় রামানন্দ কথিত রাধা-

তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একটী সংবাদ জানা আবশ্যক। সংবাদটী এই—'শ্রীচৈতন্যদেব তীর্থ পর্য্যটনে দাক্ষিণাত্যে গিয়া রঙ্গক্ষেত্রে শ্রীসম্প্রদায় (রামানুজ সম্প্রদায়) ভুক্ত বেঙ্কট ভট্ট নামক বৈষ্ণবের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে নিম্নোক্তরূপ কথোপকথন হইয়াছিল। কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিতেছেন—

শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈলা মন॥
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য পরিহাস দোঁহে সোখ্যের স্বভাব॥
প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষোস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ আচরণ।
সাধ্বী হইয়া কেন চাহে তাহার সঙ্গম॥
এই লাগি সুখ ভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত নিয়ম করি তপ করিল অপার॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে—
দশম স্কন্ধ ষোড়শ অধ্যায় দ্বাত্রিংশৎ শ্লোক—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রি রেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

নাগপত্নীগণ বলিতেছেন, "হে দেব যে চরণ রেণুর স্পর্শ লালসায় লক্ষ্মীদেবীও সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, কোন্ সুকৃতির বলে আজ কালীয় সেই পদ প্রাপ্ত হইল ?"

ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥

* * * *

কৃষ্ণসঙ্গে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাস বিলাস॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ কেন কর পরিহাস॥
প্রভু কহে দোষ নাহি ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি॥

* * * *

লক্ষ্মী কেলি না পাইল কি ইহার কারণ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ॥
শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় কি ইহার কারণ।
ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন॥
আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটী সমুদ্র গম্ভীর॥
তুমি সে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজ মর্ম্ম।
যারে জানাও সেই জানে তোমার লীলা মর্ম্ম॥
প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্ব চিত্ত করে আকর্ষণ॥
ব্রজ লোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন॥

কেহ তাঁরে পুত্র জ্ঞানে উদূখলে বাঁধে।
কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে তার কাঁধে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ মনন॥
ব্রজ লোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

* * * *

শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হইয়া।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব পাইয়া॥
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণ সঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥
গোপ জাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপী রাগানুগা হয়ে না কৈল ভজন॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব নায়ং শ্লোকে কহে বেদব্যাস॥"

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির সঙ্গে জয়দেবের পার্থক্য কোথায়। কিন্তু রাসলীলা শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে। জয়দেবের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে রায় রামানন্দ কথিত রাধা তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীরাধাতত্ত্ব

প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী স্নানে গিয়া রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। পরস্পর পরিচয়ের পর বিদ্যানগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে মহাপ্রভু আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, সায়াহ্নে রায় রামানন্দ আসিয়া তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন।

নমস্কার কৈল রায় প্রভু কৈলা আলিঙ্গনে।
দুইজনে কৃষ্ণকথা বসি রহঃ স্থানে॥
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন জীবের সাধ্য কি ? অর্থাৎ মানবের চরম লক্ষ্য কি এবং কোন্ সাধনে তাহা পাওয়া যায়। রায় উত্তর দিলেন স্বধর্ম্মাচরণ সাধন এবং বিষ্ণুভক্তিই তাহার সাধ্য।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার॥

মহাপ্রভু বলিলেন ইহা বাহিরের কথা, ইহা গৌণ সাধন। বলিতে পার, ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষ্ণভজন না হইলেও তাহার বাধক নহে, কিন্তু তথাপি ইহা বাহিরের কথা। রায় তখন উত্তর দিলেন কৃষ্ণে কর্ম্মফল সমর্পণই জীবের সাধ্যসার। আমি কর্ত্তা নহি, কর্ত্তা সেই ভগবান, আমি তাঁহার অধীন, সুতরাং আমার যাহা কিছু কর্ম্ম শ্রীভগবানই তাহার ফল ভোক্তা।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম ত্যাগ এই সাধ্য সার॥

শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন ইহাও বাহিরের কথা, পরের কথা বল। রায় বলিলেন স্বধর্ম্ম ত্যাগই মানবের সাধ্য। ইহা সেই গীতারই মহাবাণী—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

ভগবান বলিতেছেন—তোমার তো কোনো ধর্ম্ম নাই, তুমি যাহাকে ধর্ম্ম মনে করিতেছ সে তো প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, সংসারে যাহা কিছু সব প্রকৃতিই করিতেছে। তুমি সর্ব্বধর্ম্মাতীত আমারই পরা প্রকৃতি, সুতরাং পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ সর্ব্ব দ্বন্দ্বাতীত হইয়া আমারই শরণাপন্ন হও, তোমার সকল ভারই আমি গ্রহণ করিব। তুমি কায়মনোবাক্যে একবার বল আমি তোমার, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। মহাপ্রভু ইহাকেও বাহিরের কথা বলিলেন। রায় তখন জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির কথা বলিলেন

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥

জ্ঞানী ভক্ত যিনি ভগবানকেই সংসারের সার বলিয়া মানিয়াছেন, তিনি শ্রীভগবান ভিন্ন আর কাহাকেও চান না, আর কিছুই চান্ না। তখন আর তাঁহাকে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" বলিয়া ডাকিতে হয় না, তিনি আপনা আপনি ভগবৎ শরণ গ্রহণ করেন।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

বহু জন্মের সাধনায় মানব এই ভাব প্রাপ্ত হন, সর্ব্বভূতে তিনি বাসুদেবকেই দর্শন করেন।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য সার॥

জ্ঞান অর্থে এখানে ভগবানের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান। জ্ঞানশূন্যা ভক্তি অর্থাৎ কেবল ভগবানের জন্যই ভগবানকে ভক্তি।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার॥

প্রভু বলিলেন ইহা হয়। অর্থাৎ এতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি যাহা বলিতেছিলে তাহাতে যেন মানবের আমিত্বের পরিণাম চিন্তা, আমিত্বের মঙ্গল চিন্তা অতি সূক্ষ্মভাবে অনুস্যূত ছিল। এই জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে তাহার লেশ নাই, ভগবানের জন্যই ভগবানের সেবা, ইহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকৃত ভগবৎভজন। সুতরাং ইহাকে স্বীকার করিয়া লইলাম। তথাপি তাহার পরে কি জিজ্ঞাসা করিতেছি। রায় তখন প্রেমভক্তির কথা তুলিলেন। ভগবানকে সুখী করিব, তাঁহার প্রীতিসম্পাদন করিব ইহাই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্তর, আমরা তাহারই নাম দিয়াছি—'তস্যৈবাহং' 'আমি তোমার'। এখন হইতে "তুমি আমার" এই স্তর আরম্ভ হইল।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।

তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার সেবক। তোমার বহু সেবক থাকিতে পারে,—কিন্তু আমার মনে হয় আমি সেবা না করিলে তোমার সেবাই হয় না। আমার মত করিয়া কই আর তো কেহ তোমার সেবা করিতে পারে না। কোথায় যেন ত্রুটী থাকিয়া যায়। ভগবানের প্রতি দাসের এই যে ভাব ইহাই দাস্যপ্রেম। রায় ইহাকেই মানবের সাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

মহাপ্রভু বলিলেন পরের কথা বল। রায় বলিলেন সখ্যপ্রেমই সাধ্য। সখা বনের ফল খাইতে খাইতে মিষ্ট লাগিলে উচ্ছিষ্ট ফল আনিয়া কৃষ্ণের মুখে তুলিয়া দিয়া বলে, কানাই খাও ভারি মিষ্ট। মিষ্ট কিছু যেন নিজেদের খাইতে নাই, কানাইকে না খাওয়াইলে যেন তৃপ্তি হয় না। আবার সম্ভ্রম জ্ঞানও কিঁছুমাত্র নাই। খেলায় হারিয়া কৃষ্ণকে যেমন কাঁধে চড়ায়, খেলায় হারাইয়া দিয়া তেমনি কাঁধে চড়িয়াও বসে। সখ্যপ্রেমে ব্রজ রাখালগণই আদর্শ।

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

মহাপ্রভু সখ্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন। রায় বাৎসল্য প্রেমের কথা বলিলেন।

ভাগ্যবতী যশোদা তো জানিতেন না কে তাঁহার ঘরে আসিয়া ধরা দিয়াছে, কে তাঁহাকে মা বলিয়া কৃতার্থ করিয়াছে। নন্দ কি জানিতেন যে কে এই বালক তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে, কে এই শিশু তাঁহার বাধা মাথায় লইয়া তৃণ কুশাঙ্কুর পায়ে দলিয়া কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর বনপথে গো-পালের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়? নন্দ বুঝিতে চাহেন না, বলেন গোয়ালার ছেলে, জাতীয় ব্যবসায় না শিখিলে চলিবে কেন? এখন হইতে গরু চরাইতে না গেলে বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া কুঁড়ে হইয়া যাইবে যে! মায়ের কিন্তু মন মানে না, কত রাগ কত অভিমান, শেষে যখন নিতান্তই ছাড়িয়া দিতে হয়—কপালে গোময়ের টীপ কাটিয়া দিয়া কত রকমে সাবধান করিয়া তবে গোষ্ঠে পাঠান। আঁচলের খুঁটে নবনী বাঁধিয়া দিয়া বলেন ক্ষুধার সময় যেন খেলায় মাতিয়া ভুলিয়া থাকিও না, এতটুকুও দেরী করিও না, এই নবনী রহিল খাইও। দূর বনপথে যাইও না, রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইও না, কাছে কাছে থাকিও, যেন ঘরে

বসিয়া তোমার বাঁশীর স্বর শুনিতে পাই। ভাবেন নন্দের কি পাষাণ বুক, তাই তাঁহাকে কিছু না বলিয়া বলরামকে মিনতি করেন, রাখালগণকে কাকুতি করেন। মাতৃস্নেহ সর্ব্বত্রই সমান, কিন্তু যশোদা জননীর মত স্নেহময়ী বুঝি আর কোথাও দেখি নাই। যশোদা মায়ের মত মা বুঝি জগতে আর কোনো দেশে পাওয়া যায় না।

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাভাব সর্ব্বসাধ্য সার॥

মহাপ্রভু বাৎসল্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়া প্রশ্ন করিলেন আগে কহ। রায় বলিলেন কান্তাপ্রেমই মানবের সাধ্য। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন—

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্ত রতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষা য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং"॥ (১০।৪৩।৬০)

ভক্তপ্রবর উদ্ধব বলিতেছেন—রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে আলিঙ্গিতা লব্ধকামা ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন পদ্মিনী সুর-ললনাগণের শ্রেষ্ঠা নারায়ণবক্ষস্থলস্থিতা লক্ষ্মীদেবীও তাহা প্রাপ্ত হন নাই। রায় বলিলেন—

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তরতম॥

*　　*　　*　　*

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥

* * * *

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে ॥
যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥
প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥
ইহার মধ্যে **রাধার** প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥

মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি নাই, তিনি বলিলেন—

প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে ॥

চুরী করি রাধাকে লইল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥
রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরেন বিলাপ করিয়া॥

মহাপ্রভু বলিলেন, রায় তুমি বলিলে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। কথাটা বুঝাইয়া বল। তোমার কথা শুনিয়া বড় আনন্দ হইতেছে, মনে হইতেছে তোমার মুখে অপূর্ব্ব অমৃতের নদী বহিতেছে। রাধার প্রেম যদি সাধ্যশিরোমণি হয়, তবে ভাগবতে যে দেখিলাম তিনি অন্যান্য গোপীগণকে লুকাইয়া শ্রীমতীকে লইয়া রাসমণ্ডল ত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্য পরে আবার এতটুকু অভিমানের গন্ধ পাইয়া তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে কথা এখন থাক্। কিন্তু এই যে গোপীগণের ভয়, এই যে অন্যাপেক্ষা, ইহাকে তো প্রেমের গাঢ়তা বলা যায় না। এমন যদি দেখিতাম যে রাধার জন্য সাক্ষাৎভাবে তিনি গোপীদিগকে ত্যাগ করিলেন, তাহা হইলে বুঝিতাম রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও। রায় বলিলেন প্রভু ইহার প্রমাণ আছে, সত্য রাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। ভগবান রাধার জন্য সাক্ষাৎ ভাবেই গোপীদের ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলেন। এখানে এই কথাটী স্মরণ রাখা উচিত যে শ্রীমদ্ভাগবতে যে রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই, গীতগোবিন্দে তাহা মিলিয়াছে। রামানন্দ রায়ের মতে কবি জয়দেব

এখানে শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা শ্রীগীতগোবিন্দে রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। রায় এখানে জয়দেবের অনুভূতি লইয়া বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন—

ইতস্তত স্তামনুসত্য রাধিকাম্
অনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥
(গীতগোবিন্দ ৩।২)

অনঙ্গবাণে খিন্নমনা হইয়া অনুতপ্ত মাধব শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে করিতে যমুনার তটান্তবর্ত্তী কুঞ্জে বিষাদিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি গোপীমণ্ডলীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী॥
(গীতগোবিন্দ ৩।১)

কংসারিকেও সংসার বাসনায় বাঁধিবার শৃঙ্খল যে শ্রীরাধা তিনি তাঁহাকেই হৃদয়ে রাখিয়া ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিলেন। (কংস আত্মসুখ, কামবাঞ্ছা, তাহার অরি যে শ্রীকৃষ্ণ,—তিনি আপন সম্যক বাসনার সারভূতা যে শ্রীরাধা তাঁহারই কথা চিন্তা করিতে করিতে ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিলেন।)

এই তত্ত্বের জন্যই গীতগোবিন্দের গৌরব। ইহাই কবি জয়দেবের বৈশিষ্ট্য। শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে গীতগোবিন্দের এই পার্থক্য ভাবের উচ্চতাই প্রকাশ করিতেছে। তাই গীতগোবিন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য, বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্যতম সূত্র গ্রন্থ।

রায় বলিলেন—

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিলে উঠে যেন অমৃতের খনি॥
শতকোটী গোপী সঙ্গে রাস বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা পাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটীল প্রেম হইল বামতা॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ইহাঁ ব্যাকুল হৈলা হরি॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাস লীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হইয়া॥
শত কোটী গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
ইহা হইতে অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥
প্রভু কহে যাঁহা লাগি আইলাম তোমা স্থানে।
সেই সব রসতত্ত্ব বস্তু হইল জ্ঞানে॥
এবে সে জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন্ তত্ত্ব রূপ॥

রায় সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিলেন—

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ প্রেম তার নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম পট্ট শাটী পরিধান॥
কৃষ্ণঅনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥

সৌন্দর্য্য কুম্‌কুম্‌ সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিত কান্তি কর্পূরে অঙ্গ বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধর্ম্মিল্ল বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্ব গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥
রাগ তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটীল্য নেত্রযুগলে কজ্জ্বল॥
সুদীপ্ত সাত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারি।
এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গ ভরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গ পুরিত॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম বৈচিত্র্য রত্ন হৃদয়ে তরল॥
মধ্য বয়ঃস্থিতা সখী স্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংশ কাণে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যাম মধুরস পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপমগুণগণে পূর্ণ কলেবর॥

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞী কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥

এই সকল আলোচনার পথে সর্ব্বপ্রথম মনে রাখিতে হইবে—শক্তি অমূর্ত্ত, ভগবদ্বিগ্রহের সঙ্গে একত্র অবস্থিত। শক্তিমানের আশ্রয়েই শক্তি বিলাসিতা হন। বৈষ্ণবদর্শনে যিনি তত্ত্বের পরিবর্ত্তে শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সেই শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

তত্রভাসাং কেবল শক্তিমাত্রত্বেনামূর্ত্তানাং।
ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্বেন স্থিতিঃ॥"

জীব গোস্বামীর এই সিদ্ধান্ত মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডী হইতেও সমর্থিত হয়। চণ্ডীতে দেখিতে পাই ঋষি বলিতেছেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥

এই বলিয়া মুনি মহামায়ার আকার পরিগ্রহের যে বর্ণনা দিয়াছেন—তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম "মধুকৈটভ বধের সময় হরির প্রবোধন জন্য তিনি তাঁহারই নেত্র মুখ বাহু নাসিকা হৃদয় এবং মন হইতে আবির্ভূতা হইলেন।" মহিষাসুর বধের সময়ও সমস্ত দেবগণেব একত্রীভূত তেজে তিনি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। নিশুম্ভ শুম্ভ বধের সময়ও দেবগণের কাতর প্রার্থনায় স্থাবর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য রত্নাকর হিমাচল হইতে তিনি পার্ব্বতীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সুতরাং শক্তি স্বভাবতঃ অমূর্ত্ত। লীলা বিলাসের জন্যই তাঁহার রূপ গ্রহণ, তখনও তিনি ভিন্না হইয়াও শক্তিমানের

সঙ্গে অভিন্না। বৈষ্ণবগণ নিত্যলীলা স্বীকার করেন, সুতরাং রাধার বিগ্রহও নিত্য।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ বলেন—প্রেম—ক্রমান্বয়ে স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব এবং মহাভাবে উল্লসিতা হয়। উজ্জ্বলনীলমণিকার বলেন—

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ইহাকেই কবিরাজ গোস্বামী আনন্দ চিন্ময় রস নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাই প্রেম।

স্নেহের অর্থ—প্রেমের উৎকর্ষ, প্রেম উপলব্ধির উৎকর্ষ—

আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমাচিদ্দীপদীপনং।
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে॥

আদরাধিক্যে এই স্নেহের নাম ঘৃতস্নেহ, মদীয়ারতির যে স্নেহ তাহাকে মধুস্নেহ বলে।

স্নেহের পরিণত অবস্থাকে মান বলে—

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা বাপ্ত্যা মাধুর্য্যমানয়ন্নবং।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে॥

স্নেহের স্বভাব হৃদয়কে বিগলিত করে, সেই দ্রবীভূত চিত্ত যখন নিত্য নব মাধুর্য্যে উল্লসিত হয় এবং তাহাকে গোপন করিবার অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ বাম্যতা অবলম্বন করে, তখনই তাহাকে মান বলা যাইতে পারে।

মান যখন বিশ্রম্ভ দান করে, তখনই তাহা প্রণয়ে পরিণত হয়। বিশ্বাস—সম্ভ্রম হীনতা ইহাই প্রণয়ের স্বরূপ। বিনয়যুক্ত বিশ্রম্ভ মৈত্র, আর ভয় হীন বিশ্রম্ভ সখ্য নামে অভিহিত হয়। এই প্রণয় যখন প্রিয়তমের জন্য আপনার সকল দুঃখকেই সুখ বলিয়া মানে, তখনই তাহার নাম হয় রাগ। ব্রজগোপীগণের প্রেমই রাগাত্মিকা প্রেম। রাগ যখন

নিতুই নূতন হয়, এই রাগের পথে প্রিয়তম যখন নিতুই নবরূপে অনুভূত হন, তখন রসশাস্ত্রকারগণ তাহাকে অনুরাগ বলিয়া অভিহিত করেন। অনুরাগেরই চরম অবস্থা ভাব।

"অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয় বৃত্তিশ্চেদ্ ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥"

অনুরাগ সকল বৃত্তির আশ্রয়রূপে সুবিকশিত হইয়া স্ব সংবেদ্য দশা প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ আপনার মধ্যে আপনি সার্থকতা প্রাপ্ত হইলে ভাব সংজ্ঞা লাভ করে। এই ভাবেরই পরম কাষ্ঠার নাম মহাভাব। কবিরাজ গোস্বামী পূর্ব্বোক্ত পদ্যে এই মহাভাব স্বরূপিনীরই বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভাবের দুইরূপ ভেদ আছে—রূঢ় ও অধিরূঢ়। মহাভাবের অভিব্যক্তি ব্রজদেবীগণ ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ স্বরূপা সখীগণ রূঢ় মহাভাবের অধিষ্ঠাত্রী। অধিরূঢ় ভাব একমাত্র শ্রীমতীতেই দৃষ্ট হয়। তিনি যখন বিরহে ব্যাকুলা তখন এই অধিরূঢ় ভাবের নাম মোদন বা মোহন। মোহন ভাবই অবস্থা ভেদে দিব্যোন্মাদ নামে কথিত হয়। মাদন ভাব বিরহের অতীত। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয় ॥

এই রতি প্রেম হইতে ক্রম-পরিপুষ্টিতে মহাভাবে সুবিকশিত হইয়া যে অনবচ্ছিন্ন মিলনানন্দে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় তাহাই মাদন। শ্রীমতী রাধিকার ইহাই স্বরূপ, তিনিই এই মহাভাবের একাধিশ্বরী।

বৈষ্ণব অলঙ্কারিকগণের রাধাতত্ত্ব আলোচনার এই যে সংক্ষিপ্ত ধারা, এই ধারায় কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্বোক্ত কবিতাটীর আলোচনা করিতে

হইবে। তিনি এই কবিতাটীতে শ্রীরাধার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে মানবকে তাহার জীবনের একটী ক্রম বিকাশের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। রায় রামানন্দ যেমন সাধ্য সাধন নির্ণয়ে মানবকে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি বলিয়া উপদেশ করিয়া গেলেন, তেমনি কবিরাজ গোস্বামীও সে প্রেম আস্বাদনের একটী ধারাবাহিকতা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অবশ্য মানবের পক্ষে মহাভাবের সান্নিধ্য লাভ অসম্ভব ব্যাপার। তথাপি বৈষ্ণব সাধকগণ ভাব পর্য্যন্ত পৌঁছিবার প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। চরিতামৃতেই তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণোপাসনা সৌন্দর্য্যের উপাসনা, রসস্বরূপের ভাবনা। গীত-গোবিন্দ তাহার অন্যতম কাব্য এবং জয়দেব তাহার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। যিনি নিখিল সৌন্দর্য্যের আধার, অখিলরসামৃত মূর্ত্তি, সেই শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে হইলে সুতরাং নিজেকেও সুন্দর হইতে হইবে। নিজের অন্তর বাহির সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করিতে হইবে। এই মণ্ডনের সজ্জা বৃন্দাবনের পথে অফুরন্ত। পথের যাত্রী যৌবন, পাথের চিত্তশুদ্ধি। পথ প্রদর্শক জয়দেবাদি কৃষ্ণভক্ত সজ্জনগণ। পথে বাহির হইবার পূর্ব্বে ভক্তগণের চরণ ধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া আসুন—যাঁহার জীবনভাষ্য আমাদিগকে এই বৃন্দাবনের বার্ত্তা শুনাইয়াছে, পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দসহ সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বন্দনা করি।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌসহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

৮

শৃঙ্গার রস

"বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দ মিন্দীবর
শ্রেণীঃ·শ্যামলকোমলৈরূপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং ॥
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌমুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥"

কবি জয়দেব বলিতেছেন—যিনি বিশ্বকে অনুরঞ্জিত করেন সেই শ্রীহরি আজ বসন্তে বিলাস করিতেছেন। যাঁহার ইন্দীবর শ্রেণীর মত সুন্দর, শীতল, কোমল এবং নিত্য নব প্রতি অঙ্গ অনঙ্গের উৎসব ভূমি—সেই মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররস স্বচ্ছন্দে ব্রজসুন্দরীগণের প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের আনন্দ বিকাশ করিতেছেন।

কবি বলিলেন, শ্রীভগবান মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার রস। তিনি বিশ্বকে অনুরঞ্জিত করেন—অর্থাৎ ভাবের অনুরূপ রঙে রঙাইয়া তুলেন। তিনি স্বচ্ছন্দে ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক প্রত্যঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া অর্থাৎ স্বভাবে আপন কায়ব্যূহ স্বরূপা গোপীগণকে লইয়া মুগ্ধ কি না নিশ্চিন্তে ক্রীড়া করিতেছেন—অর্থাৎ আনন্দ উদ্দীপিত করিতেছেন। তাঁহার রূপ নীলকমল শ্রেণীর মত শ্যামল এবং কোমল—এবং তাঁহার প্রতি অঙ্গ অনঙ্গোৎসব সম্পাদনকারী। রসশাস্ত্রকার বলেন—

শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদঃ তদাগমন হেতুকঃ।
উত্তম প্রকৃতি প্রায়ো রসঃশৃঙ্গার ইষ্যতে ॥

শৃঙ্গ শব্দের অর্থ সম্ভোগেচ্ছার সমুদ্ভেদ। এই ইচ্ছার সার্থকতার নাম শৃঙ্গার রস। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ বলেন, এই রসের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, ইহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। অধিষ্ঠানভূত রসে অধিষ্ঠাতারই একাধিপত্য। ইহাই সকল রসের আদি অর্থাৎ 'আদি রস'।

শ্রুতি বলিয়াছেন ভগবান রসস্বরূপ—রসো বৈস সঃ অর্থাৎ তিনিই রস। সুতরাং সকল রসের আকর বা মূল বা আদি এক মাত্র শ্রীভগবান, তাই তিনিই আদিরস। আনন্দ এই রসেরই বিলাস, বিলসিত বা আস্বাদিত বা অনুভূত রসই আনন্দ। বিশ্বের মূলে এই আনন্দ রহিয়াছে, স্থিতিতে এই আনন্দ রহিয়াছে, লয়েও এই আনন্দই বর্ত্তমান। শ্রুতি বলিতেছেন

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দেন প্রয়ান্ত্যভি সংবিশন্তি"

নিখিল ভূতগ্রাম আনন্দ হইতে উৎপন্ন হয়, আনন্দেই জীবিত রহে, আবার আনন্দেই প্রবেশ করিয়া শমতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিশ্বের আদি মধ্য অন্তে এই আদি রসই বর্ত্তমান। এই আদি রসের বিলাসে অর্থাৎ আনন্দেই বিশ্বের সৃষ্টি। রসের বিলাস-জন্যই রসস্বরূপের কামনা জাগ্রত হয়, রসের সাগর সন্ধুক্ষিত হয়, চঞ্চল হয়। সত্যসংকল্প শ্রীভগবান সংকল্প করেন—"একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়" আমি বহু হইব। এই বিলাসের অর্থাৎ বহু হওয়ার আনন্দেই বিশ্বের সৃষ্টি। আপনা আপনি বিলাস হয় না, বহু না হইতে পারিলে বিলাস হয় না, আবার বহু হইতে হইলে শক্তির প্রয়োজন, সুতরাং রসের যে বিলাস বা আনন্দ তাহা তাঁহার শক্তিকে লইয়াই সম্পাদিত হয়। অনন্ত শক্তিমান ভগবানের তিনটী শক্তিই প্রধানা। তিনি সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। তাঁহার সদংশে যে শক্তি তাহা সন্ধিনী—এই শক্তির বিলাসে তিনি সর্ব্বব্যাপী, চিদংশে যে শক্তি তাহা সম্বিৎ—এই শক্তির বিলাসে তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্য্যামী, আর

আনন্দাংশে যে শক্তি তাহা হ্লাদিনী, এই শক্তির বিলাসে তিনি বিশ্বানু-রঞ্জনকারী—আনন্দ জনয়িতা। সদংশে স্থিতি বা অস্তিত্ব বুঝায়। অর্থাৎ তিনি আছেন কিন্তু শুধু থাকা নহে এক মাত্র [redacted] আছেন। চিদংশে তিনি জ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ, এ বিশ্বকে তিনি প্রকাশিত করিতেছেন, অর্থাৎ বিশ্বে এক মাত্র তিনিই প্রকাশিত হইতেছেন। [redacted] বিশ্বের যাহা কিছু আনন্দ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। তাই এই বিশ্বে তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই তিনিই প্রিয়তম। তিনিই একমাত্র আনন্দদাতা, সর্ব্ব আনন্দের আধার।

এই যে তিনটী শক্তির কথা বলা হইল, চরিতামৃতকার বলেন—

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ ॥

অর্থাৎ এই শক্তি জড় শক্তি নহে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—

'হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥

অর্থাৎ হে ভগবান, হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ এই তিন শক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠাতা তোমাতেই অবস্থিত, কিন্তু হ্লাদকরী অর্থাৎ মনঃ প্রসাদিকা-সাত্বিকী, বিয়োগ দুঃখদা তাপকরী তামসী এবং উভয় মিশ্রা যে রাজসী, ইহা প্রাকৃত গুণাদি বর্জ্জিত তোমাতে অবস্থান করে না। সুতরাং ইহার একটী ভিতরের দিক্ আছে। বাহিরের দিকে ইহাই ক্রমান্বয়ে ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়া-শক্তি ও জ্ঞানশক্তি নামে পরিচিত। এই সৎ চিৎ ও আনন্দের শক্তি বুঝাইতে বহিরঙ্গ মায়াশক্তি, তটস্থ জীবশক্তি ও অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি নামও কথিত হয়। এই তিনের অধিষ্ঠাতাকে ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান এই নামও দিতে পারি। ভগবান এই তিন শক্তির সাহায্যেই বহুত্বে বিলসিত হন।

মায়াকে আশ্রয় করিয়াই তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। উপনিষদেও এই মায়ার উল্লেখ পাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাই— (৪—১০)

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং"

এই মায়া শক্তিও প্রকৃতি নামেও অভিহিতা হন। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

'সর্ব্বেশ্বরস্যাত্মভূতে ইবাবিদ্যা কল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যা মনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়া শক্তি-প্রকৃতি রিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে" (২—১—১৪)

এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির কথা ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥" (৯—৮)

অন্যত্র—

মম যোনির্মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ॥
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা। (১৪—৩।৪)

এই ভাবে যে ভগবানের বহু হওয়া—ইহাই শৃঙ্গার রসের একটা দিক্, ইহা কাম। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন "প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্প"। বিষ্ণুপুরাণ ইহাকেই হ্লাদকরী অর্থাৎ মনঃ- প্রসাদিকা সাত্ত্বিকীবৃত্তি বলিয়াছেন। কোন্ অনাদি কাল হইতে জীব-জগৎ এই প্রবৃত্তির বশে চলিয়াছে। তৃণ-গুল্ম, লতা-বৃক্ষ, কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষী সর্ব্বত্রই ইহার অবাধ বিকাশ, সকলেই এই প্রবৃত্তির বশে চলিয়াছে—কিন্তু "অবশং প্রকৃতের্বশাৎ"। এই যে কাম প্রাকৃত জগতে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ দায়িনী-বৃত্তি, ইহাই

সৃষ্টির হেতু, যৌন আকর্ষণের একমাত্র কারণ, ইহাই জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। প্রজনন ভিন্ন সৃষ্টিধারা অব্যাহত থাকেনা, আবার প্রাকৃত জগতের স্থিতির মূলেও এই কামই বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং অন্তে এই জীবজগৎ কাম সমুদ্রেই প্রবেশ লাভ করিতেছে। এই রূপেই অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়াই এই সৃষ্টি প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রকার আমাদিগকে এই কথাই শুনাইয়া থাকেন—

"ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ।
কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ।"

হিন্দু বিবাহের সময় এই কামস্তুতি পাঠ করে,—এই কন্যার সম্প্রদাতা কে? কাহাকে সম্প্রদান করিতেছে? সম্প্রদাতা কাম, কামকেই দান করিতেছেন। কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা, কাম সমুদ্রেই ইহার স্থান।

কিন্তু এই যে তরু-তৃণ লতা-গুল্ম কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীর বহু হওয়া আর মানবের বহু হওয়া ইহার মধ্যে পার্থক্য আছে। ইতর প্রাণী যেমন প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া দেহের ক্ষুধায় উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছে প্রকৃত মানব সে রূপে চলেনা। সে জানে প্রজনন অর্থাৎ সৃষ্টিরক্ষাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, দেহের ক্ষুধায়, রক্ত মাংসের লালসায় তুচ্ছ ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থতাই তাহার চরম ও পরম কাম্য নহে। অবশ্য মানবাকারে পশু যাহারা তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলি।

মানুষ বহু হইতে চায়, ইহাই তাহার অনাদি কালের প্রকৃতি, স্বাভাবিকী বৃত্তি। ইহার দুইটী দিক্ আছে—একটা আসুরী, অপরটা দৈবী। অসুরও বহু হইতে চাহে—কিন্তু চাহে ভোগের পথে, অপরের অধিকার সঙ্কোচ করিয়া—সংহার করিয়া। সে দেবতা হইতে চায়—জোর করিয়া দেবতাদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া। দেবত্ব লাভের জন্য যে

সাধনার প্রয়োজন, তাহা সে চাহে না, বিনা তপস্থায় মাত্র জোর করিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ ভোগের পথেই সে দেবতা হইতে চায়। সে মনে করে সংসারে যাহা কিছু সব তাহারই সুখের জন্য, ভোগের জন্য, আরাম ও আমোদের জন্য। ইহার মূলেও ঐ কাম। এই মহাশনকে সংযত না করিলে যে ইহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা দুষ্পূরণীয় হইয়া উঠে—কংস রাবণ প্রভৃতি তাঁহার প্রতীক। মানুষের মধ্যেও ইহাদের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু দৈবী প্রকৃতি এরূপ নহে। সে চাহে আপনাকে বিলাইয়া, আপনাকে অপরের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু হইবে। ত্যাগের পথে আত্মসম্প্রসারণের পথেই তাহার গতি। স্বার্থপরায়ণ অসুর যেমন আপনার মধ্যেই বহুকে চাহে, দৈবী প্রকৃতি সেরূপ চাহে না। সে বহুর মধ্যেই আপনাকে দেখিতে চাহে। অসুর জানেনা যে এ সংসারে একমাত্র সৎবস্তু ভগবান, তাঁহার সত্বাতেই আমাদের সত্বা, সুতরাং বহুকে খুঁজিতে হইলে তাঁহার মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। ইহাই মায়া। এই মায়ার বশেই লম্পট কামুক কৃমি-কীটের মত ক্লেদসিক্ত ব্রণক্ষতের অনুসন্ধানেই জীবন অতিবাহিত করে। এই আসুর ভাব মায়ারই সৃষ্টি। মায়া—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে উল্লসিত রূপের ডালি লইয়া বহ্নিমুখ পতঙ্গের মত জগৎকে আপনার দিকে টানিতেছে,—যাহারা অসুর প্রকৃতির বশীভূত, তাহারা অবশে মায়ার এই ফাঁদে আত্মসমর্পণ করিতেছে। ইহা শৃঙ্গার রসেরই একটা দিক, বাহিরের দিক।

দৈবীভাবের কথা বলিয়াছি,—শাক্তগণ ইহাকেই মহামায়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই পথ জ্ঞানের পথ, ঐশ্বর্য্যের পথ। এই পথে বহুর মধ্যে আপনাকে দেখা, ইহাই সম্বিৎ শক্তির বিলাস। অনুরক্ত প্রণয়ী দম্পতি যেমন পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিতে চায়, পুত্র-কন্যার মধ্য দিয়া—সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখিয়া আপনারা বহু

হইতে চায়, আত্মীয়-স্বজন, গ্রাম-নগর দেশকে আপনার করিয়া আপনাদিগকে বহুর মধ্যে সম্প্রসারিত করিয়া দিতে চাহে, এই পথের পথিক তেমনি মায়ার রূপে না মজিয়া মায়া যাঁহার বিভূতিতে নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছে—সেই বাসুদেবকেই সর্ব্বত্র দেখিতে পায়। সে বুঝিতে পারে—সেই স্বয়ম্প্রকাশই এই বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছেন। যেমন তিনি আছেন বলিয়াই বিশ্ব আছে, তেমনি 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি,' তাঁহার প্রকাশেই জগতের প্রকাশ।

এই মানুষের মধ্যে দুই রকমের প্রকৃতি আছে। এক জন বাইরের দিকে টানে, আর একজন ভিতরের দিকে ফিরাইয়া আনিতে চাহে। এক জন রঙ্গময়ী নৃত্য চপলা হাবভাব নিপুণা নটী, আর একজন ধীরা শান্তিময়ী বুদ্ধিমতী কুলবধূ। রসিক বলেন এই ভিতর বাহির এক করিতে হইবে। দুইকে মিলাইয়া সেই একের ভজনা করিতে হইবে। জীবেরই ইহা সাধ্যায়ত্ত, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জীব মানব এই পথেই রস স্বরূপের উপাসনা করিবেন। জীব ভগবানেরই এক প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি। ভগবান বলিয়াছেন—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"॥ (গীতা ৭—৫)

ভগবান অর্জ্জুনকে আটভাগে বিভক্ত অপরা প্রকৃতির কথা,—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার, প্রকৃতির এই কয়টী অবস্থার কথা বলিয়া পরে বলিতেছেন—আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে, সেই জীবভূতা প্রকৃতির দ্বারা আমি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছি। পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির নিজের কোনো শক্তি নাই। ভগবান বলিয়াছেন 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্'।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথা আছে—

"দৈবাৎক্ষুভিতধর্ম্মিন্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং॥" (৩।২৬।১৮)

মহর্ষি কপিল তাঁহার জননী দেবহূতিকে বলিলেন—দৈবাৎ অর্থাৎ কালবশে প্রকৃতির গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে সেই পরম-পুরুষ তাহার অভিব্যক্তি ক্ষেত্রে বীর্য্যাধান করেন। তাহাতেই হিরণ্যবর্ণ মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়।

সুতরাং এই প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহেন। ভূমি জল তেজ বায়ু আকাশের কথা ছাড়িয়া দিই। মন বুদ্ধি অহঙ্কারেরও সৃষ্টি ক্ষমতা নাই। বিষয় না থাকিলে মনের কার্য্য থাকে না, ইন্দ্রিয় না থাকিলে মনের বিষয় গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। এই মন, ইন্দ্রিয়, বিষয়, না থাকিলে বুদ্ধিও নিষ্ক্রিয় থাকে। বুদ্ধি না থাকিলে অহংকারও জড়বৎ পড়িয়া থাকে। কিন্তু পরা প্রকৃতি জীবের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। এই জগৎ তাহারই আধারে বিধৃত রহিয়াছে। জীব না থাকিলে জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের কোনো সার্থকতা থাকে না। ভূম্যাদি অহঙ্কারাত্মক এই যে জগত, ইহার আধার জীব। এই জীব প্রকৃতির একদিকে জগত, আর একদিকে ভগবান। জীব চিৎকণ, জীব সেই স্বরূপেরই স্ফুলিঙ্গ। অবশ্য এই জগতকে জীব ধরিয়া নাই, জীবেরও স্বকর্তৃত্ব নাই। ভগবান বলিতেছেন, জীবের দ্বারা আমিই জগৎ ধারণ করিয়া আছি, যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। কিন্তু তিনিই গীতার অন্যত্র বলিয়াছেন "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। অর্থাৎ জীব তাঁহার বিকার নয়, জীব তাঁহার অংশ। এই জীব, জগৎ ও ভগবানের মধ্যে দোল খাইতেছে, তার বাহিরে জগৎ, ভিতরে ভগবান। সকল জীবের সেরা জীব মানুষ,—স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। এই মানুষ কেহ জগতে মজিতেছে। কেহ

ভগবানকে ভজিতেছে। ইহাকেই আমরা মানুষের দুইটী দিক বা দুই রকমের প্রকৃতি বা আসুরী ও দৈবী স্বভাব বলিয়াছি। এই দুই প্রকৃতির নানা রকম শ্রেণী বিভাগ আছে। পুরুষার্থের তারতম্য অনুসারে এই শ্রেণী নির্দ্দেশ করা যায়। জীব ভিতর বাহির যে দিকেই যাউক, পুরুষার্থের প্রয়োজন। চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের ধর্ম্ম ও অর্থ উপায় মাত্র। অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অর্থ নিজেরা কোনো সুখ দিতে পারে না, তাহার ফলে সুখ পাওয়া যায়। অবশ্য এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক আছে। কিন্তু কাম ও মোক্ষের সম্বন্ধে মতভেদ নাই। ভোগের যে অনুভূতি তাহাই কাম, এবং ভগবৎ-স্বরূপে আত্ম বিলয়ের নামই মোক্ষ। বৈষ্ণবগণ মোক্ষ চিন্তাকে কৈতব ধর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কারণ "সোঽহং" চিন্তা মোক্ষপদের মূলমন্ত্র, সেই চিন্তাই বৈষ্ণবগণের নিকট অপরাধজনক। অন্যদিক্ দিয়া আমরা দেখিতে পাই মোক্ষচিন্তায় জগতের স্থান নাই, অর্থাৎ যে ধারায়—যে জীবপ্রবাহের সহায়তায় ভগবান জগৎ ধরিয়া আছেন, মোক্ষপন্থী তাহা রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহে। কিন্তু জগতকে রক্ষা করে কাম, জীবের যে অনুভূতিতে জগতের অস্তিত্ব তাহাই কাম। এই অনুভূতি না থাকিলে জগত থাকিত না। তবে ইহা মায়িক অনুভূতি, বাহিরের অনুভূতি। ভিতরের যে অনুভূতি অর্থাৎ ভগবদনুভূতি তাহা অনায়িক হইলেও মায়ার সাহায্য ব্যতীত তাহা সম্পন্ন হয় না। মায়াকে আয়ত্বে আনিয়া তাহার পরপারে দাঁড়াইয়া তবে সে অনুভূতির আস্বাদ পাওয়া যায়। এই ভিতর ও বাহির এক হইয়া গেলে দুইয়ের অনুভূতি একত্র মিলিলে যাহার উপলব্ধি হয় তাহাই শৃঙ্গার রস।

৯

যোগমায়া

এই ভিতরও বাহিরকে যিনি এক করিয়া দেন, মিলাইয়া দেন, তিনি মায়া নহেন যোগমায়া। যোগমায়া বলেন এই যে বাহির ইহাই সবটা নহে, আবার ভিতরটাও সম্পূর্ণ নহে। এই ভিতরও বাহিরের সম্মিলিত যে রূপ, তাহার একটী স্বরূপ আছে। অর্থাৎ এই ভিতরও তাহাতে আছে বাহিরও তাহাতে আছে এবং তাহার উপরও তাঁহার নিজস্ব কিছু আছে। ইহাই শৃঙ্গার রসের প্রকৃত স্বরূপ। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন যেমন আকাশাদির গুণ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। তেমনি শান্ত দাস্যাদির গুণ মধুরে পাওয়া যায়। কথাটা ঘুরাইয়াও বলা যায়—অর্থাৎ পৃথিবীর গুণ যেমন পর পর ভূতে বিসর্পিত হইয়াছে, নিজ পৃথিবীতে কিন্তু পাঁচটী গুণই আছে, তেমনই মধুরের এক একটী গুণ লইয়া বাৎসল্য সখ্য দাস্য ও শান্তভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, মধুরে পাঁচটী গুণই আছে। এই হিসাবে মধুর রস বা শৃঙ্গার রসকেই মূল রস বলা যায়। লৌকিক জগতেও 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' বলিয়া কান্তাভাবকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। প্রেয়সী যে স্নেহে মাতা, কার্য্যে দাসী, করণে মন্ত্রী, শয়নে বেশ্যা, ক্ষমায় ধাত্রী মনীষিগণ একথাও বলিয়া গিয়াছেন। যোগমায়া আমাদিগকে এই তত্ত্বই বুঝাইয়া থাকেন। এই রহস্য বুঝিতে হইলে যোগমায়ার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা দরকার।
গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ং॥"

স্বপ্রকাশ শ্রীভগবান যে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হন না, তাহার কারণ যোগমায়া তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখেন। তাই মূঢ়লোকে তাঁহার অজ এবং

অব্যয়লোকের সন্ধান পায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে ইনি বিষ্ণুমায়া যোগমায়া এবং মহামায়া নামেও অভিহিতা হইয়াছেন। ভগবদবতারণের পূর্ব্বে দৈববাণী হইয়াছিল—

"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সংভবিষ্যতি॥"

আবার কংসকারাগার হইতে দেবকীগর্ভ সঙ্কর্ষণের জন্য—

"ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ং।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়া সমাদিশৎ॥"

অন্যত্র ব্রজাঙ্গনাগণ যখন কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন, তখন দেবীর স্তব করিয়াছিলেন—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণ মায়া ও যোগমায়া নামকরণপূর্ব্বক প্রথমাকে অংশ ও দ্বিতীয়াকে অংশিনীরূপে বর্ণন করিয়াছেন। চণ্ডীতে ইনিই মহামায়া নামেও কথিতা হইয়াছেন।

"বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
* * * * *
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা॥"

ইহা শ্রীভগবতী মহামায়ারই বাক্য। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, কার্য্য ভেদে ইনিই মায়া মহামায়া ও যোগমায়া নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ভারতের একটী সুবৃহৎ সম্প্রদায় এই দেবীর উপাসনা করেন। নানা শাস্ত্রে ইহার তত্ত্ব ও মহিমাদি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অপরাপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষ্ণবগণের প্রভেদ এই যে বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ ইহাঁকে স্বতন্ত্রা না বলিয়া শ্রীভগবানের আজ্ঞাধীনা, তাঁহারই একটী শক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

এখন এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বুঝা যাইতেছে—ইনিই মায়ারূপে জগৎরূপে জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন তাহাকে মোহিত করিতেছেন। ইনিই মহামায়ারূপে শাম্ভবীস্বরূপে জীবকে ভগবৎ-অভিমুখী করিতেছেন। আবার বিশ্বকে বিশ্বম্ভরের বিভূতিরূপে ও বিশ্বেশ্বরকে বিশ্বের আশ্রয়রূপে চিনাইয়া দিয়া তিনিই জীবে ও ভগবানে মহামিলনের সেতু বাঁধিয়া যোগমায়া রূপে আখ্যাত হইতেছেন। ইহাঁর ক্ষমতা অসীম, মায়ারূপে ইনি জীবকে যেমন মোহিত করিয়াছেন, তেমনি মহামায়ারূপে কংসাদিকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়াছেন, আবার যোগমায়ারূপে নন্দ যশোদাদিকেও মুগ্ধ করিয়াছেন।

কিন্তু যোগমায়ার এ সব বাহিরের কাজ ; তাঁহার মুখ্য কার্য্য শৃঙ্গার রসের বিলাস বিভূতির প্রকটন ও বিস্তার। ইহাঁর সহায়তা ভিন্ন মহারাসলীলা সম্পাদিত হয় না। রাসলীলার প্রারম্ভে দেখিতে পাই—

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকা।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥"

যোগমায়াকে সমীপে গ্রহণ করিয়াই তিনি এই লীলার সূচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ ইহাঁকে শ্রীরাধার অংশরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন। সহজিয়া সম্প্রদায় তো বলেন ইনিই নিত্যারাধা। ইহাঁদের মতে বৃন্দাবনে বৃষভানু-নন্দিনী প্রেমরাধা এবং মথুরায় কুব্জা কামরাধা। তাঁহাদের অমৃততন্ত্র নামক গ্রন্থে যোগমায়া দেবীর এইরূপ ধ্যান পাওয়া যায়—

"পীতবস্ত্রপরিধানাং বংশযুক্তকরাম্বুজাম্।
কৌস্তুভোদীপ্তহৃদয়াং বনমালাবিভূষিতাম্॥
শ্রীকৃষ্ণক্রোড়পর্য্যঙ্কনীলয়াংপরমেশ্বরীম্।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীং দেবীং পরমানন্দনন্দিতাম্॥
রাসপ্রিয়াং নিত্যারাধাং কৃষ্ণানন্দস্বরূপিনীম্।
ভজেদ্ যোগমায়াং দেবীং পূর্ণানন্দমহোদধিম্॥"

ইহাঁরা বলেন নিত্যলীলায় যোগমায়ার সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা থাকে না, ইনি তখন শ্রীরাধার স্বরূপেই অবস্থিতি করেন। প্রকট লীলায় ইনি যোগমায়া, প্রেমলীলার সাহায্যকারিণী। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি নাহি জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥

শৃঙ্গার রসের চরম ও পরম পরিণতি রাসলীলা, ইহারই জন্য শ্রীভগবানের নর-বপু ধারণ, নরলীলা। এই নর-বপুও তিনি যোগমায়াকে লইয়াই প্রকটিত করিয়াছেন। নরলীলাও তাঁহারই সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। চরিতামৃতকার বলিতেছেন—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এককণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
বিশ্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বপরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপরতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এইরূপ তার নিত্যধাম॥"

শ্রীমদ্ভাগবত এই কথাই বলিয়াছেন—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতাম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভর্গর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ (৩।২।১২)

"আপন যোগমায়ার বলপ্রদর্শন জন্য তিনি মর্ত্ত্যলীলার উপযুক্ত যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যের ললামভূত সেই মূর্ত্তি যেন ভূষণেরও ভূষণ স্বরূপ ছিল, এবং তিনি নিজেই সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।" এ পর্য্যন্ত আলোচনায় বুঝিতে পারা গেল শ্রীভগবান নরবপু ধারণ করিয়া যে বিলাস করিয়াছিলেন, সেই শৃঙ্গার রসের অনুভূতিই আনন্দ।

কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন হ্লাদিনীর পরে প্রেম—প্রেমের সারভাগের নাম ভাব। রসশাস্ত্রকারগণ বলেন—নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম বিকারের নামই ভাব।

"চিত্তস্যাবিকৃতিঃ স্বত্বং বিকৃতেঃ কারণে সতি।
তত্রাদ্যা বিক্রিয়া ভাবো বীজস্যাদিবিকারবৎ॥"

প্রেমে চিত্ত অবিকৃত হইলে নির্ম্মল হইলে অর্থাৎ প্রাকৃত জগতে বিকৃতির কারণ উপস্থিতি সত্ত্বেও চিত্ত প্রশান্ত থাকিলে সেই চিত্তে অপ্রাকৃত কারণে যে প্রথম বিকার উপস্থিত হয় তাহারই নাম ভাব। এই ভাবেরই পরাকাষ্ঠা মহাভাব স্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণী। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় বিকার। নির্ব্বিকার পরমপুরুষের চিত্ত বিকার— আনন্দাম্বুধির চাঞ্চল্য। এ চাঞ্চল্য অন্য কোনো কারণে নহে, নিজের

ভূমিকা

রূপ দেখিয়াই এই চঞ্চলতা, "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।" এই কাম পূরণের জন্যই এক দিকে তিনি বহু হইয়াছেন, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার অন্য দিকে আপনার নিখিল বহুত্বকে একত্বে উপলব্ধি করিবার জন্য এই মহাভাব স্বরূপিণীকে রূপ দিয়াছেন। এই রূপ দেখিয়া আপনার চিত্ত বিকৃতিকে আকার পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই শ্রীরাধার সঙ্গে বিহারের হেতু। বিহারই শৃঙ্গার-রসের বিলাস। কবিরাজ গোস্বামী অন্যত্র বলিয়াছেন—

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

*　　*　　*　　*

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেম দ্বারা নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥

মন্মাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥

কবি বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—

শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বং শিখিপিঞ্ছবিভূষণং।
অঙ্গীকৃতনরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ং॥

বৈষ্ণবগণ বলেন ইহাই মানবের চরম ও পরম উপাস্যরূপ। উপাস্য চিরকিশোর আর তাঁহার উপাসনার—তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইবার উপায়, সাথী, উপাদান—যৌবন। রূপে দেহ ভরিয়া উঠিয়াছে, পরিপূর্ণ লাবণ্যে সর্ব্ব অঙ্গ ঢলঢল করিতেছে, হৃদয়-বৃত্তি সকল সুবিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এই তো তাহাকে ডাকিবার উপযুক্ত সময়। সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত পবিত্র হৃদয়-মন্দিরে এই তো তাঁহাকে আনিয়া বসাইবার শুভ অবসর। বার্দ্ধক্যে দেহ যখন অবসন্ন, হৃদয় ভারাক্রান্ত, চিত্ত স্মৃতিহীন, তখন কি তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিবে? ওগো সেই চিরতরুণকে তোমার নব তারুণ্যে অভিনন্দিত কর। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন তিনিই একমাত্র নায়ক, তিনি নায়কগণের শিরোমণি। নায়ক শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রাপক—যিনি প্রাপ্তি করান। 'প্রাপ্তি' বৈষ্ণব সাধকগণের একটী পারিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ যিনি পাওয়াইয়া দেন। তিনি তো শুধু গ্রহণই করেন না, জয়দেব বলিয়াছেন 'বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন'—বিশ্বকে তিনি অনুরঞ্জিত করেন। যাহার যেমন প্রকৃতি তাঁহাকে সেইরূপে সার্থক করিয়া তুলেন। যিনি তাহাকে যে রূপভাবে ভজনা করেন তিনিও তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করিয়া থাকেন। এমন কি ঐকান্তিকভাবে যে অন্যকে চায়—সেই অন্যকে পাওয়ার অচলা শ্রদ্ধাও তিনিই দান করেন। এক কথায় তিনিই নিখিল প্রকৃতিকে পরিপূর্ণ বিকাশে সার্থক

করিয়াছেন। যাহার যাহাতে পূর্ণতা—তাহা তিনিই প্রাপ্তি করাইয়াছেন। মধুর ভজনে—এই শৃঙ্গাররস স্বরূপের আরাধনেই জীবপ্রকৃতি পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

১০

প্রকৃতি ভাবে উপাসনা

প্রকৃতিভাবের ভজন বৈষ্ণব সাধনার অন্যতম বিশেষত্ব। জীবপ্রকৃতির পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলনের যে লীলা তাহাই মধুর ভাবের ভজন। এই বিশ্বের যাহা কিছু সব প্রকৃতিরই খেলা, সে খেলা বন্ধ হইয়া গেলে বিশ্ব বলিয়া কিছু থাকে না। কিন্তু মূলে প্রকৃতিও একাকিনী অচলা, পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত তিনিও কিছু করিতে পারেন না। পুরুষের ঈক্ষণে তাহার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া যায়, তিনি চঞ্চলা হইয়া উঠেন। পুরুষ দেখিতেছেন, ভোগ করিতেছেন এই সোহাগেই রঙ্গময়ী তখন বিচিত্র লীলাভঙ্গীতে বিশ্বকে বিকশিত করিয়া তুলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তি হইতে পুরুষের দৃষ্টি প্রত্যাহৃত হয়, যে মুহূর্ত্তে তিনি বুঝিতে পারেন, পুরুষ আর কিছুই ভোগ করিতেছেন না, অভিমানিনী পলকের মধ্যেই আপনাকে সংযত করিয়া লয়েন, তাঁহার সকল লীলাই অন্তর্হিত হয়, খেলা বন্ধ হইয়া যায়। এই যে পুরুষকে দেখাইবার জন্য—তাঁহাকে ভোগ করাইবার জন্য প্রকৃতির বিলাস, এই ভাবের মূলেই মধুর ভজনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শ্রীজীব গোস্বামী এবং সুপণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ ঈশ্বর, এবং তাঁহার তিনশক্তি অর্থাৎ জীব, মায়া, স্বরূপ-শক্তি এবং কালকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মায়ার সঙ্গে ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। জীব ভগবানের পরাপ্রকৃতি, জীবের প্রকৃত স্বরূপ চিৎকণ এবং ভগবৎকৈঙ্কর্য্য। কিন্তু দুরত্যয়া মায়া এই স্বরূপ আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে

ভগদ্বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। এই ভগদ্বিমুখতাও অনাদি। মায়া ফাঁদে পড়িয়া জীব যখন মনে করে এ জগতের কর্তৃত্ব আমার, আমিই সং করিতেছি এবং পুরুষও—এই পুরুষ ক্ষর নামে পরিচিত—তাহার সঙ্গে আপনাকে জড়াইয়া সুখ দুঃখ পাপ পুণ্যাদির গণ্ডী রচিয়া মোহ আবর্ত্তের সৃষ্টি করে, তখনই সে আসুরী ভাবে মাতিয়া উঠে। আপনাকে এই অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে প্রকৃতির নিজের কোনো স্বাতন্ত্র্য নাই এবং নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পুরুষের এই যে ক্ষরভাব ইহাও সত্য নহে। যে ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়াযন্ত্রে আরূঢ় করাইয়া তাহাকে ভ্রমণ করাইতেছেন তাঁহাকেই চিনিতে হইবে। মায়াযন্ত্র তাঁর অধীন, কিন্তু তিনি যন্ত্রের অধীন নহেন। এই যন্ত্র সেই যন্ত্রীর ইচ্ছায় চালিত হয়, কিন্তু যন্ত্রীর ইচ্ছাকে তাঁর কর্ম্মকে এ যন্ত্র কোনোরূপে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। যে ঘুরিতেছে তাঁহার সঙ্গে যন্ত্রীর কোনোরূপ স্বতন্ত্র ভেদ নাই, স্বগত ভেদ মাত্র আছে। এইটুকু বুঝিয়া সেই যন্ত্রীকেই আশ্রয় করিতে হইবে। তিনি ঘুরিতেছেন না তাঁহার যন্ত্রটাই ঘুরিতেছে, এই যন্ত্রটাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহারই পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে আমার জন্য আনন্দ নহে, আনন্দের জন্যই আমি, আমার আমিত্বে মজিয়া আনন্দ নাই, আনন্দেই আমি আছি, আমার আমিত্ব আনন্দেই আছে। আত্মসুখে সুখ নাই। ইহাই মধুর ভজনের প্রথম সোপান।

মধুর ভজনের দ্বিতীয় স্তরে উঠিয়া জীব দেখিতে পায় নিজের তৃপ্তি সাধনের জন্য নিজেকে সার্থক করিবার ভ্রান্ত পথে সে যে যন্ত্রে আরোহণ করিয়া বিশ্ব ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছিল সে যন্ত্র মাত্র। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার তাড়নায় সে কামাগ্নিরই ইন্ধন জোগাইতেছিল। অগ্নিময়ী পিপাসার জ্বালায় সে মৃগতৃষ্ণিকার পিছনেই ছুটাছুটী করিতেছিল। এই যে

ক্ষুধা, ইহা দেহের ক্ষুধা, রক্ত মাংসের ক্ষুধা। এই পিপাসা কামনার জ্বালা। জীব তখন বুঝিতে পারে যাহাকে পাইলে সকল পাওয়ার শে হয়, যাহার পানে চাহিলে আর নয়ন ফিরানো যায় না, সে আপন হৃদ মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সে যেন তখন কূটস্থ অক্ষর পুরুষকে সর্ব্বস্ব বলিয়া দেখিতে পায়। সে দেখিতে পায় মহামায়া ইহাঁর আজ্ঞাধীনা, এবং সারা বিশ্বে ভূতে ভূতে অন্তর্য্যামীরূপে তিনিই প্রতিষ্ঠি রহিয়াছেন। তখন জীবের মনে একটা অতৃপ্তি জাগিয়া উঠে। সে তখ বিশ্বরূপকে আপনার মত করিয়া দেখিতে চাহে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, র গন্ধে, আকাশে-বাতাসে, বনে, ফুলে, ফলে, গ্রহ-তারকায়, অনন্ত-বৈচিত্রে প্রকাশিত বিশ্বেশ্বরকে একান্ত আপনার বলিয়া ধরিতে ব্যস্ত হয়। বিশ্বরূপ দেখিয়া এক দিন অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—'তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্র-বাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।" অর্জ্জুন জ্ঞানী ভক্ত, গীতার ঐ স্তরে চতুর্ভুজ পর্য্যন্তই তাহার সীমা। কিন্তু মধুর ভজনে নরাকার—দ্বিভুজ মুরলীধর ভিন্ন তো আনন্দ মিলে না! সে তাই নরদেহধারী;—যিনি

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

সেই পুরুষোত্তমকেই পাইতে চাহে। সে তখন বুঝিতে পারে—

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

যিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষর হইতে উত্তম, লোকে বেদে তিনিই পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত। আবার ক্ষর ও অক্ষর তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলনই জীবের পরমপুরুষার্থ।

এই পুরুষোত্তম রসিকশেখর, পরমকরুণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ইহার ভজনের স্তর নির্দ্দেশে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন--

"তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
ভগবৎশরণং ত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসমাগতঃ॥"

সাধনার প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া সাধক বলিতেছেন আমি তোমার। 'ইতঃপূর্ব্বং মনোবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ' সকলি তোমার পায়ে সমর্পণ করিয়াছি, তুমি কৃপায় আমাকে আত্মসাৎ কর। কত জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া কত পথ ঘুরিয়া এই বৃন্দাবনের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়া আছি, আমায় ডাকিয়া লও।

দ্বিতীয় সোপানে সাধক বলেন তুমি আমার। আমায় পায়ে দলিয়া যাও, দেখা না দিয়া মরমে যাতনা দাও, তথাপি হে জীবনাধিক, তুমি আমার, তুমি আমারই।

প্রথম ভাবটী তদীয়া রতি, দ্বিতীয় ভাবটী মদীয়া রতি নামে পরিচিত। এই মদীয়া রতিই ব্রজের গোপীভাব, এই ভাবেরই চরম পরিণতি মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী। মদীয়া রতির চরম ও পরম পরিণতিতে শক্তিমান শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, 'দেহি পদপল্লব' বলিয়া শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমানের এই মধুর লীলাবিলাসই শ্রীগীতগোবিন্দের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। ইহাই শৃঙ্গাররসের শেষ কথা।

মিলনেই রসানুভূতির স্ফূর্ত্তি। কিন্তু জয়দেবগোস্বামী মিলনের পর বিরহ, এবং বিরহের পর মিলনে যে মাধুর্য্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা, শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষাও কবিত্বাংশে উচ্চ বলিয়া মনে হয়। বিরহে মিলনের পূর্ব্বস্মৃতি এবং বর্ত্তমানের বেদনা একত্র মিলিত হইয়াছে, ভবিষ্য মিলনের মধুরতম স্ফূর্ত্তি জাগিয়া উঠিয়া ক্ষণে ক্ষণে তন্ময়তা আনিয়া দিতেছে। শ্রীমতীর কথায় কবি বলিতেছেন—

"মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥"

এই অপূর্ব্ব তন্ময়তায় মনে হইতেছে আমিই তুমি, আমিই কৃষ্ণ। এই যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত, ইহা তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গ্রহণ করিলেও শ্রীমদ্ভাগবতে শক্তিমান পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গাইয়া শক্তির এই বিরহের ব্যথা অপনোদন করেন নাই। ভাগবতে রাধিকা বিরহের পর কৃষ্ণের দর্শন পাইয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করেন নাই। তাই বলিয়াছি গীতগোবিন্দে শৃঙ্গার-রস-বিলাসের চরম অভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবগণ বলেন গোপীভাব ভিন্ন এই ভজনের, শৃঙ্গার-রসোপাসনার অধিকার জন্মে না। পূর্ব্বে যে বাহির ও ভিতরের মিলনের কথা বলিয়াছি, গোপীভাবই সেই মিলনের ভূমি। সন্ধিনী শক্তির কথা বলিয়াছি; থাকা অর্থাৎ অস্তিত্ব এই শক্তির একটা ভাব। আর সম্বিৎ বা চিৎ বা জ্ঞান শক্তির কাজ জানা। কে আছে এবং কে জানিতেছে সংসারে ইহারই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দ্বন্দ্ব থাকিলেই মিলন থাকিবে, গোপীভাবই সেই মিলনের ভূমি। কথাটা আর একদিক্ দিয়া ঘুরাইয়া বলি। সংসারে চারি প্রকারের ভক্ত আছেন, শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারি প্রকার ভক্ত। ইহার মধ্যে আর্ত্ত—যে পাইয়া হারাইয়াছে, অর্থাৎ নষ্ট বস্তু পুনঃপ্রাপ্তির কামনা যাহার হইয়াছে। জিজ্ঞাসু—যে জানিতে চাহে। অর্থার্থী—যে অর্থ চাহে। আর জ্ঞানী—যিনি সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে জানিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আর্ত্ত এবং অর্থার্থী প্রায় এক শ্রেণীর, ইঁহারা বাহিরের। আর জিজ্ঞাসু ও

জ্ঞানী, ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও শ্রেণীতে ঐক্য আছে, ইহাঁরা ভিতরের। গোপীভাবে তত্ত্বের দিক্ দিয়া এই ভিতর বাহির এক হইলেও গোপীভাব এই দুই স্তর ছাড়াইয়া এক অভিনব সোপানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। উপরের ঐ চারি শ্রেণীর ভক্তই কম বেশী আপনার দিক্‌টাই দেখিয়াছেন, কেহ বলেন নাই যে, হে আনন্দস্বরূপ, তুমি আনন্দিত হও! গোপীগণ সেই কথাই বলিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটীগুণ॥
গোপীর দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তা সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়িল সুখ পড়িল বিরোধ
এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত
এই মত অন্য অন্যে পড়ে হুড়াহুড়ি।
অন্য অন্যে বাড়ে সুখ কেহ নাহি মুড়ি।

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপগুণে।
তার সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব এই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে॥

*　　*　　*　　*

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন॥
গোপীপ্রেম করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়য়ে প্রেমে হয় মহাতুষ্টি॥
প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাহা নাহি নিজ সুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাহা তাহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥

*　　*　　*　　*

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥
কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী"॥

১১

রসোপাসনা

প্রশ্ন উঠিতে পারে—কেন এই শৃঙ্গাররসসম্বন্ধের উপাসনা করিব? উত্তরে বৈষ্ণবগণ বলেন, আনন্দ লাভের এমন পন্থা আর নাই। পার্থিব আনন্দের মধ্যে যেমন যৌনসিক আনন্দই শ্রেষ্ঠ তেমনি ভগবদ্-ভজনে এই

মধুর ভজনই শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবগণ এ আনন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ মনে করেন। এই আনন্দ কি বস্তু, কেহ বলিতে পারে না, ইহা মূকাস্বাদনবৎ। এ আনন্দ অনুভবগম্য। বিদ্যাপতি বলিয়াছেন 'যত যত রসিকজন রস-অনুমগন অনুভব কাহু ন পেখ'। কেহ তো দেখে নাই, তবে রসিকের অনুভূতিই জানে যে রসাস্বাদন কি বস্তু, কি সে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। পূর্বে যে সৎ চিৎ আনন্দের কথা বলিয়াছি, তাহার সঙ্গে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির কতকটা তুলনা হইতে পারে। আমি আছি, বিশ্ব আছে, ইহাই জাগ্রতের অবস্থা। আমি জানিতেছি, ইহাই স্বপ্নের অবস্থা। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখি—কিন্তু জাগিয়া এ জ্ঞান হয় যে স্বপ্ন দেখিয়াছি। ইহার পরই সুষুপ্তি—স্বপ্নহীন গাঢ় নিদ্রা। আনন্দের অবস্থা বুঝাইতে গিয়া অনেকে এই সুষুপ্তির উদাহরণ দেন। অবশ্য এই গাঢ় নিদ্রার পরও আমি যে বেশ ঘুমাইয়াছি এ বোধ থাকে। লৌকিক আনন্দেও তেমনি আমি আনন্দিত হইয়াছি হয়তো এরূপ একটা অনুভূতি থাকে। ইহার পরের অবস্থা তুরীয় নামে কথিত হয়। উপনিষদ ব্রহ্মানন্দের উদাহরণ দিতে গিয়া সুষুপ্তির আনন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়ের এবং মনের কোনো কার্য্য থাকে না। কিন্তু কোনো বৃত্তিকারে আকারিত না হইলেও বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে, সেই নির্ম্মল বুদ্ধিতে চিৎ প্রতিবিম্ব স্ফুরিত হয়। তবে বুদ্ধি তখনো মলিন সত্ত্বপ্রধানা বলিয়া তুরীয়ানন্দের অনুভূতি পায় না। সুষুপ্তির এই অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মানন্দের কথা বুঝাইতে গিয়া উপনিষদ জায়াপতির একাত্মতার উদাহরণ দিয়াছেন। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—

"তদ্বা অস্যৈ তদতিচ্ছন্দা অপহত পাপ্মা ভয়রূপম্। তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্। তদ্বা অস্যৈ তদাপ্তকামমাত্মকামমকামরূপং শোকান্তরম।" (৪।৩।২১)

উপনিষদের মতে সর্ব্বাত্মভাবই মোক্ষ। কামাতীত এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ও অবিদ্যাবর্জ্জিত ইহার রূপ। যেমন প্রিয়া স্ত্রী কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া পুরুষের কোনোরূপ বাহ্য বা বেদনা অর্থাৎ সুখ দুঃখের বোধ থাকেনা, তেমনি সুষুপ্তাবস্থায় প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গিত জীবও বাহ্য এবং অভ্যন্তর উভয় জগতই ভুলিয়া থাকে। আনন্দই এই উভয় অবস্থার একমাত্র স্বরূপ। বৌদ্ধধর্ম্মে এই আনন্দই শূন্যবাদ নামে অভিহিত হয়। ধর্ম্ম সাধ্য, বুদ্ধ সাধন অর্থাৎ উপায়, আর সংঘ আশ্রয়। ধর্ম্ম ধৃ ধাতু ধারণে—যিনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। গীতার—জীব প্রকৃতি—যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ—স্মরণ করুন। জগৎ প্রসব এবং ধারণ প্রকৃতির অর্থাৎ নারীশক্তির কাজ। অতএব বৌদ্ধমতে ধর্ম্ম নারী। ইহার সঙ্গে বুদ্ধের মিলনে যে আনন্দ হয় তাহাই শূন্য।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি ব্রহ্মানন্দের উপমা দিতে গিয়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই! যত পার্থক্যই থাকুক, তবু তিনি যোষিৎ আনন্দের সঙ্গে—শৃঙ্গাররসবিলাসের সঙ্গেই—তাহাকে উপমিত করিয়াছেন। অবশ্য ইহার সঙ্গে গোপীভাবের পার্থক্য আছে। গোপীগণ ভাবানন্দে কেবল যে বাহ্য অভ্যন্তর বিস্মৃত হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা অন্তর বাহির এক করিয়া বলিতেছেন "ভগবান তুমিই আনন্দিত হও! আমাকে ভোগ করিয়া আমার যাহা কিছু আছে লইয়া তুমি সুখী হও! আমার মধ্যে আসিয়া তুমি উল্লসিত হও! আমার বলিতে তো কিছু নাই, তোমাকে লইয়াই তো আমি, অতএব আমার মধ্যে তোমার যাহা কিছু আছে, তুমি গ্রহণ কর। হে রসস্বরূপ, তোমার যে রসে আমি রসিকা, সে রস তুমি ভিন্ন আর কাহাকে দান করিব? হে জগদেকনায়ক, তোমাকে পাওয়াইয়াই—তোমার প্রাপ্তিতেই আমাকে সার্থক কর।" গীতগোবিন্দ এই মহাভাবেরই অমৃতপ্রস্রবণ।

পৃথিবীর অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও এই ভাবের আভাষ পাওয়া যায়। য়িহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে 'সলোমনের পরমগীত' নামে একটী অংশের মধ্যে দেখিতে পাই—

"তুমি নিজ মুখের চুম্বনে আমায় চুম্বন কর, কারণ তোমার প্রেম দ্রাক্ষারস হইতেও উত্তম। তোমার সুগন্ধিতৈল সৌরভে উৎকৃষ্ট, তোমার নাম সেচিত সুগন্ধিতৈলস্বরূপ। এই জন্য কুমারীগণ তোমায় প্রেম করে। আমাদের আকর্ষণ কর, আমরা তোমার পশ্চাতে দৌড়িব। রাজা আপন অন্তঃপুরে আনিয়াছেন। আমরা তোমাতে উল্লসিত হইব আনন্দ করিব। দ্রাক্ষারস হইতেও তোমার প্রেমের অধিক উল্লেখ করিব। লোকে ন্যায়তঃ তোমাকে প্রেম করে। আমার প্রিয় আমার কাছে গন্ধরস-তরু-গুচ্ছবৎ, যাহা আমার কুচযুগের মধ্যে থাকে। আমার প্রিয় আমারই,—আমি তাঁহারই।"

মুসলমান সাধকগণের মধ্যে 'মালামৎ' নামে একটী সম্প্রদায় আছে। এই সম্প্রদায়ের কোনো কোনো সাধুর মুখে পারস্য কবি সাদীর একটী গজল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। গজলটীর ভাবার্থ এইরূপ—

"উচ্চ গিরিশিখরের উপরে একটী মন্দির আমি জানি। অতি ধীর পবনও তথায় যাইতে শঙ্কিত হয়। আকাশের অশনি সেই মন্দির হইতে আমার প্রিয়তমার সংবাদ আনিয়া দিবে। সেই শিখর-সমতলে আমার পরাণপুতলী আমার সুন্দরী পরী অবস্থিতি করেন। পক্ষী, আমার সংবাদ সেখানে লইয়া যাও। সূর্য্যকিরণও তাহার রূপে ম্লান হইয়া যায়। তিনি যদি দয়া করিয়া সুধান—বলিও, প্রাণ দিয়াও আমি তাঁহার করুণা ভিক্ষা করি। বলিও, হে সুন্দরি, তুমি সর্ব্বদাই আছ আবার নাই এই দ্বন্দ্বের মধ্যে নিশিদিন তোমার মধুর স্মৃতি আমার হৃদয়-পথে গতাগতি করে। তোমায় দেখিতে পাই না এ দুখ রাখিবার স্থান

নাই। তুমি দয়া না করিলে আমার এমন কি যোগ্যতা যে তোমায় দেখিব? তোমার অকৃপায় অনল আমার পথরোধ করে। বলিও আমি মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ, আর তুমি কি না নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছ। আমি তোমার স্বপ্ন দেখি—শুধু তোমারই মাত্র।

"বলিও, আমি তোমারই, আমায় দয়া করিয়া ভালবাস, আর নয় তো তোমার প্রতি আমার প্রেম হৃদয় হইতে কাড়িয়া লও। বলিও, সৌন্দর্য্য-ময়ি! কি তোমার রূপ, ঘোমটার ভিতর হইতেও তোমার মুখকান্তি আমায় আপ্যায়িত করিতেছে।

"যদি জিজ্ঞাসা করেন, সাদী কে? তাহার কি যোগ্যতা যে আমার প্রেমের কথা কয়? বলিও সাদী তোমার ক্রীতদাস, সাদী অন্তরে বাহিরে তোমারই একান্ত অনুগত ভক্ত সেবক।"

মুসলমান স্ফী সম্প্রদায়ের সাধক ও কবিগণের নাম জগদ্বিখ্যাত। সাদী তাঁহাদেরই এক জন। স্ফীগণ শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত। কবি যেন প্রণয়ী ভাবে ঈশ্বরের ভজনা করিতেছেন। বঙ্গীয় মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে মার্ফতী নামে একটী সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণের মত নাগরীভাবেই ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। অবশ্য তাঁহাদের সাধন প্রণালী এবং ভাব সম্পূর্ণ পৃথক।

ভক্ত সাধক কবীর বলিতেছেন—

নৈহরবা হমকো নহি ভাবে।
সাঁঈ কী নগরী পরম অতি সুন্দর
জহ কোই জায় ন আবে॥
চাদ সূরজ জহঁ পবন ন পানী
কো সন্দেশ পঁহুছাবে।
দরদ মহ সাঁঈ কো শুনাবে॥

আগ চল পংথ নাহি সূঝৈ
রাহ ন ঠহরণ যাবে।
কেহি বিধি সাঁঈ ঘর জাউ মোরী সজনী,
বিরহ জোর জানাবে॥
বিন সাঁঈ ঐসন পংহি কোঈ
জো য়হ রাহ বতাবে।
কহত কবীর সুনো ভাই প্যারে
কৈসে প্রীতম পাবে॥
তপন য়হ জিয় কে বুঝাবে॥

(শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কৃত সংস্করণ হইতে)

"সখি, আর তো ভাল লাগে না। আমার স্বামীর দিব্য নগরী অতি সুন্দর, সেখানে কেহ গেলে আর ফেরে না। সেখানে চন্দ্র সূর্য্য বায়ু জলও যাইতে পারে না—কে বার্ত্তা পৌঁছাইয়া দিবে? আমার দরদ স্বামীকে শুনাইবে? আগে চলিব কি, পথ চিনি না, অথচ পথে থামিতেও পারিতেছি না। সজনি, কি উপায়ে স্বামীগৃহে যাইব? বিরহ বাড়িতেছে। স্বামী বিনা এমন কেহ নাই যে পথের সন্ধান বলিয়া দিবে। কবীর কহিতেছে, শুন ভাই প্রিয়, কিরূপে প্রীতমকে পাইব, তপ্ত-জীউকে শান্ত করিব?"

জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বহু সাধক এই পথের পথিক হইয়াছেন। কিন্তু পথ এক হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের এই ধারা, এই ভাব সম্পূর্ণ অভিনব। ভগবানকে এমন করিয়া আপনার জন বলিয়া বুঝি বা আর কেহ ভাবে নাই, এমন প্রীতির বাঁধনে বুঝি বা আর কেহ বাঁধে নাই। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন—

"যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" ; গোপীভাবে মুগ্ধ হইয়া রাসোৎসবের শেষে শ্রীমদ্ভাগবতে বলিলেন—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"

'নিরুপাধি ভজনপরায়ণা মুগ্ধে।
রে সখি! যে মহাভাব বৈদগ্ধ্যে॥
দুর্জ্জর আবাস শৃঙ্খল করি ভঙ্গ।
নিরমল রাগে দান দেয়লি সঙ্গ॥
তুয়া সবাকার ও নিজ সাধুকৃত্য।
সবা সাধু স্বভাবে সফল হউ নিত্য॥
যো যৈছে ভজে হাম ভজিব সেরূপ।
সো নিজ মুখবাণী ভৈ বৈরূপ॥
অশকত প্রতিদানে মুই প্রেমাধীন।
রহি গেল সবাপাশ নব্ধ গুরুঋণ॥"

পরিশিষ্ট

"সেকশুভোদয়া" নামক গ্রন্থে জয়দেব ও পদ্মাবতীর বিষয়ে একটী গল্প আছে। সুহৃদ্বর শ্রীমান্ সুকুমার সেন এম, এ; পি, আর, এস্, সম্পাদিত "সেকশুভোদয়া" হইতে গল্পটী তুলিয়া দিতেছি।

সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনের সভায় একদিন এক গুণী আসিয়া বলিলেন "আমার নাম বুঢ়ন মিশ্র, সঙ্গীত এবং শাস্ত্র উভয়তঃই আমার সমান পাণ্ডিত্য। আমি উড়িষ্যা জয় করিয়া রাজা কপিলেন্দ্রদেবের নিকট জয়পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।" শুনিয়া সেক বলিলেন, "একটা রাগ আলাপ করুন।" তাহাতে বুঢ়নমিশ্র পঠমঞ্জরী রাগ আলাপ করিলেন, অমনি নিকটবর্ত্তী অশ্বত্থ বৃক্ষের পাতাগুলি সব খসিয়া পড়িল। লোক সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; সম্রাট্ জয়পত্র দিতে উদ্যত হইলেন; বাজনা বাজিতে লাগিল। পদ্মাবতী গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, শব্দ শুনিয়া সভায় আসিয়া বলিলেন, "আমি এবং আমার স্বামী বর্ত্তমানে জয়পত্র লইবে কে? আপনারা আমার স্বামীকে সংবাদ দিউন।" সেক বলিলেন, "তাঁহার কথা পরে হইবে, এখন আপনি একটা রাগালাপ করুন।" সেকের কথায় পদ্মাবতী গান্ধার রাগ আলাপ করিলেন। গঙ্গায় যত নৌকা নোঙ্গর করা ছিল, সব উজানে চলিতে লাগিল। সকলেই বলিল, "কি আশ্চর্য্য! গাছ তো তবু সজীব, বুঢ়নের গানে তার পাতা খসিয়াছে, আর এ যে নির্জ্জীব নৌকা উজানে বহিল!" সেক বুঢ়ন মিশ্রকে বলিলেন "আপনাদের দুইজনে কে জেতা শাস্ত্র বিচারে তাহা নির্দ্ধারিত হউক।" বুঢ়ন বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিচার করি না। এ রাজ্যে দেখিতেছি পুরুষেরা মূর্খ।" এই কথা শুনিয়া পদ্মাবতী দাসী পাঠাইয়া দিলেন; সংবাদ পাইয়া জয়দেব আসিলেন।

জয়দেব বলিলেন "গাছের পাতা খসিয়া পড়িল, এ আর আশ্চর্য্য কি ? বসন্তকালে তো গাছের পাতা আপনা আপনি খসিয়া পড়ে।" সেক বলিলেন "তা পড়ে কিন্তু একেবারে সব পাতাগুলি তো একদিনেই খসে না!" তখন জয়দেব বলিলেন "আচ্ছা, ঐ গাছটায় পুনরায় নূতন পাতা যাহাতে গজায় উনি তার ব্যবস্থা করুন।" বুঢ়ন মিশ্র বলিলেন—"আমি পারিব না।" সেক জয়দেবকে বলিলেন "আপনি পারেন ?" জয়দেব বলিলেন "পারি" এই বলিয়া তিনি বসন্ত রাগ আলাপ করিলেন ; অমনি গাছটী নূতন পত্রে ভরিয়া উঠিল। বুঢ়নমিশ্র পরাজয় স্বীকার করিলেন। সভাতে জয়দেবের খুব প্রশংসা হইল।

ইহাই সেকশুভোদয়ার গল্পের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। এই গ্রন্থে জয়দেবের মিশ্র উপাধি দেখিতে পাই। সেকশুভোদয়ার বয়স প্রায় চারশত বৎসরের কম হইবে না। কপিলেন্দ্রদেব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উড়িষ্যার রাজা ছিলেন।

বনমালী দাস জয়দেবচরিত্রে লিখিয়াছেন—কবি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন। যাতায়াতে তাঁহার কষ্ট দেখিয়া গঙ্গাদেবী জয়দেবকে বলেন, এত কষ্ট করিয়া তুমি আর গঙ্গাস্নানে আসিও না।

কেন্দুবিল্বের দক্ষিণে কদম্বখণ্ডিতে।
অজয়ে উজান যাব তোমার নিমিত্তে॥
কালি হৈতে তুমি না আসিবে এতদূর।
কদম্বখণ্ডিতে স্নান করিহ ঠাকুর॥

তৎপরদিন পৌষ-সংক্রান্তি ছিল। ঐ দিন কদম্বখণ্ডির ঘাটে অজয়ে উজান বাহিয়া গঙ্গা আগমন করেন। অপিচ তিনি—

হেনকালে দুই বাহু শঙ্খ উত্তোলন।
কদম্বখণ্ডির ঘাটে দিলা দরশন॥

এই ভাবেও দর্শন দেন। তখন হইতেই প্রতিবৎসর কেন্দুবিল্বে পৌষ সংক্রান্তির দিন একটী মেলা বসে। বর্ত্তমানে মেলায় প্রথম তিন দিন খুব ভীড় হয়, তাহার পরেও মেলা প্রায় একমাস থাকে। লক্ষ্য করিবার বিষয় পৌষ-সংক্রান্তির পর হইতে লক্ষ্মণ সংবতের নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ হয়। লসংএর বর্ষারম্ভের সঙ্গে কেন্দুবিল্বের মেলার কোনো সম্বন্ধ আছে কি না, অনুসন্ধানের বিষয়।

সংস্কৃত ভক্তমালের একটী গল্প এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। কোনো সময় জয়দেব শিষ্যবাড়ী হইতে টাকা কড়ি লইয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন, পথে দস্যুতে তাঁর সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া হাত পা কাটিয়া দেয়। পুরীর রাজা মৃগয়ায় গিয়া তাঁহাকে সেই অবস্থায় পাইয়া গৃহে লইয়া আসেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। একদিন পূর্ব্বোক্ত দস্যুদল মালা তিলক পরিয়া বৈষ্ণব সাজিয়া জয়দেবের বাড়ীতে অতিথি হয়। জয়দেব রাজাকে বলিয়া প্রচুর ধন দেওয়াইয়া তাঁদের বিদায় করেন। পথে রাজার প্রেরিত বাহকেরা তাহাদের এত সম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দস্যুদল বলে যে জয়দেব মস্ত চোর; এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে চুরী করায় কর্ণাট রাজের বিচারে তার প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয়, আমরা তাকে রক্ষা করি; আমাদের নিকট যথেষ্ট ঘুস পাইয়া ঘাতকেরা মাত্র হাত পা কাটিয়া লইয়া জয়দেবকে ছাড়িয়া দেয়। যেমন এই মিথ্যা কথা বলা অমনি ঐ চোরদের মাথায় কড় কড় শব্দে বাজ ডাকিয়া পড়িল। বাহকেরা জয়দেবের নিকট আসিয়া এই সব কথা বলায় তিনি দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার এই সহৃদয়তার ফলে ভগবানের কৃপায় হাত পা পূর্ব্বের মত হইল।

সংস্কৃত ভক্তমালে আর একটী প্রবাদের কথা আছে যে পুরীর রাজা নিজে একখানা গীতগোবিন্দ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ গ্রন্থ জগন্নাথের প্রিয়, পরীক্ষার জন্য গ্রন্থ দুইখানা মন্দিরে রাখিয়া দিলে জয়দেবের গ্রন্থ

উপরে ও রাজার গ্রন্থ নীচে স্থান প্রাপ্ত হয়। তাহাতে পুরীরাজ দুঃখিত হইলে দৈববাণী হয়—

"জয়দেব কৃতগ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে।
তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে॥"

মনে হয় এই প্রবাদে সত্যতা আছে। গজপতিরাজ-পুরুষোত্তমদেব কৃত একখানি গীতগোবিন্দের পরিচয় পাওয়া যায়, গ্রন্থখানির নাম 'অভিনব গীতগোবিন্দ'। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের অন্যতম কর্ম্মসচিব রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকও গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত। যাহা হউক বোম্বাইএর ছাপা গীতগোবিন্দে কিন্তু বারটী শ্লোক (তিনটী শ্লোকের বারটী চরণ) অতিরিক্ত পাওয়া যায়। দৈববাণীর বার শ্লোক কি ইহারই ইঙ্গিত করিতেছে ?

জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য ধর্ম্মগ্রন্থরূপে পাঠের ব্যবস্থা কোন্ সময়ে হইয়াছিল, নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। তবে মন্দিরস্থিত ১৪৯৯ খৃঃ একটী লিপিতে এই ব্যবস্থার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার সংস্করণের সঙ্গে বোম্বাইএর নির্ণয়সাগর যন্ত্রে মুদ্রিত পুঁথির পাঠভেদের উদাহরণ দিতেছি।

বঙ্গীয় সংস্করণের একাদশ সর্গের "ভজন্ত্যাস্তল্লান্তং" এই শ্লোকের পর নির্ণয়সাগরের পুস্তকে এই শ্লোকটী আছে।—

"সানন্দং নন্দসূনুর্দিশতু মিতিপরং সংমদং মন্দমন্দং
রাধামাধায় বাহ্বোর্বিবরমনু দৃঢ়ং পীড়য়ন্ প্রীতিযোগাৎ।
তুঙ্গৌ তস্যা উরোজাবতনু বরতনোর্নির্গতৌ মাস্ম ভূতাং
পৃষ্ঠং নির্ভিদ্য তস্মাদ্বহিরিতি বলিতগ্রীবমালোকয়ন্ বঃ"॥

বঙ্গীয়সংস্করণের একাদশসর্গোক্ত "জয়শ্রীবিন্যস্তৈঃ" এই শ্লোকের পর নির্ণয় সাগরের পুস্তকে এই শ্লোকটী আছে।—

"সৌন্দর্য্যৈকনিধেরনঙ্গললনালাবণ্যলীলাপুষো
রাধায়া হৃদিপল্বলে মনসিজক্রীড়ৈকরঙ্গস্থলে।
রম্যোরোজসরোজ খেলনরসিত্বাদাত্মনঃ খ্যাপয়ন্
ধ্যাতুর্মানসরাজহংসনিভতাং দেয়ান্মুকুন্দো মুদং॥"

নীচের শ্লোকটী কোনো কোনো টীকাকার ব্যাখ্যা করেন নাই। কোনো সর্গেই আশীর্ব্বাদ শ্লোক দুইটী নাই। সুতরাং বঙ্গীয় সংস্করণে দ্বাদশ সর্গোক্ত এ শ্লোকটীও প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

ত্বামপ্রাপ্য ময়ি স্বয়ংবরপরাং ক্ষীরোদতীরোদরে।
শঙ্কে সুন্দরি কাল-কূটমপিবন্মূঢ়ো মৃড়ানীপতিঃ।
ইত্থং পূর্ব্বকথাভিরন্যমনসো নিক্ষিপ্য বক্ষোঞ্চলং
রাধায়াস্তনকোরকোপরি মিলন্নেত্রো হরিঃ পাতু বঃ॥

দ্বাদশ সর্গে (বঙ্গীয় সংস্করণে) কবির পরিচয়েই গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। কিন্তু নির্ণয় সাগরের পুস্তকে তারপরেও এই শ্লোকটী আছে—

"ইত্থং কেলিততীর্বিহৃত্য যমুনাকূলে সমং রাধয়া
তদ্রোমাবলি মৌক্তিকাবলিযুগে বেণীভ্রমং বিভ্রতি।
তত্রাহ্লাদিকুচপ্রয়াগফলয়োর্লিপ্সাবতো র্হস্তয়ো
র্ব্যাপারাঃ পুরুষোত্তমস্য দদতু স্ফীতাং মুদাং সম্পদম্॥

গীতগোবিন্দের টীকা ও অনুকরণে রচিত গ্রন্থের একটা তালিকা দিলাম। এই তালিকাটী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম, এ, বি, এল, ডি, লিট্ মহাশয় এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম, এ, মহাশয় এই তালিকা দেখিয়া দিয়াছেন। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট কিছু নূতন উপকরণ পাওয়া গিয়াছে। এজন্য ইহাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

প্রসিদ্ধ বলিয়া আমরা তাঁহার টীকার [illegible]। তাঁহার বিষয় পূজা[রী] গোস্বামীর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। মাত্র এইটুকু জানা যায় তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোবিন্দজীউর মন্দিরের পূজারী ছিলেন, এ[বং] চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামীর নিকট গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

গীতগোবিন্দের যে টীকাগুলির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—

	টীকার নাম	টীকাকারের নাম
১।	বচন মালিকা	
২।	ভাব-বিভাবিনী	উদয়নাচার্য্য
৩।	রসিক-প্রিয়া	রাণা কুম্ভ
৪।	গঙ্গা	কৃষ্ণদাস
৫।	অর্থ-রত্নাবলী	গোপাল
৬।	পদদ্যোতনিকা	নারায়ণভট্ট
৭।	সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী	নারায়ণদাস
৮।	টীকা	পীতাম্বর
৯।	রস-কদম্ব-কল্লোলিনী	ভগবদ্দাস
১০।	টীকা	ভাবাচার্য্য
১১।	,,	মানাঙ্ক
১২।	মাধুরী	রামতারণ
১৩।	টীকা	রামদত্ত
১৪।	সানন্দ-গোবিন্দ	রূপদেব পণ্ডিত

১৫।	টীকা	লক্ষ্মণভট্ট
১৬।	টীকা	বনমালী দাস
১৭।	প্রথমাষ্টপদী-বিবৃতি	বিঠ্ঠল দীক্ষিত
১৮।	শ্রুতিরিঞ্জনী	বিশ্বেশ্বর ভট্ট
১৯।	রসমঞ্জরী	শঙ্করমিশ্র
২০।	টীকা	শালিনাথ
২১।	সাহিত্য-রত্নাকর	শেষরত্নাকর
২২।	পদভাবার্থ-চন্দ্রিকা	শ্রীকান্তমিশ্র
২৩।	টীকা	শ্রীহর্ষ
২৪।	গীতগোবিন্দ-তিলকোত্তম	হৃদয়াভরণ
২৫।	সাহিত্য-রত্নমালা	মেঙ্গনাথ-পুত্র শেষকমলাকর
২৬।	টীকা	কুমার খাঁ
২৭।	সারদীপিকা	জগৎহরি
২৮।	গীতগোবিন্দ-প্রবোধ	রামভদ্রের পুত্র রামকান্ত
২৯।	শ্রুতিরঞ্জিনী	কোণ্ডুভট্টের ভ্রাতা যজ্ঞেশ্বরের পুত্র লক্ষ্মীধর বা লক্ষ্মণ
৩০।	অনুপোদয়	অনূপ সিংহ
৩১।	টীকা	চিদানন্দ ভিক্ষু
৩২।	টীকা	ধ্বতিকর
৩৩।	পদাভিনয়-মঞ্জরী	গড়ার অর্জ্জুনদাসের পুত্র চন্দ্রসাহি কর্তৃক পালিত বাসুদেব বাচাসুন্দর
৩৪।	শশিলেখা	ভবেশের পুত্র মিথিলার কৃষ্ণদত্ত

৩৫।	ভাবার্থ-দীপিকা	চৈতন্যদাস
৩৬।	শ্রুতিসার-রঞ্জিনী	তিরুমলরাজ
৩৭।	বালবোধিনী	পূজারী গোস্বামী

কৃষ্ণদত্তের টীকায় কৃষ্ণপক্ষ ও শিবপক্ষ দুইরূপ ব্যাখ্যা আছে।

ইহার মধ্যে কয়েকখানি মাত্র টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। বাকী টী গুলির নাম Aufrecht মহোদয় প্রণীত Catalogus Catalogor গ্রন্থে পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণ—

১।	গীতগৌরীশ বা গীতগৌরীপতি	ভানুদত্ত কবিচক্রবর্ত্তী
২।	গীতগঙ্গাধর	কল্যাণ
৩।	গীতগিরীশ	রাম ভট্ট
৪।	গীতদিগম্বর	বংশমুনি (মিথিলা)
৫।	গীতরাঘব	ভূধরের পুত্র প্রভাকর
৬।	রামগীতগোবিন্দ	গয়াদীন
৭।	গীতগৌরী	তিরুমলরাজ
৮।	গীতরাঘব	হরিশঙ্কর
৯।	গীতগোপাল	সম্রাট জাহাঙ্গীরের সম-সাময়ি সিংহ দলন রায় পৃষ্ঠপোষি চতুর্ভুজ
১০।	অভিনব গীতগোবিন্দ	গজপতিরাজ পুরুষোত্তম দেব
১১।	জানকীগীত	শ্রীহরি আচার্য্য
১২।	গীতশঙ্করীয়	জয়নারায়ণ ঘোষাল
১৩।	পঞ্চাধ্যায়ী (হিন্দী কাব্য),	নন্দদাস

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্

প্রথমঃ সর্গঃ

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ ১ ॥

বালবোধিনী টীকা

শ্রীচৈতন্যকৃপাসীধুকণোন্মত্তেন কেনচিৎ।
টীকা সংগৃহ্যতে গীতগোবিন্দস্য সমাসতঃ ॥
স্বয়ং বোদ্ধুমভিপ্রায়ং জয়দেবমহামতেঃ।
ক্রমেণোপক্রমাদেষা গ্রথ্যতে বালবোধিনী ॥

অনুবাদ

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন; বনভূমিও তমালতরুনিকরে শ্যামা
হইয়াছে। (তাহাতে আবার) রাত্রিকাল; (ইহাই অভিসারের উ
সময়। পূর্ব্বরাত্রে অন্যানায়িকা সঙ্গহেতু অপরাধভীত শ্রীকৃষ্ণ তো
সম্মুখবর্ত্তী হইতে পারিতেছেন না, তিনি পথিপার্শ্বে অপেক্ষা করিতে
অতএব) হে রাধে, ভীরু শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া কুঞ্জগৃহে গমন কর। এই

অত্র ব্যাকরণাদীনাং গ্রন্থবাহুল্যভীতিতঃ।
বিবৃতি র্ন কৃতা সাতু জ্ঞেয়া গ্রন্থান্তরে বুধৈঃ॥
বোদ্ধব্যো বালবোধিন্যাং শব্দার্থঃ শব্দবেদিভিঃ।
ভাবার্থদীপিকায়াঞ্চ ভাবো ভাবার্থলোলুপৈঃ॥

অথ শ্রীরাধামাধবয়োর্বিজনকেলিবর্ণনময়ং শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যং প্রবন্ধমারভমাণস্তত্র চ তয়োঃ সর্ব্বোত্তমতাং নিশ্চিন্বানঃ শ্রীমান্ জয়দেবনামা কবিরাজস্তমালবনতমঃপুঞ্জকুঞ্জসদনাদ্বহিঃ স্থিতয়োস্তত্র প্রবেশায় গদিতশ্রীরাধিকাসখীবচনমনুস্মরংস্তদেব মঙ্গলমাচরতি। তদ্বর্ণনময়ত্বাৎ প্রবন্ধোঽয়ং মঙ্গলরূপ ইতি চ বিজ্ঞাপয়তি মেঘৈরিতি। শ্রীরাধামাধবয়োঃ রহঃ কেলয়ো জয়ন্তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে। শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বেন সর্ব্বাবতারেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বাৎ শ্রীরাধিকায়াশ্চ সর্ব্বলক্ষ্মীময়িত্বেনাস্য সর্ব্বপ্রেয়সীভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাচ্চ। যথোক্তং শ্রীসূতেন,—এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। তথা চ বৃহদ্গৌতমীয়ে—দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃসংমোহিনী পরেতি। অতএবাস্মনোত্তমং বিঘ্নান্ বিধূয় সংপাদয়ন্ত্বিত্যর্থঃ। ভগবতঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষত্বাৎ কেলীনাং জয়কর্ত্তৃত্বং যুক্তমেব। উৎকর্ষপ্রতিপত্তিরেব জয়তেরর্থঃ। সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতিপত্তাবকর্ম্মকঃ যথা জয়তি রঘুবংশতিলক ইতি। ক্ব জয়ন্তি?—যমুনাকূলে। কিং লক্ষ্যীকৃত্য—প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং কুঞ্জোপলক্ষিতো দ্রুমঃ কুঞ্জদ্রুমঃ অধ্বনঃ কুঞ্জদ্রুমঃ অধ্বকুঞ্জদ্রুম স্তং লক্ষ্যীকৃত্য তত্রেত্যর্থঃ। কীদৃশয়োঃ—ইত্থমনেন প্রকারেণ নন্দয়তীতি নন্দঃ স চাসৌ নিদেশশ্চেতি স-

আনন্দজনক সখী-বাক্যে (উৎসাহিত হইয়া) শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইলেন। যমুনাকূলের পথি-পার্শ্বস্থ কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই বিজনকেলী জয়-যুক্ত হউক। (১)

নন্দনিদেশঃ শ্রীরাধিকায়াঃ সখীবচনং তস্মাচ্চলিতয়োঃ। নিদেশমাহ,—হে রাধে! যতোঽসৌ নক্তং ভীরুঃ পূর্ব্বরাত্রৌ ত্বাং বিহায়ান্যাভিঃ কৃতনৃত্যগীতাদ্য-পরাধতয়া ভীতঃ ত্বংকৃতবহুনায়িকাবল্লভতারোপণাশঙ্কী তস্মাত্ত্বমেবেমং তন্নিমিত্তানুভূতমর্ম্মব্যথং শ্রীকৃষ্ণং গৃহং মঞ্জুতরেত্যাদি বক্ষ্যমাণং কেলিসদনং প্রাপয় পুরঃ কেলিসদনমনুসরন্তী এতস্য কেলিসদনপ্রাপ্তাবনুকূলা ভবেতি। অথবা ত্বমেবেমং গৃহং প্রাপয় গৃহস্থং কুরু, ত্বয়ৈবায়ং গৃহিণীমানস্বিত্যর্থঃ। এবকারেণ সমবধারণেন অস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরেতি কুণ্ডিনবাসিজনানাং রুক্মিণীদেবীং প্রতি আশীর্ব্বচনং, ত্বমেব অস্য ভার্য্যা ভবেত্যাশীঃ সূচিতা। ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ইত্যুক্তেঃ। জ্যোৎস্নাবত্যামস্যাং জনাকুলায়াং ময়া কথমসৌ প্রবেশনীয়স্তত্র সময়ানুকূল্য-মাহ। মেঘৈরম্বরমাকাশং মেদুরং স্নিগ্ধং আচ্ছাদিতমিত্যর্থঃ। অস্য প্রিয়ামিলনেচ্ছোদ্ভূতমেঘাবৃতশ্চন্দ্র ইত্যর্থঃ। বনভুবস্তমালদ্রুমৈঃ শ্যামাঃ নিবিড়ান্ধকারেণ নৈব লক্ষিতাঃ ততোঽত্র ন কাপি শঙ্কেত্যর্থঃ। এতদনন্তর-মেবৈতল্লীলাবসরে সাপীদং বক্ষ্যতি অক্ষ্ণোর্নিক্ষিপদঞ্জনমিত্যাদিনা। ততো বিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে। তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয় ইতি শ্রীশুকোক্তিবৎ। জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপত্যো ইতি কাব্যপ্রকাশোক্তের্নমস্ক্রিয়া সূচিতা। শ্রীরাধামাধবয়ো রহঃ কেলয়োঽত্র প্রতিপাদ্যাঃ। অতো বস্তুনির্দ্দেশোঽপি। এবং পক্ষত্রয়প্রতিপাদনৈর্মহা-কাব্যমুক্তং। যথা কাব্যাদর্শে।—সর্গবন্ধঃ মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণং। আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশো বাপি তন্মুখমিতি॥ রাধামাধবয়োরিত্যনেন তয়োরন্যোন্যাব্যভিচারিবিদ্যোতমানতা সূচিতা। যথোক্তং ঋক্‌পরিশিষ্টে।—রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা ইত্যাদি। রাধামাধবয়োরিত্যত্র সমাসেন তয়োঃ পারস্পরবিদ্যোতমানতাব্যজ্যতে। শৃঙ্গাররসপ্রধানং হি কাব্যং শৃঙ্গাররসে স্ত্রিয়া এব প্রাধান্যং ইতি শ্রীরাধায়াঃ প্রাঙ্‌নির্দ্দেশঃ॥ ১॥

বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্॥ ২॥

এবমাদ্যৈকপদ্যসূচিতকেলিস্ফুরণোপস্থাপিতানন্দপূরপ্লাবিততান্তঃকরণতয়া উদ্যৎকারুণ্যেনাধুনিকভক্তজনানুগ্রহপরবশঃ সন্ কবিরেতদ্ব্যক্তীকরণায় প্রবন্ধেনানুসংদধদাত্মনস্তৎসামর্থ্যং সমর্থয়ন্নাহ—বাগ্‌দেবতেতি। জয়ং সর্ব্বোৎকৃষ্টং শ্রীকৃষ্ণং দেবয়তি দ্যোতয়তি স্বভক্ত্যা প্রকাশয়তীতি জয়দেবঃ, অতঃ স এব কবিস্তদ্বর্ণনকর্ত্তা। এতৎ শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যং প্রবন্ধং প্রকর্ষেণ বধ্যতে শ্রোতৃণাং হৃদয়মস্মিন্নিতি প্রবন্ধস্তং করোতি প্রকাশয়তি। শ্রোতৃহৃদয়বন্ধনশক্তিরস্য কথং স্যাৎ, অত আহ—শ্রীরত্র রাধা, বসুনা বংশেন দিব্যতীতি বসুদেবো হি শ্রীনন্দঃ, দ্রোণো বসূনাং প্রবর ইত্যুক্তেঃ; তস্যাপত্যং বাসুদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তয়োর্যাঃ রতিকেলিকথাস্তাভিঃ সহিতং তল্লীলাবিশেষবর্ণনরূপমিত্যর্থঃ। এবঞ্চৈতৎ কথময়ং কর্ত্তুং শক্নুয়াদত আহ—বাচাং বক্তব্যত্বেনোপস্থিতানাং তৎকেলিময়ীনাং দেবতা বক্তা প্রবর্ত্তকশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্তচ্চরিতেন চিত্ররূপেণ লিখিতং চিত্তরূপং সদ্ম মনোগৃহং যস্য সঃ ইন্দ্রিয়শক্তির্দেবতাধীনা নিজেষ্টদৈবতং বাগ্‌দেবতাত্বেন নিরূপিতমতএব তৎকর্ত্তৃকত্বং তত্রৈব পর্য্যবস্যেৎ; তথাচ চিত্তস্য ফলকত্বেন চরিত্রস্য চিত্রবিশেষত্বনিরূপণাদ্‌যথা চিত্রবিশেষঃ ফলকমধিষ্ঠায় স্বয়মেব প্রকাশয়তি তথাত্রাপীত্যর্থঃ। এবং বাচাং মনসশ্চ মাধবপরতোক্তা। এতাবতাপি কথং তচ্ছক্তিরতঃ কায়িকবৃত্তেঃ শ্রীরাধিকাপরত্বমাহ—পদ্মা

যাঁহার মনোমন্দির বাগ্দেবতার চরিত্রচিত্রে অলঙ্কৃত, যিনি কমলাচরণের শ্রেষ্ঠ পরিচারক, সেই জয়দেব কবি শ্রীবাসুদেব-রতিকেলীকথা সম্বলিত এই গ্রন্থ (গীতগোবিন্দ) রচনা করিলেন। (২)

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং।
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥ ৩॥

বিদ্যতে করে যস্যাঃ সা পদ্মাবতী শ্রীরাধা শরাবত্যাদীনামিত্যাদিগ্রহণাদ্দীর্ঘঃ। তস্যাশ্চরণয়োর্নিমিত্তভূতয়োরেব চারণচক্রবর্ত্তী নর্ত্তকশ্রেষ্ঠঃ নৃত্যাদিনা সদা তদারাধনতৎপর ইত্যর্থঃ। অনেন তৎপ্রধানোপাসনাত্মনো দর্শিতা॥ ২॥

এবমাত্মনস্তদ্‌যোগ্যতামাপাদ্য সিদ্ধেঽপি প্রতিজ্ঞাতেঽর্থে চিত্তবিনোদকত্বাভাবাৎ কদাচিন্মন্দজনাঃ শ্রদ্ধাং ন দধ্যুরিত্যধিকারিণোঽপি নিশ্চিন্বন্নাহ যদীতি। ভো ভক্তজন! যদি হরিস্মরণে শ্রীকৃষ্ণানুচিন্তনে মনঃ সরসং স্নিগ্ধং, যদি সবিলাসস্য রাসকুঞ্জাদিলীলায়াঃ কলাসু বৈদগ্ধীচারুচেষ্টাসু কুতূহলং কৌতুকমস্তি, তদা জয়দেবকবেঃ সরস্বতীং বাণীং শৃণু। কেষাঞ্চিৎ সামান্যস্মরণমাত্রে কেষাঞ্চিৎ বিশিষ্টরাসকুঞ্জাদিলীলাবকলনে ইত্যুভয়োরুপাদানম্। কীদৃশ্যসৌ যস্যা—এবাধিকারিণোঽপি নিশ্চিনোষীত্যাহ শৃঙ্গাররস প্রাধান্যাম্মধুরা ঝটিত্যর্থাবগতেঃ কোমলা গেয়ত্বাৎ কান্তা কমনীয়পদা পদাবলী পদশ্রেণী যস্যাস্তাং। এভিঃ পদ্যৈঃ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাঽধিকারিণোঽপি দর্শিতাঃ। রাধা-মাধবয়ো রহঃ কেলয়োঽত্রাভিধেয়াঃ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবঃ সম্বন্ধঃ। তৎকেলীনামনুমোদনজনিতানন্দানুভবঃ প্রয়োজনং এতদ্রসভাবিতান্তঃকরণোঽধিকারী॥ ৩॥

যদি হরিস্মরণে মনকে সরস করিবার বাসনা থাকে, যদি তাঁহার (বাসন্ত-রাসাদি) লীলাবিলাসের রস-চাতুর্য্য জানিবার কৌতুহল থাকে, তবে জয়দেব রচিত এই মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী শ্রবণ করুন। (৩)

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥৪॥

অথৈতদাবেশেনৈবান্যত্র প্রাকৃতবর্ণনপ্রায়তামালোক্যাত্মনঃ প্রৌঢ়িমা-বিষ্কুর্ব্বন্নাহ বাচ ইতি। উমাপতিধরনামা কবিঃ বাচঃ পল্লবয়তি বিস্তারয়তি মাত্রং, ন তু কাব্যগুণযুক্তাঃ করোতি, পল্লবগ্রাহিতা দোষোঽস্য। শরণনামা কবিঃ দুরূহস্য দুর্জ্ঞেয়স্য কাব্যস্য দ্রুতে শীঘ্ররচনে শ্লাঘ্যঃ, ন তু প্রসাদাদিগুণযুক্তে। শৃঙ্গার এবোত্তরঃ শ্রেষ্ঠো যত্র তস্য সৎপ্রমেয়স্য সামান্য-

কবি উমাপতিধর বাক্যকে পল্লবিত করেন। (অর্থাৎ রচনায় অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার বিস্তারেই সুদক্ষ, কিন্তু তাঁহার রচনা প্রকৃত কাব্যগুণযুক্ত নহে)। দুরূহ পদের দ্রুত রচনায় শরণ কবি প্রশংসনীয়। (কিন্তু সে রচনা প্রসাদাদি গুণ বর্জ্জিত)। শৃঙ্গাররসের সৎ এবং পরিমিত রচনায় আচার্য্য গোবর্দ্ধনের কেহ সমকক্ষ আছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। (কিন্তু সে শুধু সামান্য নায়কনায়িকাবর্ণনে এবং তাহাও আবার একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীবদ্ধ)। ধোয়ীকবিরাজ শ্রুতিধর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। (নিজের কোনো মৌলিকতা নাই। একমাত্র) জয়দেব কবি শুদ্ধ সন্দর্ভ রচনায় সমর্থ। (অর্থাৎ তাঁহার রচনায় সমস্ত গুণই আছে) যেহেতু তাঁহার রচনায় ভগবদ্‌গুণ বর্ণনা আছে। (এই শ্লোক কবির দৈন্যজ্ঞাপক রূপেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। যেমন—"পূর্ব্বোক্ত বিখ্যাত কবিগণই যখন সর্ব্বগুণসম্পন্ন নহেন, তাঁহাদের রচনাই যখন দোষশূন্য নহে, তখন জয়দেব কিরূপে সন্দর্ভশুদ্ধ (দোষহীন) রচনায় সমর্থ হইবেন? অর্থাৎ সন্দর্ভশুদ্ধির জয়দেব কি জানেন?)" ॥ ৪ ॥

গীতম্ । ১ ।

মালবরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে ।—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥ ধ্রুবম্ ।

নায়কনায়িকাপ্রায়বর্ণনস্য রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনস্য স্পর্দ্ধাবান্ কোঽপি ন বিশ্রুতঃ, ন রসান্তরবর্ণনৈঃ । ধোয়ীনামা কবিরাজঃ শ্রুতিধরঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রবণমাত্রেণ গ্রন্থাধিকারী, ন তু স্বয়ং কবিতয়া । গিরাং শুদ্ধিং শোধন-প্রকারং জয়দেব এব জানীতে, কেবলভগবদ্‌গুণবর্ণনরূপং তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লব ইত্যুক্তেঃ । অথবা দৈন্যোক্তিরিয়ং যথা গিরাং সন্দর্ভশুদ্ধিং কিং জয়দেব এব জানীতে ন জানীতএব । যত্র উমাপতিধরঃ বাচঃ পল্লবয়তি, শরণো দুরূহদ্রুতে শ্লাঘ্যঃ, গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য তুল্যো নাস্ত্যেব, ধোয়ী তু কবিনাং রাজা শ্রুতিধরশ্চ । যদ্যপি স্বয়ং দৈন্যেনৈবমুক্তং, তথাপি সরস্বতী পূর্ব্বার্থমেব প্রমাণয়তি ॥ ৪ ॥

অথ তৎকেলীনাং সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনায়াদৌ সর্ব্বরসাশ্রয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য মৎস্যাদ্যবতারত্বেন সর্ব্বরসাধিষ্ঠাতুরখিলনায়কশিরোরত্নতাং প্রতিপাদয়ন্ সর্ব্বোৎকর্ষাবির্ভাবনং প্রার্থয়তি প্রলয়েত্যাদিনা বসন্তে বাসন্তীত্যন্তেন । গীতস্যাস্য মালবরাগরূপকতাল ইত্যাহ মালবেতি । তস্য লক্ষণং যথা— নিতম্বিনীচুম্বিতবক্ত্রবিম্বঃ শুভদ্যুতিঃ কুণ্ডলবান্ প্রমত্তঃ । সঙ্গীতশালাং

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে ! তুমি প্রলয় সাগর-জলে নৌকারূপে অনায়াসে বেদ সমূহকে ধারণ করিয়াছিলে । মৎস্যরূপধারী তোমার জয় হউক । (৫)

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে ।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ ॥

প্রবিশন্ প্রদোষে মালাধরো মালবরাগরাজঃ ॥ বিরামান্তর্দ্ধতদ্বন্দ্বং রূপকঃ স্যাদ্বিলক্ষণ ইতি। কেশব ইতি কেশিদৈত্যনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ! জয় সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্কুরু, তদাবিষ্করণসামর্থ্যহেতুঃ। হে জগদীশ! জগতাং প্রকৃতানাম্ ঈশ! তথাবিধত্বেঽপি কারুণ্যমাহ। হরে! হরতি ভক্তানামশেষক্লেশমিতি হরিঃ। হে তথাবিধ! তৎক্লেশহরত্বং তদেকপ্রয়োজনমাত্রাবতারত্বেন প্রতিপাদয়তি। তত্রাদৌ মীনরূপেণ নৌকারূপ-পৃথিব্যাকর্ষণেনাহ—প্রলয়েতি। ধৃতং স্বেচ্ছয়া বিকৃতং মৎস্যাকারং শরীরং যেন হে তথাবিধ! জয়। জয় জগদীশ হরে ইত্যেব ধ্রুবপদং প্রতিপদমনুবর্ত্তমানত্বাৎ। যথোক্তং—ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ প্রোক্তঃ আভোগশ্চান্তিমে মত ইতি। তদাকর্ষণপ্রকারমাহ—প্রলয়কালীনা যে সমুদ্রাস্তেষামেকীভূতে জলে মগ্নং বেদং অখেদং যথা স্যাত্তথা ধৃতবানসি। তৎপ্রকারমাহ—কৃতং নৌকায়াশ্চরিত্রং যত্র তৎ ইত্যপি ক্রিয়াবিশেষণং, সত্যব্রতং প্রলয়ক্লেশাদপাদিত্যর্থঃ। অনেনৈব মীনস্য বীভৎসরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৫ ॥

ন কেবলং তদাকর্ষণমাত্রেণ অপি তু তদ্ধারণপূর্ব্বকস্থিত্যাপীত্যাহ ক্ষিতিরিতি। সর্ব্বত্র পূর্ব্ববন্মুখবন্ধযোজনা। হে ধৃতকচ্ছপরূপ! তব পৃষ্ঠে ক্ষিতিস্তিষ্ঠতি। ননু পঞ্চাশৎকোটিযোজনবিস্তীর্ণায়াঃ কথং মম পৃষ্ঠে স্থিতিঃ স্যাদ্ ইত্যাহ। অতিশয়েন বিপুলতরে পৃথিব্যপেক্ষয়াপ্যধিকবিস্তীর্ণে। পুনঃ কীদৃশে?

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার অতি বিপুল পৃষ্ঠদেশে পৃথ্বী স্থিরা হইয়াছিলেন। সেই ধরণীধারণ জন্যই তোমার পৃষ্ঠে শুষ্ক ব্রণচিহ্ন। কূর্ম্মরূপধারী তোমার জয় হউক। (৬)

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৭ ॥
তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ ॥

ধরণ্যাঃ ধরণেন যৎ কিণচক্রং শুষ্কব্রণসমূহস্তেন কঠিনে। অনেনৈব কূর্ম্মস্যাদ্ভুত-রসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্। কিণঃ শুষ্কব্রণেঽপি চেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ ৬ ॥

ন চৈতাবতৈবোদ্বহনপূর্ব্বোদ্গমনেনাপীত্যাহ। হে ধৃতশূকররূপ! তব দন্তাগ্রে ধরণী লোকধারণকর্ত্র্যপি লগ্না বসতি। কুত্র কেব? শশিনি চন্দ্রে নিমগ্না কলঙ্কস্য কলেব। অত্র দশনস্য বালচন্দ্রেণোপমা ধরণ্যাঃ কলঙ্ককলয়া, অতএব নিমগ্নশব্দস্য উপাদানং। অনেনৈব বরাহস্য ভয়ানকরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৭ ॥

নাত্মনঃ ক্লেশসহমাত্রেণ পরপীড়য়াপীত্যাহ। হে ধৃতনরহরিরূপ! তব কর-কমলবরে নখমস্তি। কীদৃশং—অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং শৃঙ্গমগ্রভাগো যস্য তাদৃশম্। অদ্ভুতত্বমেবাহ—বিদারিতো হিরণ্যকশিপো দৈত্যস্য তনুরূপ-ভৃঙ্গো যেন তৎ। অন্যদ্ধি কমলাগ্রং ভৃঙ্গেণ দল্যতে ইদন্তু কমলাগ্রং ভৃঙ্গং

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার দশনশিখরে বিলগ্ন হইয়া বসতি-সময়ে ধরণী শশি-নিমগ্ন কলঙ্ক-চিহ্নবৎ শোভা পাইয়াছিলেন। শূকররূপধারী তোমার জয় হউক। (৭)

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার করকমলের অদ্ভুত নখশৃঙ্গে হিরণ্যকশিপুর দেহ-ভৃঙ্গ দলিত হইয়াছিল। নরসিংহরূপধারী তোমার জয় হউক। (৮)

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৯॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ১০॥

ব্যদালীদিত্যদ্ভুতশৃঙ্গত্বং নখস্যেত্যর্থঃ। বিশালেৎকর্ষয়োশ্চাগ্রে শৃঙ্গ স্যাদিতি বিশ্বঃ। অনেনৈব শ্রীনৃসিংহস্য বৎসলরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্॥ ৮॥

অপি চ কপটদৈন্যাদিনাপীত্যাহ। হে ধৃতবামনরূপ! হে অত্যদ্ভুতবামনরূপ! বিক্রমণে পদাক্রমণনিমিত্তমুপাদায় বলিং বঞ্চয়সি। পদনখনীরেণ জনিতং জনানাং পাবিত্র্যং যেন হে তাদৃশ জয় এতদদ্ভুতত্বম্। অনেনৈব বামনস্য সখ্যরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্॥ ৯॥

ন সকৃন্মাত্রপরপীড়য়া অসকৃত্তৎপীড়য়াপীত্যাহ। হে ভৃগুপতিরূপ! ক্ষত্রিয়াণাং যদ্রুধিরং তন্ময়ে পয়সি জলে জলরূপে কুরুক্ষেত্রস্থতীর্থে জগৎ প্রাণিমাত্রং অপগতপাপং যথা স্যাত্তথা স্নপয়সি। কীদৃশং—তেন স্নপনেন

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! অদ্ভুত বামনরূপে তুমি (ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনায়) দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা করিয়াছিলে। (তৎকালে ব্রহ্মা তোমায় যে পাদ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাবারি অর্থাৎ) তোমার পদনখস্পৃষ্ট নীর লোকসমূহের পবিত্রতা বিধান করিতেছে। বামনরূপধারী, তোমার জয় হউক। (৯)

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! ধরণীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সেই শোণিতসলিলে স্নান করাইয়া ধরার পাপ দূর ও তাপ প্রশমিত করিয়াছিলে। পরশুরাম-রূপধারী তোমার জয় হউক। (১০)

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্ ।
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ ।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জয়দীশ হরে ॥ ১২ ॥

শমিতঃ সংসারতাপো যস্য তাদৃশং। তৎস্নানেন পাপক্ষয়াৎ জ্ঞানোৎপত্ত্যা ভবতাপশান্তিরিত্যর্থঃ। অনেনৈব পরশুরামস্য রৌদ্ররসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ১০ ॥

নৈতাবতা প্রিয়াবিয়োগাদিদুঃখসহনেনাপীত্যাহ। হে ধৃতরঘুপতিরূপ ! সংগ্রামে দশসু দিক্ষু রাবণস্য যে মস্তকাস্তএবোপহারস্তং দদাসি। কিমিত্য-চেতনাসু দিক্ষু বলিদানং দিশাং পতীনামিন্দ্রাদীনামভীষ্টং তৈরপি কথং স বলিঃ কাঙ্ক্ষ্যতে রমণীয়ং পরোদ্বেজকস্য রাবণস্য মৌলিবলিস্তেষাং রতিজনক ইত্যর্থঃ অনেনৈব শ্রীরামস্য করুণরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ১১ ॥

নৈতাবন্মাত্রং স্বপ্রেয়সীশ্রমরূপক্লেশাপনোদনায়াত্মভক্তযমুনাকর্ষণাদিনা-প্যাহ হে ধৃতহলধররূপ ! ত্বং শুভ্রে বপুষি জলদবন্নীলং বসনং ধারয়সি।

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি রণে দিক্‌পতিগণের আকাঙ্ক্ষিত রাবণের দশ মস্তক দশদিকে রমণীয় বলিস্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলে। রামরূপধারী তোমার জয় হউক। (১১)

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি শুভ্রদেহে জলদবর্ণ যে বসন পরিধান কর, তাহা তোমার কর্ষণভয়ে মিলিতা যমুনার নীলকান্তি-ই প্রকাশ করে। হলধর-রূপধারী তোমার জয় হউক। (১২)

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১৩ ॥
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১৪ ॥

তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে,—হলেন হতির্হননং তদ্ভীত্যা মিলিতা যমুনা তদ্বদাভা যস্য তৎ। অনেনৈব শ্রীহলধরস্য হাস্যরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ নিজাজ্ঞারূপবেদবিরুদ্ধবাদপ্রবর্ত্তনেনাপীত্যাহ। ত্বং যজ্ঞবিধের্যজ্ঞ-বিধায়কবেদবাক্যসমূহং নিন্দসীত্যহহেত্যদ্ভুতং স্বয়ং বেদান্ প্রকাশ্য স্বয়মেব নিন্দসীত্যদ্ভুতম্। তৎপ্রকারমাহ—দর্শিতং পশূনাং ঘাতো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। কথং নিন্দসীত্যাহ। পশুষু সদয়ং হৃদয়ং যস্য হে তাদৃশ! অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যাদিনা দৈত্যমোহনায় পশুষু দয়াসহিত ইত্যর্থঃ। অহেঃ পয়ঃপোষ ইব দৈত্যানাং যজ্ঞকরণমনুচিতমিতি তন্মোহনং যুক্তমিত্যর্থঃ। অনেনৈব বুদ্ধস্য শান্তরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতং ॥ ১৩ ॥

যুদ্ধধর্ম্মং বিনা প্রাণিবধেনাপীত্যাহ। হে ধৃতকল্কিশরীর! ত্বং ম্লেচ্ছ নিবহস্য নাশনিমিত্তং করবালং খড়্গং কলয়সি, কলিহল্যোঃ কামধেন্বন্না-

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! যজ্ঞে পশুবধ দর্শনে করুণা পরবশ হইয়া তুমি যজ্ঞবিধির প্রবর্ত্তক শ্রুতি (বেদ) সমূহের নিন্দা করিয়াছিলে। বুদ্ধ-রূপধারী তোমার জয় হউক। (১৩)

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! ম্লেচ্ছসমূহকে বধ করিবার জন্য তুমি ধূমকেতুর ন্যায় ভীষণরূপে তরবারী নিষ্কাশিত করিবে। কল্কি-রূপধারী তোমার জয় হউক। (১৪)

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১৫ ॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১৬ ॥

স্ফারয়সি। কীদৃশং? কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং অতিশয়-মিত্যর্থঃ। করালং ভয়ঙ্করং। কমিব ধূমকেতুনামা য ঔৎপাতিকো গ্রহস্তমিব। অনেনৈব কল্কিনো বীররসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ১৪ ॥

এবং প্রত্যেকৈকাঙ্গরসাধিষ্ঠাতৃপুরস্কারেণ নিবেদ্য সমুদিতাঙ্গরসাধিষ্ঠাতৃ-পুরস্কারেণ নিবেদয়তি। হে দশবিধরূপ শ্রীকৃষ্ণ! জয়। জয়দেবকবের্ম্মেদ-মুদিতং শৃ[illegible]শং? শুভদং জগন্মঙ্গলপ্রদম্। যতো ভবস্য জন্মনঃ ত্বদবতারাণ[illegible] আর্বিভাবরহস্যং য[illegible]ং, অতএবোদারং পরমং মহৎ তত্ত্বং সুখদং [illegible]ন্দপ্রদং জন্ম গুহ্যমিতি[illegible]স্তোক্তেঃ ॥ ১৫ ॥

অথ বর্ত্তমানপ্রত্যয়ৈরবতারাণাং তত্তল্লীলানামপি নিত্যত্বপ্রতিপাদনেন

হে কেশব, হে দশবিধরূপধারী, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার জয় হউক। (এইরূপে জয়োচ্চারণ করিয়া সকলে) শ্রীজয়দেব কথিত সুখ-দায়ক, শুভদায়ক, সংসারের সার-স্বরূপ এই মনোহর স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ১৫ ॥

বেদের উদ্ধারকারী, ত্রিলোকের ভারবহনকারী, ভূমণ্ডল উত্তোলনকারী, হিরণ্যকশিপু বিদারণকারী, বলিকে ছলনাকারী, ক্ষত্রক্ষয়কারী, দশানন সংহারকারী, হলকর্ষণকারী, করুণা-বিতরণকারী, ম্লেচ্ছধ্বংসকারী, দশরূপ-ধারী হে কৃষ্ণ, তোমায় প্রণাম করি ॥ ১৬ ॥

গীতম্ ॥ ২ ॥

গুর্জ্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে ।—

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল
জয় জয় দেব হরে ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য নিত্যং তত্তদবতারলীলত্বং বক্তুং উক্তগীতার্থমেকশ্লোকেন নিবধ্নন্নাহ—বেদানিতি। দশাবতারান্ কুর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণায় সর্ব্বাকর্ষণানন্দায় তুভ্যং নমোঽস্তু। দশাকৃতিত্বং প্রকটয়ন্নাহ। মীনরূপেণ বেদোদ্ধরণং কুর্ব্বতে, কূর্ম্মরূপেণ ভুবনানি বহতে, বরাহরূপেণ পৃথিবীমণ্ডলমূর্দ্ধং নয়তে, নৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুং দারয়তে, বামনরূপেণ বলিং ছলয়তে ছলেন ব্যাজেনাত্মসাৎ কুর্ব্বতে, পরশুরামরূপেণ দুষ্টক্ষত্রিয়াণাং নাশং কুর্ব্বতে, শ্রীরামরূপেণ রাবণং জয়তে, বলভদ্ররূপেণ দুষ্টদমনায় হলং ধারয়তে, বুদ্ধরূপেণ কারুণ্যং বিস্তারয়তে, কল্কিরূপেণ ম্লেচ্ছান্ নাশয়তে। এতেষাম্ অবতারিত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বরসত্বং সিদ্ধম্। মল্লানামশনির্নৃণামিত্যাদ্যুক্তেঃ অতএব একাদশভিঃ পদ্যৈঃ সমাপ্তিঃ। বুদ্ধো নারায়ণোপেন্দ্রৌ নৃসিংহোনন্দনন্দনঃ। বলঃ কূর্ম্মস্তথা কল্কী রাঘবো ভার্গবঃ কিরিঃ। মীন ইত্যেতাঃ কথিতাঃ ক্রমাদ্দ্বাদশ দেবতাঃ ॥ ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ রসাধিষ্ঠাতারঃ ॥ ১৬ ॥

অথ তেনৈব সর্ব্বোপাস্যত্বেঽপি ধ্যেয়বিশেষত্বং বদন্ ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বনায়কশিরোরত্নতাপ্রতিপাদনায় ধীরোদাত্তত্বাদিচতুর্ব্বিধনায়কগুণসমন্বয়েন সর্ব্বোৎকর্ষাবির্ভাবনং প্রার্থয়তে শ্রিতকমলেত্যাদিভিঃ গীতস্যাস্য গুর্জ্জরীরাগো নিঃসারতালঃ। তল্লক্ষণং যথা—শ্যামা সুকেশী মলয়দ্রুমানাং মৃদুল্লসং-

কমলার বক্ষঃস্থলাশ্রিত, কুণ্ডলধারী, মনোহর বনমালা পরিশোভিত হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ১৭ ॥

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস ॥ ১৮ ॥
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিনদিনেশ ॥ ১৯ ॥

পল্লবতল্পজাতা। শ্রুতেঃ স্বরাণাং দধতি বিভাগং তন্ত্রীমুখাৎ দক্ষিণগুর্জ্জরীয়ম্ ॥ দ্রুতদ্বন্দ্বাৎ লঘুদ্বন্দ্বং নিঃসারঃ স্যাদিতি। তত্র পরমব্যোমনাথত্বেন ধীরললিতত্বমাহ। শ্রিতমাশ্রিতং লক্ষ্ম্যাঃ কুচমণ্ডলং যেন হে তাদৃশ! অনেন বিদগ্ধত্বপরিহাসবিশারদত্বপ্রেয়সীবশত্বনিশ্চিন্তত্বানি সূচিতানি। অতএব ধৃতে কুণ্ডলে যেন হে তাদৃশ! ধৃতা সুন্দরী বনমালা যেন হে তাদৃশ! অনেন বিশেষণদ্বয়েন নবতারুণ্যং তেনৈব বেশবিন্যাসসিদ্ধেঃ। হে দেব! হে হরে! জয় উৎকর্ষমাবিষ্কুরু। ইতি সর্ব্বত্র যোজনা নিষ্পাদ্যাহং বিশেষেণ জয় জয় দেব হরে ইতি ধ্রুবপদম্ ॥ ১৭ ॥

অথ সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ধ্যেয়ত্বেন ধীরশান্তত্বমাহ। সূর্য্যমণ্ডলং পূজ্যত্বোপপাদনেন মণ্ডয়তি ভূষয়তীতি হে তথাবিধ! জয়। ইতি ক্লেশসহনত্বং বিনয়াদিগুণোপেতত্বঞ্চ। অতএব মননশীলানাং মানসহংস! মানসে সরসি হংস ইব সদা তচ্চিত্তে স্থিত ইত্যর্থঃ। অতএব সমপ্রকৃতিকত্বং বিনয়াদিগুণোপেতত্বঞ্চ, তেন তৎসংসারং নাশয়তীতি হে তাদৃশ ইতি বিবেচকত্বম্ ॥ ১৮ ॥

নিজোপাস্যত্বেনাপি ধ্যেয়বিশেষত্বেন ধীরোদ্ধতত্বমাহ দ্বাভ্যাম্। কালিয়নামা বিষধরঃ সর্পস্তস্য গঞ্জনেন "বিনা মৎসেবনং জনা" ইতিবৎ জনান্ ব্রজজনান্ রঞ্জয়তীতি হে জনরঞ্জন! কিমিতি তান্ রঞ্জয়ামীত্যাহ। —যদুকুলমেব নলিনং তস্য দিনেশ সূর্য্য ইব। যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো

সবিতৃমণ্ডলের শোভাবর্দ্ধক, ভববন্ধনখণ্ডনকারী মুনি-মানস-সরোবরের হংস-স্বরূপ, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক। (১৮)

কালিয় সর্পদমনকারী, লোকরঞ্জক, যদুকুলকমলের সূর্য্যস্বরূপ, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক। (১৯)

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান ॥ ২০ ॥
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান ॥ ২১ ॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ ॥ ২২ ॥

গিরিবরো ময়া ইত্যাদি বচনাদ্গোপা এব যাদবা, অতো গোকুলপ্রকাশক ইত্যর্থঃ কালিয়েতি মাৎসর্য্যবত্ত্বং জনরঞ্জনেতি যদুকুলেতি চ অহঙ্কারিত্বং অহন্তয়া মমতয়া চ জনরঞ্জনাদিসিদ্ধেঃ ॥ ১৯ ॥

তস্যৈব দ্বারকাদ্যুপাস্যত্বেনাপ্যাহ। মধুমুরনরকান্ বিনাশয়তীতি হে তথাবিধ! জয় ইতি। গরুড়ঃ পক্ষিরাজঃ স এব আসনং যস্য হে তাদৃশ! সুরকুলকেলীনাং নিদানং আদিকারণং হে তাদৃশ! এভৈর্মায়াবিত্বাদি-চতুষ্টয়ম্ ॥ ২০ ॥

সর্ব্বতাপোপশমনপূর্ব্বকসর্ব্বাভীষ্টপ্রদতয়া দেবসাহায়করূপেণ ধীরোদাত্ত-ত্বমাহ দ্বাভ্যাম্। নির্ম্মলকমলদলে ইব তাপশমকে লোচনে যস্য হে তাদৃশ! জয় ইতি। তাদৃশলোচনোপলক্ষিতগম্ভীরত্বং কথং তাপশমত্বম্ অত আহ—ভবং সংসারং মোচয়তীতি হে তাদৃশ! ইতি করুণত্বং। তদপি কুতঃ ত্রিভুবনানাং ভবনস্য নিধানং নিধিরিব কারণং জনক ইত্যর্থঃ ইতি বিনয়িত্বম্ ॥ ২১ ॥

জনকসুতয়া কৃতং ভূষণং যস্য হে তাদৃশ! জয় ইতি সুদৃঢ়ব্রতত্বম্।

মধু, মুর, ও নরকাসুরের বিনাশকারী, গরুড়বাহন, সুরকুলের আশ্রয়-স্বরূপ, হে দেব, হে হরে তোমার জয় হউক, জয় হউক। (২০)

বিমল-পঙ্কজাক্ষ, ভব-দুঃখ-মোচনকারী, ত্রিভুবনের জনক, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক। (২১)

জানকী-কৃতভূষণ, দূষণ-বিজয়ী, সমরে দশাননের সংহারকারী, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক। (২২)

অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥ ২৩ ॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু ॥ ২৪ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি ॥ ২৫ ॥

জিতো দূষণস্তন্নামা রাক্ষসো যেন হে তাদৃশ ' ইত্যকথনত্বম্। সংগ্রামে শমিতঃ রাবণো যেন হে তাদৃশ ! ইতি ক্ষন্তৃত্বগূঢ়গর্ব্বত্বসুসত্ত্বভৃত্বানি ॥ ২২ ॥

অস্মিন্ ধীরললিতমুখ্যত্বপ্রতিপাদনায় অজিতরূপত্বেন সংপুটিতমিব পুনস্তমেবাহ অভিনবেতি। হে নবীন-মেঘবৎ-সুন্দর ! জয়। ধৃতো মন্দর-স্তন্নামা গিরির্যেন হে তাদৃশ ! ক্ষীরাব্ধিমথন ইত্যধিগম্যত্বাম্। আভ্যাং নবতারুণ্যং তদধিগমশ্চ। কুতঃ শ্রিয়ঃ সমুদ্রমথনাবির্ভূতায়া মুখচন্দ্রে চকোর ইব সলালস ইতি প্রেয়সীবশত্বম্। এতেষু কেচিদ্‌গুণা অংশেন শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্ব এব পূর্ণতয়া বিরাজন্ত ইতি সর্ব্বোৎকর্ষত্বম্। অতোঽত্রাপি নবপদৈঃ সমাপ্তিঃ ॥ ২৩ ॥

অথ স্বসহিতেষু তৎশ্রোতৃবক্তৃষু প্রসাদং প্রার্থয়তে। হে শ্রীকৃষ্ণ ! তব চরণে বয়ং প্রণতা ইতি ভাবয় জানীহি। ইতি জ্ঞাত্বা কিং কর্ত্তব্যং প্রণতেষু অস্মাসু কুশলং তল্লীলানুভবসামর্থ্যং কুরু দেহি। তল্লীলানুভবস্য ত্বৎপ্রসাদং বিনানুপপত্তেঃ। পরমানন্দরূপত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অত্র স্বানুভবং প্রমাণয়তি। ইদং জয়দেবকবের্ম্মন মুদং করোতি।

নব জলধর-সুন্দর-কান্তি, মন্দর পর্ব্বতধারী, লক্ষ্মীমুখচন্দ্রের চকোর, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক। (২৩)

আমরা তোমার চরণকমলে প্রণত রহিয়াছি, ইহা জানিয়া আমাদের কুশল বিধান কর। (২৪)

শ্রীজয়দেব কবির এই মঙ্গলজনক উজ্জ্বলরসের গান সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করুক। (২৫)

পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভলগ্ন-
কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ-
স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥ ২৬॥
বসন্তে বাসন্তী-কুসুমসুকুমারৈরবয়বৈ
র্ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাম্।

ইদমিতি কিং—মঙ্গলং মঙ্গলাচরণমাত্রং। কীদৃশম্?—উজ্জ্বলস্য শৃঙ্গারস্য গীতির্গানং যত্র তৎ। এবঞ্চেৎ কিমু কেলীনামিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

এবং প্রার্থ্য শ্রোতৄন্ প্রতি আশিষমাতনোতি পদ্মেতি। মধুসূদনস্য বক্ষ্যমাণরীত্যা শ্রীকৃষ্ণস্য উরো বো যুষ্মাকং প্রিয়ং বাঞ্ছিতং অনু নিরন্তরং পূরয়তু। কীদৃশম্?—পদ্মা শ্রীরাধা তস্যাঃ পয়োধরপ্রান্তভাগপরিরম্ভলগ্ন-কুঙ্কুমেন মুদ্রিতং অঙ্কিতং মুদ্রাং প্রাপিতমিত্যর্থঃ। অত্রান্যা মা বিশতু ইত্যভিপ্রায়ৈণেবেতি ভাবঃ। অতএব খেলতা অনঙ্গেন যঃ খেদস্তেন স্বেদাম্বূনাং পূরঃ প্রবাহো যত্র তৎ। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে।—ব্যক্তঃ প্রকটী-ভূতোঽনুরাগো যত্র তদিব। অন্তরুচ্ছলিতঃ প্রিয়ানুরাগো বহিঃ কাশ্মীর রূপেণ উরসি আবির্ভূত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

তদেবং মঙ্গলসম্পন্নেনৈব মাধবোৎকর্ষমাবিষ্কৃত্য উপক্রমোক্তশ্রীরাধামাধব-রহঃকেলিবর্ণনোৎকলিকোচ্ছলিতচিত্তঃ কবির্দক্ষিণধৃষ্টশঠনায়কগুণসমন্বয়েন শ্রীরাধিকায়াং শ্রীকৃষ্ণস্যানুকূলনায়কতাপ্রতিপাদনার্থং সূচিকটাহন্যায়েন

প্রগাঢ় আলিঙ্গনে পদ্মার স্তনতটের কুঙ্কুম লাগিয়া যাঁহার বক্ষদেশ বিশেষরূপে চিহ্নিত হইয়াছে, মদনসন্তাপ জন্য ঘর্ম্মবিন্দু শোভিত যিনি সেই কুঙ্কুম-চিহ্নছলে অন্তরের অনুরাগ বাহিরে প্রকাশ করিতেছেন সেই মধুসূদন আপনাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। (২৬)

অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়া
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী ॥ ২৭ ॥

শ্রীশুকোক্তিবৎ সাধারণ্যেনান্যাভিস্তদ্বিহরণং সমাসেন সমাপয়িতুকামস্তেনৈব শ্রীরাধিকায়াঃ সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্কর্ত্তুং তত্র তত্র তস্যাঃ অষ্টনায়িকাবস্থাং বর্ণয়ন্ সম্ভোগপোষকবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারবর্ণনায় প্রথমং বিরহোৎকণ্ঠিতামাহ বসন্ত ইতি। বসন্তসময়ে তৎসহচারিণী সখী শ্রীরাধিকাং সরসং যথা স্যাত্তথা ইদং বক্ষ্যমাণমূচে। শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং জ্ঞাপয়িতুমিতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশীং? মাধবীপুষ্পতোঽপি কোমলৈরঙ্গৈরুপলক্ষিতাং যুক্তামিত্যর্থঃ। তাদৃশ্যপি দুর্গমে বর্ত্মনি ভ্রমন্তীম্। ননু কান্তারে কথং ভ্রমতি? বহু যথা স্যাত্তথা কৃতং কৃষ্ণানুসরণং যয়া তাম্। অমন্দং যথা স্যাত্তথা কন্দর্পেণ কামেন তৎপ্রাপ্ত্যভিলাষেণ যো জ্বরস্তেন জনিতয়া চিন্তয়াকুলতয়া বলন্তী পীড়া যস্যাস্তাম্। অত্র তাং বিহায় অন্যাভিস্তদ্বিহরেণেনেদং গম্যতে। শারদীয়-রাকারাত্রৌ প্রথমরাসমহোৎসবে শ্রীরাধিকায়া অসমানোর্দ্ধরূপগুণবিলাস-মনুভূয় তস্যাং সর্ব্ববিজয়িস্বানুরাগং সফলং মন্যমানস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ক্বচিৎ কদাচিৎ কথঞ্চিত্তৎসাদৃশ্যং ভবেন্ন বেতি স্থূণানিখননন্যায়েন তদ্বিবিৎসায়াং চিরমত্যদ্ভূতায়াং দিনকতিপয়ানন্তরং লীলেয়মিতি। অথবা তদ্বিবিৎসায়া-মত্যদ্ভুতায়াং তদিচ্ছানুসারিণ্যা যোগমায়য়া কংসানুজ্ঞাতাক্রূরাগমনে কৃতে তদর্থমেবানেকনারীসংকুলাং শ্রীমথুরামসৌ গতবান্, গত্বা চ তত্র নারী-প্রভৃতিষু ব্রজসুন্দরীণামিব রূপগুণাদিমননুভূয় শ্রীদ্বারাবতীং প্রতি তদাশয়া জগাম। তত্র নরেন্দ্রকন্যা বিবাহ্যাপি নরকাসুরাহৃতগন্ধর্ব্বযক্ষনাগনর-কন্যানাং শতাধিকষোড়শসহস্রাণি বিবাহ্য তাসু তাস্বপি তাসাং সাদৃশ্যং ন লব্ধম্। ততো দন্তবক্রবধানন্তরং পুনর্ব্রজাগমনে জাতে সত্যেব লীলেয়মিতি। যথা নাম্নোত্তরখণ্ডে—কৃষ্ণোঽপি তং দন্তবক্রং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা

গীতম্ ॥ ৩ ॥

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে ।

মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে ॥

বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে ।

নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥ ২৮ ॥

সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুকণ্ঠমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃন্দান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিঃ তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাসেতি গদ্যেন। তথাহি শ্রীভাগবতে চ প্রথমস্কন্ধস্থদ্বারকাবচনম্—যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া। তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব ন স্তবাচ্যুতেতি ॥ অত্র মধূন্ মথুরাঞ্চেতি স্বামিটীকা চ। সুহৃদস্তদা তত্র শ্রীরাধা এব কেশিমথনমিতি হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্দ্ধমিত্যাদি বক্ষ্যমাণত্বাৎ প্রোষিতভর্তৃকাঙ্গীকারাচ্চ ॥ ২৭ ॥

কিমূচে ইত্যপেক্ষায়ামাহ ললিতেত্যাদিনা। গীতস্যাস্য বসন্তরাগো যতিতালশ্চ যথা—শিখণ্ডিবর্হোচ্চয়বদ্ধচূড়ঃ পুষ্ণন্ পিকং চূতনবাঙ্কুরেণ।

বসন্তকালে (একদিন) প্রবলমদনবেদনে চিন্তাকুলা ও কাতর হইয়া মাধবীকুসুমকোমলাঙ্গী রাধা বৃন্দাবনের নিভৃতপ্রদেশে বহুযত্নে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময় কোনো সখী আসিয়া মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন—॥ ২৭ ॥

সখি, মৃদু মলয়পবন সুন্দর লবঙ্গলতাগুলিকে ধীরে আন্দোলিত করিতেছে, অলিগুঞ্জনে এবং কোকিলকূজনে কুঞ্জকুটীর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিরহিগণের দুঃখ-দায়ক এই সরস-বসন্তে নৃত্যশীলা ব্রজবধূগণের সঙ্গে হরি বিহার করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে ॥ ২৯ ॥

ধমন্ মুদারামমনঙ্গমূর্ত্তির্মতো মতঙ্গো হি বসন্তরাগঃ ॥ লঘুদ্বন্দ্বাদ্ দ্রুতদ্বন্দ্বং যতি স্যাৎ ত্রিপুরান্তরা ইতি। হে সখি! ইহ বৃন্দাবনবিপিনে রসঃ শৃঙ্গারস্তৎসহিতে বসন্তসময়ে হরির্বিহরতি। কেন প্রকারেণ? যুবতিজনেন সমং নৃত্যতি। কীদৃশে? বিরহিজনস্য দুরন্তে দুঃখেন গময়িতুং শক্যে। ইত্যুভয়োর্বিশেষণম্। হরির্মনোহরণশীলঃ অতোঽস্য বিরহে দুঃসহঃ সরসোঽপি বসন্তোঽয়ং বিরহিণাং দুঃখদত্বাৎ দুরন্ত ইত্যর্থঃ। তদভিপ্রায়জ্ঞানাদ্বাবীর্য্যাদিকনিবারণায় ইদমুক্তং ধ্রুবম্। বসন্তস্যৈব বিশেষণানি বৃন্দাবনস্যাপি সম্ভবন্তি। কীদৃশে? ললিতায়া লবঙ্গলতায়াঃ পরিশীলনেন আলিঙ্গনেন কোমলো মলয়াচলসম্বন্ধী সমীরো যত্র তস্মিন্। লতানারীসংস্পর্শাৎ কোমলত্বেন মান্দ্যম্, পুষ্পসম্বন্ধাৎ সৌগন্ধ্যম্, যমুনাজলসম্বন্ধাৎ শৈত্যম্। অচেতনাপি লতা কান্তমন্তরেণ চেৎ স্থাতুং ন শক্নোতি, তর্হি চেতনানাং কা কথেত্যর্থঃ। তথা মধুকরাণাং সমূহেন

বিরহিজনদুরন্ততামাহ। পুনঃ কীদৃশে? উদ্গতো মদো যস্য তেন মদনেন মনোরথো যেষাং তেষাং পথিকবধূজনানাং জনিতো বিলাপো যেন তস্মিন্। যত্র অলিকুলেন সংকুলেন ব্যাপ্তেন কুসুমসমূহেন নিঃশেষেণাকুলঃ বকুল-কলাপো যত্র তস্মিন্। সংকুলং বাচাবদ্ব্যাপ্ত ইতি বিশ্বঃ ॥ ২৯ ॥

এই বসন্ত (একদিকে যেমন) মদনসন্তাপিতা পথিকবধূ (পতি যাহাদের বিদেশে) -গণের বিলাপে মুখরিত, (অন্যদিকে তেমনি) অলি চুম্বিত কুসুমাঞ্চিত বকুলপংক্তিতে সুশোভিত ॥ ২৯ ॥

মৃগমদসৌরভরভসবশম্বদনবদলমালতমালে।
যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে ॥ ৩০ ॥
মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে।
মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণবিলাসে ॥ ৩১ ॥
বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে।
বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখাকৃতিকেতকিদন্তুরিতাশে ॥ ৩২ ॥

করম্বিতানাং মিশ্রিতানাং কোকিলানাং কূজিতং যত্র স কুঞ্জকুটীরো যত্র তস্মিন্ শীলনমালিঙ্গনে স্যাৎ করম্বিতং তু খচিতমিতি বিশ্বঃ ॥ ২৮ ॥

পুনঃ কীদৃশে কস্তূরিকায়াঃ সুগন্ধস্য যো রভসঃ অতিশয়ঃ তস্যায়ত্তা নবদলানাং শ্রেণী যেষু তে তমালা যত্র তস্মিন্। তথা যুবজনানাং হৃদয়বিদারণা মনসিজস্য যে নখাস্তদ্বদ্রুচির্যেষাং পলাশকুসুমানাং তেষাং সমূহো যত্র তস্মিন্ যুবযতিনির্দ্দয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

পুনঃ কীদৃশে? মদনমহীপতেঃ সুবর্ণচ্ছত্রস্য ইব রুচির্যস্য নাগকেশর-কুসুমস্য বিকাশো যত্র তস্মিন্। কিঞ্চ মিলিতাঃ শিলীমুখা ভ্রমরা যস্মিন্। তেন পাটলিপুষ্পসমূহেন কৃতঃ তূণীরস্য বিলাসো যত্র তস্মিন্ পাটলিপুষ্পস্য তূণাকারত্বাৎ শিলীমুখশব্দস্য শ্লিষ্টার্থত্বাৎ সাম্যম্ ॥ ৩১ ॥

(এই বসন্তে) নবমুকুলিত তমালরাজি যেন মৃগমদসৌরভকে অতিশয় বশীভূত করিয়াছে (অর্থাৎ তমালমুকুল মৃগমদের ন্যায় গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে)। পলাশপুষ্পগুলিকে যুবজন-হৃদয়বিদারণকারী কামদেবের নখরসদৃশ মনে হইতেছে ॥ ৩০ ॥

(এই বসন্তে) বিকশিত কেশরকুসুম মদনরাজের স্বর্ণছত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভ্রমরবেষ্টিত পাটলিপুষ্পসমূহকে কামদেবের তূণীরের মত বোধ হইতেছে ॥ ৩১ ॥

মাধবিকাপরিমলললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ।
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ॥ ৩৩॥

পুনঃ কীদৃশে? বিগলিতং লজ্জিতং লজ্জা যস্য তস্য জগতঃ প্রাণিমাত্রস্যাবলোকনেন তরুণৈঃ করুণবৃক্ষৈঃ পুষ্পব্যাজেন কৃতো হাসো যত্র তস্মিন্। যূনামেব কামাভিজ্ঞতয়া হাস্যস্যোপযুক্তত্বে শ্লিষ্টার্থস্য তরুণশব্দস্যোপাদানম্। তথা বিরহিণাং নিকৃন্তনায় কুন্তস্য অস্ত্রবিশেষস্য মুখমিব আকৃতির্যাসাং তাভিঃ কেতকীভির্দন্তুরিতা উন্নতদন্তা আশা দিশো যত্র তস্মিন্। অনেন অতিনির্দ্দয়তা সূচিতা। প্রাসস্তু কুন্ত ইত্যমরসিংহঃ॥ ৩২॥

পুনঃ কীদৃশে? মাধবিকায়াঃ সৌরভেন ললিতেন তথা নবমালিকাপুষ্পৈরতিসৌরভে। মুনিমনসামপি মোহজনকে কামিনাং কা বার্ত্তেত্যপেরর্থঃ। ঈদৃশোঽপি যঃ সমাধিযুক্তমুনীনাং মনস্যুদ্বেজকঃ স কথং চিরং তিষ্ঠতি। তরুণানাং নিরুপাধিকমিত্রে একশেষস্তরুণশব্দঃ তরুণ্যশ্চ তরুণাশ্চ তেষামিতি॥ ৩৩॥

(এই বসন্তে) জগতকে লজ্জাহীন দেখিয়া নবপুষ্পিত বাতাবী তরুগুলি (যেন পুষ্পছলে) হাস্য করিতেছে। বিরহীগণের দলনকারী বর্শাফলকের ন্যায় কেতকী পুষ্পগুলিকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন দিক্ সকল দন্তবিকাশ করিয়াছে॥ ৩২॥

(এই বসন্ত) মাধবীপরিমলে ললিত, এবং মালতীগন্ধে সুরভিত, মননশীলগণেরও মনের মোহকরী এবং তরুণগণের অহেতুক (নিঃস্বার্থ) বন্ধু॥ ৩৩॥

স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভণপুলকিতমুকুলিতচূতে।
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপূতে ॥ ৩৪ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারম্।
সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্ ॥ ৩৫ ॥
দরবিদলিতমল্লীবল্লিচঞ্চৎপরাগ-
প্রকটিতপটবাসৈর্বাসয়ন্ কাননানি।

পুনঃ কীদৃশে? স্ফুরন্ত্যা মাধবীলতায়াঃ পরিরম্ভণেন পুলকিত ইব মুকুলিতো রসালতরুর্যত্র তস্মিন্। যথা কশ্চিদ্বরাঙ্গনালিঙ্গিতঃ পুলকিতো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। কীদৃশে বৃন্দাবনবিপিনে? পর্য্যন্তব্যাপ্তযমুনাজলেন পূতে পবিত্রে শোভিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ গীতার্থমুপসংহরন্ স্বভণিতেরুৎকর্ষমাহ। শ্রীজয়দেবস্য ভণিতমিদং উদয়তি বিরাজতে। কুতঃ হরিচরণয়োঃ স্মরণেন সারং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং, তত্রাপি রসঃ শৃঙ্গারস্তৎপোষকবসন্তসময়সম্বন্ধিনো বনস্য বর্ণনং যত্র তৎ। অতএব সন্নিধানবর্ত্তিণ্যাঃ শৃণ্বত্যাস্তস্যা মদনবিকারো যত্র তৎ ॥ ৩৫ ॥

পুনরুদ্দীপনায় অনিলমেব বিশেষতো বর্ণয়তি দরেতি। ইহ বসন্তসময়ে বায়ুশ্চেতো দহতি বিরহিণামিত্যর্থাদধিগন্তব্যম্। নন্ন কিমপরাদ্ধ

সঞ্চারিণী মাধবীলতার আলিঙ্গনে সহকার পুলকে মুকুলিত হইয়াছে। যমুনাপ্রবাহে পবিত্রপ্রান্ত বৃন্দাবনবিপিনে বসন্ত এইরূপ শোভা বিস্তার করিয়াছে। (৩৪)

শ্রীজয়দেব রচিত এই সরস বসন্তসময়ের বনানী-সৌন্দর্য্য এবং তদনুগত মদনবিকারের বর্ণনা সকলের চিত্তে সারভূত হরিচরণের স্মৃতি জাগ্রত করুক। (৩৫)

ইহ হি দহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধুঃ
প্রসরদসমবাণপ্রাণবদ্গন্ধবাহঃ ॥ ৩৬ ॥
অদ্ব্যোৎসঙ্গবসদ্ভুজঙ্গকবলক্লেশাদিবেশাচলং
প্রালেয়প্লবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীখণ্ডশৈলানিলঃ।
কিঞ্চ স্নিগ্ধরসালমৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্ষোদয়া-
দুন্মীলন্তি কুহূঃ কুহূরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ ॥৩৭॥

মেতৈস্তস্য যদেষাং চেতো দহতি তত্রাহ। প্রতিদিশং সঞ্চরতঃ কামস্য প্রাণতুল্যঃ কামসখ ইতি যাবৎ। কামোঽত্র নৃপত্বেন নিরূপিতস্তৎসখো বায়ুঃ সখ্যুরাজ্ঞাপালনং বিরহিষ্বালোচ্য তচ্চেতো দহতীত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্? ঈষদ্বিকসিতায়া মল্লিকালতায় সকাশাদ্গচ্ছদ্ভিঃ পুষ্পপরাগৈরেব প্রকটিতপটবাসৈঃ সুগন্ধচূর্ণৈঃ কাননানি সুরভীণি কুর্ব্বন্। কীদৃশঃ ?— কেতকীপুষ্পগন্ধস্য সহচারী ॥ ৩৬ ॥

পুনরতিশয়েনোৎপ্রেক্ষ্যতে অদ্ব্যেতি। মলয়াচলসম্বন্ধী বায়ুরদ্য মহেশাচলং হিমাচলমনুসরতি। কিমর্থং—হিমাবগাহনেচ্ছয়া। কুতস্তদিচ্ছা তত্রাহ।— মলয়স্য ক্রোড়ে বসতাং সর্পাণাং কবলেন যঃ ক্লেশঃ তস্মাদিবোৎপ্রেক্ষে।

মদনের প্রাণসমান সখা, কেতকীগন্ধপ্রিয় পবন ঈষৎ আন্দোলনে মল্লীলতার পুষ্পপরাগ গ্রহণপূর্ব্বক আবীরচূর্ণ রচনা করিয়া কাননভূমিকে সুবাসিত এবং (মদনবাণে) বিরহিগণের চিত্ত ব্যথিত করিতেছে। (৩৬)

চন্দনতরুকোটরস্থিত সর্পবিষে জর্জ্জরিত মলয়পবন যেন শৈত্যস্নানের কামনায় হিমাচলের পথে চলিয়াছে, (অর্থাৎ বিরহিগণকে সন্তাপিত করিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হইতেছে)। দেখ, স্নিগ্ধ সহকারতরুশিরে মুকুল বিকশিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষে কোকিলকুল উত্তাল কূজনে কুহু কুহু ধ্বনি করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ ।
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-
প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥ ৩৮ ॥

অনেকনারীপরিরম্ভসংভ্রমস্ফুরন্মনোহারিবিলাসলালসম্ ।
মুরারিমারাদুপদর্শয়ন্ত্যসৌ সখী সমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্ ॥ ৩৯ ॥

চন্দনতরুকোটরস্থাহিকবলসন্তপ্তো হিমস্নানেচ্ছয়া যাতীত্যর্থঃ । ন কেবল-মিদমেব দুঃসহমন্যদপীত্যাহ কিঞ্চেতি । স্নিগ্ধাম্রবৃক্ষাণাং অগ্রভাবে মুকুলান্-বলোক্য হর্ষোদয়াৎ কুহুঃ কুহুরিতি পিকানাং গির উদ্গচ্ছন্তি । কীদৃশ্যঃ ?—মধুরাস্ফুটধ্বনিনোদ্ভটাঃ ॥ ৩৭ ॥

চিরবিরহিণঃ প্রিয়ামিলনং বিনা তদ্দিবসনির্যাপণং দুর্ঘটমিত্যাহ উন্মীলদিতি । প্রিয়াবিরহিতৈরমী বসন্তসাম্বন্ধিনো বাসরা অতিকষ্টেন নির্ব্বাহ্যন্তে । কীদৃশাঃ ? উন্মীলন্তি যানি মধূনি গন্ধাশ্চ তেষু লুব্ধৈর্ম্মধুপৈঃ কম্পিতেষু আম্রমুকুলেষু ক্রীড়তাং কোকিলানাং সূক্ষ্মকলৈর্যে কোলাহলাস্তৈ-রুদ্ভূতঃ কর্ণজ্বরো যেষু তে । কৈর্নীয়ন্তে ধ্যানে প্রাণসমায়াশ্চিন্তনে অবধানেন ক্ষণং প্রাপ্তায়া প্রাণসমায়াঃ সমাগমরসাদুৎপন্নৈরুল্লাসৈঃ ॥ ৩৮ ॥

এবং তদ্বনবর্ণনাদিভিঃ শ্রীরাধিকামুদ্দীপ্তভাবাং বিধায় কিঞ্চিৎ সবিধং

মধুগন্ধপ্রমত্ত ভ্রমরসকল (ঝঙ্কার করিতে করিতে) আম্রমুকুলগুলিকে প্রকম্পিত করিতেছে। সেই সঙ্গে ক্রীড়ারত কোকিলের কলকাকলী কর্ণে বিষ বর্ষণ করিতেছে। (ইহারই মধ্যে) বহুকষ্টে ক্ষণকালের জন্যও একান্ত তন্ময়তায় প্রাণসমা প্রিয়া সহ মিলন কল্পনার রসোল্লাসে পথিকগণ এই বসন্ত দিন যাপন করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

গীতম্‌ । ৪ ।

(রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—)

চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী ।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী ॥
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥ ৪০॥ ধ্রুবম্‌ ॥

নীত্বা শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং তস্যৈ সাক্ষাদ্দর্শয়ন্ত্যাহ অনেকেতি। অসৌ সখী শ্রীরাধিকাং পুনরাহ।—কিং কুর্ব্বতী? মুরারিম্‌ আরাৎ সমীপে প্রত্যক্ষং উপ অধিকং দর্শয়ন্তী। কথমনভীষ্টং অন্যাঙ্গনারমণং দর্শয়তি তত্রাহ—অনেক নারীতি। অনেকনারীণাং পরিরম্ভসংভ্রমেণ স্ফুরৎসুখাবির্ভবং সুমনোহারিষু রাধিকাবিলাসেষু লালসোৎসুক্যং যস্য তৎ। এতদ্বিলাসস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ তস্যা বিলাসস্যৈব স্ফুরণং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকোক্তমর্থং গীতেন বর্ণয়ন্নাহ চন্দনেত্যাদিনা। গীতস্যাস্য রামকিরীরাগো যতিতালঃ। স্বর্ণপ্রভাভাস্বরভূষণা চ নীলং নিচোলং বপুষা বহন্তী। কান্তে পদোপান্তেমধিশ্রিতেঽপি মানোন্নতা রামকিরীয়ম্‌ ইষ্টা ॥ ইতি। হে বিলাসিনি অসমানোর্দ্ধবিলাসশীলে! ইহ বৃন্দাবনে স্বাভিপ্রায়ানভিজ্ঞে বধূসমূহে হরির্ব্বিলসতি, তদ্বিলাসসাদৃশ্যাভাসং কাময়তে। কীদৃশে? কেলিষু

সখী দেখিলেন ব্রজবধূগণের আলিঙ্গনচেষ্টায় স্ফূর্ত্তিযুক্ত মুরারি মনোহারী বিলাসলালসে মগ্ন হইয়াছেন। সখী ঈষৎ দূর হইতে তাঁহাকে দেখাইয়া শ্রীরাধিকাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

পীতবসন পরিহিত বনমালীর নীলকলেবর (শুভ্র) চন্দনে অনুলিপ্ত। তিনি ক্রীড়ামত্ত হওয়ায় তাঁর মণিময় কুণ্ডল দুলিতেছে এবং সেই কুণ্ডলছটায় কপোলযুগল শোভিত হইয়াছে। বিলাসমত্তা মুগ্ধ বধূগণকে লইয়া হরি কেলিবিলাসে রত হইয়াছেন ॥ ৪০ ॥

পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্ ॥ ৪১ ॥
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্ ॥ ৪২ ॥
কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে ॥ ৪৩ ॥

শ্রেষ্ঠেঽপি। কীদৃশো হরিঃ? চন্দনানুলিপ্তে নীলকলেবরে পীতং বসনং যস্য, বনমালা বিদ্যতে যস্য, স চ সমর্পিতানেকোপকরণানেকবর্ণবধূনিকরে স্বদত্তচন্দনমালাস্বর্ণবসনভূষিত এব বিলসতীত্যর্থঃ। অতএব কেলিষু চলদ্ভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতেন গণ্ডযুগ্মেন স্মিতেন চ শোভমানঃ ॥ ৪০ ॥

কাচিৎ গোপবধূর্নিবিড়স্তনভারাতিশয়েন সরাগং যথা স্যাত্তথা হরিং পরিরভ্য উন্নীতঃ পঞ্চমস্বরো যত্র তং রাগমনুগায়তি। স্বদনুরাগেণ সহ বর্ত্তমানং হরিমিতি বা ॥ ৪১ ॥

কাপি মুগ্ধবধূর্মধুসূদনবদনসরোজং অধিকং যথা স্যাৎ তথা ধ্যায়তি। ভ্রমরবদ্রসবিশেষান্বেষণপর ইতি শ্লিষ্টমধুসূদনপদোপন্যাসঃ। কীদৃশং? বিলাসেন চঞ্চলয়োর্বিলোচনয়োঃ খেলনেন জনিতস্তাসাং মনোজো যেন তং স্বদ্বিলাসস্ফূর্ত্ত্যুল্লসিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

কাপি নিতম্ববতী কিঞ্চিৎ কথনব্যাজেন শ্রুতিমূলে মিলিতা সতী

কোন গোপবধূ অনুরাগে পীনপয়োধরভারে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উন্নীত পঞ্চমরাগে গান করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

কোন মুগ্ধবধূ মদনে মাতিয়া মধুসূদনের বদনসরোজ ধ্যান করিতে করিতে (তাঁহার প্রতি) বিলাসবিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে ॥ ৪৪ ॥
করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ॥ ৪৫ ॥

কপোলতলে দয়িতং চারু যথা স্যাত্তথা চুচুম্ব। কীদৃশে? প্রিয়াভিলাষ-সূচকে ॥ ৪৩ ॥

কাচিদ্গোপাঙ্গনা কেলিকলাকুতুকেনামুং শ্রীকৃষ্ণং পীতাম্বরে করেণাকৃষ্টবতী। কীদৃশং? যমুনায়াস্তটে বেতসীকুঞ্জে গতম্ ॥ ৪৪ ॥

রাসরসে সহনৃত্যপরা যুবতিঃ হরিণা প্রশশংসে। ত্বদীয়কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যাভাসং সমালোক্য স্তুতেত্যর্থঃ। কীদৃশে? করতলতালৈস্তরল-বলয়াবলিভিস্তৎস্বনৈর্মিলিতঃ কলস্বনো বংশো যত্র তস্মিন্। করতলতাল-বলয়ধ্বনিমুরলীনাদসংকুল ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

কোন নিতম্ববতী শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে কথা বলিবার ছলে তাঁহার কপোলে বদন মিলিত করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুলকিত হইতেছেন, অনুকুল জানিয়া সেই সুন্দরী অমনি তাঁহার মুখ চুম্বন করিতেছেন (৪৩)।

কোন কামিনী কেলিকলাকৌতুকে যমুনার তীরবর্ত্তী মনোহর বেতসকুঞ্জে লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়প্রান্ত আকর্ষণ করিতেছেন (৪৪)।

কোন যুবতী বংশীর গানের সঙ্গে করতালি দিয়া তাল রক্ষা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার বলয়গুলি মৃদুভাবে শিঞ্জিত হইতেছে। হরি রাসরসে নৃত্যপরা সেই সহচারিণীর প্রশংসা করিতেছেন (৪৫)।

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিতচারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্ ॥ ৪৬ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।
বৃন্দাবনবিপিনে ললিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম্ ॥ ৪৭ ॥
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৪৮ ॥

শ্লিষ্যতীত্যাদিভিঃ সাধারণ্যমেব দর্শিতং ন ত্বেকস্যাং শৃঙ্গারারম্ভ ইত্যর্থঃ। স কৃষ্ণঃ স্মিতচারু যথা স্যাত্তথা পরাং পশ্যতি অপরাং বামামনুনয়েন প্রসাদয়তি ॥ ৪৬ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদং গীতং শুভানি বিস্তারয়তু। কীদৃশং? অদ্ভুতং কেশবস্য কেলৌ রহস্যং বৈদগ্ধীবিশেষেণ শ্রীরাধাবিলাসপরীক্ষণরূপং যত্র তত্তথা। বৃন্দাবনবিহারে সৌষ্ঠবযুক্তং যশঃপ্রদঞ্চ ॥ ৪৭ ॥।

অথ গীতার্থং শ্লোকেন বিশদয়ন্তী তামুদ্দীপয়তি বিশ্বেষামিতি। হে সখি! মধৌ বসন্তে মুগ্ধো স্বচ্ছিন্নয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারশূন্যো

হরি কাহাকেও আলিঙ্গন করিতেছেন, কাহাকেও চুম্বন করিতেছেন, কাহারও সহিত রমণ করিতেছেন, কাহারও প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন, এবং কাহারও মানভঞ্জনে যত্ন লইতেছেন (৪৬)।

শ্রীজয়দেব-কবি বৃন্দাবনের বিনোদকলাযুক্ত কেশবের এই অদ্ভুত কেলি-রহস্য বর্ণন করিলেন। এই যশস্কর লীলা আপনাদিগের মঙ্গল বিধান করুক (৪৭)।

রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবাম্
অভ্যর্ণেপরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া।

হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্ব্বন্? বিশ্বেষাং সর্ব্বগোপাঙ্গনাজনানামনুরঞ্জনেন তেষাং স্বস্ববাঞ্ছাতিরিক্তরসদানপ্রীণনেনানন্দং জনয়ন্। পুনঃ কিং কুর্ব্বন্? অঙ্গৈরনঙ্গোৎসবমাধিক্যেন প্রাপয়ন্। কীদৃশৈঃ? নীলকমলশ্রেণীতোঽপি শ্যামলকোমলৈঃ। ইন্দীবরশব্দেন শীতলত্বং, শ্রেণীশব্দেন নবনবায়মানত্বং, শ্যামলপদেন সুন্দরত্বং, কোমলশব্দেন সুকুমারত্বঞ্চ সূচিতম্। ননু দ্বিকোটিস্থোঽয়ং রসঃ নায়কস্যানুরাগে সত্যপি নায়িকানুরাগমন্তরেণ কথং তদুদয়ঃ স্যাদত আহ।—ব্রজসুন্দরীভিরালিঙ্গিতঃ স্বস্বপ্রেমানুরূপালিঙ্গনানুরঞ্জিতঃ অনুরাগং প্রাপিত ইত্যর্থঃ। এতেনান্যোন্যমনুরঞ্জনমাত্রতাৎপর্য্যকতয়া প্রেমবিপাকোদ্গতপ্রেমরসাবির্ভাবেন প্রাকৃতরসস্তিরস্কৃত ইতি সূচিতম্। তর্হি সঙ্কোচাপত্তিঃ স্যাৎ নৈব বাচ্যং, স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা কালদেশক্রিয়াণামসঙ্কোচাদিত্যর্থঃ। তথাপি তস্য সর্ব্বাঙ্গতা ন স্যাৎ অভিতঃ সর্ব্বৈরঙ্গৈরিত্যর্থঃ। তথাপ্যঙ্গানাং দিঙ্মাত্রতা স্যান্ন প্রত্যক্ষমিতি একৈকাঙ্গস্য যথোচিতক্রিয়য়েত্যর্থঃ। নন্বেকেনানেকানাং সমাধানং কথং স্যাত্তত্রাহ—শৃঙ্গাররসো মূর্ত্তিমানিত্যহমুৎপ্রেক্ষে। যতঃ সোঽপ্যেক এব বিশ্বমনুরঞ্জয়ন্নানন্দয়তি॥ ৪৮॥

অথ কবিরপি বসন্তরাসমনুবর্ণয়ন্ শারদীয়রাসকৃতরাধাশ্রীকৃষ্ণবিলাসমনুস্মরন্ তদ্বর্ণনরূপমাশিষং প্রযুঙ্‌ক্তে রাসেতি। হরির্বো যুষ্মান্ রক্ষতু।

সখি! বিশ্বকে (ভাবানুরূপ) অনুরঞ্জনে আনন্দদান করিতে করিতে নীলোৎপলদল-শ্যামল-কোমল অঙ্গে ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক যথেচ্ছরূপে আলিঙ্গিত হইয়া আনন্দোৎসব বর্দ্ধন করিতে করিতে, মুগ্ধ হরি এই বসন্তে মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররসের ন্যায় বিলাস করিতেছেন (৪৮)।

সাধু তদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
র্ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতুঃ বঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে সামোদদামোদরো

নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

কীদৃশঃ ? আভীরবামভ্রুবাং গোপসুন্দরীণাং সমীপে শ্রীরাধয়া উদ্ভটং যথা স্যাত্তথা উরঃ পরিরভ্য চুম্বিতঃ। লজ্জাশীলায়াস্তত্র তৎসিদ্ধিঃ কথং ? প্রেমান্ধয়া প্রেমাবেশাদিত্যর্থঃ। কিং কৃত্বা ? ত্বদ্বদনং সাধু রমণীয়ং সুধাময়মিতি নিগদ্য গীতিস্তুতিব্যাজং নিধায় অতস্তবৈদগ্ধ্যমালোক্য যৎ স্মিতং তেন তস্যা মনোহরণশীলঃ। কীদৃশীনাং ? রাসোল্লাসভরেন বিভ্রমভৃতাম্। অতএব সর্গোঽয়ং শ্রীরাধাবিলাসানুভবেন আ সম্যগ্মোদেন বহ বর্ত্তমানো দামোদরো যত্র সঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং প্রথমঃ সর্গঃ ॥

রাসোল্লাসে বিহ্বলা গোপীগণের সমক্ষেই প্রেমান্ধা শ্রীমতী রাধিকা যাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং তোমার বদনমণ্ডল কত সুন্দর ও সুধাময় এইরূপ স্তুতিচ্ছলে যাঁহার মুখ-চুম্বন করিয়াছিলেন, সেই প্রফুল্লিত মনোহারী হরি আপনাদিগকে রক্ষা করুন (৪৯)।

সামোদ-দামোদর নামক প্রথম সর্গ

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্ ॥ ১ ॥

অথ সখীবচনং নিশম্য স্বয়মপ্যনুভূয় শ্রীকৃষ্ণস্য সাধারণবিহরণং বিলোক ঈর্ষ্যোদয়াৎ তদ্দর্শনমপ্যসহমানাঽন্যতো গতা সখীমুবাচেত্যাহ বিহরতীতি ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে লীনা শ্রীরাধা দীনা সতী সখীং প্রতি রহোঽত্যন্তগোপ্য মপি স্বানুভূতমুবাচ। কীদৃশী? ঈর্ষ্যয়ান্যত্র গতা। ঈর্ষ্যাপি কুতঃ? তাস্বপি সর্ব্বাসু সমানঃ প্রণয়ো যস্য তথাভূতে হরৌ বিহরতি সতি বিগলিতে নিজোৎকর্ষঃ অহমেবাসাধারণী প্রিয়া ইত্যেবংরূপে। যস্তস্মাৎ প্রণয়তারতম্য দ্বিহারস্য সাম্যব্যবহরণাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বভাবান্যথাত্বদর্শনাক্ষমতয়া অন্যত্র গতেত্যর্থঃ। কীদৃশে লতাকুঞ্জে? গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডল্যা মুখরং শিখরমগ্র ভাগো যস্য তাদৃশে ॥ ১ ॥

রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রণয়, (যেন) সেই প্রণয়েই তিনি অপর গোপীগণের সঙ্গেও বনে বিহার করিতেছেন। ইহাতে আপনার উৎকর্ষ নষ্ট হইল। এই ঈর্ষ্যায় রাধিকা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, এবং যাহার শিখরদেশ মধুকর-মণ্ডলীর গুঞ্জনে মুখরিত এমনি এক লতাকুঞ্জের প্রান্তে বসিয়া সখীকে অতি দীনার মত এই গোপন কথা বলিতে লাগিলেন—(১)।

গীতম্ । ৫ ।

(গুর্জ্জরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—)

সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্ ।
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম্ ॥
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্ ।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্ ।
চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশম্ ।
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্ ॥ ৩ ॥

তদেবাহ । হে সখি ! মম মনঃ ইহ বিহিতবিলাসং হরিং তত্র যথোচিত-ক্রিয়াভিঃ স্ববিহরণশীলং স্মরতি পূর্ব্বানুভূতমেব প্রমাণয়তি । কীদৃশং ? রাসে শারদীয়ে কৃতঃ পরিহাসো যেন তং । ধ্রুবম্ । পুনঃ কীদৃশং ? হরিং সঞ্চরন্তী অধরসুধা যত্র তেন ধ্বনিনা বাদিতঃ মোহনবংশো যেন তম্ । তাদৃশবংশীধ্বনিরপ্যত্র নাস্তীত্যর্থঃ । সর্ব্বত্রৈবং যোজ্যম্ । দৃশোরঞ্চলং চক্ষুঃপ্রান্তভাগঃ কটাক্ষ ইতি যাবৎ । বলিতেন ইতস্ততঃ প্রচলতা দৃগঞ্চলেন যোঽসৌ চঞ্চলমৌলিঃ শিরোভূষণং তেন কপোলয়োঃ বিলোলৌ বতংসৌ কর্ণভূষণে যস্য তম্ ॥ ২ ॥

পুনঃ কীদৃশং ? চন্দ্রকেনার্দ্ধচন্দ্রাকারেণ চারুণাং ময়ূরপুচ্ছানাং মণ্ডলেন

সখি, যাঁহার সুধাময় অধর-ঝংকারে মোহনবংশী মধুরধ্বনিতে মুখরিত হইতেছে, ইতস্তত কটাক্ষবিক্ষেপে যাহার মুকুট চঞ্চল হইয়াছে এবং কুণ্ডল কপোলদেশে দুলিতেছে, সেই হরি আজ আমাকে ত্যাগ করিয়া বিলাসে রত হইয়াছেন। আমার মন কিন্তু সেই (পূর্ব্ব) রাসক্রীড়ার কথাই স্মরণ করিতেছে (২)।

গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখচুম্বনলম্ভিতলোভম্ ।
বন্ধুজীবমধুরাধর-পল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভম্ ॥ ৪ ॥
বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতিসহস্রম্ ।
করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিস্রম্ ॥ ৫ ॥

বেষ্টিতাঃ কেশা যস্য তম্। তদেব উৎপ্রেক্ষতে,—বৃহদিন্দ্রধনুষা অনুরঞ্জি
শ্চিত্রিতো যঃ স্নিগ্ধঃ মেঘঃ তাদৃক্ শোভনো বেশো যস্য তম্ ॥ ৩ ॥

পুনঃ কীদৃশং? গোপজাতীয়স্ত্রীণাং মুখচুম্বনেন লম্ভিতঃ প্রাপি
লোভো যস্য তং নমামীতি শেষঃ। তথা বন্ধুকপুষ্পবৎ অরুণো মধুরশ্চ অ
পল্লবো যস্য তম্, তথা বিকশিতেন স্মিতেন শোভা যস্য তম্ ॥ ৪ ॥

ইহ রাসে বিহিতবিলাসং হরিং। কীদৃশং? বিস্তীর্ণঃ পুলকো যয়োস্তাভ
পল্লববৎ কোমলাভ্যাং ভুজাভ্যাং বলয়বৎ বেষ্টিতং বল্লবযুবতীনাং সহস্রং
তম্, একদানেকালিঙ্গনান্নৈকনিষ্ঠপ্রেমাণমিত্যর্থঃ। তথা করচরণো
স্থিতানি মণিগণোপলক্ষিতানি যানি ভূষণানি তেষাং কিরণৈর্নাশি
অন্ধকারং যেন তম্ ॥ ৫ ॥

কেশদাম অর্দ্ধচন্দ্রসুন্দর ময়ূরপুচ্ছ বেষ্টিত থাকায় যিনি বিশাল ই
ধনু অনুরঞ্জিত নব জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন—(৩)।

যিনি গোপনিতম্বিনীগণের মুখচুম্বন লোভে লুব্ধ হইয়াছেন, যাঁ
বান্ধুলীতুল্য মধুর অধরপল্লব উল্লাসহাস্যে শোভিত হইয়াছে—(৪)।

যিনি বিপুল-পুলকে ভুজপল্লবে (একত্রে) সহস্র বল্লবযুবতী
আলিঙ্গন করিতেছেন, যাঁহার কর, চরণ, ও বক্ষের মণিময় ভূষণের কি
ছটায় দিক্‌মণ্ডল আলোকিত হইয়াছে—(৫)।

জলদপটলবলদিন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম্।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দননির্দ্দয়হৃদয়কবাটম্ ॥ ৬ ॥
মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারম্।
পীতবসনমনুগতমুনিমনুজসুরাসুরবরপরিবারম্ ॥ ৭ ॥
বিশদকদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্।
মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্ ॥ ৮ ॥

পুনঃ পূর্ব্বানুভূতস্ত মেঘসমূহেন বেষ্টিতেন্দোঃ শোভাতিশায়ী চন্দনতিলকো ললাটে যস্য তম্, তথা পীনপয়োধরয়োঃ পর্য্যন্তভাগস্য মর্দ্দনেন নির্দ্দয়ং হৃদয়কবাটং যস্য তম্। গূঢ়ত্ববিস্তীর্ণত্বাভ্যাং অত্র হৃদয়স্য কবাটত্বেন নিরূপণম্। পর্য্যন্তভূঃ পরিসরঃ কবাটমররং সমম্ ইতি কোশঃ ॥ ৬ ॥

পুনঃ কীদৃশং? মণিপ্রচুরাভ্যাং মকরাকারাভ্যাং মনোহরাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতৌ গণ্ডৌ যস্য তং। যদ্যপ্যেতদপ্রস্তুতোপস্কার-বর্ণনং তথাপি বিরহিণ্যা গুণোৎকীর্ত্তনত্বাদেবাদূষণং অতএবোদারং তথা পীতং বসনং যস্য তম্। কিঞ্চ অনুগতঃ সৌন্দর্য্যেণাকৃষ্টঃ মুন্যাদীনাং বরপরিবারঃ পরিগ্রহো যেন তম্ ॥ ৭ ॥

অত্যুৎকণ্ঠায়াঃ স্ফুরিতমাহ।—বিশদকদম্বতলে মিলিতং পুষ্পিত-ত্বাদ্বিশদত্বং প্রেমকলহোদ্ভূতক্লেশাৎ যদ্ভয়ং তস্মাচ্চৈভিরপনয়ন্তং তথাপ্যনির্ব্বচনীয়ং

যাঁহার ললাটস্থিত চন্দনতিলক জলদপটল-পরিবেষ্টিত ইন্দুকে নিন্দা করে, যাঁহার হৃদয়কবাট (রমণীগণের) পীনপয়োধরের আমর্দ্দনে মমতাহীন—(৬)।

সুন্দর মণিময় মকর এবং কুণ্ডলে যাহার উদার কপোলদেশ পরিশোভিত; মুনি, মানব, দেবতা এবং অসুরকুলের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীগণ যে পীতবসনের আনুগত্য করেন—(৭)।

শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দর-মোহন-মধুরিপু-রূপম্ ।
হরিচরণস্মরণং প্রতি সংপ্রতি পুণ্যবতামনুরূপম্ ॥ ৯ ॥
গণয়তি গুণগ্রামং ভামং ভ্রমাদপি নেহতে
বহতি চ পরীতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ ।

যথা স্যাত্তথা মামপি মামেব রময়ন্তম্ । কয়া—তরঙ্গ ইব আচরন্ননঙ্গো যত্র তয়া দৃশা মনসা চ ময়া সহ রতিং ধ্যায়ন্তমিত্যর্থঃ । পূর্ব্বদৃষ্টস্ফূর্ত্তিরিয়ম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতং ভগবদ্ভক্তিবিশেষবতাং হরিচরণস্মরণং প্রতি সংপ্রতি ইদানীং যোগ্যং তাদৃশভাগ্যবতামাস্বাদনীয়মিতি ভাবঃ। কীদৃশম্ ? অতিশয়েন সুন্দরং মোহনঞ্চ মধুরিপোঃ রূপং যত্র তৎ ॥ ৯ ॥

নন্ শ্রীকৃষ্ণস্ত্বাং বিহায় অন্যাভিশ্চেদ্বিহরতি তর্হি ত্বং কিমিতি তং স্মরসীতি যোগ্যং স্বাভিপ্রায়ং পরীক্ষমাণাং সখীং প্রত্যাহ গণয়তীতি। মম বামং সুন্দরং বিদগ্ধমিতি যাবৎ বৈদগ্ধ্যঞ্চ বক্ষ্যমাণমধুসূদনশব্দার্থে দর্শয়িতব্যং, তাদৃশং মম মনঃ কৃষ্ণে কামমভিলাষং পুনরপি করোতি। অহং কিং করোমি নিজোৎকর্ষানুভবানন্দোন্মাদং মমায়ত্তং ন ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশে কৃষ্ণে ? পূর্ব্বরীত্যা ময়ি বলবতী তৃষ্ণা যস্য তস্মিন্। তদর্থমেব যুবতীষু মাং বিনা বিহারিণি অতএব তস্য গুণানাং গ্রামং সমূহং গণয়তি। ভামং ক্রোধং ভ্রমাদপি নেচ্ছতি, দোষং ময়ি সাধারণ্যাচরণং দূরতো

বিকশিত কদম্বতরুতলে মিলিত হইয়া কলি-কলুষ-ভয় প্রশমনপূর্ব্বক করেন, অনঙ্গ-তরঙ্গিত আঁখিতে এবং অন্তরে যিনি আমার সঙ্গেই রমণ করিতেছেন—(৮)।

শ্রীজয়দেব ভণিত অতিসুন্দর এই মধুরিপুর মোহনরূপ সম্প্রতি পুণ্যবাণগণের হরিচরণ স্মরণের অনুরূপই হইয়াছে—(৯)।

কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্।
কৃতপরিরম্ভণ-চুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ ॥ ১৩ ॥
অলস-নিমীলিত-লোচনয়া পুলকাবলি-ললিতকপোলম্।
শ্রমজল-সকল-কলেবরয়া বরমদন-মদাদতিলোলম্ ॥ ১৪ ॥
কোকিল-কলরব কূজিতয়া জিতমনসিজ-তন্ত্রবিচারম্
শ্লথকুসুমাকুল-কুন্তলয়া নখলিখিত-ঘনস্তনভারম্ ॥ ১৫ ॥

পল্লবশয্যায়াং শায়িতয়া চিরকালং ব্যাপ্য মমৈবোরসি শয়ানম্, ততশ্চ কৃতে পরিরম্ভণচুম্বনে যয়া তয়া পরিরভ্য কৃতমধরপানং যেন তম্ ॥ ১৩ ॥

অলসেন নিমীলিতে লোচনে যয়া তয়া পুলকাবলিভির্ললিতং কপোলং যস্য তম্। শ্রমজলং সকলকলেবরে যস্যাস্তয়া। বরমদনমদাদতিলোলং সতৃষ্ণম্ ॥ ১৪ ॥

কোকিলস্য কলরব ইব কূজিতং যস্যাস্তয়া জিতোঽভিভূতঃ কামশাস্ত্রস্য বিচারো যেন তম্। অতএব তৎশাস্ত্রোক্তক্রিয়াপরিভাবস্য ব্যতিক্রমো না-শঙ্কনীয়ঃ। শ্লথকুসুমৈরাকুলাঃ কুন্তলা যস্যাস্তয়া নখৈরঙ্কিতে ঘনস্তনভারো যেন তম্ "তন্ত্রং প্রধানশাস্ত্রয়োঃ বিশ্বঃ" রিতি ॥ ১৫ ॥

আমি কিশলয়-শয্যায় শয়ন করিলে যিনি আমার বক্ষঃস্থলে শুইয়া থাকিতেন এবং আমি আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করিলে যিনি প্রতি-আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমাকে চুম্বন করিলেন (১৩)।

রতিরসালসে আমার লোচন মুদ্রিত হইয়া আসিলে যাহার কপোল পুলকাবলীতে ললিত হইয়া উঠিত, আমার সর্ব্বাঙ্গ শ্রমজলে পরিপূর্ণ হইলে যিনি অধিকতর মদনমদে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন (১৪)।

চরণরণিত-মণিনূপুরয়া পরিপূরিতসুরতবিতানম্ ।
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহ-চুম্বনদানম্ ॥ ১৬ ॥
রতিসুখসময়-রসালসয়া দরমুকুলিত-নয়নসরোজম্ ।
নিঃসহনিপতিত-তনুলতয়া মধুসূদনমুদিত-মনোজম্ ॥ ১৭ ॥

চরণয়ো রণিতৌ মণিযুক্তমঞ্জীরৌ যস্যাস্তয়া । অনেন লীলাবিশেষঃ সূচিতঃ । সম্পূর্ণতাং নীতঃ সুরতস্য বিস্তারো যেন তম্ । পূর্ব্বং মুখরা পশ্চাৎ বিশৃঙ্খলা ত্রুটিতগুণা কাঞ্চী যস্যাস্তয়া । কেশগ্রহণেন সহ চুম্বনদানং যস্য তম্ ॥ ১৬ ॥

রতিঃ শৃঙ্গাররূপা তয়া যৎ সুখং তস্য যঃ সময়ঃ কালস্তত্র যো রসঃ তেন অলসো যস্যাস্তয়া, ঈষন্মুকুলিতে নয়নসরোজে যস্য তম্ । নিঃসহোঽসহনমবলত্বং ইতি যাবৎ নিঃসহেন নিপতিতা তনুলতা যস্যাস্তয়া ; মধুসূদনমিতি শ্লিষ্টং অনেন ভৃঙ্গো যথা অন্য কুসুমাবলীনাং মধু ক্রমেণাস্বাদয়ন্ কমলিন্যুৎকর্ষমনুভূয় তস্যামাসক্তো ভবতি, তদ্বৎ অয়মপীতি স্বমনসো বৈদগ্ধ্যমেব বোধিতং অতএবাবির্ভূতো মনোজঃ কামো মষ্যভিলাষো যস্য তম্ ॥ ১৭ ॥

রতিকালে আমি কোকিল-কলরবে কূজন করিতে থাকিলে যিনি কামশাস্ত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য লঙ্ঘন করিতেন, আমার কেশপাশ আলুলায়িত ও (কবরীর) কুসুম সমূহ শিথিল হইলে যিনি আমার ঘন স্তনভারে নখলেখ অঙ্কিত করিতেন (১৫) ।

আমার চরণের মণিময় নূপুর রণিত হইতে থাকিলে যাঁহার সুরতবিতান সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত, আমার মুখর মেখলা বিশৃঙ্খল হইয়া গেলে যিনি কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আমাকে চুম্বন করিতেন (১৬) ।

রতিরস-সুখে আমি অলস হইয়া পড়িলে যাঁহার নয়নপঙ্কজ ঈষৎ মুকুলিত হইত, আমার দেহলতা অবসন্ন হইয়া পড়িলে যে মধুসূদনের মনোভব পুনর্জাগ্রত হইয়া উঠিত (১৭) ।

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়-মধুরিপু-নিধুবনশীলম্।
সুখমুৎকণ্ঠিত-গোপবধূ-কথিতং বিতনোতু সলীলম্॥ ১৮॥
হস্তস্রস্ত-বিলাসবংশমনৃজু-ভ্রূবল্লিমদ্বল্লবী-
বৃন্দোৎসারি-দৃগন্তবীক্ষিতমতিস্বেদার্দ্রগণ্ডস্থলম্।
মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতস্মিতসুধামুগ্ধাননং কাননে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হৃষ্যামি চ॥ ১৯॥

ইদং শ্রীজয়দেবভণিতং কর্ত্তৃ সুখং বিতনোতু। কীদৃশং? উৎকণ্ঠিতায়া গোপবধ্বাঃ শ্রীরাধায়াঃ কথিতং যত্র তৎ। তথা অতিশয়েন মধুরিপোঃ সুরতক্রীড়াং শীলয়তি স্মারয়তীতি ততস্তল্লীলয়া সহ বর্ত্তমানম্। "রতং নিধুবন" মিত্যমরঃ॥ ১৮॥

অথ পূর্ব্বদৃষ্টগোপীমণ্ডলস্থশ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যা স্বমনসোঽনুভূতং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়জ্ঞানং সাক্ষাদ্দর্শয়ন্তী সাটোপমাহ—হস্তেতি। হে সখি! অহং কাননে গোবিন্দং পশ্যামি হৃষ্যামি চ। কীদৃশং? ব্রজসুন্দরীগণবৃতং। ননু মুগ্ধাসি ত্বং, যতঃ ত্বাং বিহায়ান্যাঙ্গনাভিঃ সহ বিহরন্তং হরিং পশ্যসি, দৃষ্ট্বা চ হৃষ্যসীত্যাশঙ্ক্যাহ;—কুটিলভ্রূলতাযুক্তানাং বল্লবীনাং বৃন্দোৎসারিণা নিজভাবোদ্বোধকেন অপাঙ্গেন বীক্ষিতমপি মামুদ্বীক্ষ্য উদ্‌গ্রীবকো ভূত্বা

শ্রীজয়দেব-ভণিত, সুখোৎকণ্ঠিতা গোপবধূ-কথিত, অতিশয় বিলাসশালী মধুরিপুর এই চরিত্রগীতি ভক্তগণের হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হউক (১৮)।

অপরা গোপাঙ্গনাগণ অনঙ্গবর্দ্ধক অপাঙ্গভঙ্গীতে নিরীক্ষণ করিতে থাকিলেও আমাকে দেখিয়া যাঁহার গণ্ডস্থল স্বেদার্দ্র হইয়াছিল, হস্ত হইতে বিলাসবংশী খসিয়া পড়িয়াছিল, এবং মুগ্ধ-বিস্ময়ে যাঁহার আনন হাস্য-শোভায় শোভিত হইয়াছিল, আমি ব্রজসুন্দরীগণে পরিবৃত সেই গোবিন্দকে দেখিতেছি ও আনন্দিত হইতেছি (১৯)।

দুরালোকঃ স্তোকস্তবক-নবকাশোকলতিকা-
বিকাশঃ কাসারোপবনপবনোঽপি ব্যথয়তি।
অপি ভ্রাম্যদ্‌ভৃঙ্গীরণিতরমণীয়া ন মুকুল-
প্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি॥ ২০॥
সাকূত-স্মিতমাকুলাকুল-গলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত-
ভ্রূবল্লীকমলীক-দর্শিতভুজামূলার্দ্ধ-দৃষ্টস্তনম্।

বিশেষেণ দৃষ্ট্বা বিলক্ষিতো বিস্ময়ান্বিতো যঃ স স্মিতসুধয়া মুগ্ধমাননং যস্য স চ তম্। মদ্বৈশিষ্ট্যানুভবাৎ বিস্ময়হর্ষান্বিতং ইত্যর্থঃ। অতএব মদ্দর্শনাবেশেন হস্তাৎ স্খলিতো বিলাসবংশো যস্য তং, অতএব অতিস্বেদেনার্দ্রং গণ্ডস্থলং যস্য তম্॥ ১৯॥

এবমুক্ত্বা তৎস্ফূর্ত্ত্যপগমে পুনরত্যন্তার্ত্তিভরেণাহ—দুরালোক ইতি। হে সখি! অল্পো গুচ্ছো যাসাং তাসাং নবকাশোকলতিকানাং বিকাশো দুঃখেনালোক্যতে। কিঞ্চ সরোবরস্য উপবনসম্বন্ধী পবনোঽপি ব্যথয়তি। ভ্রাম্যন্তীনাং ভৃঙ্গীনাং রণিতৈঃ রমণীয়াপি প্রশস্তাগ্রভাগযুক্তাপি চ চূতানাং মুকুলপ্রসূতির্ন সুখয়তি। অশোকোঽপি শোকদায়ী, পবনোঽপি পীড়কঃ, রমণীয়াপি উদ্বেগকরাত্যহো বিরহবৈপরীত্যমিত্যর্থঃ॥ ২০॥

অথ কবিরপি শ্রীরাধয়োন্নীতং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং ব্যঞ্জয়ন্নাশাস্তে সাকূতেতি। শ্রীরাধিকোৎকর্ষনিশ্চয়েন নব ইব জাতঃ কেশবঃ বো যুষ্মাকং ক্লেশং হরতু। কীদৃশঃ? গোপীনাং নিভৃতং রহস্যং তদ্ভাবপ্রকাশনং

ঈষদ্বিকশিত নূতন অশোকলতিকা আমার চক্ষুকে পীড়া দিতেছে, বাপীতটস্থিত উদ্যান-সঞ্চালিত পবন আমায় সন্তাপিত করিতেছে; সঞ্চরণশীল ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত এই রমণীয় রসালমুকুল,—হে সখি! ইহা দেখিয়াও আমি আনন্দ পাইতেছিনা (২০)।

গোপীনাং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাকাঙ্ক্ষশ্চিরং চিন্তয়-
ন্নন্তর্মুগ্ধমনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে অক্লেশকেশবো
নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

নিরীক্ষ্য অতুল্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বোত্তমতাং চিরমন্তর্ব্বিচারয়ন্নিরস্তান্যনারীষ্বাকাঙ্ক্ষা যস্য সঃ। অতঃ পরা উত্তমা অন্যা নাস্তীত্যর্থঃ। গমিতা তস্যাং প্রাপিতাকাঙ্ক্ষা যেন ইতি বা। ভাবপ্রকাশকরূপাণি নিভৃতস্য বিশেষণান্যাহ। আকূতেন সহ স্মিতং যত্র তৎ তথাকুলাদপ্যাকুলঃ অতি-শিথিলঃ অতএব গলন্ কেশবন্ধো যত্র তৎ। কিঞ্চ উৎক্ষিপ্তং ভ্রূবল্লীকং যত্র তৎ তথৈব। কর্ণকণ্ডূয়নাদিচ্ছলেন দর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টঃ স্তনো যত্র তৎ অতএব মুগ্ধ মনোহরম্। অতঃ সর্গোঽয়মক্লেশঃ গতঃ শ্রীরাধিকাসম্বন্ধি-মনঃসাধারণ্যাভাসরূপঃ ক্লেশো যস্মাৎ স কেশবো যত্র সঃ ॥ ২১ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

যিনি গোপীগণের আকুতিব্যঞ্জক হাস্য, উল্লসিত কটাক্ষভঙ্গী, এবং শিথিল কেশপাশ বন্ধন-ছলে উত্তোলিত-ভুজমূলে অর্দ্ধপ্রকাশিত পয়োধর দর্শনেও অন্তরে অন্তরে শ্রীরাধার সর্ব্বোত্তমতাই চিন্তা করিতেছিলেন, সেই মনোহর নব কেশব আপনাদের ক্লেশ হরণ করুন (২১)।

অক্লেশ-কেশব নামক দ্বিতীয় সর্গ

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাম্‌ ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১ ॥
ইতস্ততস্তামনুস্মৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্ন-মানসঃ ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥২॥

এবং সর্গদ্বয়েন শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রেমোৎকর্ষং নিরূপ্য ইদানীং শ্রীরাধিকোৎকণ্ঠাবর্ণনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণোৎকণ্ঠামাহ—কংসারিরিতি। যথা সা তস্মিন্নুৎকণ্ঠিতা—তথা কংসারিরপি রাধাং আ সম্যক্‌ প্রকারেণ হৃদয়ে ধৃত্বা ব্রজসুন্দরীস্তত্যাজ। বহুবচনেন তত্ত্যাগস্য বলবৎপ্রয়োজনতয়া অস্য তস্যামতিগাঢ়ানুরাগো ধ্বনিতঃ হৃদয়ে তদ্ধারণপূর্ব্বকং শারদীয়রাসান্তর্ব্বি-স্ফূর্ত্ত্যা চলিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশীং? পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিতা বিষয়স্পৃহা বাসনা, সম্যক্‌ সারভূতায়াঃ প্রাক্‌ নিশ্চিতায়া বাসনায়া বন্ধনায় স্থূণানিখনন-ন্যায়েন দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিগড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। যথা কশ্চিদ্বিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেন সারবস্তুনিশ্চয়াৎ তদেকচিত্তঃ তদন্যৎ সর্ব্বং ত্যজতি তথায়মপি তাস্তত্যাজ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

তদনন্তরকৃত্যামাহ—ইতস্তত ইতি। ন কেবলা সৈব মাধবোঽপি রাধানুরাগভঙ্গচিন্তাকুলো যমুনায়াস্তটপ্রান্তকুঞ্জে বিষাদঞ্চকার। কিং কৃত্বা?

কংসারি শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্‌-সারভূত বাসনারবন্ধন-শৃঙ্খলারূপিণী রাধাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন (১)।

অনঙ্গ-বাণে ব্যথিত-চিত্ত মাধব ইতস্ততঃ অনুসরণে রাধিকার দর্শন না পাইয়া যমুনার তীরবর্ত্তী কুঞ্জে বিষাদে অনুতাপ করিতে লাগিলেন (২)।

গীতম্। ৭।

(গুর্জ্জরীরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে—)

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন বারিতাতিভয়েন॥
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব॥ ৩॥ ধ্রুবম্।
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ॥ ৪॥

তত্তৎস্থানে তাং ক্ষণমপি বিরহাসহাং শ্রীরাধিকাম্ অম্বিষ্য। কীদৃশঃ? অহো তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমতাং জানতাপি মন্দধিয়া ময়া কথমেবং কৃতমিতি কৃতঃ পশ্চাত্তাপো যেন সঃ। তত্র হেতুঃ,—অনঙ্গবাণব্রণেন খিন্নং মানসং যস্য সঃ। অনেন তৎসদৃশী দশাস্যাপ্যুক্তা॥ ২॥

পশ্চাত্তাপমেবাহ মামিয়মিত্যাদিভিঃ। অস্যাপি গুর্জ্জরীরাগ-যতি তালৌ। হরি হরীতি খেদে, হা কষ্টং, সা পূর্ব্বানুভূতগুণা শ্রীরাধা স্বস্মিন্ ময়া হতাদরত্বং মত্বা কুপিতেব গতা ইত্যহমুৎপ্রেক্ষে। কুতো হতাদরত্বমিতি, ইয়ং শ্রীরাধা বধূসমূহেন বৃতং মাং দূরতো বিলোক্য চলিতা, অনেনান্যো-ন্যাবলোকনং জাতমিতি গম্যতে। কথং তদৈব নানুনীতা ময়া দৃষ্টাপি সাপরাধতয়া তাং বিহায় অন্যাভির্ব্বিহাররূপয়া অস্যৈ কথং দর্শয়ামি মুখমিত্যতিভয়েন ন বারিতা॥ ৩॥

ততঃ সা চিরং বিরহেণ কামবস্থাং প্রাপ্য কমুপায়ং বিধাস্যতি সখীং

রাধা আমাকে গোপীগণে পরিবৃত দেখিয়া যখন চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন আমি নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া ভীতিবশতঃ তাঁহাকে নিবারণ করিলাম না। হরি! হরি! তিনি আপনাকে অনাদৃতা মনে করিয়া কোপভরে চলিয়া গিয়াছেন (৩)।

চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রূ কোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥ ৫ ॥
তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি ॥ ৬ ॥
তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি ॥ ৭ ॥

প্রতি কিং বা বদিষ্যতীত্যহং ন জানে। অতো মম ধনেন গবাং সমূহেন কিং, ব্রজজনেন বা কিং, গৃহেণ বা কিং, জীবিতেন বা কিং, তাং বিনৈতৎ সর্ব্বং অকিঞ্চিৎকরমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অহং তদাননমেব ধ্যানেন পশ্যামি। কীদৃশং? রোষভরেণ কুটিলা ভ্রূর্যত্র তাদৃশম্। তেনৈব লোহিতমিত্যর্থঃ। বাক্যার্থোপমামাহ—উপরি-ভ্রমতা ভ্রমরেণ ব্যাপ্তমরুণপদ্মমিব ॥ ৫ ॥

অথ তৎস্ফূর্ত্ত্যাহ,—অহং তাং হৃদি সঙ্গতামপি পুরঃ প্রাপ্তাং নিরন্তর-মত্যর্থং রময়ামি বনে কিমর্থং বানুসরামি তামুদ্দিশ্য কিং বৃথা বিলপামি। "ন করকলিতরত্নং মৃগ্যতে নীরমধ্যে" ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

স্ফূর্ত্ত্যপগমে পুনরাহ—হে তন্বি! তব হৃদয়ং মদুৎকর্ষজ্ঞানায়োগ্যমরূপে গুণে দোষারোপণেন খেদযুক্তমহং বেদ্মি। তৎ কথং নানুনয়ামি কুতো

আমার বিরহে তিনি কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন? তাঁহার অভাবে আমার ধনে, জনে, জীবনে এবং গৃহে কি কাজ? (৪)।

আমি তাঁহার কোপকুটিল ভ্রূ-লতাযুক্ত মুখমণ্ডল চিন্তা করিতেছি। মনে হইতেছে রক্তপদ্মের উপরে আকুল ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে (৫)।

আমি ত হৃদয়ে অনুক্ষণ তাঁহার সহিত সম্মিলিত রহিয়াছি, তবে কেন এই বনে বনে অনুসরণ এবং কেনই বা বৃথা বিলাপ করিয়া মরিতেছি? (৬)

দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি ॥ ৮ ।
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি ॥ ৯ ॥
বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভবরোহিণীরমণেন ॥ ১০ ॥

গতাসি তন্ন বেদ্মি। তেন হেতুনা তে তব পাদগ্রহণাদিনাপরাধং ন ক্ষমাপয়ামি ॥ ৭ ॥

পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যাহ—হে প্রিয়ে! মমাগ্রতস্ত্বং যাতায়াতং বিদধাসীতি দৃশ্যসে। তৎ কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি, পুরস্থিতায়াঃ প্রিয়ায়াঃ নিষ্ঠুরতেদৃশী ন যুক্তেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥

পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যপগমে প্রাহ। হে সুন্দরি! ক্ষম্যতামপরাধমিদং অপরমীদৃশং অপরাধং কদাচিদপি ন করোমি, অতো মম দর্শনং দেহি, যতস্তব প্রিয়োঽহং মন্মথেন মনো মথ্নাতীতি মন্মথো বিরহস্তেন দুনোমি। স্বাধীনে অপরাধিনি দণ্ড এব যুক্তো নোপেক্ষেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীজয়দেবকেন হরেরিদং বিলপনং বর্ণিতম্। স্বার্থে কঃ। কীদৃশেন? প্রবণেন

হে তন্বি! তোমার হৃদয় অসূয়া-খিন্ন হইয়াছে, ইহা বুঝিতেছি, কিন্তু তুমি কোথায় গিয়াছ জানিনা বলিয়া নিকটে গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারিতেছি না (৭)।

তুমি যেন আমার সম্মুখভাগে যাতায়াত করিতেছ দেখিতে পাইতেছি; তবে কেন পূর্ব্বের ন্যায় সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন দান করিতেছ না? (৮)।

আমার অপরাধ ক্ষমা কর; এমন অপরাধ আর কখনও করিব না, আমি তোমার বিরহে কাতর হইয়াছি, আমায় দর্শন দাও (৯)।

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥ ১১ ॥
পাণৌ মা কুরু চূতশায়কমমুং মা চাপমারোপয়
ক্রীড়ানির্জ্জিতবিশ্ব মূর্চ্ছিতজনাঘাতেন কিং পৌরুষম্।

নম্রেণ। পুনঃ কীদৃশেন? কেন্দুবিল্বনামা জয়দেবস্য গ্রামঃ কেন্দুবিল্বমিতি কুলঞ্চ তয়োর্মহত্ত্বাৎ সমুদ্রত্বেন নিরূপণং তদুদ্ভবচন্দ্রেণ, যথা সমুদ্রোদ্ভবশ্চন্দ্রঃ সমুদ্রবৃদ্ধিকরস্তথায়মপি তদ্‌বৃদ্ধিকর ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

উক্তমন্মথসন্তাপমেব তৎস্ফূর্ত্ত্যা সাক্ষাদিব বিবৃণোতি হৃদীতি। হে অনঙ্গ! ক্রুধা কিমু ধাবসি মদর্থঞ্চেত্তর্হি হরস্য ভ্রান্ত্যা ময়ি প্রহারং মা কুরু। অহং হরো ন ভবামীতি হরভ্রান্তিং বারয়ন্নাহ প্রিয়ারহিতে ময়ীতি স তু প্রিয়ার্দ্ধাঙ্গযুক্তঃ। তল্লক্ষণানি দৃশ্যন্তে ইতি চেন্ন হৃদি মৃণাললতাহারোঽয়ং বাসুকির্ন, কণ্ঠে কুবলয়দলশ্রেণীয়ং সা গরলদ্যুতির্ন, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনরজঃ ইদং ভস্ম ন, অতো ময়ি হরভ্রান্তির্ন কার্য্যেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

ন কেবলং মদঙ্গদাহাচ্ছিবো মম বৈরী ভবানপ্যুল্লঙ্ঘিতশাসনত্বাৎ অতস্ত্ব-য্যপি প্রহরিষ্যামীত্যত আহ।—হে মনসিজ! অমুং চূতমুকুলবাণং পাণৌ মা

...বিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণীরমণ (কেন্দুবিল্ব গ্রামের পূর্ণচন্দ্র) জয়দেব অতি বিনয়সহকারে শ্রীহরির এই বিলাপ বাক্য বর্ণনা করিলেন (১০)।

হৃদয়ে আমার মৃণালের হার—বাসুকি নয়, গলায় নীলপদ্মের পত্রাবলী—গরলের আভা নয়, অঙ্গে শ্বেত-চন্দন—ভস্ম নয়, পার্শ্বে আমার প্রিয়াও উপস্থিত নাই। হে অনঙ্গ, তবে কেন তুমি আমাকে হর-ভ্রমে প্রহারের জন্য ক্রোধে ছুটিয়া আসিতেছ? (১১)।

তস্যা এব মৃগীদৃশো মনসিজপ্রেঙ্খৎকটাক্ষাশুগ-
শ্রেণীজর্জ্জরিতং মনাগপি মনো নাদ্যাপি সংধুক্ষতে ॥ ১২ ॥

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ ।
তস্যামনঙ্গ-জয়-জঙ্গম-দেবতায়া-
মস্ত্রাণি নির্জ্জিত-জগন্তি কিমর্পিতানি ॥ ১৩ ॥

কুরু। যদি পাণৌ কৃতবানসি, তদা পাণাবেবাস্তাং চাপং মা রোপয়, চাপারোপিতবাণঃ প্রাণান্ হরিষ্যতি ইত্যভিপ্রায়ঃ। কথমেবং বিধেয়মিত্যত আহ।—ক্রীড়য়া নির্জ্জিতং বিশ্বং যেন হে তথাবিধ! মূর্চ্ছিতজনস্য প্রহারেণ কিং পৌরুষং ন কিমপি। কথং ত্বং মূর্চ্ছিতঃ তস্যাঃ শ্রীরাধিকায়া এব উচ্ছলন্ত্যা কটাক্ষবাণশ্রেণ্যা জর্জ্জরিতং মম মনোঽল্পমপি অধুনাপি ন সন্ধুক্ষতে ন দীপ্যতে সুস্থং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধিকায়াঃ কটাক্ষাশুগস্মরণেন তৎস্ফূর্ত্ত্যাহ ভ্রূপল্লবমিতি। ইত্যনেন প্রকারেণাস্ত্রাণি তস্যাং রাধিকায়াং কিং স্মরেণার্পিতানীতি মন্যে। কুতোঽপিতানীত্যাহ। যতো নির্জ্জিতানি জগন্তি যৈস্তানি তৎপ্রসাদলব্ধাস্ত্রৈর্জগন্তি জিত্বা পুনস্তৈরেবার্পিতানীতি ভাবঃ। কুতস্তস্যামেবার্পিতানি যতোঽনঙ্গস্য জয়জঙ্গম দেবতায়াং জয়দেবতারূপায়াম্। কান্যস্ত্রাণীত্যাহ।—ভ্রূপল্লবং ধনুঃ অপাঙ্গতরঙ্গিতানি কটাক্ষাঃ তান্যেব বাণাঃ শ্রবণপ্রান্তভাগঃ স এব গুণ ইতি ॥১৩॥

ঐ চূতমুকুল বাণরূপে হাতে তুলিও না; কেন আবার ধনুতে গুণ আরোপণ করিতেছ? ক্রীড়াচ্ছলে বিশ্ব জয় করিয়া—হে মদন! এখন মূর্চ্ছিতজনকে আঘাত করিলে কি পৌরুষ লাভ হইবে? আমি সেই মৃগাক্ষী রাধার কামপ্রেঙ্খ কণ্টকিত (কামোদ্দীপনের বেগাধিক্যরূপ কাকপক্ষযুক্ত) কটাক্ষ-শরে জর্জ্জরিত হইয়া আছি, মন আমার এখনও কিছুমাত্র সুস্থ হয় নাই (১২)।

ভ্রূচাপে নিহিতঃ কটাক্ষবিশিখো নির্ম্মাতু মর্ম্মব্যথাং
শ্যামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরীভারোঽপি মারোদ্যমম্।
মোহন্তাবদয়ঞ্চ তন্বি তনুতাং বিম্বাধরো রাগবান্
সদ্বৃত্ত-স্তনমণ্ডলস্তব কথং প্রাণৈর্ম্মম ক্রীড়তি ॥ ১৪ ॥

এবং পরোপকারিণ্যাস্তব ময়ি নির্দ্দয়তা ন যুক্তেত্যাহ। ভ্রূচাপারোপিতঃ কটাক্ষবাণো মম মর্ম্মব্যথাং করোতু, নাত্রানৌচিত্যং চাপার্পিতবাণস্য দুঃখজনকস্বভাবত্বাৎ, তথা বক্রঃ শ্যামরূপঃ কেশবেশোঽপি মারণায় পরাক্রমং করোতু, নাত্রাপ্যনৌচিত্যং মলিনস্য কুটীলাত্মনো মারকস্বভাবত্বাৎ। হে তন্বি! বিম্বফলতুল্যোঽয়মধরঃ মূর্চ্ছাং তনুতাং নাত্রাপ্যনৌচিত্যং, যতোঽয়ং রাগবান্ রাগী। ইদন্ত্বনুচিতং সদ্বৃত্তঃ সুবর্ত্তুলঃ স্তনমণ্ডলো মম প্রাণহরণরূপং ক্রীড়াং কিমিতি করোতি। সচ্চরিতস্য তথাচরণমনুচিতমিতি ভাবঃ "মারো মৃত্যৌ বিষেঽনঙ্গে ইতি বৃত্তে চ বর্ত্তুল" ইতি বিশ্বঃ ॥১৪॥

শ্রীরাধার ভ্রূ-পল্লবরূপ ধনু, অপাঙ্গ-তরঙ্গরূপ বাণ এবং নয়নের আকর্ণবিশ্রান্ততারূপ গুণ স্মরণপথে উদয় হওয়ায় মনে হইতেছে যেন কাম জগৎজয় করিয়া স্বীয় জয়শ্রীর অধিদেবতা শ্রীরাধার নিকট আপনার অস্ত্রগুলি প্রত্যর্পণ করিয়াছে (১৩)।

হে তন্বঙ্গি, তোমার ভ্রূ-চাপে নিহিত কটাক্ষশর আমার মর্ম্মকে ব্যথিত করিতেছে ইহা স্বাভাবিক ; কাল কুটিলকেশ আমাকে বধ করিবার উপক্রম করিয়াছে ইহাতেও অস্বাভাবিকতা নাই ; তোমার বিম্বফল তুল্য আরক্ত অধর আমার মোহ উৎপাদন করিতেছে তাহাকেও দোষ দিতে পারি না। (কারণ বাণের তীব্রতা, কুটিলের কুটিলতা এবং রাগবানের মত্ততা স্বভাবসিদ্ধ)। কিন্তু তোমার ঐই সদ্বৃত্ত স্তনমণ্ডল কেন আমার প্রাণ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে ? (সদ্বৃত্ত—সুগোল, পক্ষান্তরে সদন্তঃকরণযুক্ত, সাধু প্রকৃতি) (১৪)।

তানি স্পর্শসুখানি তে চ তরলাঃ স্নিগ্ধা দৃশোর্বিভ্রমা-
স্তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমা।
সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং
তস্যাং লগ্নসমাধি হন্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে ॥ ১৫ ॥
তির্য্যক্‌কণ্ঠবিলোলমৌলিতরলোত্তংসস্য বংশোচ্চরদ্-
গীতিস্থানকৃতাবধানললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ।

অতস্তদ্বিলাসানুভবস্ফূর্ত্ত্যাহ তানীতি। তস্যাং রাধায়াং যদি মনো লগ্নসমাধি, তর্হি বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে। হন্তেতি খেদে, বিযুক্তয়োরেব বিরহঃ স্যাদত্র মনঃসংযোগো বর্ত্ততে ইত্যভিপ্রায়ঃ। সত্যপি মনঃসংযোগে চক্ষুরাদীনাং পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং সংযোগাভাবাৎ বিরহব্যাধির্যুক্ত ইত্যাহ। ইত্যুক্তপ্রকারেণ বিষয়াসঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়সুখে অনুভূয়মানেঽপীত্যর্থঃ। কোঽসৌ প্রকার ইত্যাহ।—তানি স্পর্শসুখানি পূর্ব্বানুভূতানীত্যর্থঃ। ত্বগিন্দ্রিয়-সুখং। তথাতরলা স্নিগ্ধাশ্চ দৃশোর্বিলাসা অনেন চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য। তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভমিতি ঘ্রাণস্য, তথা স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমেতি শ্রবণয়োঃ, তথৈব চ সা বিম্বাধরমাধুরীতি রসনায়া ইতি ॥ ১৫ ॥

অথ কবির্ম্মামুদ্বীক্ষ্য ইতি শ্রীরাধিকাবচনং প্রমাণীকৃত্য গোপীমণ্ডলস্থস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বোক্তশ্রীরাধিকাদর্শনপ্রকারমাহ—তির্য্যগিতি। মধুসূদনস্য

রাধার চিন্তায় আমার মন সর্ব্বদাই সমাধি-মগ্ন রহিয়াছে। আমি সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার সেই স্পর্শ সুখ, নয়নে সেই তরল স্নিগ্ধ দৃষ্টি-বিভ্রম, নাসিকায় সেই মুখপদ্মের সৌরভ, শ্রবণে সেই সুধাস্যন্দিনী বাণী এবং রসনায় তাঁহার বিম্বাধরের মাধুরী অনুভব করিতেছি। কিন্তু হায়, তথাপি আমার বিরহ-ব্যাধি বর্দ্ধিত হইতেছে। (আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় রাধার অনুভূতি বিভোর, আমি কিছুতেই তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেছি না) (১৫)।

সম্মুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদু-
স্পন্দং কন্দলিতাশ্চিরং দধতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ম্ময়ঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে মুগ্ধমধুসূদনো
নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

কটাক্ষস্য তরঙ্গা বো যুষ্মাকং ক্ষেমং দধতু। পূর্ব্বোক্তমধুসূদনপদতাৎপর্য্যং ব্যনক্তি। কীদৃশাঃ? রাধামুখেন্দৌ ঈষচ্চঞ্চলং সম্মুগ্ধম্ বিলক্ষিতঞ্চ যথা স্যাত্তথা পল্লবিতাঃ অন্যগোপাঙ্গনাবদনোড়ুগণমপহায় তত্রৈবোল্লসিতা ইত্যর্থঃ। কথমনেকাঙ্গনানিকরে তৎসিদ্ধিরিত্যাহ।—বংশোচ্চরদ্গীতিস্থানেষু স্বরগ্রামমূর্চ্ছনাদিষু সমর্পিতচিত্তবৃত্তিভির্ললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ। যদ্বা গীতিস্থানং মুখং অনেন তাদৃশৈরপ্যলক্ষিতত্বেন চাতুর্য্যং সূচিতম্। কীদৃশস্য তির্য্যক্ কণ্ঠো যস্য, বিলোলঃ মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য, তরলং কণ্ঠভূষণং যস্য চ স তস্য, অতএব মুগ্ধমধুসূদনো রসবিশেষাস্বাদচতুরঃ ততো মুগ্ধো মধুসূদনো যত্র ॥ ১৬ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

গ্রীবা বাকাইয়া, চূড়া হেলাইয়া, কুণ্ডল দোলাইয়া, মোহন বংশীরবে গোপাঙ্গনাগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের অলক্ষিতে মৃদুস্পন্দিত রাধার মুখচন্দ্রোপরি মধুসূদনের যে কটাক্ষলহরী আন্দোলিত হইয়াছিল, সেই তরঙ্গিত কটাক্ষ আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন। ১৬।

মুগ্ধমধুসূদন নামক তৃতীয় সর্গ

চতুর্থঃ সর্গঃ

যমুনাতীর-বানীর-নিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্।
প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তং মাধবং রাধিকাসখী ॥ ১ ॥

গীতম্। ৮।

(কর্ণাটরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।)

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্ ॥
সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্।

অথ শ্রীরাধিকাবিরহোৎকণ্ঠিতং শ্রীকৃষ্ণং স্বসখীমাশ্বাস্যাগতা সখী প্রাহ যমুনেতি। শ্রীরাধিকাসখী মাধবং প্রাহ। কীদৃশং শ্রীরাধিকাবিষয়ক-প্রেমাধিক্যেন উদ্‌ভ্রান্তমুন্মত্তং অতএব তদন্বেষণং বিহায় যমুনাতীরস্থ বেতসীকুঞ্জে মন্দং নিরুদ্যমং যথা স্যাত্তথাসীনম্। গীতস্যাস্য কর্ণাটরাগো যথা—কৃপাণপাণির্গজদন্তপত্রমেকং বহন্ দক্ষিণকর্ণপূরম্। সংস্তূয়মানঃ সুরচারণৌঘৈঃ কর্ণাটরাগঃ শিখিকণ্ঠনীলঃ ॥ ইতি। একতালী তালম্ ॥ ১ ॥

হে মাধব! সা শ্রীরাধা তব বিরহনিমিত্তং দীনা দুঃখিতা। তত্রোৎ-

যমুনাতটবর্ত্তী বেতসকুঞ্জে বিষণ্ণ-চিত্তে অবস্থিত প্রেমভরে উদ্‌ভ্রান্ত মাধবকে রাধিকার সখী আসিয়া কহিলেন (১)।

রাধা চন্দন এবং চন্দ্র কিরণের নিন্দা করিতেছেন, যাহারা স্বভাব-শীতল তাহারা কেন অগ্নিবৎ জ্বালা বিস্তার করিতেছে তিনি এই দুঃখে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। মলয়পবনকে তিনি চন্দনতরুকোটরস্থিত সর্পগণের সঙ্গহেতু গরল-জ্বালাময় (সর্প-নিঃশ্বাসে বিষাক্ত) বলিয়া মনে করিতেছেন।

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্ ॥ ৩ ॥
কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্ ॥ ৪ ॥

প্রেক্ষ্যতে, কামবাণস্য ভয়াৎ ত্বয়ি ধ্যানেন লীনেবাস্তে। বাণপ্রয়োক্তরি কামরূপে ত্বয়ি প্রসন্নে তদ্দ্বয়ং ন করিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ। ন কেবলমেতচ্চন্দনমিন্দুকিরণঞ্চ নিন্দতি, স্বভাবশীতলৌ যস্মাৎ দহতস্তস্মাদেব দুর্দ্দৈবমিত্যন্য পশ্চাদধীরং যথা স্যাত্তথা খেদং বিন্দতি। তথা চন্দনতরোঃ সম্পর্কেণ মলয়সমীরং গরলমিব কলয়তি। তত্রস্থসর্পভুক্তোজ্ঝিতো বায়ুর্বিষমিলিতত্বাদ্বিষমিবোৎপ্রেক্ষ্যতে ॥ ২ ॥

ত্বয্যতিস্নিগ্ধা সা। ত্বং কথং নিষ্ঠুরোঽসীত্যাহ। স্বহৃদয়মর্ম্মস্থানে সজলনলিনীদলজালং পৃথুলং বর্ম্ম কবচং করোতি। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে, নিরন্তরনিপতিতমদনশরভয়াত্তব রক্ষণার্থমেব তস্যা হৃদয়ে ভবাংস্তিষ্ঠতি। হৃদয়ং কামো বিধ্যতি মর্ম্মস্থানত্বাৎ হৃদয়বেধনাচ্চ ভবতোঽপি বেধং স্যাদিতি ভবদ্রক্ষণার্থং সা সন্নহ্যত ইত্যর্থঃ। নিপতিত ইতি ভাবে ক্তঃ। অবিরতং নিপতনং যস্যেতি বিগ্রহঃ পতিতবাণবারণাসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

অন্যদপি, সা কুসুমশয্যাং করোতি। কীদৃশং? অনল্পবিলাসকলয়া কমনীয়ং কাঙ্ক্ষনীয়ং, বিরহে তদপি কামশরশয্যায়ত ইত্যুৎপ্রেক্ষ্যতে। কাম-

মাধব, তোমার বিরহে রাধা অতিশয় কাতরা হইয়াছেন, এবং মদনের বাণবর্ষণের ভয়েই যেন তোমার ভাবনায় নিমগ্না রহিয়াছেন (২)।

রাধিকা অনবরত বর্ষিত মদন-শরাঘাত হইতে তাঁহার হৃদয়মধ্যস্থিত তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য বক্ষে বর্ম্মস্বরূপ সজল আয়ত নলিনীপত্রসমূহ ধারণ করিতেছেন (৩)।

বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধরমাননকমলমুদারম্ ।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃতধারম্ ॥ ৫ ॥
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্ ।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্ ॥ ৬ ॥

শরশয্যা ব্রতমিব। নন্থ এতৎ অতিদুষ্করং জীবনসন্দেহোৎপাদকং কিমিতি করোতি, তব পরিরম্ভসুখায়, দুষ্প্রাপং তব পরিরম্ভণসুখমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ন কেবলং কুসুমশয়নায়ং করোতি, অপি চ উদারমাননকমলং ধারয়তি। কীদৃশং? বলিতানি অবিরতং গলিতানি নয়নয়োর্জলানি ধারয়তীতি তৎ। কমিব? বিধুমিব। কীদৃশং বিধুং? করালস্য রাহোর্দন্তস্য চর্ব্বণেন গলিতা অমৃতধারা যস্য তম্ ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ কামরূপেণ ত্বদাবেশাৎ ত্বামেবারাধয়তীত্যাহ। সা ভবন্তমেকান্তে সখ্যাঃ অদৃশ্যস্থানে কস্তূর্য্যা বিলিখতি। কীদৃশং কামতুল্যম্। কামাংশ-সাদৃশ্যমাহ।—মকরমধো বিনিধায় করেণ নবাম্রমুকুলবাণং বিনিধায় লিখিত্বা হে নাথ গৃহাতাম্রমুকুলস্ত্বং কিমিতি প্রহরসীতি প্রণমতি। ত্বদন্যঃ কামো নাস্তীতি মন্যেতি ভাবঃ। স্বাচত্তোন্মাদকত্বাৎ ॥ ৬ ॥

তোমার বিলাস-কলায় মনোহর কুসুম-শয্যা এখন রাধার নিকট মদনের শর-শয্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। তথাপি পুনরায় তোমার আলিঙ্গন প্রাপ্তির আশায় (তুমি গিয়া শয়ন করিবে বলিয়া) কঠোর ব্রতচারিণীর ন্যায় তিনি সেই কুসুমশয়ন রচনা করিতেছেন (৪)।

তাঁহার নয়ন-মেঘ হইতে মনোহর বদনকমলে অবিরল জলধারা বহিয়া যাইতেছে; যেন বিকট রাহুর দন্ত-দলনে চন্দ্র হইতে অমৃত-ধারা গলিতেছে (৫)।

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্॥ ৭ ॥
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥ ৮ ॥

সা ন কেবলং প্রণমতি, হে মাধব! মধোঃ সখে! তব চরণে অহং পতিতা, ইদমপি প্রতিক্ষণং জল্পতি। কথং মচ্চরণে পতসি ত্বয়ি বিমুখে সতি তৎক্ষণাদেব অমৃতনিধিশ্চন্দ্রোঽপি ময়ি তনুদাহং তনুতে ॥ ৭ ॥

পুনশ্চাতিব্যগ্রতয়া ধ্যানলয়েন ভবন্তং সাক্ষাদিব কৃত্বা বিলপতি। কথং ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্পয়তি সাক্ষাৎ কথং ন ক্রিয়ত ইত্যাহ।—দুরাপং দূতীপ্রেষণাদিনাপি অপ্রাপ্যম্। ত্বৎপ্রাপ্ত্যানন্দোচ্ছলিতা হসতি, পুনরন্তর্ধানে বিষীদতি, রোদিতি চ, পুনঃ স্ফুরন্তং অনুধারতি, পুনঃ প্রাপ্তুমিত্যালিঙ্গনাদিনা তাপং মুঞ্চতি ॥ ৮ ॥

সাক্ষাৎ কন্দর্পবোধে মৃগমদ চিত্রে নির্জ্জনে তিনি তোমারই মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছেন। তাহার অধোদেশে মকর আঁকিয়া এবং হস্তে শায়কস্বরূপ রসালমুকুল অর্পণ করিয়া প্রণাম করিতেছেন (৬)।

প্রণাম করিতেছেন, আর বার বার বলিতেছেন—হে মাধব! এই আমি তোমার চরণে পড়িয়া রহিলাম, তুমি বিমুখ হইলে এখনই সুধা নিধিও (চন্দ্র) আমায় দগ্ধ করিবে (৭)।

তিনি অতি দুর্লভ তোমার মূর্ত্তি ধ্যানে কল্পনা করিয়া তাহার সম্মুখে (দুঃখকথা বলিয়া) বিলাপ করিতেছেন, (মিলনের আনন্দে) হাসিতেছেন, (আবার হয় তো তুমি চলিয়া যাইবে এই ভাবনায়) বিষণ্ণ হইতেছেন, (আর যদি দেখা না দাও এই দুঃখে) কাঁদিতেছেন এবং কল্পিত আলিঙ্গনে তাপ দুর করিতেছেন (৮)।

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্।
হরি-বিরহাকুল-বল্লবযুবতি-সখীবচনং পঠনীয়ম্॥ ৯ ॥
আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে।
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ঞ্শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্॥ ১০

যদি মনসা নটনীয়ং নর্ত্তয়িতব্যং, তদা শ্রীজয়দেবভণিতমিদং অধিকং যথা স্যাত্তথা পঠনীয়ম্। কুতঃ যতো হরিবিরহাকুলায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সখ্যা বচনং যত্র তৎ॥ ৯ ॥

সা ত্বাং বিনা কুত্রাপি নির্বৃতিং ন লভতে ইত্যাহ আবাস ইতি। হে কৃষ্ণ! সা রাধিকা ত্বদ্বিরহেণ হন্ত ইতি খেদে হরিণীরূপায়তে মৃগীবাচরতি শ্লেষোক্ত্যা পাণ্ডুবর্ণাপীত্যর্থঃ। কথং হরিণীরূপায়তে ইত্যাহ।—বসতি-স্থানং অরণ্যমিবাচরতি প্রিয়সঙ্গমমন্তরেণ দুঃখজনকত্বাৎ প্রিয়সখী-মালাপি জালমিবাচরতি। কুত্রচিদ্গমনশঙ্কয়া জালবেষ্টিতত্বাৎ। গাত্রসন্তাপোঽপি নিঃশ্বাসেন তথা সন্তাপয়তি। যথা বাতেনাগ্নেরুল্কা নির্দহন্তীত্যর্থঃ। হা ইতি বিষাদে কন্দর্পোঽপি শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং বিরচয়ন্ কিমিতি যম ইবাচরতি মহদেতদনুচিতং প্রাণহরণচেষ্টত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। যথা বনে মৃগী দাবজ্বালয়োদ্বিগ্না ব্যাঘ্রত্রাসিতা জালপতিতা ক্বাপি নির্বৃতিং ন লভতে তথেয়মপীত্যর্থঃ। প্রত্যেকেনানেন হরিণ্যা ইব শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়দৃঢ়ানুরাগো দর্শিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ কাঠিন্যং স্নিগ্ধায়ামস্নেহব্যবসায়ত্বাৎ॥ ১০ ॥

যদি মনকে আনন্দে নাচাইতে চাহেন, তবে শ্রীজয়দেব-ভণিত হরিবিরহা-কুল ব্রজযুবতীর এই সখীবচন বার বার পাঠ করুন (৯)।

গীতম্ । ৯ ।

(দেশাগরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে ।—)

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্

সা মন্যতে কৃশতনুরিব ভারম্ ॥

রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ ১১ ॥ ধ্রুবম্ ।

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্ ।

পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥ ১২ ॥

পুনস্তচ্চেষ্টামেব বিশেষতয়া আহ—স্তনেত্যাদিনা। গীতস্যাস্য দেশাগরাগঃ।—আস্ফোটনাবিষ্কৃতলোমহর্ষো নিবদ্ধসন্নাহবিশালবাহুঃ। প্রাংশুঃ প্রচণ্ডদ্যুতিরিন্দুগৌরো দেশাগরাগঃ কিল মল্লমূর্ত্তিঃ ॥ ইতি। তালশ্চৈকতালী। হে কেশব! সা কৃশতনুঃ রাধা তব বিরহে সখীভির্যত্নেন স্তনবিনিহিতং উৎকৃষ্টহারমপি ভারমিব কৃশতনুত্বাৎ মন্যতে। তথেয়ং কৃশাভূতা যথা হারবহনসামর্থ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং? উদারং মনোহরম্ ॥ ১১ ॥

ন কেবলং হারবহনাসামর্থ্যমপি তু তাপশান্ত্যৈ সরসমপি মসৃণং চিক্কণমপি চন্দনপঙ্কং বপুষি সংলগ্নং সশঙ্কং যথা স্যাত্তথা বিষমিব পশ্যতি ॥ ১২ ॥

তোমার বিরহে তিনি আবাসকে অরণ্যসমান, প্রিয়সখীগণকে জাল স্বরূপ, নিজের নিঃশ্বাসকে দাবানলতুল্য, এবং কন্দর্পকে বধোদ্যত ক্রীড়াশীল ব্যাঘ্র বলিয়া মনে করিতেছেন। হায়! তাঁহার দশা এখন বনস্থিতা ব্যাধজাল-বেষ্টিতা দাবানল মধ্যবর্ত্তিনী ব্যাঘ্র-তাড়িতা হরিণীর ন্যায় হইয়াছে (১০)।

কেশব, তোমার বিরহে রাধা এমনই কৃশাঙ্গী হইয়া পড়িয়াছেন যে স্তনবিনিহিত মনোহর হারকেও ভার বোধ করিতেছেন (১১)।

গাত্রসংলিপ্ত মলয়জ চন্দনকে বিষ মনে করিয়া তিনি ভীতির চক্ষে দেখিতেছেন (১২)।

শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহম্।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্॥ ১৩ ॥
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম্॥ ১৪ ॥
নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পম্।
গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম্॥ ১৫ ॥
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্।
বালশশিনমিব সায়মলোলম্॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ দাহসহিতং নিঃশ্বাসপবনমপি কামাগ্নিমিব বহতীত্যুৎপ্রেক্ষা। সন্তপ্তায়াঃ নিঃশ্বাসোঽপি সন্তপ্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশম্? উপমারহিতং দৈর্ঘ্যং যস্য তম্॥ ১৩ ॥

তথা সা নয়ননলিনং ত্বদ্দিদৃক্ষাসম্ভ্রমাৎ দিশি দিশি বিক্ষিপতি। কীদৃশং? জলকণিকাভিঃ সহিতং কিমিব বিচ্ছিন্নং নালং যস্য তদিব বিচ্ছিন্ননালং হি কমলং সস্রবং বিক্ষিপ্তঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৪ ॥

অপরঞ্চ চক্ষুর্গোচরমপি পল্লবশয্যাং বিহিতো বহ্নের্বিকল্পো ভ্রমো যস্মিন্ তৎ যথা স্যাত্তথা পশ্যতি॥ ১৫ ॥

সা পাণিতলেন কপোলং ন ত্যজতি। তত্রোপমামাহ—সায়মচঞ্চলং

তিনি সর্ব্বদাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, যেন মদনাগ্নি জ্বালা বিস্তার করিতেছে (১৩)।

ছিন্ন-নাল, জলকণালিপ্ত কমলের মত তাঁহার অশ্রুসিক্ত আঁখি দিকে দিকে তোমাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে (১৪)।

নয়নাভিরাম কিশলয়শয্যাও তাহার নিকট প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ বোধ হইতেছে (১৫)।

হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্॥ ১৭॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতম্।
সুখয়তু কেশবপদমুপনীতম্॥ ১৮॥

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্ভ্রমতি প্রমীলতি পতত্যুদ্যাতি মূর্চ্ছত্যপি।
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুর্জীবেন্ন কিন্তে রসাৎ
স্বর্বৈদ্যপ্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোঽন্যথা হস্তকঃ॥ ১৯॥

বালশশিনমিব কপোলস্যার্দ্ধভাগদর্শনাদ্বালচন্দ্রেণোপমা। আতাম্রত্বাৎ পাণিতলস্য সন্ধ্যয়া বিরহেন পাণ্ডুত্বাৎ কপোলস্য চন্দ্রেণ সাম্যম্॥ ১৬॥

অপি চ সাভিলাষং যথেষ্টঞ্চ যথা স্যাৎ তথা হরিরিতি হরিরিতি জপতি। "অন্তে মতিঃ সা গতি" রিতি জন্মান্তরেঽপি স বল্লভো ভূয়াদিতি সকামম্। কেব—ত্বদ্বিরহেণারব্ধং মরণং যস্যাঃ সেব॥ ১৭॥

ইত্যনেনোক্তপ্রকারেণ শ্রীজয়দেবভণিতং গীতং কেশবপদমুপনীতং তৎপদয়োঃ সমর্পিতচিত্তমিতি যাবৎ তং জনং সুখয়তু অর্থাৎ শ্রোতৄন্॥ ১৮॥

পুনরতীববৈকল্যং বর্ণয়তি সা রোমাঞ্চতীতি। হে অশ্বিনীকুমারবৎ সুচিকিৎসক! ত্বং যদি প্রসীদসি তদৈতাবত্যতনুজ্বরেঽস্মিন্নল্পজ্বরে

(বিরহে ম্লান) কপোলে হাত দিয়া তিনি সর্ব্বদাই বসিয়া আছেন যেন বালচন্দ্র সন্ধ্যায় নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। ১৬।

তোমার বিরহে মৃত্যু নিশ্চিত, এখন পরজন্মে যাহাতে তোমায় প্রাপ্ত হন এই কামনায় তোমার হরি, হরি, এই নাম জপ করিতেছেন। ১৭।

শ্রীজয়দেব ভণিত এই গীত, হরি চরণে অর্পিতচিত্ত ভক্তগণের সুখবৃদ্ধি করুক। ১৮।

স্মরাতুরাং দৈবতবৈদ্যহৃদ্য তদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাম্।
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধামুপেন্দ্রবজ্রাদপি দারুণোঽসি ॥ ২০ ॥

সা বরতনুস্তে রসপ্রয়োগাৎ কিং ন জীবেদপি তু জীবেদিতি ছলোক্তিঃ। বাস্তবঃ কামজ্বরঃ, বরতনুরিতি তৎসমান্যা নাস্তীতি তস্যা রক্ষণং যুক্তমিতি ভাবঃ। জ্বরলক্ষণান্যাহ—সা রোমাঞ্চতি পুলকাঞ্চিতা ভবতি, শীৎকরোতি শীদিতি শব্দং করোতি শীদিত্যনুকরণং বিলপতি, উচ্চৈঃ কম্পতে, গ্লানিমাপ্নোতি কথং লভ্যতে ইতি চিন্তয়তি, উচ্চৈর্ভ্রান্তিমাপ্নোতি, অক্ষিণী সংকোচয়তি, ভূমৌ লুঠতি, উত্থাতুমিচ্ছতি, মূর্চ্ছামাপ্নোতি। নন্‌ মহাজ্বরস্যাদৌ রসদানং নিষিদ্ধং অন্যথা অন্যপ্রকারেণ হস্তকঃ হস্তক্রিয়া পাচনত্বৌষধান্তরদানং বৈদ্যৈস্ত্যক্তঃ দানেঽপ্যৌষধস্য বিশেষাপ্রাপ্তে রিত্যভিপ্রায়ঃ। কামজ্বরপক্ষেঽপি হস্তক্রিয়া শীতলত্ব্য পচারঃ সখীভিস্ত্যক্ত ইত্যর্থঃ। কৃতেঽপ্যুপচারে তদবৃদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

তদেব শ্লোকোক্তং সখ্যার্ত্তিস্মরণবৈকল্যাৎ সাক্ষাৎ কথয়তি স্মরেতি। হে দৈবতবৈদ্য! হে দৈবতবৈদ্যাভ্যামপি হৃদ্য নিপুণ! ইন্দ্রবজ্রাদুপ অধিকম্ উপেন্দ্রবজ্রঃ তদপি চেদ্ভবেত্তস্মাদপি ত্বং দারুণোঽসীতি মন্যে, যতঃ ইন্দ্রক্ষিপ্তো বজ্রে অঙ্গং সংস্পৃশ্য ব্যথয়তি। ত্বন্তু বিশ্লেষে। তত্রাপি দূরতঃ অতঃ উপ অধিকদারুণোঽসি যতস্ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাং স্মরাতুরাং রাধাং

তোমার বিরহ জ্বরে তাঁহার রোমাঞ্চ, শীৎকার, বিলাপ, কম্প, স্পন্দহীনতা, বিহ্বলতা, অক্ষি-সঙ্কোচ, ভূমিতে পতন এবং কখনো কখনো মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইতেছে। হে স্বর্গ-বৈদ্য-প্রতিম কৃষ্ণ, এখন তুমি যদি রসদানে এক পক্ষে প্রেম, অন্য পক্ষে পারদ) কৃপা বিতরণ কর, তবেই তাঁহাকে রক্ষা করা যায়! মুষ্টিযোগে (টোটকা ঔষধে) নলিনীদলাদি আচ্ছাদনে কোনো ফল হইতেছেনা। ১৯।

কন্দর্পজ্বরসংজ্বরাতুর-তনোরাশ্চর্য্যমস্যাশ্চিরং
চেতশ্চন্দন-চন্দ্রমঃকমলিনীচিন্তাসু সংতাম্যতি।
কিন্তু ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং ত্বামেকমেব প্রিয়ং
ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং প্রাণিতি ॥ ২১ ॥

বিমুক্তবাধাং ন কুরুষে, অঙ্গসঙ্গমাত্রসাধ্যকর্ম্মাকরণেন কাঠিন্য-মেৰ পর্য্যবসিতমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণে তস্যা অত্যন্তরাগোদ্রেকং কথয়ন্তী ত্বদঙ্গসঙ্গমাত্রসাধ্যত্বমতিশয়েনাহ কন্দর্পেতি। কন্দর্পজ্বরেণ যঃ সন্তাপঃ তেনাতুরতনোরস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ চেতশ্চন্দনাদীনাং সর্ব্বসন্তাপশমকতয়া প্রসিদ্ধানাং স্মরণেষ্বপি চিরং সতাম্যতীত্যাশ্চর্য্যং, স্পর্শাদিকন্তু দূরে পরিহৃত মিত্যর্থঃ। যদ্যেবং তর্হি কথং জীবতীত্যাহ। ত্বদাগমনপ্রতীক্ষা ক্ষান্তিস্তত্র যো রসোঽনুরাগস্তেন ত্বামেকমেব প্রিয়ং রহসি স্থিতা ধ্যায়ন্তী ক্ষীণাপি কথমপি জীবতি। একমেবেত্যনন্যগতিকত্বং সূচিতম্ অতস্ত্বয়া শীঘ্রং গন্তব্যম্। কীদৃশং শীতলতরং চন্দনাদয়ঃ শীতলাস্ত্বং শীতলতরঃ ত্বৎস্মরণে প্রাণিতি ত্বদ্ধ্যানে জীবতীত্যাশ্চর্য্যতরমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২১ ॥

স্মরাতুরা রাধিকার ব্যাধির একমাত্র ঔষধ তোমার অঙ্গ-সঙ্গ-রূপ অমৃত। তুমি স্বর্গবৈদ্য অপেক্ষা চিকিৎসানিপুণ, সুতরাং যদি এই ঔষধ প্রয়োগে তাহাকে রোগমুক্ত না কর, তবে তোমাকে ইন্দ্রের বজ্র অপেক্ষাও কঠিন মনে করিব। (হে উপেন্দ্র, তুমি বজ্র অপেক্ষাও দারুণ!)। ২০।

চন্দ্র, চন্দন, কমলিনী, সন্তাপহারক হইলেও রাধা যে সবের চিন্তামাত্রে ব্যথিতা হইতেছেন ইহা আশ্চর্য্য, কিন্তু তোমার আগমন প্রতীক্ষায় অধিকতর সন্তাপহারক তোমাকে চিন্তা করিয়া নির্জ্জনে তিনি যে এখনো পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন ইহা আরো আশ্চর্য্য। ২১।

ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে
নয়ন-নিমীলন-খিন্নয়া যয়া তে।
শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাং
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্॥ ২২ ॥
বৃষ্টিব্যাকুল-গোকুলাবন-রসাদুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনং
বিভ্রদ্বল্লব-বল্লভাভিরধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ।

অতিব্যাকুলতয়া সদৈন্যমাহ—ক্ষণমিতি। হে মাধব! নয়নয়োর্নিমেষমাত্রেণ হা কথং নয়নে নিমেষো নির্ম্মিতঃ যেন ক্ষণং কান্তদর্শনং বিহন্যতে ইতি নয়ননিমীলনখিন্নয়া যয়া শ্রীরাধয়া পুরা তে তব বিরহঃ ক্ষণমপি ন সেহে ন সোঢ়া, অসৌ চিরবিরহেণ মুকুলিতাগ্রভাগযুক্তাং রসালশাখাং বিলোক্য কথং জীবতি ইদমপ্যাশ্চর্য্যং নিমেষবিরহাসহনশীলায়াশ্চিরবিরহসহনমপ্যাশ্চর্য্যমেব ইত্যর্থঃ॥ ২২ ॥

অবশ্যমেবাস্মদ্গোকুলজনরক্ষণব্রতী শ্রীগোপেশকুমারোঽয়ং মম সখ্যা বিরহতাপমপি নিবারয়িষ্যতীতি নিশ্চিত্য শ্রীরাধাসখী গোবর্দ্ধনধারণলীলাং স্মরন্তী স্বসখীসান্ত্বনায় চলিতেতি স্মরন্ তল্লীলৈকাশ্রয়ং শ্রীকৃষ্ণবাহুং বর্ণয়ন্ কবিরাশিষমাশাস্তে বৃষ্টীতি। গোপেন্দ্রস্নোর্ব্বাহুর্ভবতাং শ্রেয়াংসি তনোতু। কীদৃশঃ? দর্পেণাহঙ্কারেণৈব অর্থাদিন্দ্রস্য বিজিগীষয়া গোবর্দ্ধনাচলমুদ্ধৃত্য বিভ্রৎ। তত্রহেতুঃ, বৃষ্ট্যা ব্যাকুলস্য গোকুলস্য রক্ষণে যো রসঃ বীররসস্তস্মাৎ। পুনঃ কীদৃশং? গোপাঙ্গনাভিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বৈদগ্ধ্যসৌন্দর্য্যাদিক-

যিনি পূর্ব্বে ক্ষণকালের জন্যও তোমার বিরহ সহ্য করেন নাই। নয়নের পলক পড়িলে যিনি ক্ষুণ্ণ হইতেন, সেই রাধা মুকুলিতাগ্র রসালশাখা দর্শনে তোমার বিরহে এখন কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবেন। ২২।

দর্পেণৈব তদর্পিতাধরতটী-সিন্দূরমুদ্রাঙ্কিতো
বাহুর্গোপ তনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্বিষঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে স্নিগ্ধমধুসূদনো
নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

মুদ্বীক্ষ্যাধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে,—তচ্চুম্বনাল্লগ্নললাটস্থ-সিন্দূরেণ মুদ্রয়াঙ্কিত ইব অতএব শ্রীরাধাবৈকল্যশ্রবণেন স্নিগ্ধশ্চেষ্টারহিতো মধুসূদনো যত্র স ইতি ॥ ২৩ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং চতুর্থঃ সর্গঃ

বৃষ্টিব্যাকুল গোকুলবাসিগণের রক্ষার জন্য কৃষ্ণের যে বাহু দর্পের সহিত গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিল, এবং সেই কালে গোপীগণের আনন্দচুম্বনে যে বাহু তাঁহাদের ললাটস্থিত সিন্দূরে চিহ্নিত হইয়াছিল, কংসারির সেই বাহু আপনাদিগকে মঙ্গল দান করুন। ২৩।

ইতি স্নিগ্ধ মধুসূদন নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।
ইতি মধুরিপুণা সখী নিযুক্তা স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্॥ ১॥

গীতম্। ১০।

(দেশ-বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।—)

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়।
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী॥ ২॥ ধ্রুবম্।

অথ তদার্ত্তিশ্রবণব্যাকুলোঽপি স্বাপরাধচিন্তয়া অতিভীতঃ স্বয়মগচ্ছন্নাত্মদুঃখনিবেদনপূর্ব্বকানুনয়েন তৎকোপশিথিলীকরণায় সখীমেব প্রেষিতবানিত্যাহ—অহমিতি। মধুরিপুণা নিযুক্তা সখী স্বয়মেত্য রাধিকাং পুনরিদমুবাচ কিমুক্তবানিত্যাহ অহমিহৈব নিবসামি, ত্বং রাধাং যাহি। গত্বা কিং করোমি? মদ্বচনেন তামনুনয়। যদি ত্বয়ৈব তন্মানমপনেতুং শক্যতে তদা আনয়েথাঃ ইত্যুক্তা। সহসা মম গমনেন মানোঽতিগাঢ়ো ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১॥

গীতস্যাস্য বরাড়ীরাগঃ রূপকতালঃ। "বিনোদরঙ্গী দয়িতং সুকেশী সুকঙ্কণা চামরচালনেন। কর্ণে দধানা স্মরপুষ্পগুচ্ছম্ বরাঙ্গনেয়ং কথিতা

সখি! আমি এইখানেই রহিলাম, তুমি যাও, আমার অনুনয়বচন নিবেদন করিয়া রাধাকে এখানে লইয়া আইস। এইরূপে মধুরিপু কর্তৃক নিযুক্তা হইয়া সখী রাধিকার নিকট গিয়া বলিতে লাগিলেন (১)।

দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি।
পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি ॥ ৩ ॥
ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥ ৪ ॥

বরাড়ী"তি রাগলক্ষণম্। হে সখি! তব বিরহে বনমালী সীদতি ত্বৎকরকল্পিতবনমালাবলম্বনেনৈব জীবতীতি বনমালিশব্দোপন্যাসঃ। কদা কদা সীদতীত্যাহ।—মদনং সন্নিহিতং কৃত্বা মলয়সমীরে বহতি সতি বিরহিণাং মর্ম্মপীড়নায় কুসুমসমূহে চ স্ফুটতি সতি ॥ ২ ॥

কিঞ্চ চন্দ্রে দহতি সতি মরণমনুকরোতি নিশ্চেষ্টো ভবতি মূর্চ্ছতীতি যাবৎ। কামবাণে চ পততি সতি অতিবিহ্বলো বিলপতি, কুসুমপতনে হৃদি বিধ্যৎকামবাণভ্রমাদাক্রোশতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভ্রমরনিচয়ে শব্দায়মানে সতি কর্ণৌ করাভ্যামাচ্ছাদয়তি। অত্যুদ্রিক্ত-বিরহে মনসি সতি নিশায়াং ক্ষণে ক্ষণে রুজমধিকমাপ্নোতি, নিশায়াস্ত্বৎ-প্রাপ্তিকালত্বাৎ ত্বদপ্রাপ্ত্যা মধুপধ্বনিশ্রবণাৎ পীড়ামনুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সখি! তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, (তাহার উপর) এখন মদনোদ্দীপক মলয়সমীর প্রবাহিত হইতেছে, বিরহিগণের বেদনাদায়ক কুসুমসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে (২)।

চন্দ্রকিরণে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছেন, মদনবাণে বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতেছেন (৩)।

তিনি অলিগুঞ্জন শুনিয়া হস্তদ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করি-তেছেন এবং বিরহ জনিত মনোবেদনায় অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করিতেছেন (৪)।

বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম।
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম॥ ৫॥
ভণতি কবিজয়দেবে বিরহবিলসিতেন।
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন॥ ৬॥
পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্ম্মাধবঃ।

বসতীতি রুচিরমপি গৃহং ত্যক্ত্বা অরণ্যমধ্যে ত্বৎপ্রাপ্ত্যাশয়া বসতীত্যর্থঃ। বিরহবৈকল্যাদেকত্র স্থিত্যভাবাৎ। বিতানশব্দোপাদানম্। ত্বদপ্রাপ্ত্যা ভূমৌ লুঠতি বহু যথা স্যাত্তথা তব নাম বিলপতি, তব নামধেয়াদন্যত্তস্য মুখে ন নিঃসরতীত্যর্থঃ॥ ৫॥

কবিজয়দেবে ভণতি সতি হরিবিরহবিলসিতেন সুকৃতেন মনসি হরিরুদয়তু। হরিবিরহবিলসিতেন হেতুনা যদুৎপন্নং সুকৃতং তেন গায়তাং শৃণ্বতাঞ্চ হৃদি হরিরুদিতো ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশে মনসি? রভসস্য প্রেমোৎসাহস্য বিভবো যত্র তস্মিন্ এবং প্রাণপরার্দ্ধনির্ম্মঞ্ছনীয়চরণস্য নিজপ্রাণনাথস্য বিরহবৈকল্যশ্রবণেন মূর্চ্ছিতায়াং স্বসখ্যাং তস্যা অপি বাক্‌স্তম্ভো জাত ইতি পঞ্চপদৈঃ সমাপ্তিঃ॥ ৬॥

অথ তস্যা মূর্চ্ছাবিঘটনায়োপায়ান্তরমনবেক্ষ্য সখী শ্রীকৃষ্ণচরিতমেব পুনর্বর্ণয়িতুমারব্ধেতি শ্রীরাধিকায়া অভিসারিকাবস্থাং সখীবচনেনৈব বর্ণয়িষ্যন্নাহ পূর্ব্বমিতি। হে সখি! পূর্ব্বং যত্র কুঞ্জে কন্দর্পস্য সিদ্ধয়ঃ আশ্লেষাদিকাং

মনোহর বাসভবন ত্যাগ করিয়া তোমার জন্য তিনি বনবাসী হইয়াছেন এবং তোমার নাম লইয়া বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইতেছেন (৫)।

কবি জয়দেব ভণিত হরির এই বিরহবিলাস যাঁহাদের মনের বৈভব স্বরূপ সেই পুণ্যবানগণের হৃদয়ে হরি উদিত হউন (৬)।

ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং
ভূয়স্তৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥ ৭ ॥

গীতম্ । ১১ ।

(গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে ।—)

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্ ।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্ ॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী ।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী ॥ ৮ ॥ ধ্রুবম্ ।

ত্বয়া সহ প্রাপ্তাস্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জে মন্মথকেলিসিদ্ধক্ষেত্রে তস্মিন্ পুনর্মাধবঃ তৎ কুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং ভূয়ঃ প্রচুরং বাঞ্ছতি। নন্বেতদতিদুর্ল্লভং তীর্থা গমনমাত্রেণ ইষ্টদেবতারাধনং বিনা কথং সিধ্যতি তত্রাহ ।—নিরন্তরং ত্বামেব ধ্যায়ন্ ত্বমেব ইষ্টদেবতা ইত্যভিপ্রায়ঃ। মন্ত্রজপমন্তরেণ ইষ্টদেবতা নাচিরাৎ প্রত্যক্ষা ভবতীত্যত আহ—নিরন্তরং তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং জপন্ ॥ ৭ ॥

এবং তচ্চরিতশ্রবণেন কিঞ্চিদুচ্ছ্বসিতায়াং তস্যামত্যুৎসুকতয়া তদ্বর্ত্ম-নিরীক্ষকঃ স আস্তে, অতস্তদভিসরণং যুক্তমিত্যভিসারায় প্রার্থয়তে রতি সুখেত্যাদিনা। অভিসারিকালক্ষণং যথা—যাঽভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি। সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা। অস্যাপি গুর্জ্জরীরাগ একতালী তালঃ। যমুনা তীরে বনমালী বসতি। কীদৃশে মন্দঃ সমীরো যত্র তস্মিন। অনেন সুখদত্বং নিবিড়ত্বাৎ নির্জ্জনত্বঞ্চোক্তম্ ॥

হে সখি ! পূর্ব্বে যে নিকুঞ্জে তোমার সহিত মিলনে মাধব রতিক্রীড়ায় পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন, সেই মন্মথমহাতীর্থে তোমার কুচকুম্ভের আলিঙ্গন রূপ অমৃতলাভের আশায় তিনি অনুক্ষণ তোমাকে ধ্যান এবং পূর্ব্বশ্রুত তব বাক্যাবলী মন্ত্ররূপে জপ করিতেছেন (৭) ।

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্ ।
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্ ॥ ৯ ॥

বনে ত্বদ্‌গমনং সহজমেব স্যাদত আহ।—অভিসারে গতং প্রাপ্তমভিস্থিতমিত্যর্থঃ। কীদৃশে? রতিসুখস্য ফলরূপে। কদাচিৎ কার্য্যান্তরার্থং গতঃ স্যাৎ ন। মদনেন মনোহরো বেশো যস্য তং, অতো হে নিতম্বিনি! গমনবিলম্বনং ন কুরু। প্রশস্তনিতম্বতয়া সহজগমনবৈলম্ব্যাদিদমুক্তম্। তর্হি কিং করোমি? তং অনুসর। কীদৃশং হৃদয়েশং? অতস্ত্বদ্বিরহে দুঃখিতস্যানুসরণে বিলম্বো ন যুক্তং ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ধ্রুবম্।

কদাচিদন্যাসক্তঃ স্যাদত আহ। কৃতঃ সঙ্কেতো যত্র তং বেণুং তব নামসমেতং মৃদুবচনং যথা স্যাত্তথা বাদয়তে, কদাচিৎ প্রতারণায়ৈবং করোতি ন। তব তনুসঙ্গতবায়ুনা যুক্তং রেণুং বহু মনুতে ধন্যোঽয়ং রেণুঃ যস্তস্যাঃ শরীরস্পৃষ্টবায়োঃ স্পর্শসুখমন্বভূন্মেদৃশং ভাগ্যং নাস্তীতি বহুমানার্থঃ ॥ ৯ ॥

হে সখি! তোমার হৃদয়েশ্বর মদনমনোহর বেশে রতিসুখসারভূত অভিসারে গমন করিয়াছেন। নিতম্বিনি! গমনে বিলম্ব করিও না; তাঁহার অনুসরণ কর। তোমার পীনপয়োধর পরিসরমর্দ্দনের জন্য যাঁহার করযুগল সর্ব্বদা চঞ্চল সেই বনমালী ধীর সমীর সেবিত যমুনাতীরবর্ত্তী বনে অবস্থিতি করিতেছেন (৮)।

তিনি তোমার নাম লইয়া সঙ্কেতপূর্ব্বক মৃদু মৃদু বেণু বাদন করিতেছেন, বায়ু তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাই তাঁহার নিকট সেই বায়ু-তাড়িত-ধূলিকণাও ধন্য মনে হইতেছে (৯)।

পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥ ১০॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥ ১১॥
উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে॥ ১২॥

ত্বদেকপর এব স ইত্যাহ। পক্ষিণি পততি সতি বৃক্ষাদ্ভূমৌ ইত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ম্। পত্রে চ বাতাবিচলতি সতি শঙ্কিতং ভবত্যা উপগমনং যত্র তৎ যথা স্যাত্তথা শয্যাং নির্ম্মিমীতে। তথা চকিতনয়নং যথা স্যাত্তথা পন্থানম্ পশ্যতি অত্র নাগতা কেন পথা গতইতি পথাবলোকনমিত্যর্থঃ॥ ১০॥

অতো হে সখি! মঞ্জীরং ত্যজ, কুঞ্জং চল। কথং মঞ্জীরস্ত্যাজ্যঃ যতোঽধীরম্ অতো মুখরং সশব্দং তথা কেলিষু অতিচঞ্চলম্ অতোঽভীষ্ট-বিরুদ্ধত্বাৎ রিপুমিব। কীদৃশং কুঞ্জং? তিমিরপুঞ্জেন সহ বর্ত্তমানম্। গৌরাঙ্গ্যা মম কথং গমনং স্যাদিতি তামস্যাভিসারিকোচিতবেশমাহ।—নীলং নিচোলং নীলপ্রচ্ছদপটং পিধেহি॥ ১১॥

তত্র গমনে কিং স্যাদত আহ।—হে গৌরাঙ্গি! বিপরীতরতৌ মুরারেরুরসি রাজসি রাজিষ্যসি, বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। কীদৃশে? উপহিতো

পাখী উড়িয়া বসিতেছে, গাছের পাতা নড়িতেছে, অমনি তোমার আগমন আশায় তিনি শয্যারচনা করিতেছেন, এবং সচকিত দৃষ্টিতে তোমার পথপানে চাহিয়া দেখিতেছেন (১০)।

সখি! ঐ তোমার মুখর অধীর নূপুর ত্যাগ করিয়া চল, কারণ উহা বিহারের সময় চাঞ্চল্য প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুতা করে। নীল ওড়না দোলাইয়া অন্ধকারাবৃত কুঞ্জে গমন কর (১১)।

বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্॥ ১৩॥
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্॥ ১৪॥

অর্পিতো হারো যত্র তস্মিন্, তথা সুকৃতস্য বিপাকে ফলস্বরূপে। কস্মিন্ কেব? চঞ্চলা বকপঙ্‌ক্তির্যত্র তস্মিন্ ঘনে বিদ্যুদিব, উরসো ঘনেন, হারস্য বলাকয়া, গৌর্য্যাস্তড়িতা সাম্যম্॥ ১২॥

অতো গত্বা হে পঙ্কজনয়নে! কিশলয়শয়নে জঘনং ঘটয়। কীদৃশং? শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা বিগলিতং বসনং যস্মাত্তৎ তেনৈব দূরীকৃতা রসনা যস্মাত্তৎ অতএবাপিধানং আবরণরহিতং ততশ্চ তস্যৈব হর্ষনিধানম্। কমিব নিধিমিব গতাবরণস্য নিধের্দর্শনেন হর্ষো জায়ত এবেত্যর্থঃ॥ ১৩॥

কিঞ্চ, হরিরতিশয়েন ত্বাং মানয়িতুং শীলং যস্য সঃ ত্বদেকপর ইত্যর্থঃ। অভিমানীতি অন্যাভিসারশঙ্কামপ্যাপাদয়তি। ইয়ং প্রত্যক্ষং দৃশ্যমানা রজনিরেবাবসানং যাতীতি ভাবয়তি তস্মান্মম বচনং সত্বরা রচনা পরিপাটী যত্র তৎ যথা স্যাত্তথা কুরু। কিন্তদিত্যাহ—মধুরিপোর্ম্মনোরথং পূরয়॥ ১৪॥

মেঘে বকপঙ্‌ক্তির ন্যায় হারশোভিত মুরারির বক্ষঃস্থলে কৃতপুণ্যের ফলস্বরূপ বিপরীত-রতিকালে তুমি স্থিরতড়িতের ন্যায় শোভা পাইবে (১২)।

হে পঙ্কজাক্ষি! পল্লবশয্যাস্থিত তোমার মেখলামুক্ত বসনহীন (অনাবৃত) জঘনদেশ দর্শনে শ্রীহরি নিধিদর্শনের ন্যায় হর্ষযুক্ত হইবেন (১৩)।

হরি তোমাকেই কামনা করিতেছেন, রজনীও অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; অতএব আমার কথা রাখ, অবিলম্বে মধুরিপুর কামনা পূর্ণ কর (১৪)।

শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্ ।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্ ॥ ১৫ ॥
বিকিরতি মুহুঃ শ্বাসানাশাঃ পুরো মুহুরীক্ষ্যতে
প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জন্মুহুর্বহু তাম্যতি ।
রচয়তি মুহুঃ শয্যাং পর্য্যাকুলং মুহুরীক্ষ্যতে
মদনকদনক্লান্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥

কৃতহরিসেবে শ্রীজয়দেবে ভণতি সতি ভোঃ সাধবঃ! প্রমুদিত-হৃদয়ং যথা স্যাত্তথা হরিং নমত। কীদৃশং? অতিসদয়ং তথা পরমরমণীয়ং যতঃ সুকৃতেন শোভনচরিতেন কমনীয়ং সর্ব্বৈর্বিশেষেণ বাঞ্ছনীয়ম্ ॥ ১৫ ॥

তথাতিশীঘ্রমভিসারয়িতুং প্রিয়দুঃখমেব বর্ণয়তি বিকিরতীতি। হে কান্তে! তব প্রিয়ঃ মদনকদনক্লান্তঃ সন্ বর্ত্ততে। ক্লান্ততামাহ—নাগতৈব সা প্রিয়েতি কৃত্বা মুহুর্বারং বারং শ্বাসান্ বিশেষেণোচ্চৈঃ কীরতীত্যর্থঃ। অধুনা আগমিষ্যতীতি শ্রুত্বা অগ্রে দিশো মুহুরীক্ষ্যতে। কদাচিদন্যেন পথাগত্য তিষ্ঠতীতি মুহুঃ কুঞ্জং প্রবিশতি, কুঞ্জং প্রবিশ্য ত্বামপশ্যন্ কথং নাগতেতি মুহুরব্যক্তশব্দং কুর্ব্বন্ বহু যথা স্যাত্তথা গ্লায়তি, ময়ি মূঢ়ানুরাগৈব সা সাম্প্রতমেবাগমিষ্যতীতি মুহুঃ শয্যাং রচয়তি। মচ্চিত্তজিজ্ঞাসার্থং কদাচিদিতো নির্গত্য তিষ্ঠতীতি পর্য্যাকুলং যথা স্যাত্তথা মুহুরীক্ষ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রীহরির সেবক জয়দেবভণিত এই গান পরমরমণীয়। (ইহা শ্রবণ করিয়া) আহ্লাদিত-হৃদয়ে সেই সুকৃতবাঞ্ছিত করুণাময় হরিকে বন্দনা করুন (১৫)।

ত্বদ্বাম্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশুরস্তং গতো
গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্দ্রতাম্।
কোকানাং করুণস্বনেন সদৃশী দীর্ঘা মদভ্যর্থনা
তন্মুগ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোঽভিসারক্ষণঃ॥ ১৭॥

ততঃ সম্প্রত্যেব গমনং সাম্প্রতমিতি গমনসময়ানুকূল্যমাহ ত্বদিতি। তব বক্রতয়া সহ অধুনা সূর্য্যঃ সমগ্রমস্তং গতঃ, গোবিন্দস্য মনোরথেন অবিচ্ছিন্নস্মর্য্যমাণতয়া ধৈর্য্যোন্মূলকাভিলাষেণ চ সহ তমোঽন্ধকারং নিবিড়তাং প্রাপ্তং, চক্রবাকানাং করুণস্বনেন তুল্যা মদভ্যর্থনা যুবয়োর্দশাং বিলোক্য প্রাপ্তদৈন্যা দীর্ঘা জাতা। তত্তস্মাৎ হে মুগ্ধে! বিচারানভিজ্ঞে! বিলম্বনং বিফলম্। যতোঽসৌ ক্ষণোঽভিসারে রম্যঃ। প্রিয়তমঃ উৎকণ্ঠিতো রম্যশ্চাভিসারক্ষণশ্চিরমভ্যর্থনপরা সখী তথাপি বেশাদিব্যাজেন গমনবিলম্বনমিতি অহো মৌগ্ধ্যম্॥ ১৭॥

সখি, তোমার প্রিয়তম মদনক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। বার বার কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন এবং তোমায় দেখিতে না পাইয়া অস্ফুট শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক বিষাদিত হইতেছেন। পুনঃ পুনঃ শয্যা রচনা করিতেছেন, কিন্তু শয্যা শূন্য দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে পুনরায় চারিদিক্ দেখিতেছেন (১৬)।

সখি, ঐ দেখ, তোমার প্রতিকূলতার সঙ্গে দিবাকর অস্তমিত হইলেন, গোবিন্দের মনোরথের মত অন্ধকারও গাঢ়তর হইয়া উঠিল। চক্রবাকীর ন্যায় করুণস্বরে আমিও তোমাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি। অতএব হে মুগ্ধে, আর বিলম্ব করিয়া এই সুন্দর অভিসারক্ষণ বিফল করিও না (১৭)

আশ্লেষাদনু চুম্বনাদনু নখোল্লেখাদনু স্বান্তজ-
প্রোদ্বোধাদনু সংভ্রমাদনু রতারম্ভাদনু প্রীতয়োঃ।
অন্যার্থং গতয়োর্ভ্রমান্মিলিতয়োঃ সম্ভাষণৈর্জানতো
র্দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশ্রো রসঃ ॥১৮॥

অথোৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থং তন্মনোরথমেব বিবৃত্যাহ আশ্লেষাদিতি। ইহ তমসি দম্পত্যোরাবয়োর্ব্রীড়য়া কথং সহসৈবং কর্ত্তুমারব্ধনিত্যেবম্ভুতয়া লজ্জয়া মিশ্রিতো রসঃ শৃঙ্গাররূপঃ কো ন কো ন অভূদপি তু সর্ব্বত্রৈবাভূদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বকালীনে মেঘৈর্মেদুরমিত্যাদ্যুক্তগাঢ়ান্ধকারে যথাভূৎ তথা ইব গোবিন্দস্য মনোরথকথনেন অভিসর্ত্তুং শ্রীরাধিকাপ্রোৎসাহনমুক্তম্। পূর্ব্বকালানানুভবমেবাহ। কীদৃশোরন্যার্থম্ অন্যোন্যপ্রাপ্ত্যার্ত্তিভরেণ অবস্থাবিশেষবিধানার্থং গতয়োঃ। কীদৃশোঃ পুনঃ ভ্রমদ্ভ্রমণং বিধায় মিলিতয়োঃ, তর্হি কথং ব্রীড়াবিমিশ্রিতস্য রসস্য সম্ভাষণৈর্জানতোঃ, ততঃ প্রথমমাশ্লেষাত্তদনু চুম্বনাত্তদনু নখোল্লেখাত্তদনু কামস্য প্রকাশনাত্তদনু সংভ্রমাত্তৎকালো-চিতবেগাত্তদনু রতারম্ভাত্তদনু প্রীতয়োঃ তস্মাদীদৃশোৎকণ্ঠিতে তস্মিন্ তব গমনবিলম্বো ন যুক্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ, পূর্ব্বানুভূতস্ফূর্ত্যাসৌ মনোরথঃ ॥ ১৮ ॥

পরস্পরের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমরা উভয়ে যখন মিলিত হইবে, এবং সম্ভাষণ দ্বারা উভয়ে উভয়কে পরিজ্ঞাত হইলে, প্রথমে আলিঙ্গন, পরে চুম্বন, তৎপরে নখাঘাত, কামাভিব্যক্তি, এবং রসাবেশে রতিক্রীড়ায় যখন প্রীতিলাভ করিবে, তখন সেই অন্ধকারে লজ্জাবিমিশ্র কি অপূর্ব্ব রসই না উদ্ভূত হইবে! (১৮)।

সভয়চকিতং বিন্যস্যন্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীম্।
কথমপি রহঃ প্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ
সুমুখি সুভগঃ পশ্যন্ স ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্॥ ১৯॥
রাধা-মুগ্ধ-মুখারবিন্দ-মধুপস্ত্রৈলোক্য-মৌলিস্থলী-
নেপথ্যোচিত-নীলরত্নমবনী-ভারাবতারান্তকঃ।

অথৈতৎশ্রবণব্যগ্রতয়া গমনসম্মতিমালোক্য গমনপ্রকারমাহ সভয়েতি। হে সুমুখি! ভাগ্যবান্ স কৃষ্ণঃ ত্বাং পশ্যন্ কৃতার্থো ভবতু। কীদৃশীং? সভয়চকিতং যথা স্যাত্তথা তিমিরে পথি নেত্রে বিন্যস্যন্তীং কেনচিৎ কুত্রচিৎ তিষ্ঠতা দ্রক্ষ্যেঽহমিতি নেত্রস্য সভয়চকিতত্বম্। তথা প্রতিতরু তরৌ তরাবিত্যর্থঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীং দৌর্ব্বল্যাৎ শীঘ্রগমনাশক্ত্যা পাদয়োর্মন্দবিন্যাসত্বম্। অতঃ কথমপি রহঃপ্রাপ্তাং যতোঽনঙ্গতরঙ্গিভিরঙ্গৈরুপলক্ষিতামুৎকণ্ঠয়ানঙ্গতরঙ্গিত্বমঙ্গনাম্॥ ১৯॥

অথ বিরহবর্ণনব্যাকুলঃ কবিস্তয়োর্মিথো মিলনকালস্মরণজাতহর্ষঃ আশিষমাতনোতি রাধেতি। দেবকী শ্রীযশোদা তস্যা নন্দনস্ত্বাং চিরমবতু। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকী চেতি পুরাণপ্রসিদ্ধেঃ। যতঃ শ্রীরাধায়াঃ মনোহরমুখকমলস্য মধুপঃ যতস্ত্রৈলোক্যমৌলিস্থল্যাং শ্রীবৃন্দাবনস্যালঙ্কারায় যোগ্যং নীলরত্নং অতএব ব্রজসুন্দরীজনস্য মনঃসন্তোষায় রজনীমুখং, কিঞ্চ

সুমুখি, অন্যের অলক্ষিতে, সভয়-চকিত-দৃষ্টিপাতে, অন্ধকার পথে প্রতিতরুতলে বিশ্রাম করিতে করিতে মন্দ-পাদক্ষেপে তুমি যখন শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইবে, সেই নির্জ্জনে তোমার অনঙ্গ-তরঙ্গায়িত তনু দর্শনে তিনি কৃতার্থতা লাভ করিবেন (১৯)।

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীজন-মনস্তোষ-প্রদোষশ্চিরং
কংসধ্বংসন-ধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যেঽভিসারিকাবর্ণনে
সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

কংসধ্বংসনায় ধূমকেতুং যতোঽবনের্ভারাবতারান্তকঃ অতএব শ্রীরাধায়াঃ গমনাকাঙ্ক্ষাসহিতঃ পুণ্ডরীকাক্ষো যত্র স ইতি ॥ ২০ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরাধার মনোহর মুখকমলের মধুকর, ত্রিলোকের মৌলিস্থলীর (শিরোমুকুট স্বরূপ বৃন্দাবনের) প্রসাধনযোগ্য নীলরত্ন, ধরাভারহরণে কৃতান্ততুল্য, প্রদোষের ন্যায় অনায়াসে ব্রজসুন্দরীগণের সন্তোষ বিধায়ক, কংসধ্বংসকারী-ধূমকেতু দেবকীনন্দন-শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে রক্ষা করুন (২০)।

সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষনামক পঞ্চম সর্গ

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

অথ তাং গন্তুমশক্তাং চিরমনুরক্তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা।
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥ ১ ॥

গীতম্। ১২।

(গোণ্ডকিরীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে।—)
পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।
তদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্ ॥
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্ ॥

এবং প্রিয়তমবৈকল্যশ্রবণেন দশমীদশোন্মুখীমিব তামালক্ষ্য অতিব্যগ্রা সখী পুনরাগত্য শ্রীকৃষ্ণং প্রাহেতি তস্যা বাসকসজ্জাবস্থাং বর্ণয়িষ্যন্নাহ অথেতি। অথানন্তরং তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা তচ্চরিতং গোবিন্দে সখী প্রাহ।—কীদৃশীং? চিরমনুরক্তাম্। যদ্যেবং তর্হি কথং নাগচ্ছতি গন্তুমশক্তাম্। তর্হি কৃষ্ণঃ কথং নাগতঃ মনসিজেন প্রিয়ার্ত্তিশ্রবণজমনোদুঃখেন মন্দে নিরুৎসাহীকৃতে ॥ ১ ॥

গীতস্যাস্য গোণ্ডকিরীরাগঃ। যথা—"রতোৎসুকা কান্তপথপ্রতীক্ষণং সম্পাদয়ন্তী মৃদুপুষ্পতল্পম্। ইতস্ততঃ প্রেরিতদৃষ্টিবার্ত্তা শ্যামতনু গৌণ্ডকিরী প্রদিষ্টাঃ" ॥ রূপকতালঃ। হে নাথ! হে হরে! বাসগৃহে রাধা সীদতি, প্রতিক্ষণম্

শ্রীকৃষ্ণে চিরানুরাগিণী লতাগৃহস্থিতা রাধাকে অভিসারে অশক্তা দেখিয়া সখী মদনসন্তপ্ত গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কথা বলিতে লাগিলেন (১)।

ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী॥ ৩॥
বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া।
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া॥ ৪॥

আকুলা ভবতি। ত্বয্যনুরক্ততয়া সন্তাপ এবানুভূতস্তবেতি নাথশব্দঃ। ত্বয়া তস্য লজ্জাধৈর্য্যাদিকহরণাৎ হরিশব্দোঽপি নির্দ্দিষ্টঃ। তৎপ্রকারমাহ॥—দিশি দিশি রহসি সা ভবন্তমেব পশ্যতি, ত্বন্ময়ং জগদ্ভূত্তথাপি ত্বং মনসাপি তাং ন স্মরসীতি সন্তাপকত্বমেবেত্যর্থঃ। কীদৃশং? তস্যা অধরস্য মধুরাণি যন্মধূনি তানি পিবন্তম্। ত্বদধরেতি পাঠে ত্বচ্ছব্দোঽন্যার্থঃ। অন্যাধরমধূনি পিবন্তমিত্যর্থঃ। অনেনাপি লোভহর্ষোৎপাদকতয়া তথৈবার্থঃ॥ ২॥

যদ্যেতাদৃশী সা তৎ কথং নাগচ্ছতীত্যাহ।—ত্বদভিসারোৎসাহে বলন্তী বলযুক্তা কিয়ন্তি পদানি চলন্তী পততি আগন্তুমসমর্থেত্যর্থঃ॥ ৩॥

যদ্যেবং তর্হি কথং জীবতীত্যাহ। সা কেবলং তব রতিকলয়া ত্বৎকর্তৃক রমণাবেশেন জীবতি। কীদৃশীং? কৃতা বিশদানাং মৃণালানাং পল্লবানাঞ্চ বলয়াঃ কঙ্কণানি যয়া সা॥ ৪॥

নাথ! হরে! রাধা লতাকুঞ্জে বিষাদে (ব্যাকুলভাবে) অবস্থিতি করিতেছেন।

তিনি নির্জ্জনে তাঁহার অধরপানকুশল—তোমাকেই দিকে দিকে দেখিতেছেন (২)।

(দেখিলাম) তিনি অতিশয় উৎসাহে অভিসারে অগ্রসর হইয়া কয়েক পদ চলিয়াই ভূমিতে পতিত হইতেছেন (৩)।

তিনি (তাপ নিবারণ জন্য) বিশদ মৃণাল ও পল্লব বলয় ধারণ করিয়া তোমার রতিলাভের আশাতেই যেন বাঁচিয়া আছেন (৪)।

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥ ৫ ॥
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্॥ ৬ ॥
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্॥ ৭ ॥
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা॥ ৮ ॥

তৎপ্রকারমেবাহ। মুহুর্বারং বারং অবলোকিতমণ্ডনেন স্বস্মিন্ বর্হগুঞ্জাদিভিঃ কৃতত্বৎসদৃশবেশেন তবানুকৃতির্যয়া সা। অতএবাহং মধুরিপুরিতি ভাবনপরা ত্বন্ময়াত্মকস্ফূর্ত্ত্যেত্যর্থঃ। প্রিয়স্যানুকৃতির্লীলেতি চ নাট্যালোচনম্॥৫॥

পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যপগমে ত্বত্ত আত্মানং পৃথঙ্মত্বা দ্রুতমভিসারং হরিঃ কথং নোপৈতীত্যনুবারং সখীং মাং বদতি॥ ৬ ॥

পুনশ্চ অত্যাবেশেন ত্বয়ি চ স্ফূরতি সতি শ্রীকৃষ্ণ আগত ইতি কৃত্বা মেঘতুল্যং প্রচুরমন্ধকারং শ্লিষ্যতি চুম্বতি চ॥ ৭ ॥

পুনস্তদপগমে ত্বয়ি বিলম্বিনি সতি বিগলিতলজ্জা সতী বিলপতি রোদিতি চ। কীদৃশী? বাসকসজ্জাবস্থাং প্রাপ্তা॥ ৮ ॥

রাধা তোমার ন্যায় বেশভূষা ধারণ করিয়া বারবার তাই দেখিতেছেন এবং আমিই শ্রীকৃষ্ণ যেন এইরূপই মনে করিতেছেন (৫)।

হরি কেন শীঘ্র অভিসারে আসিতেছেন না, সখীকে বারবার এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন (৬)।

(কখন) হরি আসিয়াছেন এই বলিয়া জলদসদৃশ গাঢ় অন্ধকারকেই আলিঙ্গন এবং চুম্বন করিতেছেন (৭)।

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্ ।
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্ ॥ ৯ ॥
বিপুলপুলকপালিঃ স্ফীতশীৎকারমন্ত-
র্জনিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরন্তী ।
তব কিতব বিধায়ামন্দকন্দর্পচিন্তাং
রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী ॥ ১০ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতং শৃঙ্গাররসভাবিতান্তঃকরণং অতিশয়েন মুদিতং করোতু । অনেন শৃঙ্গাররসাবিষ্টভক্তৈরিদমাস্বাদনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

স্বসখার্ত্তিস্মরণেন অতিব্যাকুলা সা সের্ষ্যমিব পুনরাহ বিপুলেতি। হে ধূর্ত্ত! কণ্ঠগতপ্রাণাং তাং বনমানীয় নিশ্চিন্তোঽসীতি ধূর্ত্ততয়া সম্বোধনম্ । অনল্পকন্দর্পচিন্তাং হৃদিকৃত্বা মৃগাক্ষী সরলচিত্তা শ্রীরাধা তব রসসমুদ্রে নিমগ্না বভূব চেৎ সমুদ্রমগ্না অবলম্বনং বিনা কথং জীবতি তবেত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ং, সমুদ্রমগ্নো যথা কাষ্ঠাদিকমেবাবলম্বতে তথেয়মপ্যু-পায়ান্তরাভাবাৎ তব ধ্যানে লগ্নেত্যর্থঃ । ধ্যানপ্রাপ্তসঙ্গমবিকারমাহ ।— বিপুলা রোমাঞ্চপঙ্ক্তির্যস্যাঃ সা তথা স্ফীতশীৎকারং যথা স্যাত্তথা ব্যাহরন্তী, অভ্যন্তরে জনিতো যোঽসৌ জড়িমা জাড্যং তেন জাতা যা কাকুস্তয়া ব্যাকুলমিত্যপি ক্রিয়াবিশেষণম্। জলধিমগ্নস্যাপি জাড্যাদয়ো ভবন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

(আবার জ্ঞান হওয়ায়) তোমার বিলম্ব দেখিয়া বাসকসজ্জা প্রতীক্ষ্যমাণা শ্রীরাধা লজ্জাত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ ও রোদন করিতেছেন (৮)।

শ্রীজয়দেব বিরচিত এই গানে রসিকজনের হর্ষাতিশয় উদ্রিক্ত হউক (৯)।

অঙ্গেম্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥ ১১ ॥

পুনরতিশীঘ্রগমনায় তস্যা বাসকসজ্জাচেষ্টিতমাহ অঙ্গেম্বিতি। শ্রীকৃষ্ণঃ মামেকং পশ্যন্ মন্দমনা ভবিষ্যতি ইত্যঙ্গেম্বাভরণং বহুশঃ করোতি, নাগত ইতি ত্যজতি, পুনঃ করোতি ইত্যনেনাকল্পবাহুল্যমিত্যাকল্পঃ, পত্রেঽপি পক্ষ্যাদিনা সঞ্চারিণি সতি প্রাপ্তমাগতং ত্বাং পরিশঙ্কতে, অনেন বিকল্পঃ। আগত্য শ্রীকৃষ্ণোঽত্র শয়িষ্যতে ইতি শয্যাং বিতনুতে, অনেন তল্পরচনা। চিরং ধ্যায়তি তব সঙ্গমরসং স্মরতি, অনেন সংকল্পলীলাশতমিত্যনেন প্রকারেণ আকল্পবিকল্পতল্পরচনাসংকল্পলীলাশতব্যাসক্তাপি বরতনুরেষা ত্বয়া বিনা নিশাং ন নেষ্যতি ॥ ১১ ॥

কপট! প্রবল কন্দর্প চিন্তায় তোমার প্রেমরস—সমুদ্রে নিমগ্না হইয়া সেই হরিণনয়না কেবল তোমার ধ্যানাবলম্বনেই জীবিতা আছেন। তিনি কখনো রোমাঞ্চিতা হইতেছেন, কখনো শিহরিয়া উঠিতেছেন, কখনো বা অন্তর্বেদনায় ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতেছেন। ১০।

তুমি আসিতেছ মনে করিয়া অঙ্গে অলঙ্কার পরিতেছেন, আসিলে না দেখিয়া তখনি সে সব খুলিয়া রাখিতেছেন। বৃক্ষ-পত্র সঞ্চারিত হইলে (আবার) আসিতেছ মনে করিয়া তোমার জন্য শয্যারচনা করিতেছেন, কখনো বা (তোমার) ধ্যানে নিমগ্না হইতেছেন। এইরূপে বেশ বিন্যাস, আগমন কল্পনা, শয্যা রচনা, এবং (আলাপের জন্য) সংকল্প-নিরতা রাধিকা তোমার অদর্শনে কিছুতেই রাত্রিযাপন করিতে পারিবেন না (১১)।

কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভাণ্ডীরভূমীরুহি
ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচরমিতঃ সানন্দনন্দাস্পদম্।
রাধায়া বচনং তদধ্বগমুখান্নন্দান্তিকে গোপতো
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথি-প্রাশস্ত্যগর্ভা গিরঃ ॥১২॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বাসকসজ্জাবর্ণনে
ধৃষ্টবৈকুণ্ঠো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

অথ কবিরেতদ্বর্ণনব্যাকুলস্তস্যাভিসারানন্তরপূর্ব্বচরিতং কথয়ন্নাহ কিমিতি। গোবিন্দস্য গিরো জয়ন্তি, শ্রীরাধিকায়া মনোরথং পূরয়ন্তি ইত্যর্থঃ। কীদৃশস্য শ্রীনন্দস্য সমীপে পথিকস্য মুখাৎ শ্রীরাধায়াস্তদ্বচনং গোপতঃ গোপয়তঃ। কিং তদ্বচনং? হে ভ্রাতঃ পথিক! ভাণ্ডীরনাম-তরুবনে কিং বিশ্রাম্যসি বিশ্রামং মা কুথা ইত্যর্থঃ। কথং কৃষ্ণভোগিনঃ কালসর্পস্য শয়নস্থানে, পক্ষে সম্ভোগবিশিষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণস্য। তর্হি ইদানীং ক যামি? নন্দস্যাস্পদং গৃহং কিং ন যাসি,কীদৃশং আনন্দেন সহ বর্ত্তমানং। কতি দূরে? ইতঃ স্থানাৎ দৃষ্টিগোচরমিতো দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। কীদৃশ্যো গিরঃ? সায়ং-কালে অতিথিস্তস্যৈব প্রাশস্ত্যং প্রশংসাদিরূপং তদেব গর্ভোঽভিপ্রায়ো যাসাং তাঃ। অতএব ধৃষ্টঃ প্রগল্ভো বৈকুণ্ঠো যত্র সঃ ॥ ১২ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

এই কৃষ্ণভোগিভবনে (এক পক্ষে কালসর্প, অন্য পক্ষে ভোগী কৃষ্ণ) বট-তরুতলে কেন বিশ্রাম করিতেছ? ভাই পথিক! অদূরে আনন্দ-ময় নন্দালয় দেখিতে পাইতেছ না? ওখানে যাও।—পথিকের মুখে শ্রীরাধার এই কথাগুলি শুনিয়া নন্দের নিকট তাহার প্রকৃত অর্থ গোপন করতঃ শ্রীকৃষ্ণ (যে অভিপ্রায়ে) পথিকের প্রশংসা করিয়াছিলেন সেই (অভিপ্রায়যুক্ত) প্রশংসাবাণী জয়যুক্ত হউক (১২)।

ধৃষ্ট-বৈকুণ্ঠ নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তমঃ সর্গঃ

অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবর্ত্মপাত-
সঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাঞ্ছনশ্রীঃ।
বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশুজালৈ-
র্দিক্সুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ ॥ ১ ॥
প্রসরতি শশধরবিম্বে বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিতবিবিধবিলাপং সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ ॥ ২ ॥

পুনরুৎকণ্ঠিতাচরিতং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীকৃষ্ণস্যানাগমনকারণমাহ অত্র ইতি। অস্মিন্নবসরে ইন্দুঃ কিরণসমূহৈঃ বৃন্দাবনান্তরমদীপয়ৎ। কীদৃশঃ? দিক্পূর্ব্বা সৈব সুন্দরী তস্য বদনে চন্দনবিন্দুরিবেতি লুপ্তোপমা। পুনঃ কীদৃশঃ? প্রকটীভূতা কলঙ্কস্য শ্রীঃ শোভা যস্মিন্। অনেন চন্দ্রস্য পূর্ণপ্রায়তা উক্তা। অত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে,—কুলটানাং কুলস্য বর্ত্মবিরোধেন সংজাতং যৎ পাতকং তস্মাজ্জাতো রোগবিশেষো যস্য সঃ, খলু পাতকী ভবতি স রোগবিশেষ-চিহ্নিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তামেবাবস্থামাহ প্রসরতীত্যাদিনা। সা উচ্চৈঃ কৃতো নানাপ্রকারো বিলাপো বিবিধশঙ্কারূপো যত্র তদ্যথা স্যাৎ তথা পরিতাপং চকার। কীদৃশী কদা? ইত্যত আহ।—শশধরবিম্বে প্রসরতি সতি মাধবে চ বিহিত-বিলম্বে সতি বিধুরা ব্যাকুলা ॥ ২ ॥

পরকীয়া নায়িকাগণের অভিসারে বিঘ্ন সংঘটন জনিত পাপের প্রতিফল-স্বরূপ অঙ্গে কলঙ্ক চিহ্ন ধারণ করিয়া দিক্‌বধূ-বদনের চন্দনবিন্দু সদৃশ শশধর কিরণজালে বৃন্দাবন আলোকিত করিয়া উদিত হইলেন (১)।

গীতম্ । ১৩ ।

(মালবরাগযতিতালভ্যাং গীয়তে ।—)

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্ ।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্ ।
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা ॥ ৩ ॥ ধ্রুবম্ ।
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্ ।
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্ ॥ ৪ ॥

পরিতাপমেবাহ কথিতেত্যাদিনা । হে ইতি স্বাগতসম্বোধনম্ । ইহ সময়ে কং শরণং যামি ? সখীশরণং যাহি । সখীজনস্য তেনাশ্বাসবচনেনৈব বঞ্চিতা তর্হি সময়ঃ প্রতীক্ষ্যতাং, যাবৎ স্বরমায়াতি হরিঃ কথিতসময়ে চন্দ্রানুদয়কালে যস্মাৎ অহহ খেদে হরির্ম্মম মনোহরঃ মন্মনো হৃত্বা ইত্যর্থঃ । বনমপি ন যযৌ কুতোঽত্র আগমিষ্যতীত্যর্থঃ । তস্মান্মমেদং যৌবনং নির্ম্মলং রূপমপি বিফলং ব্যর্থম্ ॥ ৩ ॥ ধ্রুবম্ ।

কিঞ্চ ইতস্ততো ভ্রষ্টাস্মীত্যাহ । যস্যানুগমনায় নিরন্তরং সঙ্গমায় রাত্রৌ বনমপি সেবিতং, তেন শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা মমেদং হৃদয়ং কামবাণেন বিদ্ধং মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

চন্দ্রমণ্ডল ক্রমে ঊর্দ্ধ-গগনে উঠিতে লাগিল, এবং মাধবও আসিলেন না । সুতরাং রাধা উচ্চৈঃস্বরে বিবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন (২) ।

কথিত সময় বহিয়া গেল, হরি ত আসিলেন না, আমার এই অমল রূপযৌবন বিফল হইল । সখীগণ আমায় বঞ্চিতা করিয়াছে ; হায় ! আমি কাহার শরণ গ্রহণ করিব (৩) ।

যাঁহার জন্য রাত্রে আমি এই গহনবনে আসিলাম; তিনিই আমার হৃদয় মদনশরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন (৪) ।

মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥ ৫ ॥
মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী ॥ ৬ ॥
অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্ ॥ ৭ ॥

অতো মরণমেব মম বরং শ্রেষ্ঠং যতোঽতিবিতথং ব্যর্থং কেতনং দেহো যস্যাঃ সা অচেতনাহং বিরহানলমিহ সময়ে কিমর্থং বিষহামি ॥ ৫ ॥

ন কেবলমত্র নাগত ইতি চঞ্চলচিত্তোঽয়ং কামপ্যন্যামভিসৃত ইত্যাহ। কাপি কৃতসুকৃতকামিনী হরিমনুভবতি তেন সহ কেলিসুখমিত্যর্থঃ। মাং তু পরমসুখরূপা বসন্তনিশা, অহহ খেদে, বিকলয়তি, যা নিশা দূরস্থমপি প্রিয়ং সঙ্গময়তি, সৈব সুকৃতাভাবাৎ মাং বিধুরয়তি। কথং সা অনুভবতি কৃতং সুকৃতং যয়া সা মম তাদৃক্ সুকৃতং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ততোঽন্যাপি, অহহ খেদে, তৎকরকল্পিতবলয়াদিমণিভূষণং ধারয়ামি। তত্র কথং খেদঃ? হরিবিরহ এব বহ্নিস্তস্য ধারণেন বহূনি দূষণানি যস্য তৎ দেহোষ্মণা ...যাদিত্যর্থঃ প্রিয়াবলোকনফলো হি স্ত্রীণাং বেশ ইত্যুক্তেঃ ॥৭॥

এখন আমার মরণই ভাল, অচেতনে এই বিরহানল সহ্য করিয়া কি ফল (৫)।

এই মধুর বসন্তরজনী আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে, কিন্তু না জানি কোন্ পুণ্যবতী (এই মধুযামিনীতে) শ্রীহরির মিলনসুখ অনুভব করিতেছেন (৬)।

তিনি আসিবেন বলিয়া আমি এই বলয়াদি মণিভূষণ ধারণ করিলাম, কিন্তু এসব তাঁহারই বিরহানল বহিয়া আনিয়া এখন আমার যন্ত্রণার কারণ হইল (৭)।

কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥ ৮ ॥
অহমিহ নিবসামি ন গণিতবনবেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা ॥ ৯ ॥
হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী ॥ ১০ ॥

কিং বক্তব্যমন্যভূষণানাং তৎপ্রীত্যৈ হৃদি ধৃতাপি পুষ্পমালা কামবাণ-বিলাসেন মাং হন্তি। কীদৃশীং? সহস্রকুসুমতঃ সুকুমারা তনুর্যস্যাস্তাং মম তৎসহ-নসামর্থ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ।—কীদৃশ্যা অতিবিষমং শীলং স্বভাবো যস্যাস্তয়া, অন্যো হি বাণঃ ক্ষতং কৃত্বা ব্যথয়তি কামবাণস্তু বিধ্যন্নন্তর্ভিনত্তীতি বিষমশীলত্বম্ ॥ ৮ ॥

অহমিহ নিবসামি মম মূর্খতৈবাবশিষ্টেত্যাহ। ভীতিমপ্যগণয্য ভয়ঙ্করবনে তৎসমাগমাকাঙ্ক্ষয়া তিষ্ঠামি, মধুসূদনোঽস্থিরসৌহৃদো মাং চেতসা ন স্মরতি। কীদৃশী? ন গণিতং বনং বেতসশ্চ যয়া সা ॥ ৯ ॥

হরিচরণে শরণে যস্য তস্য জয়দেবকবের্ভারতী হৃদয়ে বসতু ভক্তানা-মিত্যর্থঃ। কস্মিন্ কেব? নূনাং হৃদি যুবতিরিব কোমলা মাধুর্য্যগুণযুক্তা পক্ষে মৃদ্বঙ্গী কলাবতী কবিত্বশালিনী পক্ষে রতিকলাযুক্তা ॥ ১০ ॥

অন্যে পরে কা কথা, আমার কুসুমকোমল দেহ দেখিয়া এই বক্ষঃস্থিত ফুলহারও বিষম মদনশরের ন্যায় জ্বালা বিস্তার করিতেছে (৮)।

এই ভয়ানক বেতস বনকেও ভয় না করিয়া আমি তাঁহার জন্য এখানে বসিয়া আছি, আর মধুসূদন আমার কথা মনেও স্থান দিলেন না (৯)।

হরিচরণে শরণাগত জয়দেব কবির এই গান কোমলা কলাবতী যুবতীর ন্যায় ভক্তগণের হৃদয়ে বাস করুক (১০)।

তৎ কিং কামপি কামিনীমভিসৃতঃ কিম্বা কলাকেলিভি-
র্বদ্ধো বন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্‌ভ্রাম্যতি।
কান্তঃ ক্লান্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ
সঙ্কেতীকৃতমঞ্জুবঞ্জুললতাকুঞ্জেঽপি যন্নাগতঃ ॥ ১১ ॥
অথাগতাং মাধবমন্তরেণ সখীমিয়ং বীক্ষ্য বিষাদমূকাম্।
বিশঙ্কমানা রমিতং কয়াপি জনার্দ্দনং দৃষ্টবদেতদাহ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্তং বিকল্পং বিবৃণোতি তৎ কিমিতি। সঙ্কেতীকৃতমনোহরে বানীরলতাকুঞ্জেঽপি যৎ যস্মাৎ কান্তো ন আগতস্তস্মাৎ কিং কামপি অভিনবপ্রেমবন্ধুরাং কামিনীমভিসৃত ইতি শঙ্কে। ময্যেব দৃঢ়ানুরাগোঽসৌ কথমন্যামভিসারিষ্যতীতি বিতর্কান্তরমাহ—কিম্বা মিত্রৈঃ ক্রীড়াকৌশলৈর্নিরুদ্ধঃ কৃতাভিসারসময়ে অস্মিংস্তদপি ন সম্ভবতীতি বিচিন্ত্য বিতর্কান্তরমাহ—মামভিসরন্নীরন্ধ্রতরুতয়া গাঢ়ান্ধকারিণি বনসীপে কিমুদ্‌ভ্রাম্যতি পন্থামবিদিত্বেত্যর্থঃ। চতুরশিরোমণেঃ সহস্রশোঽনুভূতস্থলে ভ্রমঃ কথং স্যাদিতি বিচিন্ত্য নিশ্চিনোতি, ক্লান্তং মদ্বিশ্লেষদুঃখেন চন্দ্রোদয়ানন্তরং তস্যাঃ কা দশা ভবেদিতি চিন্তয়া চোপতপ্তং মনো যস্য সঃ। পথি অল্পমপি প্রস্থাতুমসমর্থ এব নাগত ইতি ॥ ১১ ॥

চন্দ্রোদয়েন শ্রীকৃষ্ণাগমনপ্রতিবন্ধে সতি তং বিনা সখ্যা আগমনে তস্যা বিপ্রলব্ধাবস্থাং বর্ণয়িতুমাহ অথেতি। অথানন্তরং মাধবং বিনা আগতাং সখীং বীক্ষ্য শ্রীরাধা এতদ্বক্ষ্যমাণমাহ। কীদৃশীং? দুঃখাতিশয়েন

হরি কি অন্য নায়িকার অনুসরণ কামনায় অভিসারে গমনে করিয়াছেন? অথবা, বন্ধুগণ তাঁহাকে ক্রীড়াচ্ছলে আবদ্ধ রাখিয়াছেন? কিম্বা তিনি অন্ধকারময় বনে পথহারা হইলেন? হয়তো অবসন্ন চিত্তে পথপর্য্যটনে অক্ষম হইয়াছেন। এই সঙ্কেতনির্দ্দিষ্ট মনোহর বেতসলতাকুঞ্জে কেন তিনি আসিলেন না? (১১)

গীতম্‌। ১৪।

(বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।—)

স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা।
গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা॥
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিকগুণা॥১৩॥ ধ্রুবম্‌।

বক্তুমসমর্থাং অকৃতকার্য্যত্বাদিত্যর্থঃ। কীদৃশং জনার্দ্দনং কয়াপি কর্ত্তৃভূতয়া রমিতং দৃষ্টবদ্বিশঙ্কমানা। বিপ্রলব্ধালক্ষণং যথা,—"অহরহনুরাগাৎ দূতিকাং প্রেষ্য পূর্ব্বং সরভসমভিধায় কাপি সাঙ্কেতিকং যা। ন মিলতি খলু যস্যা বল্লভো দৈবযোগাৎ বদতি হি ভরতস্তাং নায়িকাং বিপ্রলব্ধা"—মিতি॥১২॥

গীতস্যাস্য বসন্তরাগ চ যতিতালো কিমেতদিত্যাহ। হে সখি! কাপি যুবতির্মধুরিপুণা সহ বিলসতি। যতঃ মত্তোঽপ্যধিকা গুণা যস্যা ইতি। অধিকেত্যনেন মৎসঙ্কেতমাগতং তং বশীকৃত্য বিলসতীতি গুণাধিক্যং তেন সহ ইত্যনেন তৎকর্ত্তৃকরণঞ্চ ধ্বনিতম্‌। গুণানেবাহ স্মরেত্যাদিনা,— কামসংগ্রামস্য বাহুযুদ্ধস্য উচিতো বিরচিতো বেশো যয়া সা। ততশ্চ রণাবেশেন গলিতানি কুসুমানি যেভ্যস্তে। দরবিগলিতাঃ কেশা যস্যাঃ সা। অনেন লীলাবিশেষঃ সূচিতঃ॥ ১৩॥

(এইরূপ চিন্তা করিতেছেন) এমন সময়ে মাধবের নিকট হইতে বিষাদে নির্ব্বাক সখীকে একাকিনী আসিতে দেখিয়া শ্রীরাধা আশঙ্কা করিলেন, জনার্দ্দন বুঝি অপর নায়িকার সহিত মিলিত হইয়াছেন। তিনি যেন চক্ষের সম্মুখে তাঁহাকে দেখিতেছেন, এইভাবে বলিতে লাগিলেন—(১২)।

কেশপাশ ঈষৎ শিথিল হইয়াছে, তাহা হইতে ফুল দল খসিয়া পড়িয়াছে এইরূপ রতিরণোচিত বেশে সজ্জিতা আমা হইতে অধিক গুণশালিনী কোন যুবতী মধুরিপুর সহিত বিলাসে মাতিয়াছে (১৩)।

হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা।
কুচকলসোপরি তরলিতহারা ॥ ১৪ ॥
বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা।
তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা ॥ ১৫ ॥
চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোলা।
মুখরিতরসনজঘনগতিলোলা ॥ ১৬ ॥
দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা।
বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা ॥ ১৭ ॥

ন কেবলমেবং কিঞ্চ হরেঃ পরিরম্ভণেন বলিতো রচিতো রোমাঞ্চাদিবিকারো যস্যাঃ সা, ততশ্চ কুচকলসোপরি তরলিতশ্চঞ্চলিতো হারো যস্যাঃ সা। অনেনাপি লীলাবিশেষঃ সূচিতঃ ॥ ১৪ ॥

তথা তৎসম্ভ্রমশিরোধূননেন বিচলদলকৈর্ললিতঃ সুন্দর আননচন্দ্রো যস্যাঃ সা, ততশ্চ কৃষ্ণস্যাধরপানরভসেন কৃতা তন্দ্রা আনন্দনিমীলনং যয়া সা ॥ ১৫ ॥

তথা তদধরপানাবেশাৎ চঞ্চলাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং ললিতৌ কপোলৌ যস্যাঃ সা, কিঞ্চ মুখরিতা রসনা যত্র তস্য জঘনস্য গত্যা লোলা চঞ্চলা ॥১৬॥

ততশ্চ দয়িতস্য বিলোকিতেন বীক্ষণেন লজ্জিতা হসিতা চ, তথা বহুবিধং দাত্যূহপারাবতাদিকূজিতবৎ রতিরসে রসিতং শব্দিতং যয়া সা ॥ ১৭ ॥

শ্রীহরির আলিঙ্গনে পুলক-চাঞ্চল্যে তাহার কুচকলসের উপর হার দোলায়িত হইতেছে (১৪)।

তাহার ললিত মুখচন্দ্রে অলকদাম বিচলিত হইয়াছে এবং শ্রীহরির চুম্বনাধিক্যে আঁখি দুটী মুদিয়া আসিতেছে (১৫)।

ললিতকপোলে কুণ্ডল দুলিতেছে এবং জঘন চাঞ্চল্যে মেখলা মুখর হইয়া উঠিয়াছে (১৬)।

বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা ।
শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গা ॥ ১৮ ॥
শ্রমজলকণভরসুভগশরীরা ।
পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা ॥ ১৯ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্
কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্ ॥ ২০ ॥

অতএব বিপুলাঃ পুলকাঃ পৃথু বেপথুশ্চ তেষাং ভঙ্গাস্তরঙ্গা যস্যাঃ সা ; তথা শ্বসিতনিমীলিতাভ্যাং পুনর্ব্বিকসন্ আবির্ভবন্ অনঙ্গো যস্যাঃ সা ॥১৮॥

তথা শ্রমজলকণভরেণ সুন্দরং কলেবরং যস্যাঃ সা । তথা নিঃসহতাবিস্মৃত-স্বাঙ্গানুসন্ধানতয়া প্রিয়স্য বক্ষসি পরিপতিতা যতঃ সুরতসংগ্রামে পণ্ডিতা ॥ ১৯ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতং হরেঃ রমিতং বিক্রীড়িতং কলিকলুষং কামাদিকং শমিতং জনয়তু নাশয়ত্বিত্যর্থঃ। এতৎ সর্ব্বং স্বস্যাং তৎপূর্ব্বচরিত-স্ফূর্ত্ত্যার্ত্তিজয়া ঈর্ষ্যয়া অন্যত্রারোপিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০ ॥

প্রিয় দয়িতকে দেখিয়া সে কখনও লজ্জিতা হইতেছে। কখনও হাসিতেছে, কখনও বা রতিরসে মাতিয়া বহুবিধ অস্ফুট ধ্বনি করিতেছে (১৭)।

সে কখনও বা বিপুলপুলকে কম্পান্বিতা হইতেছে এবং ঘনশ্বাসে ও নিমীলিত নয়নে অনঙ্গরঙ্গ প্রকাশ করিতেছে (১৮)।

সেই ভাগ্যবতীর দেহ শ্রমজলে পূর্ণ হইয়াছে এবং সেই রতিরণকুশলা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে আশ্রয় লইতেছে (১৯)।

শ্রীজয়দেব-ভণিত শ্রীহরির এই বিহারলীলা কলিকলুষের বিনাশসাধন করুক (২০)।

বিরহপাণ্ডুমুরারিমুখাম্বুজ-
দ্যুতিরয়ং তিরয়ন্নপি বেদনাম্ ।
বিধুরতীব তনোতি মনোভুবঃ
সুহৃদয়ে হৃদয়ে মদনব্যথাম্ ॥ ২১ ॥

গীতম্ । ১৫ ।

(গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে ।—)

সমুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে ।
মৃগমদতিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনীকরে ॥
রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥ ২২ ॥ ধ্রুবম্ ।

অথ চন্দ্রং পশ্যন্তী তং শ্রীকৃষ্ণমুখত্বেনোদ্ভাব্য তত্র অন্যয়া সহ বর্ত্তমানস্যাপি মদ্বিরহেণ পাণ্ডুত্বস্ফূর্ত্ত্যা স্বস্মিন্ তস্যাতিপ্রণয়িতাং স্মরন্তী চন্দ্রমাক্ষিপতি। অয়ং বিধুঃ সন্তপ্তানাং বেদনাং তিরয়ন্ নাশয়ন্নপি মম হৃদয়ে, অয়ে খেদে, মদনব্যথাং অতীব তনোতি। কথং তদাহ—অন্যয়া সহ রমমাণস্যাপি মদ্বিরহে পাণ্ডুবন্মুরারিমুখাম্বুজং তদ্বৎ দ্যুতির্যস্য সঃ বেদনাং নাশয়ন্নপি। কুলস্তাং ব্যথয়তি মনোভুবঃ সুহৃৎ মদনস্তত্র তং ব্যথয়তি। মদনসুহৃত্ত্বেন তন্মুখস্মারকতয়া চন্দ্রো মাং ব্যথয়তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২১ ॥

পুনস্তস্যা এব স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্বসূচনপূর্ব্বকং তল্লীলাবিশেষমাহ সমুদিতে-

অনঙ্গসখা চন্দ্রমা অস্তমিত হইতেছে দেখিয়া আমার মনোবেদনা দুরীভূত হইতেছে বটে, কিন্তু এই পাণ্ডুরশশী মুরারিমুখপদ্মের ম্লানচ্ছবি স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় হৃদয় পুনরার মদনে ব্যথিত হইতেছে (২১)।

যমুনা পুলিনবনে বিজয়ী মুরারি অধুনা বিহার করিতেছেন তিনি মদনোদ্দীপক নায়িকার মুখচন্দ্রে পুলকে মৃগলাঞ্ছনসদৃশ মৃগমদতিলক অঙ্কিত করিতেছেন এবং চুম্বনার্থ অধর বিন্যস্ত করিতেছেন (২২)।

ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে।
কুরুবককুসুমং চপলাসুষমং রতিপতিমৃগকাননে॥ ২৩॥
ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে॥ ২৪॥

ত্যাদিনা। যমুনায়াঃ পুলিনস্থবনে মধুরিপুরধুনা ক্রীড়তি। কীদৃশঃ? বিজয়ী মণ্ডনাদিকৌশলেন সর্ব্বাতিশায়ী। রমণপ্রকারমাহ,—রমণ্যা বদনে সপুলকং যথা স্যাৎ তথা মৃগমদতিলকং লিখতি। কস্মিন্ কমিব? চন্দ্রে মৃগমিব। অত্র মুখস্য চন্দ্রেণ, তিলকস্য মৃগেণ সাম্যম্। কীদৃশে? সম্যগুদিতঃ কামো যস্মাৎ তস্মিন্ অর্থাৎ তস্যৈব। চন্দ্রপক্ষে তথৈবার্থঃ। সর্ব্বেষামিতি বিশেষঃ চন্দ্রোদয়ে কামোদ্দীপনাৎ। পুনঃ কীদৃশে? বদনপক্ষে—তিলকং লিখিত্বা সাধ্বিদং বদনমিত্যুক্ত্বা চুম্বনায় বলিতো বিন্যস্তোঽধরো যত্র, চন্দ্রপক্ষে—চুম্বনেন বলিতো যুক্তোঽধরো যস্মাদিত্যর্থঃ॥ ২২॥

ন কেবলং তিলকং চিকুরে রক্তঝিণ্টীপুষ্পঞ্চ রচয়তি। তৎপুষ্পৈঃ কবরীং গ্রথ্নাতীত্যর্থঃ। কীদৃশং? চপলয়া বিদ্যুত ইব সুষমা পরমা শোভা যস্য তস্মিন্। পুনঃ কীদৃশে? মেঘপুঞ্জবৎ সুন্দরে অতএব তদ্গুণবর্ণনেন মুখরীকৃতং তরুণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আননং যেন তত্র, যতো রতিপতিরেব মৃগস্তেন সদাশ্রিতত্বাৎ তস্য কাননে॥ ২৩॥

তথা কুচযুগগগনে মণিসরমেব তারকপটলং যোজয়তি, মণিসরো মুক্তাহারঃ অসমস্তরূপকমিদং কুচযুগমেব গগনং বৃহত্ত্বাৎ। কীদৃশে? সুনিবিড়ে; গগনপক্ষে—শোভনমেঘযুক্তে। তথা মৃগমদরুচিভির্ম্রক্ষিতে; কুচপক্ষে—কস্তূরীদীপ্ত্যেব ম্রক্ষিতে। কিঞ্চ নখাঙ্ক এব শশী তেন ভূষিতে॥ ২৪॥

শ্রীহরি প্রফুল্লবদনে সেই রমণীর মেঘপুঞ্জসদৃশ রতিপতির বিহারকাননরূপ কেশজালে বিদ্যুদ্দামতুল্য কুরুবক পুষ্প (রক্তঝিণ্টী) সাজাইতেছেন (২৩)।

জিতবিসশকলে মৃদুভুর্জযুগলে করতলনলিনীদলে।
মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ং বিতরতি হিমশীতলে॥ ২৫ ॥
রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাসনে।
মণিময়রসনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে॥ ২৬ ॥
চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপূজিতে।
বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে॥ ২৭ ॥

অপরঞ্চ মৃদুভুজযুগলে মরকতবলয়মেব মধুকরনিচয়ং বিতরতি অর্পয়তি। কীদৃশে? জিতানি মৃণালখণ্ডানি যেন তস্মিন্ করতলমেব নলিনীদলং যত্র তস্মিন্ অতএব হিমবচ্ছীতলে সম্ভোগিন্যাঃ কামতাপরাহিত্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ মৃণালে ভ্রমরার্পণেনাদ্ভুতকুঞ্জত্বম্॥ ২৫ ॥

তথা চ রতের্গৃহে আশ্রয়ে জঘনে মণিময়রসনং নিক্ষিপতি তৎস্পর্শজাত-কম্পতয়া অযথাতথং বিন্যস্যতীত্যর্থঃ। কীদৃশং? তোরণস্য মাঙ্গল্যস্রজো হসনমুপহাসো যস্মাৎ তৎ। কীদৃশে? বিস্তীর্ণমপঘনমঙ্গং যস্য তস্মিন্, যথা কামস্য স্বর্ণপীঠে অতঃ কৃতা শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাবিশেষবাসনা যেন তস্মিন্॥২৬॥

তথা বক্ষসি ধৃতে চরণপল্লবে যাবকাভরণং বহিরাবরণং করোতি। যতঃ শ্রিয়ো নিবাসঃ অতো নখা এব মণিগণাস্তৈঃ পূজিতে শ্রীনিবাসস্য মণিযুতস্য চ বহিরাবৃতির্যুক্তৈবেত্যর্থঃ॥ ২৭ ॥

তিনি সেই রমণীর মৃগমদশোভিত নখাঙ্ক-শশিভূষিত কুচযুগ-গগনে নির্ম্মল মুক্তাহাররূপ তারকাবলী সন্নিবেশিত করিতেছেন (২৪)।

হরি সেই রমণীর হিমশীতল-করতলরূপ নলিনীদল-শোভিত মৃণাল-নিন্দিত ভুজযুগলে মরকতবলয়রূপ ভ্রমরাবলী অর্পণ করিতেছেন (২৫)।

তিনি কামদেবের কনকাসনসদৃশ সেই রমণীর রতিগৃহরূপ সুবিস্তৃত জঘন-দেশে তোরণশোভী মঙ্গলমালা-বিনিন্দিত কাঞ্চীযোজনা করিতেছেন (২৬)।

রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং খলহলধরসোদরে।
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে ॥২৮॥
ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥ ২৯ ॥
নায়াতঃ সখি নির্দ্দয়ো যদি শঠস্ত্বং দূতি কিং দূয়সে
স্বচ্ছন্দং বহুবল্লভঃ স রমতে কিং তত্র তে দূষণম্।

কিঞ্চ পরবঞ্চকে হলধরস্যাবিদগ্ধস্য সোদরে সদৃশে শ্রীকৃষ্ণে কামপি সুদৃশং সুভৃশং যথা স্যাৎ তথা রময়তি সতি ইহ বনমধ্যে বিরসং বিফলং যথা স্যাৎ তথা কিমহমবসমিত্যেতৎ সখি বদ, মামভিসার্য্য অন্যয়া সহ রমণাদ্ধরেঃ খলত্বম্ ॥ ২৮ ॥

ইহৈতৎকাব্যকর্ত্তরি কবীনাং নৃপে জয়দেবকে কলিযুগচরিতং দুরিতং ন বসতু। কুতঃ যতো মধুরিপোঃ পদসেবকে অতএব কৃতং হরেগুর্ণানাং চিন্তনং যেন তস্মিন্ তত্রাপি রসস্য শৃঙ্গাররসস্য ভণনং কথনং যত্র তস্মিন্। হৃদ্রোগম্ আশু অপহিনোতীত্যুক্তেঃ ॥ ২৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য অনাগমনেন বিষণ্ণাবদনাং সখীং প্রতি অতিনির্ব্বেদমাহ নায়াত ইতি। হে সখি! হে দূতি! সখী ভূত্বাপি মৎপ্রীত্যৈ দৌত্য-

তিনি সেই রমণীর নখমণিগণ-পূজিত সুন্দর চরণপল্লব বক্ষে রাখিয়া অলক্তক দ্বারা তাহার প্রান্তদেশ রঞ্জিত করিতেছেন (২৭)।

হে সখি! সেই হলধর-সোদর খল কৃষ্ণ যদি অপরা নায়িকার সহিত বিহারে রত রহিলেন, তবে বিরসভাবে এই কুঞ্জে বসিয়া থাকিয়া আর কি ফল হইবে বা (২৮)।

মধুরিপুর পদসেবক কবিরাজ জয়দেববর্ণিত হরিগুণ-লীলাত্মক সঙ্গীতে কলিযুগোচিত পাপ স্থান পায়না (২৯)।

পশ্চাত্ত্ব প্রিয়সঙ্গমায় দয়িতস্যাকৃষ্যমাণং গুণৈ-
রুৎকণ্ঠার্ত্তিভরাদিব স্ফুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি ॥ ৩০ ॥

গীতম্ । ১৯ ।

(দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে ।—)

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন ।
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥
সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥ ৩১ ॥ ধ্রুবম্ ।

কর্ম্মণি প্রবৃত্তে দয়ারহিতঃ নিজৈকাশ্রয়প্রাণরক্ষাপরাঙ্মুখঃ শঠোঽন্তরন্তৎ বহিরন্যৎকারী যদি নায়াতঃ, তর্হি ত্বং কিং দূয়সে মা ব্যথস্বেতি । শঠতামাহ—বহুবল্লভঃ স নিঃশঙ্কং রমতে, তত্র কার্য্যে তে তব কিং দূষণং ন কিমপি । ইত্থং সখীমনূত্ত নির্ব্বেদভঙ্গ্যা আত্মনো দশমীদশামাহ । পশ্চাত্ত্বেদানীমেব দয়িতস্য মিলনায় ইদং তদপ্রাপ্তিতাপোন্মূলিতধৈর্য্যং মমেদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি । কেন প্রকারেণ তদাহ ।—উৎকণ্ঠায়া আধিক্যেন স্ফুটদিব তদপি কথং গুণৈরাকৃষ্যমানং অন্যোঽপি রজ্জ্বাকৃষ্টঃ সন্ যাতীত্যর্থঃ । শ্লিষ্টগুণশব্দো-ক্তির্ব্বিষয়াবিরোধিলক্ষণায়ৈব দয়িতশব্দোঽপি তথা ॥ ৩০ ॥

তদ্গুণৈরন্যস্যাঃ সুখং বর্ণয়ন্তী স্বস্যাস্তদলাভাৎ নির্ব্বেদেন শ্লোকার্থমেব নিশ্চিনোতি অনিলেত্যাদিনা । হে সখি ! যা বনমালিনা রমিতা বিবিধ-

হে সখি ! হে দূতি ! সেই নির্দ্দয় যদি শঠতাপূর্ব্বক না-ই আসিলেন, তাহাতে তুমি কেন ব্যথিতা হইতেছ ? তিনি বহুবল্লভ, স্বচ্ছন্দে বহু নায়িকা সঙ্গে বিহার করিতেছেন—তাহাতেই বা তোমার দোষ কি ? দেখ, দয়িতের গুণে (রজ্জুবদ্ধবৎ) আকৃষ্ট হইয়া উৎকণ্ঠায় বিদীর্ণ আমার এই অন্তর প্রিয়সঙ্গম-লালসায় আপনিই অভিসার করিবে (এখনই আমার প্রাণ বাহির হইবে) (৩০) ।

বিকসিতসরসিজললিতমুখেন।
স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন॥ ৩২॥
অমৃতমধুরমৃদুতরবচনেন।
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন॥ ৩৩॥
স্থল-জলরুহ-রুচিকর-চরণেন।
লুঠতি ন সা হিমকরকিরণেন॥ ৩৪॥

সম্ভোগকেলিভির্নন্দিতা সা কিশলয়শয়নেন ন তপতি পল্লবশয্যায়াং সুখয়ত্যে-বেত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র যোজ্যম্। কীদৃশেন অনিলেন তরলে যে নীলোৎপলে তদ্বন্নয়নে যস্য তেন, উৎপলবৎ শৈত্যগুণেন তাপোপশমনাদিতি ভাবঃ॥ ৩১॥

যা রমিতা বনমালিনেতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। বিকসিতসরসিজবৎ সুন্দরং মুখং যস্য তেন। যা রমিতা সা কামশরেণ বিদ্ধা ন ভবতি অহমেব তেন বিদ্ধাস্মীতি ভাবঃ॥ ৩২॥

অমৃতাদপি মধুরতরমতিকোমলঞ্চ বচনং যস্য তেন যা রমিতা সা মলয়জ-পবনেন ন জ্বলতি অহমেব তেন জ্বলিতাস্মীতি অমৃতসিক্তায়া জ্বালাতি-শয়ানুপপত্তেরিতি ভাবঃ॥ ৩৩॥

স্থলকমলবদ্রুচিরৌ করৌ চরণৌ চ যস্য তেন যা রমিতা সা চন্দ্রস্য

হে সখি! পবন-সঞ্চালিত নীলোৎপলের ন্যায় চঞ্চলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ যাহার সহিত রমণ করিয়াছেন, সে আর পল্লবশয্যায় তাপিত হয় না। (৩১)।

তিনি যাহাকে চুম্বন করিয়াছেন, মদনের বাণ তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারেনা (৩২)।

তাঁহার অমৃতমধুর মৃদুতর বচনে যে অভিসিঞ্চিত হইয়াছে, মলয়-পবন তাহাকে জ্বালা দিতে পারে না (৩৩)।

সজলজলদসমুদয়-রুচিরেণ ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ ॥ ৩৫ ॥
কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন ।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন ॥ ৩৬ ॥
সকলভুবন-জন-বর-তরুণেন ।
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥ ৩৭ ॥

কিরণেন ভূমৌ ন পরিবর্ত্ততে অহমেব জালবদ্ধপ্রবিষ্টেব তপ্তাস্মি স্থলকমলবৎ শীতলকরচরণস্পর্শসুখেন উজ্জ্বলতয়া ইন্দুকিরণানাং তাপকত্বাবগমাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

সজলজলদানাং সমূহাদপি রুচিরেণ যা রমিতা সা বিরহভরেণ হৃদি ন বিদীর্য্যতে জলদবদার্দ্রতয়া বিদারাসম্ভবাদিতি অহমেব তেন বিদীর্ণ-হৃদয়াস্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

কনকস্য নিকষপাষাণেষু যা রুচিস্তদ্বসনং যস্য, তেন যা রমিতা সা পরিতো জনানাং হসনেন ন শ্বসিতি সৌভাগ্যগর্ব্বেণ কাশ্চিদাপ ন গণয়-তীত্যর্থঃ। অহমেব তৎপরিহাসৈর্নিশ্বাসযুক্তাস্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

সকলভুবনেষু যে জনা যুবানস্তেভ্যো বরঃ শ্রেষ্ঠো যঃ কিশোরস্তেন যা

শ্রীহরির স্থলপদ্মের ন্যায় কর-চরণ যে স্পর্শ করিয়াছে, সে চন্দ্র-কিরণের সন্তাপে ভূলুণ্ঠিত হয় না (৩৪)।

সেই সজল-জলদ-কান্তি যাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, তাহার হৃদয় বিরহভারে বিদীর্ণ হয় না (৩৫)।

সেই পীতাম্বরধারী যাহার সহিত বিহার করিয়াছেন, পরিজনের পরিহাসে তাহাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয় না (৩৬)।

শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন।
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন ॥ ৩৮ ॥
মনোভবানন্দনচন্দনানিল
প্রসীদ রে দক্ষিণ মুঞ্চ বামতাম্।
ক্ষণং জগৎপ্রাণ বিধায় মাধবং
পুরো মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

রমিতা সা অতিকরুণরসেন পীড়াং ন প্রাপ্নোতি। জগদ্বল্লভতরুণপ্রাপ্ত্যো করুণানুপপত্তিরিতি অহমেব রোদনাদিনা সখীং কদর্থয়ামি ॥ ৩৭ ॥

অনেন শ্রীজয়দেবভণিতেন শ্রীরাধায়া মাধবমুদ্দিশ্য বচনেন হরিরপি হৃদয়ং প্রবিশতু। "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহ" মিত্যুক্তেঃ ॥ ৩৮ ॥

অত্যাবেশেন মনোবাষ্পমুদ্গিরতি দৈন্যেনাদৌ সবিনয়মাহ—হে মনোভবস্যানন্দদায়ক চন্দনানিল! পরোপকারিন্নিত্যর্থঃ, প্রসন্নো ভব। পুনরীর্য্যোদয়াদেতদাহ—রে দক্ষিণ সর্ব্বানুকূল! বামতাঃ প্রতিকূলতাং মুঞ্চ। দক্ষিণপথপ্রবৃত্তস্যবামপথপ্রবৃত্তেরযুক্তত্বাদ্বামতা ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ। তর্হি কিং বিধেয়ং তত্রাহ।—হে জগৎপ্রাণ! জগদ্ধিতোঽপি ত্বং মনোভবানন্দনায় চন্দনতরুসম্পর্কাৎ বিষমশ্চেন্মাং মারয়সি, তদা ক্ষণমপি মাধবং পুরঃ কৃত্বা পশ্চান্মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

সকল ভুবনের যুবজন-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যাহার সহিত রমণ করিয়াছেন, সে কাহারও করুণার পাত্রীরূপে পীড়া প্রাপ্ত হয় না (৩৭)।

শ্রীজয়দেবভণিত শ্রীরাধার এই বিলাপবচনের সহিত হরি আপনাদের হৃদয়ে প্রবেশ করুন (৩৮)।

রিপুরিব সখীসম্বাসোঽয়ং শিখীব হিমানিলো
বিষমিব সুধারশ্মির্যস্মিন্ দুনোতি মনোগতে।
হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্ব্বলতে বলাৎ
কুবলয়দৃশাং বামঃ কামো নিকামনিরঙ্কুশঃ ॥ ৪০ ॥
বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে।

অথ নীরোগে দয়িতে সানুরাগং চিত্তং নিন্দতি মমৈবায়মপরাধো নান্যস্যেত্যাহ রিপুরিতি। যস্মিন্ হরৌ চিত্তারূঢ়েঽপি সখীভিঃ সহৈকত্র-বাসোঽপি রিপুরিব দুনোতি স্বচ্ছন্দগমন-প্রতিরোধকত্বাৎ শীতলবায়ুর-প্যগ্নিরিব তাপকত্বাৎ চন্দ্রোঽপি বিষমিব দাহকত্বাৎ তস্মিন্নির্দ্দয়ে কান্তে পুনর্যদি হৃদয়মেবমুক্তপ্রকারেণ বার্য্যমাণমপি বলাৎ সংভক্তুং স্যাত্তর্হি স্ত্রীণামভিলাষঃ অভ্যর্থময়ন্ত্রিতঃ অতো বামঃ প্রতিকূল এব হিতাহিত-বিচারাপগমাৎ ॥ ৪০ ॥

সম্প্রতি বিরহোত্তপ্তা প্রাণোৎসর্গং কৃতমেবাহ বাধামিতি। হে মলয়ানিল! পীড়াং বিধেহি কুরু, বিষয়ত্বেন বাধাবিধানসামর্থ্যাৎ। হে

কামদেবের আনন্দদায়ক, হে মলয়ানিল! তুমি প্রতিকূলতা ত্যাগ করিয়া আমার প্রতি অনুকূল ও প্রসন্ন হও। হে জগৎপ্রাণ! মাধবকে ক্ষণকালের জন্য আমার সম্মুখে আনিয়া দাও, তাহার পরে প্রাণ হরণ করিও, ক্ষতি নাই (৩৯)।

যে কৃষ্ণে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় সখীসঙ্গ রিপুসংসর্গবৎ, হিমানিল অনল তুল্য, এবং চন্দ্রকিরণ বিষসদৃশ কষ্টদায়ক হয়,—আমার হৃদয় এখনও তাঁহারই দিকে ধাবিত হইতেছে, বুঝিলাম কামিনীগণের প্রিয়সমাগম-লালসা অত্যন্ত দুর্ব্বার (৪০)।

কিন্তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈ-
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ৪১ ॥
প্রাতর্নীলনিচোলমচ্যুতমুরঃ সঙ্গীতপীতাংশুকং
রাধায়াশ্চকিতং বিলোক্য হসতি স্বৈরং সখীমণ্ডলে।

পঞ্চবাণ! প্রাণান্ গৃহাণ পঞ্চবাণধারিণে পঞ্চপ্রাণগ্রহণযোগ্যত্বাৎ। হে যমস্য ভগিনি! তে ক্ষময়া কিং, ত্বাং কথং ক্ষমসে, যমানুজায়াঃ ক্ষমা ন যুক্তা। তর্হি কিং কর্ত্তব্যং তরঙ্গৈরঙ্গানি সিঞ্চ। তেন কিং স্যাৎ? মম দেহদাহঃ শাম্যতু দশমীংদশাং বিধেহীত্যর্থঃ। কৃষ্ণেন চেদুপেক্ষিতাসি তর্হি গৃহমেব কিং ন যাসি ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে তেন বিনা গৃহমপি সন্তাপকমেব স্যাদতো মরণং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

অথৈতৎ দুঃখবর্ণনমসহিষ্ণুঃ কবিঃ সিংহাবলোকনন্যায়েন সাধারণ-কেলিরাত্রেঃ প্রাতশ্চরিতবর্ণনেন শ্রীরাধিকায়াঃ খণ্ডিতাবস্থাং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রাক্তনকেল্যনন্তরাবস্থিতিমাহ প্রাতরিতি। নন্দাত্মজো জগদানন্দায়াস্তু। কীদৃশঃ? স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা সখীমণ্ডলে হসতি সতি ব্রীড়াচঞ্চলং নয়নয়োরঞ্চলং রাধাননে আধায় স্মেরমুখঃ। কুতঃ সখীহাসঃ? প্রভাতে অচ্যুতং নীলনিচোলংচকিতং বীক্ষ্য শ্রীরাধায়া উরশ্চ সম্বীতমুত্তরীকৃতং পীতাংশুকং যত্র এতাদৃশং বীক্ষ্য, অতঃ

হে মলয়ানিল! তুমি আমাকে ব্যথিত কর। পঞ্চবাণ তুমি আমার প্রাণ গ্রহণ কর, আমি আর গৃহে ফিরিয়া যাইব না। হে যমভগ্নি! তুমিই বা কেন ক্ষমা করিবে, তোমার তরঙ্গরঙ্গে এ দেহ সিঞ্চিত কর (আমাকে ডুবাইয়া দাও) তবেই আমার দেহজ্বালা প্রশমিত হইবে (৪১)।

ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে
স্মেরস্মেরমুখোঽয়মস্তু জগদানন্দায় নন্দাত্মজঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বিপ্রলব্ধাবর্ণনে নাগরনারায়ণো
নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

সর্গোঽয়ং নাগরা এব নরা নরসমূহাস্তেষাময়নং মূলভূতং সঃ শ্রীকৃষ্ণো যত্র সঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

একদিন প্রভাতে সখীগণ চকিত দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে নীলাম্বর পরিহিত এবং শ্রীরাধার বক্ষঃস্থল পীতাম্বর পরিবৃত দেখিয়া হাস্য করায় যিনি রাধিকার লজ্জাবনত আননে সহাস্য-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই নন্দনন্দন জগতের আনন্দ বৰ্দ্ধন করুন (৪২)।

নাগর-নারায়ণ নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টমঃ সর্গঃ

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়
স্মরশরজর্জ্জরিতাপি সা প্রভাতে।
অনুনয়বচনং বদন্তমগ্রে
প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ম্ ॥ ১ ॥

খণ্ডিতাবস্থামেব বর্ণয়তি অথেত্যাদিনা। খণ্ডিতালক্ষণং যথা—"উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্। ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতে"তি। অথ বহুবিধপ্রলাপানন্তরং হরিবিরহবর্ণনোঽপ দর্শকললিতলবঙ্গেত্যাদি সখীবচনশ্রবণেন সঞ্চরদধরেত্যাদি স্ব—মনোরথকথনেন চ অতিকষ্টেন রাত্রিং নীত্বা সা শ্রীরাধা প্রভাতে প্রণতমপি প্রিয়ং সাভ্যসূয়ম্ অভিতঃ অসূয়য়াসহিতম্ যথা স্যাত্তথা আহ। কীদৃশী? স্মরশরেণ জর্জ্জরিতা ক্ষণমাত্রমতিবাহয়িতুম্ অশক্তাপি। কীদৃশম্? অগ্রে অনুনয়বচনম্ স্বাপরাধজনিতকোপোপশমনবাক্যং বদন্তং ততোঽপি প্রসাদমনালোচ্য প্রণতম্। অনেন প্রেম্নঃ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিতা, কণ্ঠগতপ্রাণায়া অপি প্রিয়দর্শনমাত্রেণাসূয়োদয়াৎ ॥ ১ ॥

শ্রীরাধা অতি কষ্টে কোনোরূপে যামিনী অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা যদিও মদনশরে জর্জ্জরিতা হইতেছিলেন, তথাপি (দয়িত দেহে অন্যা নায়িকার ভোগ চিহ্ন দর্শনে) প্রবল অসূয়া বশে প্রিয়তমকে কহিলেন (১)।

গীতম্ । ১৭ ।

(ভৈরবীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—)

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্ ॥
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদং ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্ ।

গীতস্যাস্য ভৈরবীরাগযতিতালৌ। যথা—"সরোবরস্থে স্ফটিকস্য মণ্ডপে সরোরুহৈঃ শঙ্কর মর্চ্চয়ন্তী। তালপ্রয়োগে প্রতিবদ্ধগীতা গৌরীতনুর্নারদ ভৈরবীয়ম্" ইতি। হরি হরীতি খেদে। হে মাধব! হে কেশব! ত্বং যাহি, ইতো গচ্ছ, ক্ক যামি? হে সরসীরুহলোচন! চক্ষুঃপ্রীতিমাত্রেণ মুগ্ধস্ত্রীজনবঞ্চন! যা ত্বত্তোঽপি বঞ্চনচতুরা সহজপ্রেমানভিজ্ঞস্য তব বিষাদং কাপট্যাপাদিত-বৈমনস্যং হরতি তাং চিত্তানুরূপচতুর ব্যাপারাং অনুগচ্ছ লোট্প্রয়োগঃ। তৎস্ফূর্ত্তিসম্ভাবনয়া মাধবেতি, ধবো ন ভবসীত্যনিয়তপ্রিয়ত্বং কেশবেতি প্রকৃষ্টকেশদ্বারোন্মুক্তকেশত্বং সরসীরুহলোচনেত্যর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রত্বঞ্চ ধ্বনিতম্। ত্বদেকপরায়ণোঽহমিতি বদন্তং কপটবাদং মা বদ, ন কৈতবং ব্রূহি, সত্যমেব নান্যাঙ্গনাসঙ্গতোঽহমিতি প্রতিবচনমাশঙ্ক্যাহ—রজনিজনিতেন গুরুজাগর-রাগেণ কষায়িতং লোহিতীকৃতং তব নয়নং অনুরাগং বহতীত্যুৎপ্রেক্ষে তাং প্রত্যনুরাগপ্রাচুর্য্যাৎ তব হৃদি স্থিতমরবিন্দচক্ষুষা নির্গত ইত্যুৎপ্রেক্ষার্থঃ সহজমেবারুণং মে নয়নং ন জাগরাদিত্যাহ।—অলসেন নিমীলনং যত্র তৎ অনুভূতত্বদ্বচনচিন্তয়া নিমীলিতে লোচনে ন জাগরাদিতি কথিতো রস-স্যাভিনিবেশো যেন তৎ। যদি ত্বং নান্যাঙ্গনাসঙ্গতস্তর্হি কথমেতদিত্যর্থঃ। অগ্রেঽপ্যেবমুন্নেয়ম্ ॥ ২ ॥

কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্‌।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্‌॥ ৩॥
বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখম্‌।
মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্‌॥ ৪॥

ত্বচ্চিন্তাজাগরান্নেত্রে রাগঃ ন রতিরাগাদিত্যাহ। হে কৃষ্ণ! সহজারুণং তব দশনবসনং অধরঃ সংপ্রতি তনোরনুরূপং অনু সাদৃশ্যে সদৃশরূপং শ্যামতামিত্যর্থঃ তনোতি। কুতোঽনুরূপম্‌? কজ্জলেন মলিনয়োর্ব্বিলোচনয়োশ্চুম্বনেন বিরচিতং নীলিমরূপং যত্র তৎ, মলিনশব্দস্ত্রীর্য্যয়া তবাধরচরিতং ব্যনক্তীত্যর্থঃ॥ ৩॥

ত্বচ্চিন্তাশোকেন মলিনোঽয়মধরো ন নারীচুম্বনাদিত্যাহ। তব বপুঃ রতিজয়লেখম্‌ অনুহরতি সদৃশীকরোতি। কীদৃশম্‌? অনঙ্গবাণতীক্ষ্ণা নখক্ষতরূপা রেখা যত্র তৎ। কস্যা ইব মরকতমণিখণ্ডে অর্পিতায়াঃ কাঞ্চনদ্রবলিখিতাক্ষরপঙ্‌ক্তেরিব বপুষঃ কৃষ্ণত্বাৎ নখক্ষতস্য রক্তত্বাৎ মরকতার্পিতলিপেঃ সাম্যম্‌॥ ৪॥

গত রজনীর গুরু-জাগরণ-জনিত-আলস্যে তোমার লোহিত-নয়ন নিমিলিত হইয়া আসিতেছে। রসালসে অর্দ্ধ নিমিলিত আঁখির ঐ আরক্তিমা অন্যা নায়িকার প্রতি তোমার অনুরাগেরই অভিব্যক্তি।

হরি! হরি! মাধব, তুমি যাও, কেশব, তুমি যাও। কপট-বাক্য আর বলিও না। পুণ্ডরীকাক্ষ, যে তোমার বিষাদ দূর করিবে, তাহারই অনুসরণ কর (২)।

সেই রমণীর কজ্জল-মলিন-নয়ন-চুম্বনে নীলিম-রূপ ধারণ করিয়া তোমার অরুণাধর অঙ্গের অনুরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছে (৩)।

চরণকমলগলদলক্তকসিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারম্॥ ৫ ॥
দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্॥ ৬ ॥

তবান্বেষণে ভ্রমণাদ্বনে মমেদং বপুঃ কণ্টকৈঃ ক্ষতং ন নারীনখৈরিত্যত্র সোল্লুণ্ঠমাহ।—ইদং বিদ্যমানং তব হৃদয়ম্ উদারং মনোহরং দর্শনীয়মিত্যর্থঃ। ঔদাস্যমেবাহ—প্রেমোল্লাসতো হৃদি ধৃতচরণকমল-গলদলক্তকেন সিক্তং শ্যামে উরসি অরুণযাবকেন শোভিতমিত্যর্থঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষে,—মদনদ্রুমস্য হৃদয়ানুগতনবপল্লবসমূহং বহির্দ্দর্শয়তীব॥ ৫ ॥

গৈরিকচিত্রিতং নান্যাঙ্গনাচরণালক্তকসিক্তমিত্যাহ।—হে শ্রীকৃষ্ণ! এতৎ প্রত্যক্ষং তব বপুঃ কর্ত্তৃ অধুনাপি ময়া সহ ঐক্যং নাবয়োর্ভেদ ইতি কথং কথয়তি। তৎকথনপ্রকারমাহ,—তবাধরগতং দশনক্ষতং মম চেতসি খেদং দুঃখং জনয়তি ইতি ব্যঙ্গোক্তিঃ। ত্বদধরস্থিতস্য মচ্চিত্তব্যথাজনকত্বাৎ অভেদো জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। নয়নরাগাদিকং ছদ্মনাচ্ছাদিতমিদন্তূদিতচন্দ্র-কলাবৎ প্রকাশমানমিতি ভাবঃ॥ ৬ ॥

মদন-যুদ্ধে সেই রমণীর তীক্ষ্ণ-নখরেখায় চিহ্নিত হওয়ায় তোমার শ্যামলাঙ্গ—মরকত-ফলকে-স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তাঁহার রতি-জয়পত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে (৪)।

সেই রমণীর চরণকমলের অলক্তক-রাগে রঞ্জিত হওয়ায় তোমার বিশাল বক্ষস্থল মদন-তরুর বহিঃপ্রকাশিত নব-পল্লব-জালের মত দর্শনীয় হইয়াছে (৫)।

তোমার অধরে সেই রমণীর দশন-দংশন-চিহ্ন আমার চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিতেছে। এখনও কি বলিবে তোমার এবং আমার দেহ অভিন্ন নয় (৬)?

বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশরজ্বরদূনম্॥ ৭ ॥
ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূবধনির্দ্দয়বালচরিত্রম্॥ ৮ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপম্।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্॥ ৯ ॥

সৌরভলুব্ধভ্রমরেণ দষ্টোঽয়মধরো নান্যাঙ্গনাচুম্বনত ইত্যাহ হে কৃষ্ণ! মলিনাত্মকং তব মনোঽপি বহিরিব মলিনতরং ভবিষ্যতীতি নূনমুৎপ্রেক্ষে। কথং প্রশ্নে অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ অথশব্দোঽন্যথাবাচী কথমন্যথা কামশরজ্বর-পীড়িতমনুগতমনুকূলং জনং বঞ্চয়সে শুদ্ধান্তঃকরণস্য নেয়ং রীতিরিত্যর্থঃ॥ ৭ ॥

ন বঞ্চয়াম্যহং ত্বমেব মুধা শঙ্কসে ইত্যাহ।—ভবান্ অবলাগ্রাসায় কান্তাবধায় বনেষু ভ্রমতি, অত্র কিং বিচিত্রং ন কিমপীত্যর্থঃ। অত্রোদা-হরণমাহ।—স্ত্রীবধে তব নির্দ্দয়বালচরিত্রং পূতনিকৈব কিয়ৎ প্রথয়তি বিস্তারয়তি, ন তু সর্ব্বং বাল্যে চেদেবং তদধুনা কৈশোরে কিং চিত্রমিতি ভাবঃ॥ ৮ ॥

হে বিবুধাঃ শ্রীকৃষ্ণমধুরলীলাস্বাদনচতুরাঃ! শ্রীজয়দেবভণিতং রতিবঞ্চি-তায়াঃ খণ্ডিতায়া যুবত্যাঃ শ্রীরাধায়া বিলাপং যত্র তৎ শৃণুত। যতঃ সুধায়া

হে কৃষ্ণ, তোমার মলিন-দেহের বাহির অপেক্ষা মন আরো মলিন, অন্যথায় মদনশর-পীড়িতা আমার ন্যায় অনুগতাকে এখনো বঞ্চনা করিতেছ কেন (৭)?

তুমি অবলা-বধ করিবার জন্যই বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও, ইহা আর বিচিত্র কি? পূতনা যে তোমার বধূবধে নির্দ্দয়-শিশু-চরিত্র প্রচার করিয়া গিয়াছে (পূতনা-বধে বাল্যকালেই তাহার পরিচয় দিয়াছ) (৮)।

তবেদং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগং বহিরিব
প্রিয়াপাদালক্তচ্ছুরিতমরুণচ্ছায়হৃদয়ম্ ।
মমাদ্য প্রখ্যাতপ্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব
ত্বদালোকঃ শোকাদপি কিমপি লজ্জাং জনয়তি ॥ ১০ ॥
অন্তর্মোহনমৌলিঘূর্ণনচলন্মন্দারবিস্রংসন-
স্তব্ধাকর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাম্ ।

অপি মধুরম্ অতএব বিবুধয়ালয়তোঽপি স্বর্গাদপি দুর্লভং, সপ্তম্যাস্তসিঃ। রাধাকৃষ্ণোপাসনালভ্যত্বাৎ তত্রেদং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

তথৈব পুনরাহ—তবেতি। হে কিতব! ত্বদালোকোঽপি ত্বদাগমন-প্রতীক্ষিণ্যাঃ মম প্রসিদ্ধপ্রেমাতিশয়ভঙ্গেন ত্বদ্বিয়োগদুঃখাদপ্যনির্ব্বচনীয়াং জীবনমরণয়োঃ সন্দেহাপাদিকাং লজ্জাং জনয়তি। কুতো লজ্জাজননম্ তবেদমরুণত্যতি হৃদয়ং পশ্যন্ত্যাঃ ততোঽপি কুতঃ প্রিয়ায়াস্তস্যাঃ পাদালক্তেন ব্যাপ্তং, তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে,—প্রসরদনুরাগং বহির্গতমিব প্রবৃদ্ধিং গচ্ছন্ননুরাগো হৃদয়ং ভিত্ত্বা বহির্নির্গত ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অথ শ্রীরাধিকায়া অতিগাঢ়মাননির্ব্বন্ধমভিপ্রেত্য আত্মপ্রযত্নে শিথিলেঽপি বংশীসাহায্যেনাবশ্যং মানোঽপযাস্যতীতি। সখী তদনুনয়ে প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি স্মরণ্ কবি র্ব্বংশীধ্বনিং বর্ণয়ন্নাশিযমাতনোতি অন্তরিতি। কংসরিপো-র্ব্বংশীরবো বো যুষ্মাকং শ্রেয়াংসি ব্যপোহয়তু বিগতবিঘ্নানি করোতু নিত্যং

সুধিগণ, আপনারা শ্রীজয়দেবভণিত রতিবঞ্চিতা খণ্ডিতা-যুবতীর বিলাপ-স্বরূপ—সুধামধুর স্বর্গদুর্লভ এই সঙ্গীত শ্রবণ করুন (৯)।

হে ধূর্ত্ত, প্রিয়ার চরণালক্তকে রঞ্জিত তোমার বক্ষঃস্থল হৃদয়ের অনুরাগ বাহিরে প্রকাশ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমাদের চিরন্তন প্রণয় ভঙ্গ হইল বলিয়া আমি শোক করিতেছি না, আমার লজ্জা হইতেছে (১০)।

দৃপ্যদ্দানবদূয়মানদিবিষদ্দুর্ব্বারদুঃখাপদাং
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্ব্যপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দেমহাকাব্যে খণ্ডিতাবর্ণনে বিলক্ষলক্ষ্মীপতি-
র্নামাষ্টমঃ সর্গঃ

দদাত্বিত্যর্থঃ। কীদৃশং? কুরঙ্গীদৃশাং মনোমোহনে মৌলিঘূর্ণনে চলন্মন্দার কুসুমানাং বিস্রংসনে স্তম্ভনে আকর্ষণে দৃষ্টিহর্ষণে বশীকরণে মহামন্ত্রঃ। কীদৃশঃ? দর্পযুক্তৈর্দ্দানবৈর্দূয়মানানাং দেবানামনিবার্য্যদুঃখপঙ্ক্তীনাং ধ্বংসো ভ্রংশনরূপঃ নাশক ইত্যর্থঃ। যৎশ্রবণমাত্রেণ দেবা দৈত্যভয়ান্মুচ্যন্ত ইতি ভাবঃ। অতএব বিলক্ষো গাঢ়মানবিলোকাদ্বিস্ময়ান্বিতো লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীরাধাপতির্যত্র সঃ ॥ ১১ ॥

ইতি বালবোধিন্যাম্ অষ্টমঃ সর্গ

কংসারির যে বংশীরব গীতি-মুগ্ধা-মৃগনয়নাগণের শিরো ঘূর্ণনে এলায়িত কবরী হইতে মন্দারকুসুম বিস্রস্ত করিয়া দেয়, যে বংশীরব তাহাদের স্তম্ভন, আকর্ষণ, বশীকরণের মহামন্ত্রস্বরূপ, অপিচ দানবগণ কর্তৃক উপদ্রুত দেবগণের দুর্ব্বার দুঃখরাশি বিনাশে দক্ষ, সেই বংশীরব আপনাদের কল্যাণ বিধান করুক (১১)।

বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি নামক অষ্টম সর্গ

নবমঃ সর্গঃ

তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাম্ ।
অনুচিন্তিতহরিচরিতাং কলহান্তরিতামুবাচ রহঃসখী ॥ ১ ॥

গীতম্ । ১৮ ।

(রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—)
হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে ।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে ॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্ ॥

অথ প্রণত্যাপি মানাপগমাৎ উপেক্ষ মাহ। হরৌ অন্তর্হিতে সতি অন্তরুৎসুকামপি বহির্ম্মানাবকুণ্ঠিতামালক্ষ্য সখী প্রাহ তামথেতি। অথ কৃষ্ণান্তর্দ্ধানানন্তরং শ্রীরাধাং সখী রহ একান্তে উবাচ। কীদৃশীং? মন্মথেন খিন্নাং যতঃ কলহান্তরিতাং তদবস্থাং প্রাপ্তাং, অতএব রতিরসেন খণ্ডিতাং অতো বিষাদযুক্তাম্ অতোঽনুবারং চিন্তিতং হরিচরিতং চাটূক্তিপাদ-প্রপতনাদি যয়া তাম্। "যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।" নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সে তি কলহান্তরিতালক্ষণম্॥ ১ ॥

অস্যাপি রামকিরীরাগ যতিতালৌ। কিমুবাচেত্যাহ—মাধবেত্যাদিনা। অয়ে ইতি সম্বোধনম্। হে মানিনি! মাধবে মানং মা কুরু, মাধব ইতি

শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে কলহান্তরিতা, কন্দর্পক্লিষ্টা, রতিরসবঞ্চিতা বিষাদিতা-রাধা হরিচরিত অনুচিন্তনে মগ্না হইলেন। এমন সময় সখী আসিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন— (১)।

তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্ ॥ ৩ ॥
কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরম্।
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্ ॥ ৪ ॥

মধুবংশোদ্ভবে শ্রিয়া মহাসম্পত্তেঃ পত্যৌ চেতি মানানর্হত্বমুক্তম্। কথং? বঞ্চকেঽস্মিন্ মানো ন বিধেয় ইত্যাহ। মৃদুপবনে বহতি সতি হরিরভিসরতি। হে সখি! ভবনে অতঃপরম্ অপরং সুখং কিমস্তি? মাধবাভিসরণাদন্যৎ সুখং নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সুখমস্তু তেন মম কিমিতি চেৎ স্তনাভ্যামাভ্যাং কিমপরাদ্ধমিতি সোৎপ্রাসমাহ। কুচকলসং কিমর্থং বিফলীকুরুষে যতস্তালফলাদপি গুরুং শ্রেষ্ঠং তথা সরসং রসশাস্ত্রোক্তলক্ষণসহিতং অতস্তদনুভবং বিনা অস্য বিফলীকরণং ন যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তদুপদেশং বিনা ইত্থং ক্রিয়তে ইত্যাহ। ইদমধুনৈবমনুক্ষণং কিয়দ্বা ন কথিতং হরিং মনোহরণশীলং মা পরিহর মা ত্যজ, যতোঽতিশয়েন সুন্দরম্ ॥ ৪ ॥

পবন ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, হরি অভিসারে আসিতেছেন। সখি, ইহা অপেক্ষা গৃহে আর কি অধিক সুখ পাইবে? অয়ি মানিনি! মাধবের প্রতি মান করিও না (২)।

তালফলের মত গুরু এবং (সরস) মনোহর কুচকলস কি জন্য বিফল করিতেছ (৩)?

তোমাকে তো কতবারই বলিয়াছি, চিরসুন্দর হরিকে কখনো পরিত্যাগ করিও না (৪)।

কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা।
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা ॥ ৫ ॥
সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥ ৬ ॥
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্।
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্ ॥ ৭ ॥

এতৎ শ্রুত্বাশ্রুমুখীং প্রত্যাহ। ত্বমধুনা কিমিতি বিষীদসি বিকলা সতী রোদিষি মা বিষীদ মা রোদ ইত্যর্থঃ। কথং তব সকলা প্রতিপক্ষযুবতিসভা ত্বম্মৌগ্ধ্যদর্শনেন বিশেষেণ হসতি ॥ ৫ ॥

যথেয়ং ন বিহসতি তথোপদিশ ইত্যাহ। সাম্বুপদ্মপত্রৈঃ রচিতশয্যায়াং হরিমবলোকয়। ততঃ কিং স্যাৎ নয়নে সফলয়, ত্রিভুবনে নয়নমহোৎসবাবলোকনাদন্যৎ ফলং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এতৎ শ্রুত্বাপি খিদ্যন্তীং প্রাহ। মনসি গুরুখেদং কিমিতি জনয়সি নৈবং বিধেয়ম্। মম বচনং শৃণু। কীদৃশম্? অনীহিতমচেষ্টিতমনভিলষিতমিতি যাবৎ। প্রকৃতে তু অনীহিতং বিরহদুঃখমেব তস্য ভেদো যস্মাত্তৎ ॥ ৭ ॥

তুমি কেন দুঃখ করিতেছ, কাঁদিয়া আকুল হইতেছ? দেখিতেছ না তোমার এই দশা দেখিয়া যুবতী সকল হাসিতেছে (৫)?

ইহা অপেক্ষা চল, সজল পদ্মদল রচিত শয্যায় শায়িত হরিকে দেখিয়া নয়ন সফল করিবে (৬)।

কেন গুরুতর দুঃখে মনকে ক্লিষ্ট করিতেছ? যাহাতে দুঃখ দূর হইবে, তাহাই বলিতেছি শুন (৭)।

হরিরুপযাতু বদতু বহু মধুরম্ ।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরম্ ॥ ৮ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্ ।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্ ॥ ৯ ॥
স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎ প্রণমতি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি
দ্বেষস্থাসি যদুন্মুখে বিমুখতাং যাতাসি তস্মিন্ প্রিয়ে ।
তদ্‌যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চ্চা বিষং
শীতাংশুস্তপনো হিমং হুতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ ॥ ১০ ॥

শ্রোতব্যমেবাহ । হরিরুপ সমীপং যাতু, বহু চাটু করোতু, হৃদয়মতিবঞ্চিতং কিমিতি করোষি, শ্রীকৃষ্ণস্য মধুরবচনেন মোদয়স্ব চিত্তং মা খেদয় ইত্যর্থঃ ॥৮॥

শ্রীজয়দেবভণিতং রসিকজনং সুখয়তু। যতঃ হরেশ্চরিতং যত্র তৎ অতএবাতিললিতম্ ॥ ৯ ॥

অথ তস্যামনুত্তরায়াং সের্য্যমেবাহ—স্নিগ্ধে ইতি । তস্মিন্ প্রিয়ে নিরুপাধিপ্রেমানুবন্ধবন্ধুরে স্নিগ্ধে চাটুবাক্‌প্রয়োক্তরি যৎ পরুষাসি নিষ্ঠুরাসি প্রণতে স্তব্ধাসি দণ্ডবৎ স্থিতাসি যদ্রাগিণ্যনুরাগযুক্তে দ্বেষস্থাসি বিরক্তাসি যদুন্মুখেত্বন্মুখাবলোকনোৎসুকে বিমুখতাং যাতাসি বিমুখীভূতাসি, হে বিপরীতকারিণি ! তদেতত্তে যদ্বিপরীতং জাতং তদ্‌যুক্তমেব । তৎ কিমিত্যাহ ।—চন্দনলেপো বিষমিবোদ্বেজকঃ তাপাপহারী চন্দ্রঃ সূর্য্যবত্তাপকঃ হিমং বহ্নিবদ্দাহকং রতিজনিতহর্ষাস্তীব্রবেদনাঃ বিপরীতকৃতে বিপরীতমেব ফলং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হরি আসিয়া তোমাকে কত মিষ্ট কথা বলিবেন। কেন হৃদয়কে এমন করিয়া ব্যথিত করিতেছ (৮)?

শ্রীজয়দেবভণিত অতিমধুর এই শ্রীহরিচরিত রসিকজনের সুখোৎপাদন করুক (৯)।

সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরা-
দানম্রৈর্ম্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দিন্দিরম্।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে কলহান্তরিতাবর্ণনে মুগ্ধমুকুন্দো নাম নবমঃ সর্গঃ

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য রাধিকাং প্রতি বক্ষ্যমাণচাটূক্তিস্মরণেন শ্রীরাধিকা-মহিমস্ফূর্ত্ত্যানন্দাবিষ্টঃ তৎসৌভাগ্যদ্যোতনায় শ্রীকৃষ্ণস্যৈশ্বর্য্যমাহ সান্দ্রেতি। শ্রীগোবিন্দস্য পদারবিন্দমশুভানাং ভক্তিপ্রতিবন্ধকানাং বিনাশায় বন্দামহে। কীদৃশং বলের্নিয়মান্নিবিড় আনন্দো যেষাং তেষামিন্দ্রাদিদেবানাং বৃন্দৈরধিকা-দরাদানম্রৈঃ মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতঃ ইন্দিন্দিরো ভ্রমরো যত্র। তৎ কুতঃ যতঃ স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা মকরন্দবৎ সুন্দরং যথা স্যাত্তথা গলন্ত্যা আকাশগঙ্গয়া স্নিগ্ধং যস্যৈকাংশস্যেদৃঙ্ মহিমা তেন শ্রীকৃষ্ণেন যচ্চরণশিরোধারণং প্রার্থ্যতে, তৎ সৌভাগ্যং কেন বর্ণনীয়মিত্যর্থঃ। অতএব শ্রীরাধিকামানোপশমন-চিন্তয়া মুকুন্দো যত্র সঃ ॥ ১১ ॥ ইতি বালবোধিন্যাং নবমঃ সর্গঃ

যে প্রিয়ম্বদের প্রতি কঠোর, প্রণতের প্রতি উদাসিনী, অনুরক্তের প্রতি বিরক্ত এবং উন্মুখের প্রতি বিমুখ, সেই বিপরীতকারিণীর পক্ষে চন্দনানুলেপন বিষ-তুল্য, চন্দ্র সূর্য্যসদৃশ, হিমকণা বহ্নিবৎ এবং রতিক্রীড়া যাতনাদায়ক বলিয়া প্রতীত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি (১০) ?

পুরন্দরাদি দেবগণ, অশেষ আদরে ও প্রগাঢ় আনন্দে প্রণত হইলে নমিত মুকুটের ইন্দ্রনীলমণিসমূহ যে চরণে ভ্রমরাবলীর শোভা ধারণ করে, এবং বিগলিত মকরন্দ-সুন্দর মন্দাকিনীর স্বচ্ছন্দ ধারায় মেদুর অর্থাৎ শীতল হয়, অশুভ নাশের জন্য সেই গোবিন্দ-পদারবিন্দের বন্দনা করি (১১)। মুগ্ধ মুকুন্দনামক নবম সর্গ

দশমঃ সর্গঃ

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥ ১ ॥

গীতম্। ১৯।
(দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালীতালাভ্যাং গীয়তে।)
বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

ততঃ প্রাতরারভ্যোক্তপ্রকারেণ দিবসে প্রবৃত্তে সত্যুপাক্রান্তাম্বুদাবৃতেন্দু-নিশাদিবৃত্তমাহ অত্রেত্যাদিনা। অস্মিন্নবসরে প্রদোষসময়ে কিঞ্চিৎ কোপোপশমনেন প্রসন্নবদনাং শ্রীরাধাং সমীপমাগত্যানন্দেন গলদক্ষরপদ-সহিতং যথা স্যাত্তথা হরিরিতি বক্ষ্যমাণমুবাচ। কীদৃশম্ ? অতিনিঃশ্বাসেন নিঃসহকান্তবচনাদিরহিতং মুখং যস্যাস্তাম্। যতঃ শিথিলমানেন সখ্যায়ত্তাং অতএব কিমধুনা বিধেয়মিতি সব্রীড়ং যথা স্যাত্তথেক্ষিতং সখীবদনং যয়া তাম্॥ ১ ॥

কিমুবাচ তদাহ বদসীত্যাদিনা। অস্য দেশবরাড়ী রাগাষ্ট তালী তালৌ

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মলিন বদনা শ্রীরাধার ক্রোধ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও (কৃষ্ণ বিরহে) দীর্ঘনিশ্বাস বহিতে লাগিল। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় উপস্থিত হওয়ায় তিনি সলজ্জভাবে সখীগণের মুখের দিকে চাহিলেন। রাধার এই ভাব দেখিয়া শ্রীহরি আনন্দ গদ্গদ্ বচনে বলিতে লাগিলেন (১)।

স্ফুরদধরসীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন চকোরম্ ॥ ২ ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্ ।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্
দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥ ৩ ॥

"লঘুর্দ্রুতো লঘুশ্চেতি অষ্ট তালী প্রকীর্ত্তিতে"তি তাল লক্ষণং হে প্রিয়ে! চারুশীলে! ময়ি মানং মুঞ্চ। কীদৃশং অনিদানমকারণং। চারুশীলায়া অকারণমানস্যাযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। যতঃ সপদি তৎক্ষণং ত্বন্মানসমকালমেব কামাগ্নির্মম মানসঃ দহতি, ততো মুখকমলমধুপানং দেহি, অন্তর্দাহস্য পানেনৈব শান্তিরিত্যর্থঃ। দুরাপমিদং দূরেঽস্তু। হে প্রিয়ে! ত্বং যদি কিঞ্চিদপি বদসি তদা দন্তরুচিকৌমুদী মমাতিঘোরং ভয়জনকং তিমিরং হরতি তথা তব বদনচন্দ্রমাশ্চ মম লোচনচকোরং স্ফুরদধরসীধবে উচ্ছলিতাধরসুধাপানার্থং সাভিলাষং করোতি, নয়নস্য চকোরত্বেন ত্বদেকজীবনত্বমুক্তম্ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

তুমি যদি একটী কথাও কও, তাহা হইলেই তোমার দশন-পংক্তির জ্যোৎস্নাছটায় আমার অন্তরের (ভীতিরূপ) অতিঘোর অন্ধকার দূরীভূত হয়। তোমার বদন-চন্দ্র-উচ্ছলিত অধর সুধা পানের জন্য আমার নয়ন চকোর অত্যন্ত পিপাসিত হইয়াছে। (২)

প্রিয়ে, চারুশীলে! (আমার প্রতি) অকারণ মান পরিত্যাগ কর, যখন হইতে মান করিয়াছ, তখন হইতেই আমার চিত্ত মদনানলে দগ্ধ হইতেছে। তোমার মুখকমলের মধুদানে সেই জ্বালা নির্ব্বাপিত কর। (৩)

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতম্ ।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্
যেন বা ভবতি সুখজাতম্ ॥ ৪ ॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ ।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥ ৫ ॥

ত্বদেকজীবনে ময়ি রোষো ন সম্ভবতি চেত্তর্হি এবং কুর্ব্বিত্যাহ। হে সুদতি! প্রসন্নবদনে! যদি সত্যমেব ময়ি কোপিন্যসি, তদা খরা এব নয়নশরাস্তৈঃ প্রহারং কুরু, তেন চেন্ন তুষ্যসি, তদা ভুজাভ্যাং বন্ধনং ঘটয়, তেনাপি অসন্তোষস্তদা রদৈর্দশনৈঃ খণ্ডনং জনয়। কিং বহুনোক্তেন, যেন বা সুখজাতং ভবতি সুখমুৎপদ্যতে তদেব কুরু। অত্র গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ স্বীয়েঽপরাধিনি দণ্ড এবোচিতো নোপেক্ষেতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

নন্থ ত্বয়ি মম কোপস্য কঃ প্রসঙ্গঃ দণ্ডস্য বা। যা তব প্রিয়া সৈব দণ্ডং করোত্বিতি চেত্তত্রাহ। ত্বমেব মম জীবনং অসি ত্বমেব মম ভূষণমসি, তদ্ব্যতিরেকেণান্যজীবনাদিকমপি চেন্নাস্তি তর্হ্যন্যাঙ্গনানাং কা বার্ত্তেত্যর্থঃ। যতো ভবঃ সংসারঃ স এব জলধিস্তত্র ত্বং রত্নরূপা সর্ব্বপ্রেয়সী-শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ। যথা কশ্চিৎ রত্নাকরাৎ বিচিত্ররত্নংলব্ধা আত্মানং পূর্ণং মন্যতে তথাস্মিন্ লোকে

প্রসন্ন বদনে! যদি সত্যই আমার উপর কোপ করিয়া থাক, তবে তোমার তীক্ষ্ণ কটাক্ষশরে আমাকে আঘাত কর। ভুজলতায় পাশবদ্ধ করিয়া, চুম্বনে অধর দংশন করিয়া, যাহাতে তোমার সুখ হয়, সেইভাবেই আমার শাস্তি বিধান কর। (৪)

নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্
ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুম-শর-বাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥ ৬॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্।

স্ত্রীরত্নং ত্বাং প্রাপ্য কৃতার্থোঽস্মীতি ভাবঃ। অতএব ভবতীহ নিরন্তরং ময্যনুকূলা ভবত্বিত্যর্থঃ। মম হৃদয়মতিশয়েন যত্নো যস্য তৎ॥ ৫॥

স্বগুণপরীক্ষণোপকরণত্বেন চেন্মামঙ্গীকরোষি, তথাপি চরিতার্থঃ স্যামিত্যাহ। হে তন্বি! তব লোচনং নীলনলিনাভমপি সংপ্রতি রক্তোৎপলরূপং ধারয়তি, তদেতেন ত্বয্যনুরঞ্জনবিদ্যাস্তি ইত্যবধারিতং, এষানুরঞ্জনবিদ্যা ময়ি পরীক্ষ্যতাম্। পরীক্ষাপ্রকারমাহ, ত্বং যদি কৃষ্ণং কৃষ্ণরূপং মাং তেন লোচনেন কুসুমশরবাণভাবেন সানুরাগদৃষ্ট্যা রঞ্জয়সি, তদিদমেব তস্য যোগ্যং ভবতি শিক্ষিতা বিদ্যা প্রয়োগেনৈব জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

এতৎশ্রবণেন কিঞ্চিৎ প্রসন্নাং বীক্ষ্য চাতুর্য্যেণাভীষ্টং প্রার্থয়তে। ততশ্চ

তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার সংসারসাগরের রত্নস্বরূপ, হৃদয় শুধু এই কামনাই করে যে তুমি যেন আমার প্রতি চির-অনুকূল থাকিও। (৫)

হে কৃশাঙ্গি, তোমার নীল-নলিনাভ নয়ন সম্প্রতি (কোপে আরক্ত হইয়া) কোকনদ (রক্তপদ্ম) রূপ ধারণ করিয়াছে। মদনের বাণ রূপে ঐ আঁখি যদি আমার এই কৃষ্ণ দেহকে অনুরঞ্জিত করিতে পারে (ঐ আঁখির সানুরাগ-দৃষ্টিতে যদি আমাকে প্রসাদিত কর) তবেই উহার রূপান্তর ধারণের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় (৬)।

রসতু রসনাপি তব ঘন-জঘন-মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্ ॥ ৭ ॥
স্থল-কমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনম্
জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্ ।
ভণ মসৃণ-বাণি করবাণি চরণদ্বয়ম্
সরস-লসদলক্তক-রাগম্ ॥ ৮ ॥
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্ ।

মণিমালা কুচকুম্ভয়োরুপরি চঞ্চলা ভবতু, তেন কিং স্যাত্তব হৃদয়দেশং শোভয়তু, কাঞ্চ্যপি ঘনজঘনমণ্ডলে শব্দায়তাম্ শব্দং কুরুতাং। কীদৃশং— মন্মথস্যাজ্ঞাং ঘোষয়তু, বচনভঙ্গ্যা প্রার্থনাবিশেষোঽয়ং ॥ ৭ ॥

তথাপ্যনুত্তরামাহ। হে স্নিগ্ধবচনে! ভণ আজ্ঞাপয়। কিমাজ্ঞাপয়ামি? তব চরণদ্বয়ম্ সরসেন লসতালক্তকেন রাগো যত্র তাদৃশং করবাণি; যতঃ স্থলকমলগঞ্জনং গঞ্জয়তীতি গঞ্জনং তত্তিরস্কারকমিত্যর্থঃ। আরক্তত্বাৎ কোমল্যাচ্চ; অতএব মমহৃদয়রঞ্জনং, যতোজনিতো রতিরঙ্গে পরভাগঃ পরমশোভা যেন তৎ ॥ ৮ ॥

অতস্তদঙ্গীকারেণৈব মম তাপোপশমনমিতি সর্ব্ববিজয়িতদগুণস্ফূর্ত্তিপর-

(ক্রীড়াকালে) কুচকুম্ভের উপর স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত মণিমালায় তোমার হৃদয়-দেশ শোভিত হউক। এবং তোমার ঘন-জঘন-মণ্ডলস্থিত মেখলা শব্দায়মান হইয়া মন্মথনিদেশ ঘোষণা করুক (৭)।

তুমি আদেশ দাও, আমার হৃদয়ের শোভাবর্দ্ধক, স্থল-কমলের শোভা-হারী, রতিরঙ্গে পরম রমণীয় তোমার ঐ চরণ-কমল সরস-অলক্তকরাগে রঞ্জিত করি (৮)।

জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনারুণো-
হরতু তদুপাহিত-বিকারম্‌ ॥ ৯ ॥
ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু মুরবৈরিণো-
রাধিকামধি বচনজাতম্‌।
জয়তি পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি-
ভারতী-ভণিতমতিশাতম্‌ ॥ ১০ ॥

বশঃ সন্‌ প্রার্থয়তে। হে প্রিয়ে! মম শিরসি পদপল্লবমর্পয়। কীদৃশ-মুদারং বাঞ্ছিতপ্রদং অতো মহৎ। কিমর্থং স্মরগরলং খণ্ডয়তীতি তৎ। ন কেবলমিদং খণ্ডনং ভূষণঞ্চ। কথমেবং প্রার্থয়সে ইত্যাহ। কামক্লেশ এব দারুণোঽরুণঃসূর্য্যঃময়ি জ্বলতি, অতস্তেনোপাহিতবিকারং হরতু; তদ্ধারণ-মাত্রেণ তাপোঽপযাস্যতীত্যর্থঃ॥ 'অরুণঃ স্ফুটরাগেস্যাৎ সূর্য্যে সূর্য্যস্য সারথৌ' ইতি বিশ্বঃ ॥ ৯ ॥

ইত্যুক্তপ্রকারং মুরবৈরিণো রাধিকাং লক্ষীকৃত্য বচনসমূহো জয়তি, সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। পরমপ্রেয়সীবিষয়ত্বাদিতি। কীদৃশং চটুলং চঞ্চলং অনেকপ্রকারমিতি যাবৎ। চটুলচাটুনা পটু মানাপনয়নসমর্থং চারু অনুরাগ-শোভনম্‌। পুনঃ কীদৃশং—অতিশাতং পরমসুখপ্রদমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং পদ্মাবতী শ্রীরাধিকা তৎপরতয়া তথানাম্নী শ্রীজয়দেবপত্নী তদ্গুণবর্ণনাদিনা তস্যা রমণস্য জয়দেবকবের্ভারত্যা ভণিতম্‌ ॥ ১০ ॥

হে প্রিয়ে! কামবিষবিনাশক তোমার ঐ মনোহর পদপল্লব আমার মস্তকে অর্পণ কর। আমার অন্তর দারুণ মদনারুণে জ্বলিতেছে, তোমার চরণ স্পর্শে সে বিকার দূরীভূত হউক (৯)।

রাধিকার প্রতি প্রযুক্ত মুরারির সুন্দর অনুরাগবাক্য সম্বলিত *পদ্মাবতী-রমণ জয়দেব কবির এই আনন্দপ্রদ সঙ্গীত জয়যুক্ত হউক* (১০)।

পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং ত্বয়া সততং ঘন-
স্তন-জঘনয়াক্রান্তে স্বান্তে পরানবকাশিনি।
বিশতি বিতনোরন্যো ধন্যো ন কোঽপি মমান্তরং
প্রণয়িনি পরীরম্ভারম্ভে বিধেহি বিধেয়তাম্ ॥১১॥
মুগ্ধে বিধেহি ময়ি নির্দ্দয়-দন্তদংশ-
দোর্বল্লিবন্ধ-নিবিড়-স্তনপীড়নানি।
চণ্ডি ত্বমেব মুদমঞ্চ ন পঞ্চবাণ-
চাণ্ডালকাণ্ড-দলনাদসবঃ প্রয়ান্তু ॥১২॥

অথ তদর্থং ত্বপরং কৃত্যং বিজ্ঞাপয়িতুমাহ পরীতি। অন্যস্ত্রীসম্ভোগ-বিতর্কঃ শঙ্কাকৃতঃ আতঙ্কঃ শঙ্কা যয়া হে তাদৃশি শঙ্কাং পরিহর। কথং ত্বয়া নিরন্তরং ব্যাপ্তে মনসি অন্তরমভ্যন্তরং বিতনোস্তনুশূন্যাৎ কামাদন্যো ধন্যস্তাদৃক্ সৌভাগ্যবান্ জনঃ কোঽপি ন প্রবিশতি। মনোদ্বারেণৈব এতদভ্যন্তরং প্রবিশতি মে মনঃ চেতঃ ত্বয়া ব্যাপ্তং কেন পথা প্রবেষ্টব্য-মিত্যর্থঃ। অতএবাবকাশশূন্যে ইতরাবকাশাবসরো ন চেন্মনসি আস্তাং তৎ কথং ত্বয়ি সাধারণদৃষ্টিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। শঙ্কাং ত্যক্ত্বা চ কিং কর্ত্তব্যং হে প্রণয়িনি! পরিরম্ভস্যারম্ভে ইতি কর্ত্তব্যতাং কুরু ॥ ১১ ॥

যদি মদ্বচনান্ন প্রত্যেষি, তর্হি স্বয়মেব দণ্ডমাচরেত্যাহ মুগ্ধ ইতি। স্বীয়ে দণ্ডমকুর্ব্বাণে ইতি সম্বোধনং কোপাবেশান্নৈতদ্বুধ্যসইতি চণ্ডীতি, ত্বমেব

হে ভীতিপ্রবণে! আমাকে অন্য নায়িকাসক্ত বলিয়া যে আশঙ্কা করিতেছ তাহা পরিহার কর। ঘন-স্তন-জঘনের বিপুলতায় তুমিই আমার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়া আছ। সুতরাং সেখানে অন্যের অবস্থিতির অবকাশ কোথায়? অতনু কামদেব ভিন্ন (দেহধারী) কে এমন ভাগ্যবান্ যে, আমার অন্তরে প্রবেশ করিবে? অতএব হে প্রণয়িনি! আলিঙ্গনে অনুমতি দাও (১১)।

শশিমুখি তব ভাতি ভঙ্গুর-ভ্রূ-
র্যুবজন-মোহ-করাল-কালসর্পী।
তদুদিত-ভয়ভঞ্জনায়যূনাম্
ত্বদধর-সীধু-সুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ ॥ ১৩॥

মুদমঞ্চ সুখং প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ। তৎপ্রকারমাহ। ময়ি নির্দ্দয়দন্তদংশদোর্ব্বল্লি-বন্ধনিবিড়স্তনপ্রহরণানি বিধেহি। এতানি বিধায় মুদমাপ্নুহীত্যর্থঃ। কিমেতাবতা সেৎস্যতি পঞ্চবাণএব চাণ্ডালঃ দুষ্টচেষ্টত্বাত্তস্য প্রাণপ্রহরণাৎ মম প্রাণাঃ ন প্রয়ান্তু ॥ ১২॥

মম কোপো নাস্ত্যেবেতি চেত্তত্রাহ শশীতি। হে শশিমুখি! তব ভঙ্গুরভ্রূর্ভাতি, কোপিনী চেন্নাসি তৎ কুতো ভ্রুবোর্ভঙ্গুরত্বামিতি ভাবঃ। সহজৈব ভ্রূর্ভঙ্গুরা ন কোপাৎ ইতি চেত্তত্রাহ। যুবজনস্য মম মোহনায় ভয়ঙ্করী কালসর্পী ভীত্যুৎপাদনং কোপাদেবেত্যর্থঃ। তর্হি তয়া দষ্টস্য তবৌষধাভাবাদনর্থাপত্তিরেব স্যাদত আহ। তস্যা উদিতস্য ভয়স্য নাশায় যূনামস্মাকং। বহুবচনং তস্যাঃ প্রসন্নতামালক্ষ্যাত্মনো বহুমানিত্বাৎ। ত্বদধরসীধুসুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ। নান্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যেব শব্দার্থঃ। মাদকত্বাৎ সীধু ইতি মধুরত্বাৎ সুধেত্যুক্তম্। কালসর্পদষ্টস্যামৃতাদেব জীবনং নান্যথেত্যনন্যগতিকত্বঞ্চ বোধিতম্ ॥ ১৩॥

হে মুগ্ধে! তুমি নির্দ্দয়ভাবে দন্তদংশনে, ভুজলতার বন্ধনে, এবং নিবিড় স্তনভার পীড়নে আমার দণ্ডবিধানপূর্ব্বক সুখানুভব কর। কিন্তু হে চণ্ডি! চণ্ডাল মদনের বাণে যেন আমার প্রাণ না যায়। (১২)

হে চন্দ্রাননে! করাল কালসর্পীর ন্যায় তোমার ভ্রূ-ভঙ্গী আমার মোহ জন্মাইতেছে। তোমার মদির অধরসুধাই সে ভয় বিনাশের একমাত্র সিদ্ধমন্ত্র। (১৩)

ব্যথয়তি বৃথা মৌনং তন্বি প্রপঞ্চয় পঞ্চমং
তরুণি মধুরালাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ।
সুমুখি বিমুখীভাবং তাবদ্বিমুঞ্চ ন মুঞ্চ মাং
স্বয়মতিশয়-স্নিগ্ধো মুগ্ধে প্রিয়োঽয়মুপস্থিতঃ ॥১৪॥
বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধুকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।

এবমুক্তেঽপ্যনুত্তরামাহ ব্যথয়তীতি। হে তন্বি! মদলাভাৎ ত্বমপি কৃশাসীত্যর্থঃ। যস্মাদ্বৃথা মৌনং মাং ব্যথয়তি তস্মাৎ পঞ্চমং পঞ্চমস্বরং প্রপঞ্চয় বিস্তারয়, মধুরং বদেত্যর্থঃ। তেন কিং স্যাৎ হে তরুণি! মধু-রালাপৈস্তাপমপসারয়। কিঞ্চ হে সুমুখি! কৃপাবলোকৈস্তাবদৌদাস্যং ত্যজ, মাং ন মুঞ্চ, সুমুখ্যা বিমুখীভাবো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। কথমেবং করোমি তত্রাহ। হে মুগ্ধে! বিচারানভিজ্ঞে! প্রিয়োঽয়মতিশয়স্নিগ্ধঃ কথং স্নিগ্ধ-স্থানং স্বয়মনাহূত এবাগতঃ অতস্তত্ত্যাগে মূঢ়তৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অতঃ পঞ্চপুষ্পাঙ্কিতমাস্যং তে অনঙ্গঃ পুষ্পায়ুধবিলাসেন মাং দুনোতীতি ভঙ্গ্যা তদঙ্গানি স্তৌতি বন্ধূকেতি। হে চণ্ডি! হে প্রিয়ে! স প্রসিদ্ধঃ পুষ্পায়ুধঃ প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিশ্বং বিজয়তে অভিভবতি। এতদহমুৎপ্রেক্ষে। পুষ্পাণি ত্বন্মুখে সন্তীতি পুষ্পায়ুধস্য ত্বন্মুখসেবোৎপ্রেক্ষিতা। কানি পুষ্পাণি তবায়মধরো বন্ধূকপুষ্পস্য দ্যুতের্বান্ধবঃ লোহিতত্বাৎ সাম্যং। গণ্ডে মধূক-

হে তন্বি! তোমার অকারণ মৌনভাব আমাকে ব্যথিত করিতেছে, কথা কও; মধুর আলাপে হৃদয়ের তাপ প্রশমিত কর। কৃপাদৃষ্টিপাতে আমাকে প্রসাদিত কর। হে সুমুখি! আমার প্রতি বিমুখ হইও না। সকল জ্বালার অবসান হইবে বলিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাকে পরিত্যাগ করিও না। (১৪)

নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূন-পদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥১৫॥
দৃশৌ তব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনং
গতির্জন-মনোরমা বিজিত-রম্ভমুরুদ্বয়ম্ ॥
রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবা-
বহো বিবুধ-যৌবতং বহসি তন্বি পৃথ্বীগতা ॥ ১৬ ॥

পুষ্পস্য ছবিশ্চকান্তিপাণ্ডুত্বাদত্র সাম্যং। ' গতে মধূক পুষ্পস্য ছবিশ্চ কা[ন্তি] পাণ্ডুত্বা দত্র সাম্যং। নীলনলিনশ্রীমোচনে লোচনে কার্ষ্ণ্যাদত্রসাম্যম্ নাসা তিলপ্রসূনপদবীমন্বেতি অত্রাকৃত্যা সাম্যম্। হে কুন্দাভদন্তি! অ[ত্র] শৌক্ল্যাৎ সাম্যং। ত্বন্মুখসেবয়ৈতানি পুষ্পাণিলব্ধ্বা তৈরেবায়ুধৈর্বিশ্ব জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ হে তন্বি! ক্ষীণাপি ত্বং পৃথিবীগতাপি অতিদুর্ল্লভং দেব যুবতিসমূহ বহসীত্যহো আশ্চর্য্যম্। তৎপ্রকারমাহ।—তব দৃশৌমদালসে মদজন্যহর্ষে[ণ] অলসে স্বর্গে তু একৈব মদালসা নাম্নী অঙ্গনা ত্বং মদালসে দ্বে দৃশে[ৌ] ধারয়সীত্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। তবেতি সর্ব্বত্রান্বেতি। তথা বদনমিন্দুং সন্দীপয় তীতি তৎ তত্রেন্দুসন্দীপনী নাম্নী। কিঞ্চ গতির্জ্জনস্য মম মনোরমা তত্র মনোরমা নাম্নী। অপরঞ্চ উরুদ্বয়ং তিরস্কৃত কদলী যেন তৎ তত্র রম্ভানাম্নী রতিঃকৌশলবতী তত্র কলাবতী নাম্নী। ভ্রুবৌ রুচিরে চিত্রলেখে ইব তত্রৈক চিত্রলেখা ইতি ॥ ১৬ ॥

তোমার অধর বন্ধূকপুষ্পের মত রক্তবর্ণ, কপোল মহুয়া ফুলের মত স্নিগ্ধ পাণ্ডুর, নয়ন নীলপদ্মের শোভাকে তুচ্ছ করে, নাসা তিলফুলসদৃশ, এবং দন্ত পংক্তি কুন্দপুষ্পের ন্যায় আভাবিশিষ্ট (তোমার আনন পঞ্চবাণের তূণীরতুল্য) *আমার মনে হয় মদন তোমার শ্রীমুখপ্রসাদেই বিশ্ব জয় করিয়াছে।* (১৫)

প্রীতিং বস্তনুতাং হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্দ্ধং রণে
রাধাপীনপয়োধরস্মরণকৃৎকুম্ভেন সম্ভেদবান্।
যত্র স্বিদ্যতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিপ্তে দ্বিপে তৎক্ষণাৎ
কংসস্যালমভূজ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলঃ ॥১৭॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে মানিনীবর্ণনে মুগ্ধমাধবো নাম দশমঃ সর্গঃ।

এবং স্বপ্রিয়াগুণকীর্ত্তনাবেশান্মহাসঙ্কটস্থানেষু তৎস্পর্শসুখস্মরণপরবশং শ্রীকৃষ্ণং বর্ণয়ন্নাশাস্তে প্রীতিমিতি। হরির্বো যুষ্মাকং প্রীতিং তনুতাম্। কীদৃশঃ রণে কুবলয়াপীড়েন সম্ভেদবান্ আসঙ্গবান্। কীদৃশেন ? শ্রীরাধায়াঃ পীনপয়োধরয়োঃ স্মরণকৃতৌ সাদৃশ্যেন সংস্কারোদ্বোধকতয়া স্মারকৌ কুম্ভৌ যস্য তেন। যত্র সম্ভেদে তৎ স্পর্শসুখেন সাত্ত্বিকোদয়াৎ শ্রীকৃষ্ণে ক্ষণং স্বিদ্যতি সতি মীলতি চ সতি কংসস্যাস্মাভির্জ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলোঽভূৎ ; তেনাবহিতেন শ্রীকৃষ্ণেন ক্ষিপ্তে দ্বিপে সতি তৎক্ষণাৎ অনেন জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলোঽভূৎ ইতি পূর্ব্বত্র ব্যামোহ আনন্দেন উত্তরত্র তু শোকেনেতি জ্ঞেয়ম্। অতএব সর্গোঽয়ং শ্রীরাধাস্মরণবিকারবর্ণনেন মুগ্ধো মনোহরো মাধবো যত্র সঃ ॥ ১৭ ॥ ইতি বালবোধিন্যাং দশমঃ সর্গঃ।

দৃষ্টি তোমার মদালসা বদন ইন্দু-সন্দীপনী গতি জন-মনোরমা উরুদ্বয় রম্ভাবিজয়ী, তুমি রতিক্রীড়ায় কলাবতী, এবং তোমার ভ্রূ চিত্রলেখার ন্যায় সুন্দর। হে তন্বি, তুমি মর্ত্ত্যতলে থাকিয়াও অমর-যুবতীগণের আশ্রয়স্থল হইয়াছ (১৬)।

কুবলয়াপীড় হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে, তাহার কুম্ভ সম্ভেদকালে রাধার পীনপয়োধরের স্মৃতি জাগ্রত হওয়ায় ক্ষণকালের জন্য যাঁহার দেহ ঘর্ম্মাক্ত এবং নয়ন নিমীলিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া কংসপক্ষীয়গণ আনন্দধ্বনি করিলে যিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া গতপ্রাণ হস্তীকে দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক শত্রুপক্ষের শোক-কোলাহলের হেতু হইয়াছিলেন ; সেই শ্রীহরি আপনাদের প্রীতিবিধান করুন (১৭)। মুগ্ধমাধব নামক দশম সর্গ

একাদশঃ সর্গঃ

সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষীং
গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাম্।
রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে
স্ফুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ ॥ ১ ॥

গীতম্। ২০।

(বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।—)

বিরচিত-চাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত-প্রণিপাতম্।
সম্প্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-সীমনি কেলিশয়নমনুযাতম্ ॥
মুগ্ধে মধু-মথনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্ ॥

এবং প্রিয়াং প্রসাদ্য মেঘৈর্মেদুর মিত্যুপক্রান্তবচনাৎ সখীসম্মতিঞ্চালক্ষ্য কুঞ্জশয্যাং শ্রীকৃষ্ণে গতবতি সতি সখী শ্রীরাধামাহ সুচিরমিতি। দৃষ্টিং মুষ্ণাতি তমসাবৃণোতি দৃষ্টিমোষস্তস্মিন্ প্রদোষে স্ফুরতি সতি কেশবে চ কুঞ্জশয্যাং গতবতি সতি কাপি রাধাং জগাদ। কিং কৃত্বা? বহুকালং ব্যাপ্য অনুনয়েন মৃগাক্ষীং প্রীণয়িত্বা। কীদৃশীং রচিতা প্রিয়রুচিকরী ভূষা যয়া তাম্। পুনঃ কীদৃশীং? নিরবসাদাং প্রিয়াপ্রাপ্তিজন্যাৎ দুঃখান্নির্গতাম্। কীদৃশে? কৃতঃ প্রিয়ামনোহরো বেশো যেন তস্মিন্॥ ১ ॥

কিং জগাদ তদাহ বিরচিতে ত্যাদিনা। অস্যাপি বসন্তরাগযতি-

বহুক্ষণ যাবৎ অনুনয়বাক্য প্রয়োগে সেই মৃগাক্ষীকে প্রসন্না করিয়া নিবিড়ান্ধকারময় প্রদোষে শ্রীকৃষ্ণ সময়োচিত বেশে কুঞ্জ শয্যায় গমন করিলে,—সখী অবসাদমুক্তা রুচির সাজে সজ্জিতা উৎফুল্লা রাধাকে কহিতে লাগিলেন (১)।

ঘন-জঘন-স্তন-ভারভরে দর-মন্থর-চরণবিহারম্।
মুখরিতমণি-মঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালনিকারম্॥ ৩ ॥
শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজন-মোহন-মধুরিপু-রাবম্।
কুসুম-শরাসন-শাসন-বন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবম্॥ ৪ ॥

তালৌ হে মুগ্ধে! সম্প্রতি অনুগতং মধুমথনমনুগচ্ছ অনুগতানুগমন-শৈথিল্যান্মুগ্ধে ইতি সম্বোধনম্। অনুগতিমাহ—বিরচিতা ভঙ্গ্যা প্রতি-পাদিতা চাটুবচনানাং রচনা যেন তম্। চাটুবচনমাত্রেণ কথং জ্ঞেয়ানুগতিঃ চরণে রচিতঃ প্রণিপাতঃ প্রণতির্যেন তং ত্বৎসমীপস্থিতায়াং ময়ি কথং প্রার্থ্যতে সংপ্রতি তব প্রসাদমালক্ষ্য মনোহরবঞ্জুলকুঞ্জস্য সীমনি মধ্যভাগে যৎ কেলিশয়নং তত্র গতম্॥ ২ ॥

এতন্নিশম্য মৌনেন সম্মতিমূহমানা শীঘ্রং গমনপ্রকারমাহ—ঘনে-ত্যাদিনা। জঘনে চ স্তনৌ চ জঘনস্তনং ঘনং সঙ্গতং যজ্জঘনস্তনং তস্য ভারস্য ভরোঽতিশয়ো যস্যাঃ হে তাদৃশি! অতএব দরমন্থরচরণবিহারং যথা স্যাত্তথা প্রিয়সমীপং গচ্ছ, তথা মুখরিতৌ মণিমঞ্জীরৌ যত্র তচ্চ যথা স্যাত্তথা তেন হংসপরিভবং কুরু। নূপুরধ্বনের্হংসরবপরিভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। নিকারঃ স্যাৎ পরিভবেঽতি বিশ্বঃ॥ ৩ ॥

তত্র গত্বা কিং করোমি, মধুরিপো রাবং শৃণু। কীদৃশমতিরমণীয়ং অতএব তরুণীজনানাং মোহজনকম্। ততঃ কোকিলসমূহে কৃতং দ্বেষং

বিবিধ চাটু-বচনে এবং পাদবন্দনে আনুগত্য প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার অনুগত মধুমথন সম্প্রতি মনোহর বেতস-লতাকুঞ্জস্থিত কেলি-শয্যায় গমন করিয়াছেন। অতএব হে মুগ্ধে রাধিকে! তাঁহার অনুসরণ কর (২)।

ঘন জঘন এবং স্তনভার হেতু ঈষৎ মন্থর চরণে মণিময় নূপুরকে মুখর করিয়া মরাল বিনিন্দিত গতিতে অগ্রসর হও (৩)।

অনিল-তরল-কিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্বম্।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুঞ্চ বিলম্বম্॥ ৫ ॥
স্ফুরিতমনঙ্গ-তরঙ্গ-বশাদিব সূচিত-হরি-পরিরম্ভম্।
পৃচ্ছ মনোহর-হার-বিমল-জলধারমমুং কুচকুম্ভম্॥ ৬ ॥

ত্যক্ত্বা ভাবং প্রীতিং কুরু। কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি হে যুবত্যঃ! কান্তসন্নাহমন্তরেণ মদ্বাণাদন্যো রক্ষিতা নাস্ত্যতো মানং ত্যজত, ইতি কামাজ্ঞা তস্যাঃ স্তাবকে॥ ৪ ॥

মদ্বচনমনুমোদমানা অচেতনাপি লতাততিঃ ত্বাং প্রেরয়তীত্যাহ। হে করভোরু! লতাসমূহোঽপ্যনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ তব প্রেরণং করোতি, তস্মাদ্গতিং প্রতি বিলম্বং মুঞ্চ। অচেতনানুকূল্যেনাপি ত্বচ্চেতো ন দ্রবতীত্যভিপ্রায়ঃ। বস্তুতস্তু উদ্দীপনমেবৈতৎ সর্ব্বম্॥ ৫ ॥

এবং ভাবমুদ্দীপ্য বিকারান্ দর্শয়তি। যদি মদ্বচনমনাত্মীয়মিতি মন্যসে, হে সখি! তদাত্মীয়মমুং কুচকুম্ভং পৃচ্ছ। কীদৃশং? অনঙ্গতরঙ্গবশাৎ কম্পিতমিব। পুনঃ কীদৃশং মনোহরো হার এব বিমলা জলধারা যত্র তৎ কুচোঽয়ং কলসত্বেন নিরূপিতঃ। কম্পিতশ্চানঙ্গতরঙ্গবশাৎ তস্মাদ্ধারোঽপি জলধারাত্বেন নিরূপিতঃ। অত্র উৎপ্রেক্ষ্যতে সূচিতং হরিপরিরম্ভমিবেতি।

(মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুঞ্জে গিয়া) "তরুণী-জন-মোহন মধুরিপুর রমণীয়তর বাক্যাবলী শ্রবণ কর", কামদেবের স্তুতি-পাঠক কোকিল-কুল এই আদেশ ঘোষণা করিতেছে, অতএব তাহাদের উপর বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর (৪)।

হে করভোরু, অনিল-সঞ্চালিত কর পল্লবে লতা-সমূহ তোমায় অভিসারে ইঙ্গিত করিতেছে, অতএব আর গমনে বিলম্ব করিও না (৫)।

অধিগতমখিল-সখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণসজ্জম্।
চণ্ডি রণিত-রসনা-রব-ডিণ্ডিমভিসর সরসমলজ্জম্॥ ৭ ॥
স্মর-শরসুভগ-নখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলম্।
চল বলয়ক্কণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্॥ ৮ ॥

বামস্তনকম্পনং হি নার্য্যাঃ প্রিয়সঙ্গমং সূচয়তীতি প্রসিদ্ধেরয়মেব জিজ্ঞাস্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

সম্প্রতি মাধবানুসরণে কাঞ্চ্যাদিভূষণমেবত্বাং বাদ্যং ব্যনক্তীত্যাহ। তবেদং বপুরপি রতিরণসজ্জমিত্যখিলসখীভিরপি জ্ঞাতম্। কথমন্যথা কাঞ্চ্যাদিগ্রহণমিতি ভাবঃ। ন কেবলং মন এব বপুরপীত্যর্থঃ। ততো হে চণ্ডি! রণপ্রবীণে! অলজ্জং লজ্জারহিতং সরসং সোৎসাহং রসিতা রসনা সৈব রবডিণ্ডিমো বাদ্যভাণ্ডবিশেষো যত্র তচ্চ যথা স্যাত্তথা-ভিসর প্রিয়াভিমুখমনঙ্গরঙ্গং যাহি, রণসজ্জিতস্য বিলম্বো ভয়শঙ্কামাসঞ্জয়-তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অথ গমনপ্রকারমাহ। হে সখি! করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলং যথা স্যাত্তথা চল। কীদৃশেন স্মরশরসুভগনখেন সংগ্রামার্থং পঞ্চনখা এব মোহনাদিকামাস্ত্রাণি তানি গৃহীত্বা গচ্ছেত্যর্থঃ। গত্বা চ বলয়ক্কণিতৈর্হরিমপি

(আমার কথা বিশ্বাস না হয়) তোমার ঐ মনোহর-হাররূপ বিমল-জলধার-শোভিত কুচকুম্ভকে জিজ্ঞাসা কর। অনঙ্গ-তরঙ্গবেগে কম্পিত হইয়া তোমার বক্ষঃস্থল শ্রীহরির আলিঙ্গন-লাভেরই সূচনা করিতেছে (৬)।

তোমার দেহ যে রতিরণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে, ইহা সকল সখীই জানিয়াছে। অতএব হে রণপ্রবীণে! লজ্জা ত্যাগ পূর্ব্বক মেখলারূপ ডিণ্ডিম বাদ্য করিতে করিতে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হও (৭)।

শ্রীজয়দেব-ভণিতমধরীকৃত-হারমুদাসিত-বামম্।
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠ-তটীমবিরামম্॥ ৯॥
সা মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ
প্রীতিং যাস্যতি রংস্যতে সখি সমাগত্যেতি সঞ্চিন্তয়ন্।
স ত্বাং পশ্যতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্বিদ্যতি
প্রত্যুদ্গচ্ছতি মূর্চ্ছতি স্থিরতমঃপুঞ্জে নিকুঞ্জে প্রিয়ঃ॥ ১০॥

অববোধয় রণায় সাবধানং কুরু। কীদৃশং নিজগতৌ ত্বৎপ্রাপ্তৌ শীলং সমাধির্যস্য। সমীচীনো হি যোদ্ধা প্রতিভটং অবহিতং কৃত্বৈব যুধ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৮॥

শ্রীজয়দেবভণিতং হরিবিনিহিতমনসাং জনানাং কণ্ঠতটীমবিরামং যথা স্যাত্তথা অধিতিষ্ঠতু। হারাদেঃ সদ্ভাবে কথমস্যাবিরামতাসিদ্ধিস্তত্রাহ। অধরীকৃতো হারো যেন তৎ ইদমেব পরমং কণ্ঠভূষণমিত্যর্থঃ। ভূষণবৈতৃষ্ণেণ বামাসক্ত্যা বিচ্ছেদঃ স্যাৎ তত্রাহ।—দূরীকৃতা বামা প্রকৃষ্টা রমণী যেন তৎ হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোতীত্যুক্তেঃ॥ ৯॥

পুনঃ ত্বরয়িতুং শ্রীকৃষ্ণস্যাত্যুৎকণ্ঠামাহ—সা মামিতি। সা প্রিয়া সমাগত্য মাং দ্রক্ষ্যতি, দৃষ্ট্বা চ স্মরকথাং বক্ষ্যতি, প্রেমালাপং কৃত্বা চ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ প্রীতিং প্রাপ্স্যতি, প্রীতিযুক্তা সতী ময়া সহ রংস্যতে ইতি

কামশররূপ-নখশোভিত-করে সখীকে অবলম্বন পূর্ব্বক লীলায়িত ভঙ্গিমায় কুঞ্জে উপস্থিত হও এবং বলয়নিক্কণে আপনার আগমন বার্ত্তা জানাইয়া হরিকে রতিরণে অবহিত কর (৮)।

শ্রীজয়দেবভণিত, হার অপেক্ষাও মনোহর, রমণী অপেক্ষাও মনোমোহিনী, এই সঙ্গীত কৃষ্ণার্পিতচিত্ত-ভক্তগণের কণ্ঠ-তটে অবিরাম অধিষ্ঠিত থাকুক (৯)।

অক্ষ্ণোর্নিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্ছগুচ্ছাবলীং
মূর্দ্ধ্নি শ্যামসরোজদাম কুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকম্।
ধূর্ত্তানামভিসারসত্বরহৃদাং বিষ্বঙ্‌নিকুঞ্জে সখি
ধ্বান্তং নীলনিচোলচারু সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি ॥ ১১ ॥

সঞ্চিন্তয়ন্ স্থিরতমঃপুঞ্জে তমালবনান্ধকারন্ধনিবিড়ে তরুচ্ছায়াকারস্যেব স্থিতত্বাৎ "তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্যে"তি শ্রীশুকোক্তিবৎ নিকুঞ্জে স প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত্বাং পশ্যতি, দৃষ্ট্বা চ মুদা বেপতে পুলকয়তি, আনন্দতি, স্বিদ্যতি, সৈষা প্রিয়া আগতেতি প্রত্যুদ্গচ্ছতি, ততশ্চানন্দাবেশেন মূর্চ্ছতি ॥ ১০ ॥

অথান্ধকারাভিসারোচিতবেশোপকরণমপ্যেতদেবেত্যাহ অক্ষ্ণোরিতি। হে সখি! সর্ব্বতো ব্যাপি ধ্বান্তং সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি, প্রিয়াভিসারানুকূল্যেন সুখং দদাতীত্যর্থঃ। কীদৃশং? নীলনিচোলাদপি চারু সর্ব্বাঙ্গাবরকত্বেনালিঙ্গনমুৎপ্রেক্ষিতম্। কীদৃশীনাং? ধূর্ত্তানাং পরবঞ্চকানাং অতএবাভিসারে সত্বরং হৃদয়ং যাসাং, পরবঞ্চকতয়া কাচিৎ কদাচিৎ সত্বরমভিসরেদিত্যতো বিলম্বো ন কার্য্য ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বৎ? অক্ষ্ণোরঞ্জনং শ্রবণয়োস্তমালস্তবকশ্রেণীং মূর্দ্ধ্নি শ্যামসরোজানাং দাম কুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকং পত্রভঙ্গলেখাঞ্চ নিক্ষিপৎ দূরং প্রেরয়ৎ ॥ ১১ ॥

আমার প্রিয়া আসিয়া আমায় দেখিবেন এবং আমার সঙ্গে প্রেমালাপ ও আলিঙ্গনে প্রীতিলাভপূর্ব্বক রমণ করিবেন, এই প্রকার চিন্তায় গাঢ়-অন্ধকারাবৃত নিকুঞ্জে হরি যেন তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আনন্দে কম্পিত, পুলকিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইতেছেন। কখনও বা তোমার প্রত্যুদ্গমন করিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন (১০)।

কাশ্মীর-গৌরব-পুষামভিসারিকাণা-
মাবদ্ধ-রেখমভিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ।
এতত্তমাল-দল-নীলতমং তমিস্রং
তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি॥ ১২॥
হারাবলী-তরল-কাঞ্চন-কাঞ্চিদাম-
মঞ্জীর-কঙ্কণমণি-দ্যুতিদীপিতস্য।

কিঞ্চ প্রেমপরীক্ষণকারণমপ্যেতদেবেত্যাহ—কাশ্মীরেতি। এতত্তমিস্রং অভিতঃ অভিসারিকানাং রুচিমঞ্জরীভিরাবদ্ধরেখং সৎ প্রেমহেম্নো নিকষ-পাষাণতাং তনোতি। কীদৃশীনাং? কাশ্মীরগৌরবৎ গৌরং বপুর্যাসাং তাসাম্। যথা নিকষপাষাণে স্বুবর্ণশুদ্ধিজিজ্ঞাসা তথা তাসাং ঘনান্ধকারে নিঃসাধ্বসতয়া গমন-জিজ্ঞাসেতি ভাবঃ। কীদৃশং? তমালদলবন্নীলতমং। এতেনান্ধকারস্য নৈবিড্যং প্রতিপাদিতং তমালবনবিহারঞ্চ॥ ১২॥

ইদানীং তন্নিকটং গত্বা অত্যুৎস্বুকং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য গন্তুমুদ্যতামপি লজ্জয়া তৎপার্শ্বমভজমানাং সখী প্রাহ হারেতি। নিকুঞ্জনিলয়স্য দ্বারে

আঁখিতে অঞ্জন, কর্ণে তমাল-স্তবক, মস্তকে নীলোৎপলমালা, স্তনে মৃগমদ-চিত্র এবং পরিধানে নীলাম্বর,—এইরূপ বেশে চতুরা অভিসারিকাগণ উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে যখন নিকুঞ্জে গমন করে, তখন মনে হয় অন্ধকার যেন তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া চলিয়াছে (১১)।

(অভিসার কালে) তোমার ন্যায় কুঙ্কুম-গৌরাঙ্গী অভিসারিকাগণের দেহজ্যোতি ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হওয়ায় তমালদল-সুনীল-গাঢ়-অন্ধকার তাহাদের প্রেম-স্বর্ণের নিকষ-পাষাণের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। (নিকষে যেমন স্বর্ণ পরীক্ষিত হয়, অন্ধকার-অভিসারে তেমনি প্রেমের পরীক্ষা হইয়া থাকে) (১২)।

দ্বারে নিকুঞ্জনিলয়স্য হরিং বিলোক্য
ব্রীড়াবতীমথ সখীমিয়মিত্যুবাচ ॥ ১৩ ॥

গীতম্ । ২১ ।

(দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যং গীয়তে ।—)

মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে ।
বিলস রতি-রভসহসিতবদনে ॥ ১৪ ॥
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ ॥ ধ্রুবম্
নব-ভবদশোকদল-শয়নসারে ।
বিলস কুচকলস-তরলহারে ॥ ১৫ ॥

হরিং বিলোক্য অথানন্তরমিয়ং সখী লজ্জাবতীং সখীমিতি বক্ষ্যমাণমুবাচ। কীদৃশস্য ? হারাবলের্ম্মধ্যগানাং মণীনাং কাঞ্চনকাঞ্চিদাম্নো মঞ্জীরয়োঃ কঙ্কণয়োশ্চ মণীনাং দ্যুতিভির্দীপিতস্য ॥ ১৩ ॥

কিমুবাচসখীত্যাহ—মঞ্জুতরেত্যাদিনা। হে রাধে! মাধবসমীপং প্রবিশ প্রবিশ্য চ ইহ মঞ্জুতরকুঞ্জতলমেব কেলিসদনং তত্র বিলস, রতিরভসেন হসিতং বদনং যস্যা হে তাদৃশি! তব উচ্ছলিতং মনঃ অত্যুৎসুকতয়া হাস্যমিষেণ প্রিয়মিলনায় বহির্নির্গতমিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

ন মন্মন উচ্ছলিতং, কিন্তু অস্য তব নাগরস্য বৈকল্যমাকলয্য মদ্বদনং হসিতং তত্রাহ। সর্ব্বত্র পূর্ব্ববন্মুখবন্ধযোজনা প্রতিপদে শেষার্দ্ধং ধ্রুবম্। কেলিসদনে কীদৃশে নবভবদশোকদলৈঃ পল্লবৈঃ রচিতং শয়নশ্রেষ্ঠং যত্র

অতঃপর মণিহার, স্বর্ণমেখলা, মঞ্জীর ও মণিকঙ্কণ প্রভায় আলোকিত কুঞ্জগৃহদ্বারে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে লজ্জিতা রাধাকে সখী বলিতে লাগিলেন (১৩)।

হে রাধে! মনোহর কুঞ্জতলে কেলিশয্যায় মাধবের নিকট গমন কর এবং রতিরসাবেশে হাস্যমুখে বিলাসে প্রবৃত্ত হও (১৪)।

কুসুমচয়রচিতশুচিবাসগেহে ।
বিলস কুসুম-সুকুমারদেহে ॥ ১৬ ॥
চলমলয়বনপবন-সুরভি-শীতে ।
বিলস রতিবলিত-ললিতগীতে ॥ ১৭ ॥
বিতত-বহুবল্লি-নবপল্লব-ঘনে ।
বিলস চিরমলস-পীন-জঘনে ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্। কুচকলসয়োঃ কম্পেন তরলো হারো যস্যাঃ হে তাদৃশি! কুচকম্পেনান্তর্বৃত্তির্ব্যক্তা অতো বাম্যং ন কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

অস্যাভিপ্রায়বিশেষাবকলনাৎ কম্পোঽয়মিত্যাহ। পুনঃ কীদৃশে? কুসুমচয়েন রচিতং শুচেঃ শৃঙ্গারস্য বাসগেহং যত্র তস্মিন্। নিকুঞ্জাভ্যন্তরে পুষ্পগৃহরচনাবিশেষ ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্। কুসুমেভ্যোঽপি সুকুমারো দেহো যস্যাঃ হে তাদৃশি! নিকুঞ্জদ্বারগতঃ প্রিয়স্ত্বাং প্রতীক্ষতে, ত্বং কুসুমসুকুমারতনুরতো বাম্যমযুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

অথোদ্দীপনাতিশয়েন কেলিসদনমেব বর্ণয়তি। চলেন মলয়বনস্য পবনেন সুরভি শীতলঞ্চ যত্তস্মিন্ রতৌ বলিতং রতিযোগ্যং ললিতং গীতং যস্যাঃ হে তাদৃশি! অতোঽস্মিন্ প্রবিশ্য তদাচরেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পুনঃ কীদৃশে? বিততানাং বহুবল্লীনাং নবপল্লবৈর্ঘনে নিবিড়ে অলসঞ্চ

নবজাত অশোক-পল্লব রচিত শয্যায় (মাধবের সমীপে গমন করিয়া) হার-তরঙ্গিত-বক্ষে বিলাসে প্রবৃত্ত হও (১৫)।

হে কুসুম-কোমলাঙ্গি! কুসুমচয়-রচিত পবিত্র কেলিগৃহে (মাধবের সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও (১৬)।

রতিবলিত ললিত-সঙ্গীতে মাতিয়া মলয়ান্দোলিত সুরভি-শীতল-কুঞ্জে (মাধবের সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও (১৭)।

মধুমুদিত-মধুপকুল-কলিতরাবে।
বিলস মদনরস-সরসভাবে॥ ১৯ ॥
মধুরতরপিকনিকর-নিনদ-মুখরে।
বিলস দশনরুচি-রুচির-শিখরে॥ ২০ ॥
বিহিত-পদ্মাবতী-সুখসমাজে।
কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি
ভণতি জয়দেব-কবিরাজ-রাজে॥ ২১ ॥

পীনঞ্চ জঘনং যস্যাঃ হে তাদৃশি! চিরমিতি বিলাসক্রিয়া বিশেষণং, ঈদৃগ জঘনং সফলং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ১৮॥

পুনঃ কীদৃশে? মধুনা মুদিতেন মধুপকুলেন বিহিতঃ শব্দো যত্র তস্মিন্। মদনরসেন শৃঙ্গাররসেন সরসভাবঃ সারস্যং যস্যাঃ হে তাদৃশি! ঈদৃক্প্রভাবায়াস্তব তন্নিকটপ্রবেশ এব যোগ্য ইতি ভাবঃ॥ ১৯॥

পুনঃ কীদৃশে? মধুরতরৈঃ পিকনিকরনিনদৈর্মুখরে। দশনা এব রুচ্যা রুচিরমাণিক্যবিশেষা যস্যাঃ হে তাদৃশি! ঈদৃগ্দশনায়াস্তৎক্রিয়াবিশেষ-কৃত্যমেব যোগ্যমিতি ভাবঃ। পক্ক দাড়িমবীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিদুঃ ইতি হারাবলী॥ ২০ ॥

হে মুরারে! জয়দেবকবিরাজরাজে ভণতি সতি ত্বদর্থসখী-প্রার্থনমিতি

হে চির-অলস পীন-জঘনবতি! নবপল্লব-ঘন লতায় আচ্ছন্ন কেলিগৃহে (মাধবের সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও (১৮)।

মধুমত্ত-ভ্রমরকুল গুঞ্জিত কুঞ্জে (মাধব-সমীপে গমম করিয়া) মদনরসে মাতিয়া বিলাসে প্রবৃত্ত হও (১৯)।

অয়ি রুচির দশন পংক্তিশালিনি! সুমধুর পিকনিনাদ-মুখরিতকুঞ্জে (মাধব-সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও (২০)।

ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মতিশ্রান্তো ভৃশন্তাপিতঃ
কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি সুধা-সম্বাধ-বিম্বাধরম্।
অস্যাঙ্কং তদলঙ্কুরু ক্ষণমিহ ভ্রূক্ষেপ-লক্ষ্মীলব-
ক্রীতে দাস ইবোপসেবিত-পদাম্ভোজে কুতঃ সংভ্রমঃ ॥ ২২ ॥

শেষঃ মঙ্গলশতানি কুরু। কথং বিহিতঃ পদ্মাবত্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ সুখসমূহো যেন তস্মিন্। নিজেষ্টদেবোপাসনায়ামিত্যর্থঃ। নিত্যত্বসর্ব্বোত্তমত্ব-নিশ্চয়াবেশেনাত্মানং বহুমন্যমানস্য কবিরাজরাজ ইতি প্রৌঢ়োক্তিরিয়ম্॥২১॥

অথ সখী প্রসাদমালক্ষ্য কৌতুকেন সনর্ম্মাহ ত্বামিতি। অয়ং ত্বাং চিত্তেন বহন্নতিশ্রান্তঃ পীনস্তনশ্রোণীগুরুতয়েত্যর্থঃ। কন্দর্পেণ চ ভৃশং তাপিতঃ, অতঃ শ্রমেণ তাপেন চ পিপাসিতঃ। সুধয়া সংবাধং সঙ্কটং ব্যাপ্তমিতি যাবৎ বিম্বাধরং পাতুমিচ্ছতি তস্মাদস্যাঙ্কং ক্ষণং শোভয়। অন্তঃস্থিতায়া বহিঃস্থিতস্য পানানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। অবিদিতাভিপ্রায়-স্যাঙ্কপ্রবেশে মন্মনঃ সংকুচত্যত আহ।—ভ্রুবোঃ ক্ষেপশ্চালনং স এব লক্ষ্মীর্ঋদ্ধিস্তস্যা লেশেন ক্রীতে কুতঃ সংকোচঃ। কস্মিন্নিব? অল্পমূল্যক্রীতে দাস ইব ক্রয়ক্রীতে শঙ্কা ন যুক্তা ইতি ভাবঃ। ক্রীতত্বে হেতুঃ—সেবিতে পদাম্ভোজে যেন তস্মিন্। ক্রীতস্যৈব সেবোপযোগাদিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

হে মুরারে! জয়দেব কবিরাজ-রচিত পদ্মাবতীর আনন্দবর্দ্ধনকারী এই সঙ্গীতে জগতের মঙ্গল বিধান কর (২১)।

হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণ তোমার বিরহচিন্তায় শ্রান্ত এবং মদনতাপে সন্তপ্ত হইয়াছেন, তাই তোমার অধর সুধা পানের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। অতএব তুমি তাঁহার অঙ্ককে অলঙ্কৃত কর। যিনি তোমার কটাক্ষ-লক্ষ্মীর কণামাত্রে ক্রীত হইয়াছেন, সেই দাস পাদপদ্মের সেবা করিবে তাহাতে আবার লজ্জা কি? (২২)।

সা সসাধ্বস-সানন্দং গোবিন্দে লোল-লোচনা।
শিঞ্জান-মঞ্জু-মঞ্জীরং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥ ২৩ ॥

গীতম্ । ২২ ।

(বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে ।—)

রাধাবদন-বিলোকন-বিকসিত-বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গম্
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম্ ॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিত-বিলাসম্ ।
সা দদর্শ গুরুহর্ষ-বশম্বদ-বদনমনঙ্গ-বিকাশম্ ॥ ২৪ ॥ ধ্রুবম্ ।

ইতি সখীবচনোচ্ছলিতচিত্তা কুঞ্জং প্রবিবেশেত্যাহ সেতি। সা শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরং সসাধ্বসং সানন্দং চ যথা স্যাত্তথা কুঞ্জগৃহং প্রবিবেশ। প্রথমসমাগমবৎ সসাধ্বসং বিচ্ছেদান্তরপ্রাপ্ত্যা সানন্দমিতি জ্ঞেয়ম্ ; অতএব গোবিন্দে লোলে সতৃষ্ণে লোচনে যস্যাঃ সা ॥ ২৩ ॥

এবং কুঞ্জপ্রবেশমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্দর্শনানন্দবিকারান্ বর্ণয়ন্ তস্যাস্তদ্দর্শনমাহ রাধেত্যাদিনা। অস্যাপি বড়ারীরাগ রূপকতালৌ। সা শ্রীরাধা হরিং দদর্শ। কীদৃশং ? একস্মিন্নালম্বনে শ্রীরাধারূপে রসো যস্য তম্। তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমত্বনিশ্চয়েন তদেকপরত্ব-মিত্যর্থঃ। ননু অন্যাঙ্গনাভিঃ রমমাণস্য কুতস্তৎপরত্বং চিরং পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণাভিলষিতস্তয়া সহ বিলাসো যেন তং, অতএব তৎপ্রসাদাবলোকনাৎ গুরুহর্ষস্যায়ত্তং বদনং যস্য তং, অতএবানঙ্গস্য বিকাশো যত্র তম্। তদেকনিষ্ঠত্বমেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি।

শ্রীরাধা সখীর এই সমস্ত কথা শুনিয়া আশঙ্কায় এবং আনন্দে গোবিন্দের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক মনোহর নূপুরধ্বনি করিতে করিতে কুঞ্জগৃহে প্রবেশ করিলেন। (২৩)

হারমমলতর-তারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্ ।
স্ফুটতরফেন-কদম্ব-করম্বিতমিব যমুনাজল-পূরম্ ॥ ২৫ ॥
শ্যামলমৃদুল-কলেবর-মণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলম্ ।
নীলনলিনমিব পীতপরাগ-পটলভর-বলয়িতমূলম্ ॥ ২৬ ॥

পুনঃ কীদৃশং ? রাধাবদনবিলোকনেনৈব রসসমুদ্রস্য তস্য বিকাসিতা হর্ষস্তম্ভাদয় এব ঊর্ম্ময়ো যত্র তং । কমিব ? জলনিধিমিব । কীদৃশং জলনিধিং বিধুমণ্ডল-দর্শনেন চঞ্চলীকৃতাঃ তুঙ্গা-স্তরঙ্গা যত্র তম্ । অত্র শ্রীকৃষ্ণসমুদ্রয়োর্বিকারোর্ম্ম্যোঃ সাম্যম্ ॥ ২৪ ॥

পুনঃ কীদৃশং ? উরসি বিদূরং পরিলম্ব্য হারং দধানম্ । কীদৃশং হারং নির্ম্মলমুক্তাগ্রথিতম্ । কমিব—যমুনাজলপূরমিব । কীদৃশং ? স্ফুটতরফেনকদম্বেন খচিতম্ । অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য যমুনাজলপূরেণ হারস্য ফেনসমূহেন চ সাম্যম্ । মুক্তা শুদ্ধৌ চ তারঃ স্যাৎ ইতি বিশ্বঃ ॥ ২৫ ॥

পুনঃ কীদৃশং ? শ্যামলং মৃদুলঞ্চ কলেবরমণ্ডলং যস্য তং । যথোচিতা-বয়সন্নিবেশপ্রতিপাদনার্থং মণ্ডলত্বেনোক্তিঃ । তথা প্রাপ্তং পীতদুকূলং যেন তম্ । কমিব —নীলনলিনমিব । কীদৃশং ? পীতপরাগাণাং সমূহাতিশয়েন বেষ্টিতং মূলং যস্য তং । অত্র নীলকমলেন শ্রীকৃষ্ণস্য পরাগেণ পীতবস্ত্রস্য সাম্যম্ ; পরাগাবৃতমূলবর্ণনেনাদ্ভুতোপমেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাধিকা দেখিলেন—তাহার মুখাবলোকনে চির-অভিলষিত বিলাস-সাধ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনায় তদেক-প্রেমনিষ্ঠ শ্রীহরির বদন,—চন্দ্রমণ্ডল-দর্শনে উদ্বেলিত উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল জলনিধির মত—হর্ষাতিশয্যে অনঙ্গাবেশে বিবিধ সাত্ত্বিক বিকারে ভূষিত হইয়াছে (২৪) ।

যমুনা-জল-প্রবাহে সমুত্থিত ফেনপুঞ্জের ন্যায় লম্বমান বিমল-মুক্তাহারে শ্রীহরির বক্ষঃস্থল শোভা পাইতেছে (২৫) ।

তরল-দৃগঞ্চল-বলন-মনোহর-বদনজনিত-রতিরাগম্ ।
স্ফুটকমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব শরদি তড়াগম্ ॥ ২৭ ॥
বদনকমল-পরিশীলন-মিলিত-মিহিরসম-কুণ্ডলশোভম্ ।
স্মিতরুচিরুচির-সমুল্লসিতাধর পল্লব-কৃতরতিলোভম্ ॥ ২৮ ॥
শশিকিরণ-চ্ছুরিতোদর-জলধর-সুন্দর-সকুসুমকেশম্ ।
তিমিরোদিত-বিধুমণ্ডল-নির্ম্মল-মলয়জ-তিলকনিবেশম্ ॥ ২৯ ॥

পুনঃ কীদৃশং ? চঞ্চলস্য দৃগঞ্চলস্য বলনেন মনোহরং যদ্বদনং তেন জনিতঃ তস্যা রতিরাগো যেন তম্। পুনঃ কমিব—শরদি তড়াগমিব। কীদৃশং ? বিকসিতং যৎ পদ্মং তস্যোদরে ক্রীড়াপরং খঞ্জনযুগং যত্র তৎ। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য তড়াগেন বদনস্য কমলেন নয়নয়োঃ খঞ্জনযুগলেন চ সাম্যম্ ॥ ২৭ ॥

পুনঃ কীদৃশং ? বদনমেব কমলং তস্য প্রকাশনায় মিলিতাভ্যাং সূর্য্য-সদৃশাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং শোভা যত্র তম্। তথা স্মিত এব রুচিস্তয়া রুচিরঃ সমুল্লসিতশ্চযোঽধরপল্লবস্তেন জনিতস্তস্য রতিলোভো যেন তম্ ॥ ২৮ ॥

পুনঃ কীদৃশং ? শশিকিরণৈর্ব্যাপ্তম্ উদরং যস্য জলধরস্য তস্যেব সুন্দরাঃ সকুসুমাঃ কেশা যস্য তম্। অত্র কেশানাং মেঘেন পুষ্পাণাং ইন্দুকিরণেন

•তাঁহার পীতাম্বর পরিহিত শ্যামল-কোমল-কলেবর পীত-পরাগ-পটলে বেষ্টিত-মূল-নীলোৎপল সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছে (২৬)।

তাঁহার রতিরাগ-বর্দ্ধনকারী চঞ্চল-কটাক্ষ শোভিত-বদন প্রস্ফুটিত-কমলমধ্যে ক্রীড়ারত খঞ্জন-যুগল-শোভিত শরতের তড়াগের ন্যায় বোধ হইতেছে (২৭)।

তাঁহার বদন কমলে মিলিত হইয়া কুণ্ডল-যুগল সূর্য্যমণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়াছে ; তাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত উল্লসিত-অধর-পল্লব রতিলালসা বর্দ্ধিত করিতেছে (২৮)।

বিপুল-পুলক-ভর-দন্তুরিতং রতিকেলি-কলাভিরধীরম্।
মণিগণ-কিরণ-সমূহ-সমুজ্জ্বল-ভূষণ-সুভগ-শরীরম্॥ ৩০॥
শ্রীজয়দেবভণিত-বিভবদ্বিগুণীকৃত-ভূষণভারম্।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম্॥ ৩১॥

চ সাম্যম্। তথা তিমিরে উদিতং যদ্বিধুমণ্ডলং তদ্বন্নির্ম্মলশ্চন্দনতিলক-নিবেশো যস্য তম্। অত্র ললাটস্য তিমিরেণ তিলকস্য ইন্দুমণ্ডলেন চ সাম্যং। ইয়মপ্যদ্ভুতোপমা॥ ২৯॥

পুনঃ কীদৃশং? বিপুলানাং পুলকানামতিশয়েন বিষমীকৃতং ক্বচিদুন্নতং ক্বচিদবনতম্ ইতি যাবৎ, অতএব তদ্দর্শনাৎ হৃদ্যুদ্গতরতিকেলিকলাভিরধীরং তথা মণিগণকিরাণানাং সমূহেন সমুজ্জ্বলৈর্ভূষণৈঃ সুন্দরং শরীরং যস্য তম্॥ ৩০॥

ভোঃ সাধবঃ! হৃদি হরিং বিনিধায় সুচিরং যথা স্যাত্তথা প্রণমত। কীদৃশং পুণ্যবিশেষস্য য উদয়ঃ ফলং তস্য সারভূতম্। তথা শ্রীজয়দেব-ভণিতমেব বিভবস্তেন দ্বিগুণীকৃতঃ ভূষণভারো যত্র তম্। যৈঃ স্বয়মলঙ্কৃতং তে অলঙ্কারাঃ জয়দেবস্যোপমাদিবাগ্বিলাসৈর্দ্বিগুণীকৃতা ইত্যর্থঃ॥ ৩১॥

তাঁহার কুসুমাঞ্চিত কেশদাম শশি-কিরণগর্ভ-জলধরের ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছে এবং ললাটস্থিত নির্ম্মল চন্দন-তিলক অন্ধকার মধ্যস্থ চন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে (২৯)।

রতি-কেলি-কলার চিন্তায় অধীর—মণিময় ভূষণচ্ছটায় সমুজ্জ্বল তাঁহার সুন্দর দেহ—বিপুল-পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়াছে (৩০)।

শ্রীজয়দেবের এই গান যাঁহার সৌন্দর্য্য-বিভব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে, পুণ্যফলের সারভূত সেই শ্রীহরিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রণাম করুন (৩১)।

অতিক্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপথপর্য্যন্তগমন-
প্রয়াসেনেবাক্ষ্ণোস্তরলতর-তারং পতিতয়োঃ।
তদানীং রাধায়াঃ প্রিয়তম-সমালোকসময়ে
পপাত স্বেদান্তঃপ্রসর ইব হর্ষাশ্রুনিকরঃ ॥ ৩২ ॥
ভজন্ত্যাস্তল্পান্তং কৃতকপটকণ্ডূতি-পিহিত-
স্মিতং যাতে গেহাদ্বহিরবহিতালীপরিজনে।
প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যাঃ স্মরশরসমাহূতসুভগং
সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদিব দূরং মৃগদৃশঃ ॥ ৩৩ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধিকাদর্শনানন্দবিকারমুক্ত্যা শ্রীরাধায়াস্তদ্দর্শনানন্দ-বিকারমাহ অতিক্রম্যেতি। তদানীং শ্রীকৃষ্ণাবলোকনসময়ে শ্রীরাধায়া অক্ষ্ণোর্হর্ষাশ্রুনিকরঃ পপাত। তত্রোৎপ্রেক্ষতে,—স্বেদান্তঃপ্রসর ইব। অতোঽতিচঞ্চলা তারা নেত্রকনীনিকা যত্র তৎ যথা স্যাত্তথা পতিতয়োঃ যঃ কশ্চিৎ পততি সোঽপি ঝটিত্যুত্থায় কেনাপি কিমহং দৃষ্ট ইতি তরলতরতারং কৃত্বা লজ্জয়া দিশোঽবলোকয়তি ইত্যভিপ্রায়ঃ। তত্রাপ্যুৎপ্রেক্ষতে,—নেত্রান্তমতিক্রম্য শ্রবণপথপর্য্যন্তগমনপ্রয়াসেনেব। যোঽত্যন্তং গচ্ছতি সোঽপি পতত্যেব ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ততঃ শয্যান্তিকং গতায়াস্তস্যাঃ প্রিয়দর্শনাবেশেন লজ্জা বিজিতা ইত্যাহ ভজন্ত্যা ইতি। তৎসুখানুকূল্যে সাবধানো য আলীপরিজনস্তস্মিন্ কৃত-কপটকর্ণাদিকণ্ডূত্যাচ্ছাদিতস্মিতং যথা স্যাত্তথা গেহাদ্বহির্যাতে সতি মৃগীদৃশঃ শ্রীরাধায়া লজ্জাপি সলজ্জা সতী অতিদূরং বিশেষেণাগমৎ। কীদৃশ্যাঃ?

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধার চঞ্চল-তারকাশোভিত নয়নদ্বয় যেন শ্রবণপ্রান্ত পর্য্যন্ত গমন প্রয়াসে পরিশ্রান্ত হইয়াই স্বেদাম্বুচ্ছলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। (বিস্ফারিত নেত্র আনন্দাশ্রু পূর্ণ হইল) (৩২)।

জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ
স্বয়ং সিন্দূরেণ দ্বিপ-রণমুদা মুদ্রিত ইব।
ভুজাপীড়ক্রীড়াহতকুবলয়াপীড়করিণঃ
প্রকীর্ণাসৃগ্বিন্দুর্জয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে অভিসারিকাবর্ণনে
সানন্দগোবিন্দো নাম একাদশঃ সর্গঃ।

শয্যায়া নিকটং গতায়াঃ ততশ্চ স্মরশরেণ সমাহূতং যদ্বাস্যকটাক্ষাদিকং তেন সুন্দরং যথা স্যাত্তথা প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যঃ প্রিয়াস্যবিশেষণং বা ॥ ৩৩ ॥

অথ তথাভিলাষবিশেষেণালোচ্যমানং শ্রীকৃষ্ণস্য ভুজদণ্ডং স্মরন্ তৎ সৌন্দর্য্যং বর্ণয়তি কবিঃ জয়েতি। মুরজিতো ভুজদণ্ডো জয়তি। কীদৃশঃ ভুজাপীড়ক্রীড়য়া হতস্য কুবলয়াপীড়করিণঃ প্রকীর্ণা বিক্ষিপ্তা লগ্না ইতি যাবৎ অসৃগ্বিন্দবো যত্র সঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষতে,—জয়শ্রিয়ার্পিতৈর্মন্দারকুসুমৈরর্চ্চিত ইব। জয়শ্রীপূজিতত্বেন হেতুনোৎপ্রেক্ষান্তরমাহ—দ্বিপেন সহ সংগ্রামহর্ষেণ স্বয়ং সিন্দুরেণ মুদ্রিত ইব রণাভিমুখশ্চেৎ মল্লোঽভিযাতি তদারুণরাগেণাঙ্গং মর্দ্দয়তীতি প্রসিদ্ধেঃ। অতএব বিপ্রলম্ভানন্তরপ্রাপ্ত্যানন্দেন সহিতো গোবিন্দো যত্র সঃ ॥ ৩৪ ॥ ইতি বালবোধিন্যামেকাদশঃ সর্গঃ।

সখীগণ কর্ণকণ্ডুয়নচ্ছলে হাস্য সংবরণ করিয়া কার্য্যান্তর ব্যপদেশে কুঞ্জগৃহের বাহিরে প্রস্থান করিলে মৃগাক্ষী রাধা সানুরাগ-কটাক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া লজ্জাও সলজ্জভাবে দূরে পলায়ন করিল (৩৩)।

বাহুযুদ্ধে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে নিহত করায় তাহার কুম্ভস্থিত সিন্দুরে এবং প্রকীর্ণ রক্ত-বিন্দুতে শোভিত যাঁহার ভুজদণ্ড জয়লক্ষ্মীর অর্পিত মন্দার-কুসুমে অর্চ্চিত বলিয়া মনে হইয়াছিল, মুরারির সেই বাহুযুগল জয়যুক্ত হউক (৩৪)। সানন্দ-গোবিন্দ নামক একাদশ সর্গ

দ্বাদশঃ সর্গঃ

গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাভরনির্ভর-
স্মরশরবশাকূতস্ফীতস্মিতস্নপিতাধরাম্।
সরসমনসং দৃষ্ট্বা রাধাং মুহুর্নবপল্লব-
প্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হরিঃ প্রিয়াম্॥ ১॥

গীতম্। ২৩।

(বিভাষরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।—)

কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্
তব পদপল্লববৈরি পরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্॥
ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে॥ ২॥ ধ্রুবম্॥

অথ তাং প্রেমোল্লাসাবিষ্টামালক্ষ্য আত্মানং কৃতার্থং মন্যমানঃ শ্রীকৃষ্ণোऽতিদৈন্যমাবিষ্কুর্ব্বন্ প্রিয়ামুবাচেত্যাহ গতবতীতি। সখীবৃন্দে গতবতি সতি হরিঃ প্রিয়ামুবাচ। কিং কৃত্বা? সরসমনসং তাং দৃষ্ট্বা যতো মন্দো যস্ত্রপাভরস্তেন নির্ভরো যঃ স্মরশরস্তদ্বশো য আকূতোঽভিপ্রায়স্তেন স্ফীতং যৎ স্মিতং তেন স্নপিতোঽধরো যস্যাস্তাম্ অতএব নবপল্লববিরচিতবিস্তীর্ণ-শয্যায়াং বারং বারং নিক্ষিপ্তা দৃষ্টির্যয়া তাম্। বিভাসরাগৈক তালী তালৌ। রাগলক্ষণম্ যথা—স্বচ্ছন্দসম্মানিত-পুষ্পচাপঃ প্রিয়াধরাস্বাদ-সুধাভিতৃপ্তঃ। পর্য্যঙ্ক-মধ্যাস্য কৃতোপবেশো বিভাষরাগঃ কিল হেমগৌরঃ॥ কিমুবাচ ইত্যাহ কিশলয়েত্যাদিনা, তাম্॥ ১॥

হে রাধিকে! নারায়ণং নারীণাং সমূহো নারম্ নারাণাময়নমাশ্রয়ো

সখীগণ কুঞ্জের বাহিরে গমন করিলে সরস চিত্তা, মদনাবেশে উৎফুল্লা হাস্য-স্নাতাধরা শ্রীরাধা নবপল্লব রচিত শয্যার প্রতি বারংবার সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন (১)।

করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদূরম্।
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্॥ ৩॥
বদনসুধানিধি-গলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকূলম্।
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমূরসি দুকূলম্॥ ৪॥

যস্তম্ স্ত্রীসমূহাশ্রয়ং ত্বামনুগতং ত্বদেকপরং মামধুনা ক্ষণমনুভজ বহুবল্লভোঽপ্যহং ত্বদেকনিষ্ঠ ইত্যর্থঃ। অনুভজনমেবাহ,—কিশলয়শয়নস্যোপরি চরণকমলয়োর্ব্বিন্যাসং কুরু। পূজায়াঃ প্রথমাঙ্গমাসনং অঙ্গীকুর্ব্বিত্যর্থঃ। মৎপূজাকামঃ ত্বয্যস্তীতি কামিনীশব্দঃ প্রযুক্তঃ। তেন কিং স্যাত্তত্রাহ,—ইদং কিশলয়শয়নং পরাজয়মনুভবতু। কুতোঽস্য পরাভবঃ সাধ্যস্তত্রাহ।—তব পদপল্লববৈরি অরুণতাদিভির্গুণৈঃ সাম্যাকাঙ্ক্ষয়া বৈরিত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশমিদং সুবেশং তত্তদ্‌গুণৈঃ শোভমানমপি হংসকাদ্যলঙ্কৃতমিত্যর্থং॥ ২॥

তদারোহণেন কথং ত্বদনুভজনং স্যাদত আহ। অহমাত্মনঃ করকমলেন তব চরণয়োঃ পূজাং করোমি, যতস্ত্বং বিদূরমাগমিতাসি আনীতাসি অর্থান্ময়েতি জ্ঞেয়ম্। দূরাগতস্য পূজা যুক্তৈবেত্যর্থঃ। তদর্থং ক্ষণং শয়নোপরি নূপুরমিব মামঙ্গীকুরু। উভয়ং বিশিনষ্টি। অনুগতৌ নিপুণং অনুগতস্য পদলগ্নস্য উপকারাচরণং যুক্তমেবেত্যর্থঃ॥ ৩॥

পূজানুজ্ঞাং বিনা পূজা ন শুভাবহেত্যনুজ্ঞাং প্রার্থয়তে বদনেতি।

হে রাধিকে! এই কিশলয়-শয্যায় তোমার চরণকমল স্থাপন কর। তোমার পদপল্লবের সৌন্দর্য্যে তাহার গর্ব্ব চূর্ণ হউক। নারায়ণ তোমার আনুগত্য স্বীকার করিতেছে, এইবার তাঁহাকে ভজনা কর (২)।

অনেক দূর হইতে আসিয়াছ। আমার করকমলে তোমার চরণ অর্চ্চনা করি। ক্ষণকালের জন্য পাদলগ্ননূপুরের মত শয্যাপ্রান্তে আমাকে গ্রহণ কর (৩)।

প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিদুরবাপম্ ।
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপম্ ॥ ৫ ॥
অধরসুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্ ।
ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসম্ ॥ ৬ ॥

অমৃতমিব বচনং রচয় সরসং বদেত্যর্থঃ। কুতোঽমৃতত্বং বচনস্য ? যতো বদনেন্দোর্গলিতম্। কীদৃশং ? তদনুকূলমেব অমৃতবদ্ভবতীত্যর্থঃ। ননু কিমেতাবতা তবেপ্সিতং সেৎস্যতীত্যাহ,—উরসি দুকূলং অপসারয়ামি। উরসীতি পঞ্চম্যর্থে সপ্তমী। কুতঃ পয়োধররোধকম্। কমিব বিরহমিব। যথা বিরহেণ পয়োধরদর্শনং বিচ্ছিদ্যতে তথানেনাপীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

ততঃ বক্রমবলোকয়ন্তীং প্রতি ব্যাকুলঃ সন্নাহ—প্রিয়েতি। হে প্রিয়ে মদুরসি কুচকলসং স্থাপয়। উরস্যেবার্পণে হেতুমাহ।—অতিদুর্লভং দুরবাপস্য হৃদ্যেব ধারণযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। তর্হি কথং তৎপ্রাপ্তিরত আহ। —প্রিয়স্য মম পরিরম্ভণায় যো রভসস্তেন উচ্ছলিতমিবোৎপ্রেক্ষে। তদপি কুতোঽবগতং পুলকিতং যথার্ত্ত্যাবলোকাৎ করুণস্তদার্ত্তিশমনায় পুলকিতো ভবতি তদ্বদয়মপীত্যর্থঃ। কিমর্থং তন্নিবেশনং প্রার্থ্যতে তত্রাহ।—কামতাপং খণ্ডয়, রসায়নার্পণাত্তাপোপশান্তির্ভবতি এবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অন্যথা মম দশমীদশৈব স্যাদিতাহ। হে ভামিনি! বক্রদৃষ্ট্যবলোকনাৎ ভামিনীত্যুক্তম্। অধরসুধারসং দেহি। কিমর্থং মৃতমিব

তোমার বদনসুধা-নিধির ললিত অমৃতময় অনুকূল বচনে আমায় অভিষিঞ্চিত কর। বিরহ-বাধার মত তোমার পয়োধর-রোধক বক্ষের দুকূল আমি অপসারিত করি (৪)।

প্রিয়পরিরম্ভাবেগে অতিশয় পুলকিত অতি দুর্লভ তোমার ঐ কুচকলস আমার বক্ষে স্থাপন করিয়া মদনসন্তাপ দূরীভূত কর (৫)।

শশিমুখি মুখরয় মণিরসনাগুণমনুগুণকণ্ঠনিনাদম্।
শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদম্॥ ৭॥
মামতিবিফলরুষা বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদম্।
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব বিরম বিসৃজ রতিখেদম্॥ ৮॥

দাসং জীবয় মামিত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ম্। অমৃতং দত্ত্বা মৃতমিব মাং জীবয়েত্যর্থঃ। অত্রাত্মনোঽনন্যগতিকত্বমাহ।—ত্বয্যেবার্পিতং মনো যেন তম্। নন্থু তে কাপি পীড়া নোপলভ্যতে তৎ কথং তথাভূতমাত্মানং কথয়সি ইত্যাহ।—বিরহানলেন দগ্ধং বপুর্যস্য তম্। তজ্জ্ঞানং কুতস্তত্রাহ।—অবিলাসং বিলাসাভাবাদিত্যর্থঃ॥ ৬॥

মৌনেন তৎসম্মতিমালক্ষ্য লোভাদন্যদপি প্রার্থয়তে। হে শশিমুখি! মণিরসনা-গুণং মুখরীকুরু। কীদৃশম্? অনুগুণঃ সদৃশঃ কণ্ঠনিনাদঃ যস্য তৎ। প্রার্থনাবিশেষোঽয়ং তেন কিং স্যাত্তত্রাহ।—মম শ্রুতিপুটযুগলে চির-কালীনমবসাদং শময়। শ্রুতেঃ পুটত্বোক্ত্যা তস্যাপনয়নে নামৃতত্বং বোধিতম্। তদবসাদ এব কুতস্তত্রাহ।—পিকরুতৈর্ব্যাকুলে॥ ৭॥

মষ্যকারণকোপে তব নয়নং প্রমাণমিতি নিগদ্য প্রার্থয়তে। ইদং তব নয়নং অধুনা মামবলোকিতুং লজ্জিতমিব মীলতি মুদ্রিতমিব ভবতি কিমিতি। লজ্জিতমত আহ,—মষ্যকারণকোপেন বিকলীকৃতং অন্যোঽপি যঃ কশ্চিন্নিরপরাধং কুপিত্বা ব্যাকুলীকরোতি সোঽপিতন্মুখাবলোকনেন

হে ভামিনি! তোমাতে অর্পিতচিত্ত বিলাসাভাবে বিরহানলদগ্ধদেহ মৃতপ্রায় এই দাসকে তোমার অধর সুধাদানে সঞ্জীবিত কর (৬)।

হে শশিমুখি! আমার শ্রুতিযুগল পিকরবে বিকল হইয়াছে। তোমার কণ্ঠরবের অনুকারিণী মণিময় কাঞ্চীর ধ্বনিতে আমার চিরাবসাদ প্রশমিত কর (৭)।

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমনুপদনিগদিতমধুরিপুমোদম্ ।
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরসভাববিনোদম্ ॥ ৯ ॥
প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ
ক্রীড়াকূতবিলোকিতেঽধরসুধাপানে কথানর্ম্মভিঃ ।
আনন্দাধিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেঽপি যস্মিন্নভূ-
দুদ্ভূতঃ স তয়োর্ব্বভূব সুরতারম্ভঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ ॥ ১০ ॥

লজ্জিতো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। তর্হি অধুনা কিং করণীয়ং তদুপদিশেত্যাহ। বিরম রোষাদিতি জ্ঞেয়ম্। ততো রতৌ খেদং বাম্যং ত্যজ ॥ ৮ ॥

ইদং প্রার্থনারূপং শ্রীজয়দেবভণিতং কর্ত্তৃ রসিকজনেষু শ্রীকৃষ্ণভক্তজন-বিশেষেষু শ্রীকৃষ্ণস্য রতিরসে যো ভাবস্তদাস্বাদরূপস্তেন যো বিনোদঃ সুখং তং জনয়তুং। যতঃ প্রতিপদং নিগদিতো মধুরিপোর্মোদো যত্র তৎ ॥ ৯ ॥

এবং কেল্যুপকরণনামগ্রীং নিরূপ্যোপক্রমসূচিতরহঃকেলিপর্য্যবসানমাহ প্রত্যূহেত্যাদিনা। যস্মিন্ সুরতারম্ভে প্রত্যূহো বিঘ্নোঽপি তয়োঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ প্রীতিজনকোঽভূৎ, স সুরতারম্ভ উদ্ভূতো বভূব। অন্যত্রারম্ভে মধ্যে বা প্রত্যূহো দোষজনকো দৃষ্টঃ ইহত্বাদৌ মধ্যেঽপি প্রত্যূহঃ উত্তরোত্তর-ক্রীড়ারম্ভক এবেত্যারম্ভস্যাদ্ভুতত্বং সূচিতম্। কুত্র কেন প্রত্যূহ ইত্যাহ। নিবিড়াশ্লেষে কর্ত্তব্যে পুলকাঙ্কুরেণ ক্রীড়াকূতবিলোকনে নিমেষেণ অধরসুধা-

তোমার অকারণ ক্রোধে আমি বিহ্বল হইয়াছি। তাই যেন আমাকে দেখিয়া তোমার নয়ন লজ্জায় নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। অতএব প্রসন্ন হইয়া রতিপ্রতিকূলতা পরিত্যাগ কর (৮)।

প্রতিপদে মধুরিপুর আহ্লাদ-প্রকাশক জয়দেব কবি রচিত এই গানে রসিকজনের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রতিরসাস্বাদজনিত আনন্দে বিনোদিত হউক (৯)।

দোর্ভ্যাং সংযমিতঃ পয়োধরভরেণাপীড়িতঃ পাণিজৈ-
রাবিদ্ধো দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ।
হস্তেনানমিতঃ কচেঽধরসুধাপানেন সম্মোহিতঃ
কান্তঃ কামপি তৃপ্তিমাপ তদহো কামস্য বামা গতিঃ ॥ ১১ ॥
মারাঙ্কে রতিকেলিসঙ্কুলরণারম্ভে তয়া সাহস-
প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারম্ভি যৎ সম্ভ্রমাৎ।

পানে কথানর্ম্মভিঃ। মন্মথকলাযুদ্ধে আনন্দাবেশবিশেষেণ। এতেন কেলীনাং পরমপ্রেমবিলাসত্বং দর্শিতম্ ॥ ১০ ॥

ন কেবলং প্রত্যুহ এব বন্ধনাদিকমপি প্রীতিজনকো বভূবেত্যাহ দোর্ভ্যামিতি। কামস্য প্রেম্নো বামাদ্ভুতা গতিরহো আশ্চর্য্যং। তদ্গতের্ব্বামত্বং কুতঃ তৎ আহ।—দোর্ভ্যাং সংযমিত ইত্যাদিনা। কান্তায়াঃ সংযমনাদিভিঃ পরিভূতোঽপি যৎ কান্তঃ কামপি অনির্ব্বচনীয়াং তৃপ্তিং প্রাপ্তস্তদদ্ভুতমেবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অথ তৎক্রীড়াবিশেষমেবাহ—মারাঙ্কে ইতি। রতিকেলিরেব সঙ্কুলরণঃ পরস্পরাহতসংগ্রামস্তস্যারম্ভে তয়া শ্রীরাধয়া কান্তজয়ায় তস্য কান্তস্য উপরি

যে মন্মথ কলাযুদ্ধে পুলক জন্য রোমোদ্গম নিবিড় আলিঙ্গনের, নিমেষ—সাভিপ্রায় অবলোকনের এবং মর্ম্মকথা অধর সুধাপানের বিঘ্নস্বরূপ হইয়াও আনন্দ-বিশেষের হেতু হইয়াছিল, রাধাকৃষ্ণের সেই সুরতক্রীড়া আরম্ভ হইল (১০)।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার বাহুযুগলে সংযমিত, পয়োধরভারে পীড়িত, নখে-ক্ষতযুক্ত, দশনে দংশিত, শ্রোনী তটে আহত, হস্তদ্বারা কেশে আকর্ষিত, এবং অধর সুধাপানে সম্মোহিত হইয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন। অহো কামের কি বিচিত্র গতি (১১)।

নিস্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলিতা দোর্ব্বল্লিরুৎকম্পিতং
বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥ ১২ ॥
মীলদ্দৃষ্টি মিলৎকপোলপুলকং শীৎকারধারাবশা-
দব্যক্তাকুলকেলিকাকুবিকসদ্দন্তাংশুধৌতাধরম্ ।
শ্বাসোন্নদ্ধপয়োধরোপরি পরিষ্বঙ্গী কুরঙ্গীদৃশো
হর্ষোৎকর্ষবিমুক্তিনিঃসহতনোর্ধন্যো ধয়ত্যাননম্ ॥ ১৩ ॥

সাহসপ্রায়ং যৎ কিঞ্চিৎ অনির্ব্বচনীয়ং প্রারব্ধি তৎসংভ্রমাৎ সম্ভ্রমজনিতাং আয়সাৎ ইতি যাবৎ, শ্রীরাধায়া জঘনস্থলী নিস্পন্দা জাতা। দোর্ব্বল্লী শিথিলিতা, বক্ষঃ উচ্চৈঃ কম্পিতং, অক্ষি মীলিতম্। জাতৌ একত্বম্। তত্রার্থান্তরন্যাসমাহ,—পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি। কীদৃশে? রণারম্ভে মারাঙ্কে, কেলিপক্ষে—মারঃ কামঃ, রণপক্ষে—মারণং উভয়ত্র অঙ্কঃ চিহ্নম্ ॥ ১২ ॥

ততঃ তস্যা রসাবেশাবসরে প্রিয়ঃ অধরং পীতবানিত্যাহ—মীলদিতি। ধন্যং আত্মানং মন্যমানঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরাধায়া আননং পিবতি। কীদৃশ্যাঃ? হর্ষোৎকর্ষস্য বিমুক্ত্যা প্রসৃত্যা নিঃসহা ধর্ত্তুমশক্যা তনুর্যস্যাঃ তস্যাঃ। কীদৃশঃ? শ্বাসেন উন্নদ্ধয়োঃ স্ফীতয়োরুচ্চয়োঃ পয়োধরয়োঃ উপরি পরিষঙ্গো বিদ্যতে যস্য সঃ। অনেন পানে হেতুগর্ভবিশেষণানি আহ।—মীলদৃষ্টি তথা মিলৎকপোলপুলকং তথা চ শীৎকারস্য যা ধারা অনবচ্ছিন্নতা তস্যা

রতিকেলিরূপ সংকুল যুদ্ধে কান্তকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধা তাঁহার বক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক সাহসভরে যে প্রারম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার জঘনস্থলী নিস্পন্দ, বাহুলতা শিথিল, বক্ষো কম্পিত এবং নেত্র নিমীলিত হইয়াছিল, রমণী কি কখনো পুরুষোচিত কার্য্য সাধন করিতে পারেন? (১২)।

তস্যাঃ পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো নিদ্রাকষায়ে দৃশৌ
নির্ধৌতোঽধরশোণিমা বিলুলিতাঃ স্রস্তস্রজো মূর্দ্ধজাঃ।
কাঞ্চীদাম দরশ্লথাঞ্চলমিতি প্রাতর্নিখাতৈর্দৃশো-
রেভিঃ কামশরৈস্তদদ্ভুতমভূৎ পত্যুর্মনঃ কীলিতম্॥ ১৪॥

বশাৎ অব্যক্তা আকুলা যা কেলিষু কাকুঃ তয়া বিকসদ্ভির্দন্তাংশুভির্ধৌতঃ অধরঃ যত্র তৎ। অনেন রসাবেশঃ সূচিতঃ॥ ১৩॥

অথ সুরতান্তে চিহ্নশোভিতবপুর্দ্দর্শনেন প্রিয়স্য প্রেমোৎসবমাহ—তস্যা ইতি। তস্যা উরঃ পাটলপুষ্পবৎ পাণিজেন নখেন অঙ্কিতং দৃশৌ নিদ্রয়া লোহিতে অধরশোণিমা নির্ধৌতশ্চুম্বনাদিনা ক্ষালিতঃ কেশা বিলুলিতাঃ স্রস্তস্রজঃ বন্ধনশৈথিল্যাদিতস্ততো গতা ইত্যর্থঃ। কাঞ্চীদাম ঈষৎ-শ্লথপ্রান্তভাগম্। প্রাতঃসময়ে এভিঃ কামশরৈঃ পত্যুঃ দৃশোঃ লগ্নৈর্ম্মনো বিদ্ধং ইত্যেতৎ অদ্ভুতমভূৎ। অন্যত্রার্পিতশরৈঃ অন্যৎ বিদ্ধমিতি আশ্চর্য্যম্॥১৪॥

হর্ষোৎকর্ষে অবসন্না শ্রীরাধার শ্বাসস্ফীত পয়োধর যুগল আলিঙ্গনপূর্ব্বক কৃতার্থম্মন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধর সুধা পান করিতে লাগিলেন। তখন রাধার নয়ন যুগল নিমীলিত, কপোল পুলকাঞ্চিত এবং অধর অবিচ্ছিন্ন শীৎকারে অব্যক্ত ব্যাকুল কেলিকূজনে বিকশিত-দন্তপংক্তির কিরণে বিধৌত হইয়াছিল (১৩)।

নখে ক্ষত বক্ষ, নিদ্রাবেশে লোহিত নয়ন, রাগহীন অধর, বিস্রস্ত মাল্য, আলুলায়িত কেশদাম, এবং শিথিল মেখলা, এইরূপ মদনশরভূষিত (সুরতান্ত চিহ্নযুক্ত) শ্রীরাধা প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণের মনকে বিদ্ধ করিলেন। ইহা আশ্চর্য্য! (অর্থাৎ মদনের বাণ শ্রীরাধার দেহে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনকে বিদ্ধ করিল ইহাকে অদ্ভুত বই আর কি বলিব!) (১৪)

ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপোলৌ
ক্লিষ্টা দষ্টাধরশ্রীঃ কুচকলসরুচা হারিতা হারযষ্টিঃ।
কাঞ্চী কাঞ্চীদ্গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য সদ্যঃ
পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতস্রগ্ধরেয়ং ধিনোতি ॥ ১৫ ॥
ইতি মনসা নিগদন্তং সুরতান্তে সা নিতান্তখিন্নাঙ্গী।
রাধা জগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দম্ ॥ ১৬ ॥

তন্মনঃ কৌলিতং তস্যৈব ভাবনয়া দ্যোতয়তি ব্যালোল ইতি। ইয়ং শ্রীরাধা বিমর্দ্দিতমালাধারিণ্যপি মাং প্রীণয়তি পুনরপি অত্যুৎসুকং করোতি। ন কেবলমীদৃশী অপি চ স্তনজঘনপদং সদ্যঃ পাণিনা আচ্ছাদ্য সত্রপং যথা স্যাৎ তথা মাং পশ্যন্তী বসনাদিব্যতিরেকেণ কেবলাঙ্গশোভাদর্শনাৎ প্রীণনমিতি জ্ঞেয়ম্। কুতঃ সলজ্জং পশ্যন্তী ইত্যাহ।—কেশপাশো ব্যালোলো বিকীর্ণ ইত্যর্থঃ। অলকৈস্তরলিতম্। কপোলৌ স্বেদেন লোলৌ ব্যাপ্তৌ ইত্যর্থঃ। দষ্টাধরশ্রীঃ ক্লিষ্টা, কুচকলসয়োঃ রুচা স্পর্দ্ধয়েব হারযষ্টি-র্হারিতা, কাঞ্চী কাঞ্চিৎ আশাং দিশং গতা, রসাবেশশৈথিল্যে নিজাঙ্গাব-লোকনাৎ আত্মনঃ ক্রীড়াবিশেষাবেশকলনাৎ সত্রপমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫ ॥

এবং প্রিয়দর্শনানন্দোন্মত্তা প্রিয়ং জগাদেতি তস্যাঃ স্বাধীনভর্তৃকাবস্থাং বর্ণয়িষ্যন্নাহ ইতীতি। তল্লক্ষণং যথা—স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা সা স্যাৎ স্বাধীন ভর্তৃকা ইতি। সা শ্রীরাধা গোবিন্দং আনন্দেন ইদং বক্ষ্যমাণং জগাদ।

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—শ্রীরাধার কেশপাশ আলুলায়িত, অলক বিপর্য্যস্ত, গণ্ডস্থল ঘর্ম্মাক্ত, অধর দশন চিহ্নযুক্ত, মাল্য বিমার্দ্দিত, মেখলা স্থানচ্যুত এবং মর্দ্দিত-কুচাকলসের শোভায় হার তিরস্কৃত হইয়াছে। তিনি এই বেশে হস্তদ্বারা স্তন ও জঘনদেশ সদ্য আচ্ছাদন-পূর্ব্বক সলজ্জ দৃষ্টিপাতে আমায় আনন্দিত করিতেছেন (১৫)।

গীতম্ । ২৪ ।

(রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—)

কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে ।
মৃগমদপত্রকমত্র মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে ।
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥ ১৭ ॥ ধ্রুবম্ ॥

কীদৃশং ? ইত্যুক্তপ্রকারেণ মনসা নিগদন্তং অতএব আদরেণ সহ বর্ত্তমানং অসমানোর্দ্ধপ্রত্যঙ্গদর্শনাৎ ইতি জ্ঞেয়ম্ । কীদৃশী ? সুরতান্তে নিতান্তখিন্নাঙ্গী ॥ ১৬ ॥

যং জগাদ তদেবাহ কুরু যদুনন্দনেত্যাদিনা অস্যাপি রামকিরী-রাগযতিতালৌ যদুনন্দনে ক্রীড়তি সতি সা শ্রীরাধা নিজগাদ, তং প্রতি ইতি প্রকরণাৎ জ্ঞেয়ম্ । ক্রীড়তি ইতি সুরতান্তেঽপি চিক্রীড়িষোদয়াৎ অখণ্ডলীলত্বমুক্তম্ । ইচ্ছামাত্রেণ কথং ক্রীড়নং সেৎস্যতীতি তত্রাহ ।— তস্যা হৃদয়মানন্দয়তি স্বচাপল্যেন ক্রীড়নায় উন্মুখং করোতি যস্তস্মিন্ ক্রীড়তি জগাদেতি ক্রীড়নসময়েঽপি প্রিয়প্রেরণাং তস্যা নিত্যস্বাধীনভর্ত্তৃকাত্বে প্রাধান্যং দ্যোতিতম্ । হে যদুনন্দন ! ইত্যুক্তরীত্যা মহাকুলোদ্ভবত্বেন সর্ব্বাতিশায়িনায়কগুণখ্যাপনায় সম্বোধনম্ । যদি পুনর্ম্মনোভবমর্থারম্ভঃ সম্ভবতি, তদা মম পয়োধরে কস্তূরীপত্রভঙ্গং করেণ কুরু । কথং তত্র তৎ করণীয়ং অত আহ ।—কামস্য যো মঙ্গলকলসস্তৎসদৃশে মঙ্গলকলসোঽপি তথা বিধানেন স্থাপ্যতে অতস্ত্বমপি কুরু ইত্যর্থঃ । কীদৃশেন ? চন্দনাদপি অতিশীতলেন, শীতলত্বেনাব্যগ্রতয়া করণযোগ্যতা সূচিতা ॥ ১৭ ॥

সুরতাবসানে নিতান্ত অবসন্নদেহা শ্রীরাধা এইরূপ চিন্তাপরায়ণ গোবিন্দকে আনন্দে আদর সহকারে বলিতে লাগিলেন (১৬) ।

অলিকুলগঞ্জনসঞ্জনকং রতিনায়কশায়কমোচনে।
তদধরচুম্বনলম্বিতকজ্জলমুজ্জ্বলয় প্রিয় লোচনে॥ ১৮॥
নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে।
মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে॥ ১৯॥

ততশ্চ তদুপকরণানি আপাদয় ইত্যাহ অলীতি। হে প্রিয়! লোচনে ত্বদধরচুম্বনেন লম্বিতং গলিতং কজ্জলং উজ্জ্বলয় অর্পয় ইত্যর্থঃ। কীদৃশম্? অলিকুলগঞ্জনং সঞ্জনয়তি ইতি তাদৃশম্। কীদৃশে? কামবাণান্ কটাক্ষরূপান্ মোচয়তীতি মোচনং তস্মিন্। কজ্জলাদিকমপি তত্রাপেক্ষিতমস্তীতি ভাবঃ॥ ১৮॥

হে শুভবেশ! মম নয়নমেব কুরঙ্গস্তস্য তরঙ্গকূর্দ্দনং তস্য যঃ বিকাশস্তস্য নিরাসকরং যৎ শ্রুতিমণ্ডলং তস্মিন্ কুণ্ডলে অর্পয়। কুতস্তন্নিরাকরণং শ্রুতেরত আহ।—মনসিজস্য পাশস্য বিলাসধরে পাশো মৃগবন্ধনরজ্জুস্তদ্বয়াৎ অগ্রে ন যাতিত্যর্থঃ। ধরতীত্যর্থঃ। শুভকর্ম্মণি কৃতবেশস্য তব প্রিয়ত্বাৎ মমাপি তথা বেশকরণং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৯॥

শ্রীরাধা রতিক্রীড়ায় হৃদয়ানন্দদায়ক যদুনন্দনকে বলিলেন—

হে যদুনন্দন! চন্দনাপেক্ষাও সুশীতল তোমার করদ্বারা মদনের মঙ্গলকলসতুল্য আমার এই পয়োধরে মৃগমদের পত্র লেখা অঙ্কিত কর (১৭)।

হে প্রিয়, মদনের বাণরূপ কটাক্ষ ক্ষেপণকারী আমার এই লোচনের ভ্রমরকৃষ্ণ কজ্জল তোমার অধর চুম্বনে মুছিয়া গিয়াছে, তুমি তাহা সমুজ্জ্বল করিয়া দাও (১৮)।

হে মঙ্গলবেশধারি, নয়ন কুরঙ্গের তরঙ্গ বিকাশের প্রতিবন্ধক আমার এই শ্রবণযুগলে মদনবিলাসের পাশ স্বরূপ মনোরম কুণ্ডল সন্নিবেশিত কর (১৯)।

ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং মম সম্মুখে।
জিতকমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্মজনকমলকং মুখে ॥ ২০ ॥
মৃগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে।
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে ॥ ২১ ॥
মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজধ্বজচামরে।
রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে ॥ ২২ ॥

তথা মম মুখে অলকং সংস্কুরু। তত্র হেতুঃ—সখীপরিহাসজনকং যতঃ সম্মুখে সুচিরং কালং ব্যাপ্য মুখকমলস্যোপরি ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তং অতএব রুচিরম্। কীদৃশে? জিতকমলে অতো বিমলে। মুখস্য কমলত্বেন অলকস্য ভ্রমরত্বেন নিরূপিতম্ ॥ ২০ ॥

হে কমলানন! মম ললাটচন্দ্রে মৃগমদরসেন বলিতং তিলকং ললিতং যথা স্যাৎ তথা কুরু। কীদৃশং? কৃতা কলঙ্কস্য কলা অংশো যেন তৎ। ললাটস্য বালচন্দ্রত্বেন মৃগমদতিলকস্য কলঙ্ককলাত্বেন নিরূপিতম্। কীদৃশে? বিশ্রমিতা অপগতা অম্বুকণা যতঃ তস্মিন্। তান্ অপনীয় তিলকং কুরু ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

হে মানদ! মম কেশে কুসুমানি কুরু। কীদৃশে? রতিগলিতে সম্ভোগা-বেগেন বিকীর্ণে তথা ললিতে যতঃ স্বরূপতঃ সুন্দরে তথা মনসিজস্য যো

আমার এই কমলজিত বিমল মুখমণ্ডলে বিস্রস্ত অলকাবলী দেখিয়া সখীগণ পরিহাস করিতেছে। তুমি তাহার সংস্কার সাধনপূর্ব্বক ভ্রমরক রচনা করিয়া দাও (২০)।

হে কমলানন! বালচন্দ্র সদৃশ আমার ললাটদেশ হইতে ঘর্ম্মবারি অপনয়ন করিয়া তাহাতে মৃগাঙ্ক চিহ্নের ন্যায় মনোহর মৃগমদ তিলক অঙ্কিত কর (২১)।

সরসঘনে জঘনে মম শম্বরদারণবারণকন্দরে।
মণিরসনাবসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে ॥ ২৩ ॥
শ্রীজয়দেববচসি রুচিরে হৃদয়ং সদয়ং কুরুমণ্ডনে।
হরিচরণস্মরণামৃতনির্ম্মিতকলিকলুষজ্বরখণ্ডনে ॥ ২৪ ॥

ধ্বজস্তস্য চামরে কিঞ্চ ময়ূরপুচ্ছস্যেব ডামর আটোপো যস্য তস্মিন্ মানসজধ্বজাদাটোপনাদিকমপি তদুপযোগ্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তথা হে শুভাশয়! শুদ্ধান্তঃকরণস্যেব ক্রিয়াসিদ্ধেস্তথাশব্দঃ প্রযুক্তঃ। মম জঘনে মণিরসনাবসনাভরণানি পরিধাপয়। যতঃ সুন্দরে অধুনা এতৎ করণং যুক্তমিত্যর্থঃ। তথা সরসঘনে সরসঞ্চ তৎ ঘনঞ্চেতি তস্মিন্। অপি চ কাম এব হস্তী তস্য কন্দররূপে ॥ ২৩ ॥

শ্রীজয়দেববচসি সদয়ং যথা স্যাৎ তথা হৃদয়ং কুরু। স্নিগ্ধান্তঃকরণস্যেব এতৎশ্রবণযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। যতো জয়ং শ্রীকৃষ্ণং দদাতীতি জয়দস্তস্মিন্। তত্র হেতুঃ,—হরিচরণস্মরণমেব অমৃতং তেন কৃতং কলিকলুষজ্বরেণ যঃ সন্তাপস্তস্য খণ্ডনং যেন তস্মিন্ অতএব মণ্ডনে ভূষণরূপে ॥ ২৪ ॥

হেঁ মানদ! কামদেবের ধ্বজ-চামর স্বরূপ ময়ূর পিচ্ছের গৌরব স্পর্দ্ধী আমার কেশ কলাপ হইতে রতিকালে কুসুমচয় খসিয়া পড়িয়াছে, তুমি তাহা সুন্দর ফুলদামে সাজাইয়া দাও (২২)।

হে শুভাশয়! মদন মাতঙ্গের কন্দর স্বরূপ, আমার এই নিবিড় সরস সুন্দর জঘন দেশ মণিময় রসনায় এবং বসনে ভূষিত কর (২৩)।

কলি-কলুষ-জ্বর বিনাশকারী, হরিচরণস্মরণামৃতে অভিসেচিত জয়দায়ক শ্রীজয়দেব ভণিত এই গান ভক্ত হৃদয়কে অলঙ্কৃত করুক (২৪)।

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়ো
র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভরম্ ।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা-
বিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ ॥ ২৫ ॥
পর্য্যঙ্কীকৃতনাগনায়কফণাশ্রেণীমণীনাং গণে
সংক্রান্তপ্রতিবিম্বসংবলনয়া বিভ্রদ্বিভুপ্রক্রিয়াম্ ।
পাদাম্ভোরুহধারিবারিধিসুতামক্ষ্ণাং দিদৃক্ষুঃ শতৈঃ
কায়ব্যূহমিবাচরন্নুপচিতীভূতো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ২৬ ॥

অত্যাবেশেন তয়া পুনরুক্তঃ সন্ তথা অকরোৎ ইত্যাহ রচয়েতি। রচয় কুচয়োঃ পত্রমিত্যাদিকং, ইত্যনেন প্রকারেণ তয়া আজ্ঞপ্তঃ পীতাম্বরোঽপি প্রীতস্তথৈব অকরোৎ। অপিশব্দেন রতান্তর্ব্বসনব্যত্যয়াভাবেঽপি তদাজ্ঞা-করণাৎ তস্যাখণ্ডিততদধীনত্বং দৃঢ়ীকৃতম্ ॥ ২৫ ॥

অথ শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বোক্তদর্শনাৎ তৃপ্ত্যুৎকণ্ঠাবগুণ্ঠিতঃ শ্রীকৃষ্ণো নেত্রবাহুল্যমন্বিচ্ছন্ শ্রীনারায়ণস্য লক্ষ্মীদর্শনং শ্লাঘিতবান্ ইতি স্মরন্ কবিঃ আশিষং প্রযুঙ্‌ক্তে পর্য্যঙ্কীকৃতেতি। হরির্নারায়ণো বো যুষ্মান্ পাতু। কীদৃশঃ কায়ব্যূহমাচরন্নিব উপচিতীভূতো বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি উৎপ্রেক্ষে। তত্র হেতুঃ —পাদাম্ভোরুহধারিবারিধিসুতাং লক্ষ্মীং অক্ষ্ণাং শতৈর্দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ। তৎ-প্রকারমাহ,—তল্পীকৃতস্য শেষস্য ফণাশ্রেণ্যাং যে মণয়স্তেষাং গণে মিলিতানাং প্রতিবিম্বানাং প্রসরণেন বিভুপ্রক্রিয়াং সর্ব্বব্যাপিভাবং বিভ্রৎ ॥ ২৬ ॥

আমার পয়োধরে পত্রলেখা, কপোলে চন্দনচিত্র, জঘনে কাঞ্চী, কবরীতে মালা, করে বলয়, এবং পদে নূপুর যথাযথ সন্নিবেশিত কর। শ্রীরাধা এইরূপ আদেশ করিলে পীতাম্বর প্রীত হইয়া তাহাই করিলেন (২৫)।

যদ্গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎ সর্ব্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ ২৭ ॥

অথোপসংহারেঽপি স্বাভীষ্টোপাসনায়াং সর্ব্বোত্তমতানিশ্চয়াবেশেন কারুণ্যোদয়াৎ তত্র সন্দিহানান্ ভক্তরসিকজনান্ প্রত্যাহ যদ্গান্ধর্ব্বেতি। ভোঃ সুধিয়ঃ! শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসোল্লাষিতচিত্তাঃ পণ্ডাঃ সদসদবিবেচিকা বুদ্ধিঃ স্তয়া অন্বিতঃ কবিঃ সৎকাব্যকর্ত্তা তথা ভূতস্য শ্রীজয়দেবপণ্ডিতকবেঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ তৎসর্ব্বমানন্দেন সহিতাঃ পরি সর্ব্বতোভাবেন শোধয়ন্তু, আশঙ্কাপঙ্কমুদ্ধারয়ন্তু নিশ্চিন্বন্তু ইত্যর্থঃ। তৎ কিমিত্যাহ।—যৎ গান্ধর্ব্বকলাসু সংগীতশাস্ত্রোক্তগীতরাগতালাদিষু যন্নৈপুণ্যং তদেব নির্ব্বন্ধনানুসারেণ জানন্তু ইত্যর্থঃ। ন কেবলমেতৎ অপি তু যদ্বৈষ্ণবং সর্ব্বব্যাপনশীলস্য বিষ্ণোঃ সর্ব্বাবতারিণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তেঃ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনবিষয়ং যদনুধ্যানং স্বাভীষ্টতল্লীলাবিচারসমাধানাদনুক্ষণচিন্তনং তদপ্যেতৎ দৃষ্ট্বৈব নিশ্চিন্বন্তু নিত্যত্বসর্ব্বোত্তমত্বনিশ্চয়াৎ দৃঢ়ীকুর্ব্বন্তু ইত্যর্থঃ। তত্রাপি দুরূহগতেঃ শৃঙ্গারস্য মহাপ্রেমরসস্য বিচারে যৎ তত্ত্বং দুরূহব্রজলীলাগতং তদপ্যেতদনুসারেণ নিশ্চিন্বন্তু। কাব্যেষু যল্লীলায়িতং রসলীলাদিব্যঞ্জকবিশেষগ্রথনং তদপ্যেতদনুসারেণ নিশ্চিন্বন্তু। সর্ব্বত্র হেতুঃ,—শ্রীকৃষ্ণে একতানঃ একাগ্রোঽনন্য-

চরণাব্জ সেবিকা বারিধি সুতাকে শত নয়নে দেখিবার জন্য শেষ পর্য্যঙ্কশায়ী যে বিভূ, নাগ নায়কের ফণাশ্রেণীর মণিগণে আপনার বহুল প্রতিবিম্ব সম্বলিত কায়ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, সেই হরি আপনাদিগকে রক্ষা করুন (২৬)।

সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি
দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে।
মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাব-
দ্ভাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্বচাংসি ॥ ২৮ ॥

বৃত্তিরাত্মা মনো যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণৈকান্তভক্তস্যৈব সর্ব্বগুণাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনেত্যুক্তেঃ ॥ ২৭ ॥

অথ হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ইতি শুকোক্তপ্রায়ত্বাৎ এতৎ শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণানুমোদনপ্রভাবমাহ—সাধ্বীতি। হে মাধ্বীক! ইহ লোকে যাবৎ জয়দেবস্য বচাংসি বিষ্বক্ সর্ব্বতঃ শৃঙ্গারসারস্বতং ভাবং দদতি, তাবদ্ভবতঃ চিন্তা সাধ্বী ন ভবতি মধুরত্বেঽপি মাদকত্বাদিত্যর্থং। হে শর্করে! ত্বং কর্করাসি মাদকত্বাভাবেঽপি কঠিনত্বাদিত্যর্থঃ। হে দ্রাক্ষে! কে ত্বাং দ্রক্ষ্যন্তি কোমলত্বেঽপি নিন্দ্যদেশোদ্ভবত্বাদিত্যর্থঃ। হে অমৃত! ত্বং মৃতমসি মরণান্তরপ্রাপ্যত্বাদিত্যর্থঃ। হে ক্ষীর! তে রসো নীরং নীরবৎ আবর্ত্তনাদ্যপেক্ষত্বাৎ। হে মাকন্দ! আম্র! ত্বং ক্রন্দ ত্বগষ্ঠ্যাদিহেয়াংশ-সাহিত্যাৎ। হে কান্তাধর! ত্বং পাতালং অসুরালয়ং যাহি, অধোদাতৃনামত্বাৎ তবাত্র স্থিতিরপি ন যুক্তেত্যর্থঃ। শ্রীজয়দেববর্ণিত-মধুরাখ্যভক্তিরসাস্বাদনির্বৃতজনাস্তে ঘৃণামেব করিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

হে সুধিগণ! যদি সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত রাগাদিতে, সর্ব্বব্যাপি বিষ্ণুর ভজন বিষয়ক অনুধ্যানে, বিবেকতত্বে এবং শৃঙ্গাররসকাব্যে (একাধারে এই সমস্ত বিষয়ে) নিপুণতালাভের বাঞ্ছা থাকে তবে আনন্দের সহিত কৃষ্ণগত প্রাণ পণ্ডিত জয়দেব কবির এই শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য চিন্তা করুন (২৭)।

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে

সুপ্রীতপীতাম্বরো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।

সমাপ্তমিদং কাব্যম্।

অথ স্বপিতৃমাতৃস্মরণপূর্ব্বকং পরাশরাদিমতজ্ঞাতার এব অধিকারিণ ইতি তান্ প্রতি আশিষয়তি শ্রীভোজেতি। ভোজদেবনামা অস্য পিতা বামাদেবীনাম্নী জননী তস্যাঃ সুতস্য শ্রীজয়দেবকস্য পরাশরাদীনাং যে প্রিয়াস্তন্মতজ্ঞাতারস্তেষ্বপি যে বান্ধবাস্তন্মতানুসারেণ শ্রীরাধামাধবরহঃকেলিজ্ঞানেন বন্ধুত্বং প্রাপ্তাস্তেষামেব কণ্ঠে ভূষণবৎ সদা শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যং কবিত্বমস্তু। অনেনাস্য প্রবন্ধস্য সর্ব্ববেদেতিহাসপুরাণাদিবক্তৄণাং সম্মত্যা সর্ব্বসারত্বং দুরূহত্বঞ্চ বোধিতম্ অত্রায়ং ক্রমঃ। আদৌ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদনং প্রলয়পয়োধিজলে ইত্যাদি বসন্তে বাসন্তীত্যন্তেন। ততঃ শ্রীরাধায়াঃ সমধিকলালসা বর্ণনং কংসারিরপিত্যন্তেন তত্রৈব সাধারণলীলা তস্যা উৎকণ্ঠাবর্ণনঞ্চ ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি উৎকণ্ঠা যমুনাতীরেত্যন্তেন। ততঃ শ্রীকৃষ্ণে রাধিকোৎকণ্ঠা অহমিহেত্যন্তেন। ততঃ তস্যাং শ্রীকৃষ্ণোৎকণ্ঠাবর্ণনং পূর্ব্বংযত্রেত্যন্তেন ততোঽভিসারিকাবস্থাবর্ণনং অথ তামিত্যন্তেন।

শ্রীজয়দেবের এই শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে—হে মধু, তোমার চিন্তা আর কেহ করিবে না। অতঃপর শর্করে, তুমি কর্করত্ব প্রাপ্ত হইলে। হে দ্রাক্ষে, তোমাকে আর কেহ দেখিবে না। অমৃত, তুমি মৃত হইলে। ক্ষীর, তোমার আস্বাদ নীরের মত হইয়া গেল। আম্র, তুমি ক্রন্দন কর। কান্তাধর তুমি রসাতলে যাও (২৮)।

ততো বাসকশয্যা অত্রান্তরেত্যন্তেন। ততঃ চন্দ্রোদয়া পুনরুৎকণ্ঠি অথাগতামিত্যন্তেন। ততোবিপ্রলব্ধা অথ কথমপিত্যন্তেন। ত খণ্ডিতা তামথেত্যন্তেন। ততঃ কলহান্তরিতা অত্রান্তরে মসৃণরো ত্যন্তেন। ততো মানিনীবর্ণনং সুচিরত্যন্তেন। ততো মেঘাবৃতে চ সখিপ্রার্থনা সা সসাধ্বসেত্যন্তেন। ততো অন্যোঽন্যাবলোকনং গতব ত্যন্তেন ততঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রার্থনা প্রত্যুহেত্যন্তেন। ততঃ রহঃকেলয়ঃ ইতি মন ত্যন্তেন। ততঃ স্বাধীন ভর্তৃকপর্য্যঙ্কীকৃতে ত্যন্তেন। অতঃ সর্গোঽ সমৃদ্ধিমদাখ্যসম্ভোগরসানন্দিতঃ পীতাম্বরঃ যত্র স ক্রিয়া ধীনত্যেন তদ্বর্ণব প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যত্র সঃ ॥ ২৯ ॥

যদ্বৎ স্ববালমুগ্ধোক্তৌ পিত্রা প্রীতিরবাপ্যতে।
তদ্বৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রীয়তামত্র জল্পিতে ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং
দ্বাদশঃ সর্গঃ।

শ্রীভোজদেব এবং বামাদেবীর পুত্র জয়দেব কবি শ্রীগীতগোবিন্দ কা রচনা করিয়া পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুকণ্ঠে উপহার অর্পণ করিলেন (২৯)।

ইতি সুপ্রীতপীতাম্বরনামক দ্বাদশ সর্গ।

সমাপ্ত